শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ—১ম সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৪০২

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৬শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন ১৪০২
২৪ গোবিন্দ, ৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ফাল্গুন, বুধবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ { ১ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

ধামসেবা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২৩০ পৃষ্ঠার পর]

'নিগম' শব্দে বেদ ; সেই বেদ—কল্পতরু অর্থাৎ কল্পনা, সঙ্কল্পিত বা আকাঙ্ক্ষিত ফল প্রসবকারী। অভক্তগণ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কামনা বা সঙ্কল্প ক'রে থাকে ; কিন্তু যাঁ'দের ভুক্তিমুক্তিকাম নিরস্ত হ'য়েছে—যাঁ'রা ভাবনার পথ অতিক্রম ক'রেছেন, তাঁ'দের আকাঙ্ক্ষা বা সঙ্কল্প ঐরূপ কুরস বা নীরস যুক্ত বস্তু নয়। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী—বিকৃতরসের প্রার্থী আর নির্ভেদজ্ঞানী নির্ব্বিশেষ নীরসের প্রার্থী ; ভাগবত সেরূপ কুরস বা নীরস-যুক্ত ফল প্রসব করেন না। ভাগবতে বিষয় আশ্রয় ভাবের—সেব্য-সেবকভাবের বিচার কিরূপে অত্যন্ত সঙ্কুচিত, ঈষৎ মুকুলিত, পুষ্পিত, বর্দ্ধিত, পরিপুষ্ট ও প্রপক্ক অবস্থা লাভ ক'রে উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষ প্রদর্শন ক'রেছে, তা' বিশেষভাবে অনুধাবন করা যায়। সেই সংশয়, নাস্তিক্য, নির্গুণ, ক্লীব, পুরুষ, মিথুন, স্বকীয়, পারকীয় বিলাসের উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষ পল্লবিত হওয়ায় ভাগবতকল্পতরুর ন্যায় সৌন্দর্য্য—পিপাসাতুর ব্যক্তিগণের সঙ্কল্পের ফলপ্রদানকারী আর অন্য কোন প্রকার বৃক্ষ চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে এমন কি, বিরজা ব্রহ্মলোকের অতীত বৈকুণ্ঠে পর্য্যন্ত নাই। তরুণ, কষায়, পক্ক, প্রপক্কভেদে পরপর উৎকর্ষ—যা' পারকীয় বিচারের তারতম্যে প্রদর্শিত হ'য়েছে, তা' আমরা অপ্রাকৃতরূপের সেবা-পিপাসুগণের—রসিক ভাবুকগণের ভাগবতাস্বাদনের মধ্যেই দে'খতে পাই। যাঁ'রা স্থায়ী ভাবভূমিকায় অবস্থিত আছেন, তাঁ'রাই ভাবুক। স্থায়ী ভাবের সহিত চতুর্ব্বিধ সামগ্রীর সম্মেলনে যে অপ্রাকৃত রসের উদয় হয়, সেই রসে যাঁ'রা অভিষিক্ত—প্রাকৃত ভাবনার পথ বিশেষভাবে অতিক্রম ক'রে

এক অপ্রাকৃত মহাচমৎকার-প্রাচুর্য্যের ভূমিকায় বিশুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে যে রস আস্বাদিত হয়, সেই রসের যাঁ'রা রসিক, তাঁরাই এই নিগমকল্পতরুর ফল আস্বাদন ক'রতে পারেন। এই ফল—গলিত ফল। অন্যান্য ফল ভক্ষণকালে কণ্ঠরোধ হ'তে পারে, কিন্তু এই ফল কেবল রস-যুক্ত, সুপক্ক ব'লে অতি সহজে গলাধঃকরণ করা যায়। এই ফলে কোন প্রকার খোসা, আঁটি, আঁশ, ছোবড়া প্রভৃতি অসার বা পরিত্যাজ্যাংশ নাই। অন্যাভিলাষ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ বিদ্ধা ও মিশ্রাভক্তি-প্রতিপাদকগ্রন্থে নানাপ্রকার হেয়াংশ ও আবরণ র'য়েছে ; কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবত গ্রন্থে সে'প্রকার কোন হেয়তা নাই। ইহা সুনির্ম্মল সুপক্ক কেবল রসস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ অখিলরসামৃতসিন্ধু কৃষ্ণ। 'আলয়ং'—লয়মভিব্যাপ্য—মুক্তাবস্থায়ও এই ভাগবত-রস আস্বাদ্য। মুক্তকুলই এই শ্রীমদ্ভাগবতের নিত্য আস্বাদন ক'রে থাকেন। মুক্তকুল-শিরোমণি পরমহংস বৈষ্ণবগণের মুখে ভাগবত শ্রবণ না ক'রে যাঁ'রা অনর্থযুক্ত ও অনর্থরক্ষণশীল ভৃতক ব্যক্তিগণের মুখে কেবল কাব্য, সাহিত্য, অনুস্বার, বিসর্গ প্রভৃতির বাহ্য বিচারে প্রমত্ত হ'য়ে ইন্দ্রিয়-তর্পণের অভিলাষে ভাগবত শ্রবণের অভিনয় করে, সেই সকল প্রাকৃত সহজিয়া ভাগবতের নির্ম্মলরস আস্বাদন ক'রতে পারে না ; ও'রা বিরস বা কুরসকেই 'রস' ব'লে ভ্রান্ত হয়। শুকদেবাদির ন্যায় মুক্ত পরমহংস যখন ভাগবতকীর্ত্তন করেন, তখন পরীক্ষিতের ন্যায় জীবনের নশ্বরতা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় ব্যক্তি ভাগবত শ্রবণ ক'রে ভাগবতের রসে নিত্যরসিক হ'য়ে পড়েন, তখন তাঁ'র আর ইতরবিষয়াসক্তি থাকে না।

ভাগবতের দশম স্কন্ধ ভাল ক'রে আলোচনা হওয়া আবশ্যক,—ভাল ক'রে ভাগবতের দশম স্কন্ধের বিবৃতি লেখা আবশ্যক। রাসপঞ্চাধ্যায়, ভ্রমরগীতা, গোপী-গীতা প্রভৃতিরত রূপানুগ-গৌড়ীয়-বিবৃতি নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। জগতে রূপের কথা নাই, কুরূপের কথা আছে। প্রাকৃত সহজিয়াগণ 'এঁচড়ে পাকামি' ক'রবার জন্য ভ্রমরগীতা, গোপীগীতা প্রভৃতি নিয়ে যে ছিনিমিনি খে'লতে চায়, সে সকল দুর্ব্বুদ্ধি অপসারিত ক'রে ভ্রমরগীতার, গোপীগীতার প্রকৃত বিবৃতি লেখা আবশ্যক। এতদিন আমাদের যে কার্য্য হ'চ্ছিল, তা' কেবল অতন্নিরসন মাত্র। 'গৌড়ীয়' আটবৎসর যাবৎ অতন্নিরসন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা ক'রেছেন, সে সকল পাঠ ক'রলে সহজিয়াগণের মঙ্গল হ'তে পারে ; কিন্তু অতন্নিরসন বা অনুকূল গ্রহণেই আবদ্ধ থাকলে আমরা হরিভজনের কথায় অগ্রসর হ'তে পা'রবনা। সহজিয়া সম্প্রদায় ব'লছে—'আমরা নামাপরাধ ছা'ড়ব না' ; আমাদের লোকেরা ব'লছেন—'আমরা তোমাদের ন্যায় নামাপরাধ ক'রব না।' এ'তে অনুকূল ক্রিয়া মাত্র হ'চ্ছে ; কিন্তু হরিভজন হ'চ্ছে না। অনুকূল গ্রহণমাত্র হ'লেই হ'বে না, কৃষ্ণানুশীলন হওয়া চাই, নতুবা মৃগী ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় অনুকূল মাত্র গ্রহণ ক'রে পথে চ'লতে চ'লতে সময়ে মাঝপথে অকস্মাৎ এক একটা মূর্চ্ছা উপস্থিত হ'য়ে আমাদিগকে ফে'লে দিবে। প্রতিকূল কিছু এ'লেই আমরা হোঁচট খেয়ে পড়ে যা'ব—হয়ত এক ভাণ্ড কুরস খেয়ে ফে'লব। অনুকূল ক্রিয়াতে জন্মজন্মান্তরে সুবিধা হবে বটে, কিন্তু এই জীবনেই বিদেহ মুক্তি, সিদ্ধিলাভ বা প্রকৃত হরিভজন হ'বে না। কৃষ্ণের রূপ-গুণে মুগ্ধ না হ'লে কৃষ্ণ হ'তে অনেক দূরে থাকিতে হ'বে। রূপের জন্য যাঁ'দের লৌল্য জন্মেছে—যাঁ'রা সৌন্দর্য্য-পিপাসু, তাঁরাই কৃষ্ণের সন্নিধানে যেতে পা'রবেন। আমি প্রকৃত সৌন্দর্য্যের কথা ব'লছি না, শ্রীরূপের আনুগত্যই যাঁদের সকল আশা-ভরসা—শ্রীরূপমঞ্জরীর পাদপদ্মই যাঁ'দের ভজন পূজন,—শ্রীরূপ পাদপদ্মে সিদ্ধিই যাঁ'দের একমাত্র লালসা, সেরূপ সৌন্দর্য্য-পিপাসু ব্যক্তিগণই হরিভজনের কথা বুঝতে পারবেন। এই সৌন্দর্য্য-পিপাসু ব্যক্তিগণের জন্যই দশম স্কন্ধের ভাগবত-বিবৃতি লেখা আবশ্যক। আমরা প্রাকৃত সহজিয়াগণের ভ্রমরগীতা, গোপীগীতার পাঠ ব্যাখ্যাগুলির অনুমোদন করি না, কিন্তু ঐ সকলের যথার্থ ব্যাখ্যাও তৎসঙ্গে প্রদান করা কর্ত্তব্য। কেবল ইহা নয় ইহা নয়' বলার সঙ্গে সঙ্গে 'ইহা হয়' বলাও আবশ্যক। অতন্নিরসন ব্যাপারটী কেবল ঋণ-জাতীয় (negative)—ধন-জাতীয় (positive side) নয়। অতন্নিরসন কেলল 'তৎ' এর সন্ধান ব'ললেও হ'বে না, 'সঃ' এর —Absolute Personlityর (বাস্তববস্তুর—

পরম সবিশেষবস্তুর) নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য লীলায় প্রবেশ ক'রতে হ'বে। যাঁরা ইহ জগৎকেই ভূমিকা ক'রে অতন্নিরসন ক'রতে থাকেন তাঁ'রা 'তৎ' পর্য্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রতে পারেন। 'তৎ—সৎ'—সেই বস্তু সত্তাবান্ এই পর্য্যন্ত বলেন; কিন্তু যাঁ'রা ইহ জগতের প্রতিবিম্বিত মূল অবিকৃত বিশ্ব-স্বরূপ নিত্যধাম হ'তে দর্শন করেন, তাঁ'রা অদ্বয়জ্ঞান বস্তুকে 'সঃ' অর্থাৎ নাম-রূপ-গুণ পরিকর-লীলাময় সবিশেষ তত্ত্বরূপে দর্শন করেন—তাঁ'কে 'রসো বৈ সঃ' রূপে দর্শন করেন। তিনি অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি। যেমন, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন,—

"অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমর রুচি-রুদ্ধ
তারকা-পালিঃ
কলিতশ্যামা ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥"

(ক্রমশঃ)

তত্ত্বসূত্র—সিদ্ধান্ত প্রকরণম্

[শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

শাস্ত্রমক্ষমেষু বলীয়ো বিবেকিনাং নৈতত্তন্মূল প্রাপ্তেঃ॥ ৪২॥

ননু যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং ইতি গীতা বচন প্রামাণ্যেন পাসনাৎ শাস্ত্রমিতি ব্যুৎপত্ত্যা জীবানাং প্রবৃত্তেঃ শাস্ত্রীয় নিয়মাধীনত্বাৎ কথং শাস্ত্র-বিধিং বিনা শ্রেয়ঃ স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ শাস্ত্রমক্ষ-মেষ্বিবতি। অক্ষমেষু স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানোদয়হীনেষু অতএব বিধিরচনায়াং স্বয়ং অসমর্থেষু জীবেষু শাস্ত্রং বলীয়ং বলবত্তরং নিয়ামকম্। বিবেকিনাং স্বতঃ-সিদ্ধজ্ঞান সম্পন্নানাং অতএব তত্তৎ শ্রেয়স্কর বিধি-রচনায়াং স্বয়ং সামর্থ্যবিশিষ্টানাং নৈতৎ। এতৎ শাস্ত্রং ন নিয়ামকং ন শাসন সমর্থং তন্মূলপ্রাপ্তেঃ। তেষাং শাস্ত্রাণাং মূলভূতস্য স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্য প্রাপ্তত্বাৎ। এতদেব সর্ব্বাণি শাস্ত্রানি অবিদ্যাবদ্বিষয়কানীতি শারীরক মীমাংসা ভাষ্যে স্পষ্টীকৃতং যত্তু যঃ শাস্ত্রবিধি-মৎসৃজ্যেতি ভগবদ্বচনং তৎ স্বশ্রেয়ঃ জ্ঞানশূন্যানাং স্বচ্ছন্দতয়া নিষিদ্ধকর্মাসক্তানাং শাস্ত্রীয় বিদ্ধ্যধীনতয়া নিয়মানুরূপ প্রবৃত্ত্যর্থমিতি দ্রষ্টব্যং শাস্ত্রমপি অশাসিত জীবানাং শাসনার্থমিত্যবধেয়ং অন্যথা যদা তে মোহ কলিলং বুদ্ধির্ব্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈ-গুণ্যো ভবার্জুন। ইত্যাদিষু ভগবচ্ছিক্ষায়াঃ বৈফল্যা-পত্তেঃ অলমতি বিস্তরেণ।

অনেক যুক্তির দ্বারা শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। পূর্ব্বসূত্রের ভাষ্যে কতিপয় যুক্তি দর্শিত হইয়াছে। শাস্ত্রেও তদ্বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখা যায়। যথা গীতায়াং ষোড়শাধ্যায়ে শ্রীভগবদ্বচনম্—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তুমিহার্হসি॥

তথাচ মনু-সংহিতায়াং দ্বাদশ অধ্যায়ে,—

বিভর্ত্তি সর্ব্বভূতানি বেদশাস্ত্রং সনাতনম্।
তস্মাদেতং পরং মন্যে যজ্জন্তোরস্যসাধনম্॥

ভগবদুক্ত শ্লোকে দৃষ্ট হয় যে, যে ব্যক্তি শাস্ত্র-বিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কামচারী হয়, তাহার মঙ্গল নাই। এই বাক্য শ্রবণ করতঃ অর্জুন প্রশ্ন করিলেন যে, (গীতা ১৭, ১)—

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠাতু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥

ভগবান এই প্রশ্নের কি উত্তর দিলেন, তাহা উত্তম বিচার করা প্রয়োজন। সমস্ত সপ্তদশ অধ্যায় পাঠ করিলেও অনেকেই এই প্রশ্নের কোন উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে এমত বোধ করিবেন না। বাস্তবিক সমস্ত অধ্যায়ই ইহার উত্তর। উত্তরের তাৎপর্য্য এই যে, যদি সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাচারণ পূর্ব্বক শাস্ত্রবিধি কেহ পরিত্যাগ করে, তাহার নিষ্ঠা প্রশস্ত যেহেতু

শাস্ত্রবিহিত হোম, দান, তপ প্রভৃতি শ্রদ্ধারই বশীভূত অতএব সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার দ্বারা কৃত কর্ম্মসকল ভগবত্তোষণোপযোগী বলিতে হইবে।

ঐ অধ্যায়ের শেষ শ্লোক এই যে,—

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥

তদ্রূপ মনুও শাস্ত্রের প্রাধান্য বিস্তাররূপে ব্যাখ্যা করিয়া শেষে এই প্রকার কহিলেন,—

অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা গ্রন্থিভ্যো ধারিণো বরাঃ।
ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ॥

এই প্রকার যাবতীয় শাস্ত্রবাক্যে শাস্ত্রের গৌরব দেখা যায় এবং মীমাংসাস্থলে জ্ঞানের নিকট শাস্ত্রের লাঘবতা দেখা যায়। কিন্তু শাস্ত্রকর্ত্তারা ঐ বিষয়টী পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করেন না। তাহার হেতু এই যে, যে সকল সমর্থ পুরুষ শাস্ত্রের অধীনতা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন, তাঁহারা স্বীয় জ্ঞানযোগে শাস্ত্রকর্ত্তা-দের ইঙ্গিত অনুযায়ী শাস্ত্র হইতে স্বভাব বশতই স্বাধীন হইয়া শাস্ত্রকে কেবল মন্ত্রীরূপে বরণ করত নিজবুদ্ধিবলে এবং শাস্ত্রের পরামর্শ মত নির্দোষ কর্ম্মাচরণ করিবেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবলে বিধিরচনাকরণে অসমর্থ এবং অজ্ঞানবশত কার্য্যাকার্য্যের নির্ণয় করিতে না পারিয়া কামচারী হইয়া ক্লেশ পাইতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে শাস্ত্রের অধীনতা বিষয়ক বিধিই প্রয়োজনীয় অর্থাৎ শাস্ত্র হইতে স্বাধীন হওয়ার যে কোন পথ থাকে তাহা তাঁহাদের জানা উচিত নহে, যেহেতু তাঁহারা তদ্বি-ষয়ের অধিকারী হইলেই ইঙ্গিতক্রমে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

জ্ঞানই শাস্ত্রের মূল অতএব যে বিবেকী পুরুষ জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে শাস্ত্র শাসন করিবে না, কেবল উপদেশ প্রদান করিবে ; কিন্তু অক্ষম পুরুষ-দিগকে শাস্ত্র শাসন করিলেই তাহাদের মঙ্গল হইবে। নতুবা কামচারতঃ তাহাদের অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটিতে পারে।

যদি বল, শাস্ত্র অক্ষম-পুরুষদিগকে উপদেশের দ্বারা মঙ্গল করুন, শাসন করিবার প্রয়োজন কি? তবে শ্রবণ করুন ; অক্ষম পুরুষদিগের জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত তাহারা স্বীয় মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে পারে না। কিন্তু স্বভাববশতঃ যাহাতে প্রবৃত্তি হয়, তাহাই করে। তাঁহাদের স্বভাব প্রায়ই ইন্দ্রিয় পোষক, এজন্য শাস্ত্র নানাধিব ছল, বল ও কৌশলের দ্বারা তাহাদের মঙ্গল বিধান করিতে যত্ন পান। কখনও নরকের ভয় প্রদর্শন করেন, কখনও বা স্বর্গের সুখভোগের প্রলোভন দেখান। কখনও বা প্রকৃতি অনুসারে কার্য্যের দ্বারা সংস্কার করেন। অনেকানেক শাস্ত্রে মাদক সেবন, বহু স্ত্রী সংসর্গ ও জীবহত্যার বিধি দেখা যায়। ঐ সকল বিধি কেবল প্রবৃত্তি অনুযায়ী কার্য্যের দ্বারা অবৈধাচারী ব্যক্তিগণকে ক্রমে ক্রমে বিধির বশীভূত করত ভবিষ্যতে নিবৃত্তি পথাবলম্বী কবিবার জন্য রচিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত বিধির সহিত যে ফলের উল্লেখ আছে তাহা রোচক মাত্র।

তথাহি একাদশ স্কন্ধে ভগবদ্বাক্যম্—

ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্।
শ্রেয়ো বিবক্ষয়া প্রোক্তা যথা ভৈষজ্যরোচনম্॥

যদি বল এই অপূর্ব্ব তত্ত্বসূত্রও ত শাস্ত্র, তবে ইহাতে কিজন্য এই নিগূঢ় শাস্ত্রতাৎপর্য্য প্রকাশরূপে ব্যাখাত হইল? তবে তাহার উত্তর এই যে, এই তত্ত্বসূত্র স্বাধীন ভাগবত পুরুষদিগের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব তাঁহারা এইসকল বিচার জানি-বার অধিকারী। এই সূত্রের বলে তাহাদের বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা হইবে, এই প্রযুক্ত শ্রী সূত্রকার এই বিষয়টী স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন।

আচার, ব্যবহার, দ্রব্যের শুদ্ধাশুদ্ধি বিষয়ক ব্যবস্থা-সকলও যুক্তিমূলক। বিবেকী পুরুষেরা তদ্বি-ষয়ে যে শাস্ত্রবাক্য আছে তাহাতে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু বাধ্য হন না। অক্ষম পুরুষদিগের পক্ষে তত্তদ্-বাক্যশাসন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

একাদশ স্কন্ধে ভগবদ্বচন যথা,—

শুদ্ধাশুদ্ধী বিধীয়েত সমানেষ্বপি বস্তুষু।
দ্রব্যস্য বিচিকিৎসার্থং গুণদোষৌ শুভাশুভৌ॥
ধর্ম্মার্থং ব্যবহারার্থং যাত্রার্থমিতি চানঘ।
দর্শিতোঽয়ং ময়াচারো ধর্ম্মমুদ্বহতাং ধুরম্॥
দেশকালাদি ভাবানাং বস্তূনাং মম সত্তম।
গুণদোষৌ বিধীয়েত নিয়মার্থং হি কর্ম্মণাম্॥

ভগবান্ মনুও এই প্রকার শাস্ত্রতাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। সকল কর্ম্মকাণ্ডের ও

বর্ণাশ্রম-কাণ্ডের ব্যবস্থা ও বিচার বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণনা করত জীবের ঐকান্তিক শ্রেয় সম্বন্ধে রহস্য সিদ্ধান্তে লিখিয়াছেন,—

প্রবৃত্তং কর্ম্মসংসেব্য দেবনামেতি সাম্যতাং।
নিবৃত্তং সেব্যমানস্তু ভূতান্যতেতি পঞ্চ বৈ ॥ ১ ॥
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বরাজ্যমধিগচ্ছতি ॥ ২ ॥
যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমেচ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্ ॥ ৩ ॥
এতদ্বিজন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যোহি দ্বিজো ভবতি নান্যথা ॥ ৪ ॥

তৃতীয় শ্লোকে দ্বিজোত্তম শব্দে জ্ঞানসংস্কৃত সমদর্শী পুরুষকে বুঝায়; নতুবা চতুর্থ শ্লোকে সাধারণতঃ মানবের জন্ম সাফল্য ব্যক্ত করিয়া বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের বিষয় উক্তি করিতেন না। কুল্লুক ভট্টের টীকায় জন্মসাফল্য কেবল ত্রৈবর্গিকদের মধ্যেই আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। বস্তুত ভট্ট মহাশয় ইহার উদারার্থ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, যেহেতু তিনি হেতুবাদ দ্বারা চতুর্থ শ্লোকের অবমাননা করিয়াছেন।

তথাহি মহাভারতে,—

পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎসিতং।
আজ্ঞা-সিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ ॥

কুল্লুক ভট্টের অর্থ গ্রহণ করিতে গেলে সর্ব্বস্মৃতিসার গীতাবাক্যের অনাদর হইবে।

তথা ভগবদ্বাক্যং—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা ॥

এ বিষয় সূত্রকার ৪৪ সূত্রে স্পষ্ট করিয়াছেন।

এক্ষণে ভক্তদিগের শাস্ত্রের সহিত যে সম্বন্ধ তাহা বলিতেছেন,—

(ক্রমশঃ)

বর্ষারম্ভে

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাপ্রার্থনা

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত শ্রীচৈতন্যবাণী একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা ৪৭৪ শ্রীগৌরাব্দে, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে, ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে দোল-পূর্ণিমায় শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিবাসরে ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে জগজ্জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল বিধানের জন্য প্রকটিত হন। আজ ষট্‌ত্রিংশ বর্ষারম্ভে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীল গুরুদেবের প্রকটকালে তাঁহার সাক্ষাৎ নিয়ন্ত্রণাধীনে পত্রিকা প্রকাশিত হইত। শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর, তাঁহাদের অভিন্ন-সেবকবিগ্রহ শ্রীল গুরুদেবের কৃপাব্যতীত কেহই শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর, শ্রীল গুরুদেবের এবং শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবা করিতে অধিকারী বা সমর্থ হন না। শ্রীল গুরুদেবের প্রকটকালেও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সতীর্থ পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ পত্রিকা প্রকাশনের মূলে থাকিয়া প্রবন্ধ লিখিতেন এবং সেবকগণের রচনা সংশোধন করিতেন। শ্রীল গুরুদেবের অন্তর্ধানের পর তিনি পত্রিকা-প্রকাশনের মূলে থাকিয়া নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। তিনিও সম্প্রতি অসুস্থলীলাভিনয় ও বার্দ্ধক্যহেতু শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীধাম মায়াপুর-ঈশোদ্যানে অবস্থান করতঃ ভজনাদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। যদিও পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব সাক্ষাৎভাবে প্রকট নাই এবং পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ শ্রীধামে অবস্থান করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদের কৃপাশীর্ব্বাদ শ্রীচৈতন্যবাণী-সেবায় নিয়োজিত সেবকগণের উপর সর্ব্বদাই বর্ষিত হইতেছে। আরোহপন্থায় পার্থিব

বিদ্যা-বুদ্ধিকে সম্বল করিয়া কখনও অপ্রাকৃত শব্দ-ব্রহ্ম শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবা হয় না। অবরোহ-পন্থায় শরণাগতের হৃদয়ে শাস্ত্রার্থ ও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যবাণী-পত্রিকা জগতে প্রচারিত জাগতিকসমুন্নতির জন্য পত্রিকা-সমূহের সমপর্য্যায়ের নহে। অশরণাগত স্বরূপ-বিভ্রান্ত ব্যক্তি একমাত্র-পারমার্থিক পত্রিকার সেবা-সম্পাদনে অসমর্থ। 'যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥'—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্। যাঁহার ভগবানেতে শুদ্ধা ভক্তি এবং যেরূপ ভগবানেতে শুদ্ধা ভক্তি তদ্রূপ ভক্তি যাঁহার গুরুপাদপদ্মে, তাঁহার হৃদয়েই শাস্ত্রার্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

যদিও কামাতুর বদ্ধজীবের শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অথবা শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবাধিকার নাই, তথাপি পাপী ও অপরাধীর প্রতি অনন্ত কৃপাশীল ঔদার্য্যলীলা-ময়বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার নিজজনগণের অপরিসীম অহৈতুকী কৃপাই তদাশ্রিত সেবকগণের একমাত্র ভরসা। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ যে সেবা সম্পাদনের জন্য আদেশ করেন, নিঃশ্রেয়সার্থী সেবকগণ যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচার না করিয়া সেই সেবায় যত্নশীল হইবেন। যাহারা নিষ্কপটভাবে সেবার জন্য যত্ন করেন, তাহাদের প্রতি গুরুবৈষ্ণবের কৃপা স্বতঃই বর্ষিত হইয়া থাকে। গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়।

বর্ষারম্ভে শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের পাদপদ্মে অনন্তকোটী সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিতেছি, যাহাতে তাঁহাদের কৃপাশীর্ব্বাদে তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শ্রীচৈতন্যবাণী-সেবায় ও তাঁহাদের মনোভীষ্ট সেবায় যোগ্যতা লাভ করিতে পারি।

আস্তীক মুনি

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

মহাভারত-আদিপর্ব্বে ১৩শ অধ্যায় হইতে ১৫শ অধ্যায় পর্য্যন্ত বর্ণনা-প্রসঙ্গে আস্তীক মুনির জন্মবৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। সংক্ষিপ্ত বিবরণ—

আস্তীকের পিতার নাম জরৎকারু। জরৎকারু ব্রহ্মার ন্যায় প্রভাবশালী, নিয়মিতাহারী, ব্রহ্মচারী, মহাতপস্বী, ঊর্দ্ধরেতা, যাযাবর-বংশতিলক, ধর্ম্মজ্ঞ ও ব্রতপরায়ণ ছিলেন। ইনি যত্র-সায়ং-গৃহ হইয়া (সায়াংকাল উপস্থিত হইলে তথায়ই অবস্থান করিয়া) ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেন। ভ্রমণকালে কখনও বা তীর্থে স্নান বা তীর্থ পর্য্যটন করিতেন। মহাতেজ-প্রভাবসম্পন্ন ঋষি গলিতপত্র ভক্ষণ, বায়ু ভক্ষণ, কখনও বা নিরাহারের দ্বারা শরীরকে শুষ্ক করতঃ বিনিদ্র থাকিয়া ভ্রমণ করিতেন। একদিন জরৎকারু-মুনি ভ্রমণ করিতে করিতে একস্থানে দেখিলেন, তাঁহার পিতৃ-পিতামহগণ বীরণ-স্তম্ব আশ্রয়পূর্ব্বক একটি মহাগর্ত্তে ঊর্দ্ধদিকে পদ এবং অধোদিকে মুখ করিয়া লম্বমান হইয়া বিরাজিত আছেন। পিতৃপিতামহ-গণকে ঐভাবে লম্বমান হইয়া থাকিতে দেখিয়া জরৎ-কারুমুনি তাঁহাদিগকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতৃগণ কহিলেন, 'আমরা যাযাবর নামক ব্রতনিষ্ঠ ঋষি, বংশলোপ সম্ভাবনায় আমাদের অধোগতি হইতেছে। আমরা মন্দভাগ্য, কিন্তু আমাদের 'জরৎকারু' নামে একটি ভাগ্যহীন পুত্র আছে। সেই মূর্খ কেবল তপস্যা করে, পুত্রোৎপাদনের জন্য দার-পরিগ্রহ করিতেছে না। বংশলোপ সম্ভবনায় আমরা লম্বিত আছি। আপনি কে, আমাদের বন্ধুর ন্যায় দুঃখিত হইয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন?' জরৎ-কারু তদুত্তরে কহিলেন—'আমার নাম 'জরৎকারু'। আপনারা আজ্ঞা করুন আমি আপনাদের জন্য কি করিতে পারি?' পিতৃগণ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, 'তুমি আমাদের ও তোমার ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যত্নবান্ হও ও আমাদের বংশবৃদ্ধি কর। পুত্রবান্ ব্যক্তি যেরূপ

সম্পত্তি লাভ করেন অন্যকোন প্রকার তপস্যা-দ্বারা উহা লভ্য হয় না।' তচ্ছ্রবণে জরৎকারু মুনি কহিলেন, 'আমি ভোগের নিমিত্ত দারপরিগ্রহ ও ধনোপার্জ্জন করিব না। আপনাদের হিতানুষ্ঠানের জন্য বিবাহ করিব ; কিন্তু আমি যাহাকে বিবাহ করিব, তাহার নাম আমার নামের অনুরূপ হইবে এবং কন্যার বন্ধুগণ কন্যাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে দান করিবেন, তাহা হইলে কন্যাকে ভিক্ষাস্বরূপ আমি গ্রহণ করিয়া যথাবিধানে বিবাহ করিব। আমি দরিদ্র, আমাকে কে কন্যাদান করিবে ? কেহ কন্যা দান করিলে পুত্রোৎপন্ন হইলে পর আপনাদের উদ্ধার সাধন করিতে পারিব।'

ব্রহ্মচারিব্রতপরায়ণ জরৎকারুমুনি ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিয়া কোনও স্থানেই তাঁহার উপযুক্ত পত্নী দেখিতে পাইলেন না। একদিন তিনি অরণ্যে প্রবেশ করিয়া পিতৃবাক্যস্মরণ পূর্ব্বক অনুচ্চৈঃস্বরে তিনবার প্রার্থনা বাক্য প্রয়োগ করিলেন। সেই সময় নাগরাজ বাসুকি আসিয়া স্বীয় ভগ্নীকে দিবার জন্য উদ্যত হইলেন। কিন্তু জরৎকারুমুনি চিন্তা করিলেল কন্যা যদি নিজ নামের অনুরূপ না হয় এবং বন্ধুগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক না দেন, তিনি কি প্রকারে তাহাকে গ্রহণ করিবেন। ভুজঙ্গম বাসুকির নিকট তিনি কন্যার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। বাসুকি কহিলেন—'আমার এই অনুজার নাম জরৎকারু। আমি এই সুমধ্যমাকে দান করিতেছি। তুমি ভার্য্যারূপে গ্রহণ কর। আমি তোমার জন্যই এই ভগ্নীকে রাখিয়াছি।' বেদবিধান অনুসারে জরৎকারু কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।

পূর্ব্বে সর্পমাতা সর্পগণকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন—'মহারাজ জন্মেজয়ের যজ্ঞে হুতাশন তাহাদিগকে দগ্ধ করিবেন।' পন্নগরাজ বাসুকি সেই শাপ হইতে মুক্তির জন্য ব্রতপরায়ণ তপস্বী জরৎকারুকে ভগ্নী সম্প্রদান করিলেন। কন্যার গর্ভে আস্তীক নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইল। উক্ত পুত্র বেদ-বেদাঙ্গবিশারদ তপস্বী ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও পিতৃমাতৃকুলের ভয়নাশক হইলেন।

বহুকাল পরে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয় সর্পসত্র-নামক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিলে মহাতপস্বী আস্তীক ভ্রাতৃগণ, মাতুলগণ এবং অন্যান্য সর্পগণকে সর্পমাতার অভিশাপ হইতে উদ্ধার করিলেন।

"জরেতি ক্ষয়মাহুর্বৈ দারুণং কারুসংজ্ঞিতম্।
শরীরং কারু তস্যাসীত্তৎ স ধীমাচ্ছনৈঃ শনৈঃ ॥
ক্ষপয়ামাস তীব্রেণ তপসেত্যত উচ্যতে।
জরৎকারুরিতি ব্রহ্মন্ বাসুকের্ভগিনী তথা ॥"

—ভারঃ ১।৪০।৩-৪

'জরা শব্দের অর্থ ক্ষয়, কারু শব্দের অর্থ দারুণ। সেই মহর্ষির শরীর অতিশয় দারুণ ছিল, তিনি কঠোর তপস্যা দ্বারা শরীর ক্ষয় করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার নাম জরৎকারু হইয়াছিল।'—বিশ্বকোষ

'বাসুকির ভগ্নী মনসার গর্ভে জাত জরৎকারু মুনির পুত্র আস্তীক মুনি। বাসুকির জ্ঞাতিবর্গ মাতৃশাপে (কদ্রুর শাপে) অভিভূত হয় ; বাসুকি ঐ শাপ বিমোচনের জন্য মহাতপা জরৎকারুকে নিজ ভগ্নী প্রদান করিলেন ; কিন্তু সম্প্রদানের পূর্ব্বে জরৎকারুমুনি বলিলেন—'প্রদান কর, কিন্তু তাহার ভরণপোষণের ভার আমি লইতে পারিব না এবং তোমার ভগ্নী যদি আমার অমতে কার্য্য করেন, তখনই আমি তাহাকে ত্যাগ করিব।' বাসুকি তাহাও স্বীকার করিয়া ভগ্নীকে বিবাহ দিলেন। অনন্তর মুনি-সহবাসে তাহার গর্ভ হইল। একদা মহর্ষি নিদ্রিত আছেন এমন সময় নাগভগ্নী জরৎকারু দেখিলেন যে, সূর্য্য অস্তে যায়, স্বামীর সায়ংক্রিয়ার কাল অতীত হইতেছে, কি করি, ঋষি ভয়ানক রাগী, এখন জাগাইলে তিনি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, যাই হউক ধর্ম্মলোপ অপেক্ষা ইহাতে অধিক পাপ হইবে না, আমি ইঁহাকে জাগাই'—এই ভাবিয়া জাগাইলেন। ঋষি উঠিয়া বলিলেন, 'ভদ্রে! তুমি আমার অপ্রিয় কার্য্য করিলে ; সুতরাং এখানে আর কিছুতেই থাকিব না। তুমি দুঃখিত হইও না এবং তোমার ভাইও যেন দুঃখিত না হন।'—এই বলিয়া তিনি চলিলেন। তখন নাগভগ্নী জিজ্ঞাসিলেন, 'হে মুনিবর! আপনিত' চলিলেন, বাসুকি যেজন্য আপনার নিকট আমাকে সমর্পণ করিলেন, তাহার কি হইল ? তখন মুনিবর বলিলেন 'অস্তি'—অর্থাৎ আমার ঔরসে তোমার গর্ভ হইয়াছে' এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে

নাগভগ্নী 'জরৎকারু' পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র সর্পভবনে সর্পকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইলেন এবং নিজ-বুদ্ধিবলে ভৃগু পুত্র চ্যবনের নিকট সমস্ত শাস্ত্র শিখিলেন। পুত্র যখন গর্ভে তখন তাহার পিতা 'অস্তি' এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন, এইজন্য তিনি 'আস্তীক' নামে বিখ্যাত। তিনি জন্মেজয়ের সর্প-ধ্বংস-যজ্ঞ হইতে সর্পগণকে পরিত্রাণ করেন।' —বিশ্বকোষ

'রাজা জন্মেজয় তক্ষকদংশনে মৃত পিতা পরীক্ষিতের মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য সর্পযজ্ঞ করেন। আস্তীক যজ্ঞস্থানে গিয়া পূর্ণাহুতি প্রার্থনা করিয়া সর্পকুলকে রক্ষা করেন। এই কারণে তাঁহার নাম উচ্চারণে সর্পভয় নিবারিত হয় (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, মহাভারত)।'

—নূতন আশুতোষ দেবের বাংলা অভিধান।

উত্তরভারতে (হিমাচলপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়াণা, নিউদিল্লী, রাজস্থানে) শ্রীল আচার্য্যদেব এবং মঠের প্রচারকবৃন্দ

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে পাঞ্জাব রাজ্যে জলন্ধরে মাসব্যাপী কার্ত্তিকব্রত সমাপনান্তে ১৮ কার্ত্তিক (১৪০২), ৫ নভেম্বর (১৯৯৫) রবিবার ত্রয়োদশীতিথিতে রিজার্ভ বাসযোগে উনা (হিমাচলপ্রদেশ) শুভযাত্রা করেন। ক্রমশঃ উনা, সন্তোষগড় (হিমাচলপ্রদেশ), রাজপুরা (পাঞ্জাব), জগদ্ধ্রী (হরিয়াণা), গোকুল মহাবন (উত্তরপ্রদেশ), ভাটিণ্ডা (পাঞ্জাব), নিউদিল্লী-পাহাড়গঞ্জ, জয়পুর (রাজস্থান), পাচুডালা-ছিন্দ্ কি ধানি (রাজস্থান), নিউদিল্লী-জনকপুরীতে বিপুলভাবে প্রচারান্তে গত ২৬ অগ্রহায়ণ ১৩ ডিসেম্বর বুধবার কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রতিটী স্থানে ধর্ম্মসম্মেলন ও মহোৎসব এবং নিউদিল্লী-জনকপুরী ব্যতীত প্রতিটী স্থানে নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। গৃহস্থ ভক্তগণও বিপুল সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে অবস্থান করতঃ প্রচারানুকূল্য করিয়াছেন—পুজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী (ছোট), শ্রীগৌতম দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী (আগরতলা মঠের), শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস শ্রীযোগেশ (নিউদিল্লী, পাঠানকোটের শ্রীনদীয়াবিহারী দাস (শ্রীনরেশ ধীমান) ও শ্রীকেশব, শ্রীযশোদানন্দন দাসাধিকারী (শ্রীযোগরাজ শেখরি—রোপর)। শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্মসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ গোকুলমহাবন-জয়পুর-পাঁচুডালা-নিউদিল্লী (জনকপুরী) ব্যতীত অন্যান্য স্থানে থাকিয়া প্রচারে বিশেষভাবে সহায়তা করেন—তাঁহার সেবকরূপে ছিল শ্রীকালাদাস। এতদ্ব্যতীত শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ পাশ্চাত্যদেশে প্রচার-ভ্রমণান্তে ভারতে ফিরিয়া ভাটিণ্ডা, নিউদিল্লী-পাহাড়গঞ্জে এবং জয়পুরের প্রচারে যোগদান করেন। চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ নিউদিল্লী মঠের নির্ম্মাণ-সেবায় ব্যস্ত থাকায় মাঝে মাঝে আসিয়া প্রচারপার্টীতে যোগ দেন।

উপরিউক্ত প্রতিটী স্থানের ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমঠের অস্থায়ী যুক্তসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ

পুরী মহারাজ, চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন-দিনে বক্তৃতা করেন। শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ভাটিণ্ডায় ধর্ম্মসভায় ভাষণ দেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন এলাকায় আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

উনা (হিমাচলপ্রদেশ) ঃ—অবস্থিতিঃ ১৮ কার্ত্তিক, ৫ নভেম্বর রবিবার হইতে ২০ কার্ত্তিক, ৭ নভেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত স্থানীয় মিউনিসিপাল অতিথিভবনে।

সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলন—গীতামন্দির, মেনবাজার।

ব্যবস্থাপক ঃ শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ শেখ্ড়ি এড্ভোকেট (মঠাশ্রিত), শ্রীপ্রেম শেখড়ি (মঠাশ্রিত), লালা শ্রীহরিকিশন্, শ্রীযোগেশ্বর পাঠক এড্ভোকেট, শ্রী-অশোক কুমার আগরওয়াল, শ্রীও-পি বার্ম্মা এড্ভো-কেট, শ্রীসোমনাথ প্রেসিডেণ্ট সনাতনধর্ম্মসভা।

সন্তোষগড় (হিমাচলপ্রদেশ) ঃ—৭ নভেম্বর মঙ্গলবার প্রাতঃ ৯ ঘটিকা হইতে বেলা ১২-৩০ ঘটিকা শ্রীশ্যামলাল পুরীর গৃহে।

ব্যবস্থাপক ঃ শ্রীশ্যামলাল পুরী-সন্তোষগড়, শ্রী-যোগরাজ শেখরি, শ্রীপুরুষোত্তম শেখরি, শ্রীনরদেব কৌশল, শ্রীবিজয় ছাব্বা।

উনা হইতে রাজপুরা যাওয়ার সময় ৩৭ মূর্ত্তি বাসযোগে নঙ্গলডাম ষ্টেশন, তথা হইতে ট্রেণে রাজ-পুরা যাত্রা। পথে ঘনৌলি ও রোপরে ভক্তগণ ট্রেণে উঠেন। রোপর প্ল্যাটফর্ম্মে ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের পূজা বিধান করেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে চেন টানিয়া থামাইতে হয়।

রাজপুরা (পাঞ্জাব) ঃ—২১ কার্ত্তিক ৮ নভেম্বর বুধবার হইতে ২৪ কার্ত্তিক ১১ নভেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীসনাতনধর্ম্মসভা-মন্দিরে।

ধর্ম্মসভা প্রাতে—শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরে, রাত্রিতে—শ্রীসনাতনধর্ম্মসভা-মন্দির।

ব্যবস্থাপক ঃ শ্রীরঘুনাথ প্রসাদ শালিদ, শ্রীকস্তুরী-লাল সিংগ্লা।

জগদ্ধ্রী (হরিয়াণা) ঃ—২৫ কার্ত্তিক, ১২ নভে-ম্বর রবিবার হইতে ২৯ কার্ত্তিক, ১৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত স্থানীয় মারোয়াড়ী-ধর্ম্মশালা।

প্রাতে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসম্মেলন—মারোয়াড়ী-ধর্ম্ম-শালা।

১৫ নভেম্বর অপরাহ্নে যমুনা নদীর তটস্থিত শ্রীশিবশক্তি আশ্রমের মহন্ত স্বামী কৃষ্ণানন্দজীর বিশেষ আহ্বানে তাঁহার আশ্রম দর্শনে যাওয়া হয়; তথায় হরিকথা ও কীর্ত্তন হয়।

ব্যবস্থাপক ঃ মহল্লা লৌহারানস্থিত শ্রীশ্যামস্নেহী সংকীর্ত্তন-মণ্ডলের সদস্যগণ, শ্রীললিতকৃষ্ণ দাসাধি-কারী (শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মিত্তল), শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী (শ্রীটেক্‌চান্দজী), শ্রীঅজয় কুমার সেক্রেটারী শ্যামস্নেহী সংকীর্ত্তন মণ্ডল।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন—৩০ কার্ত্তিক, ১৭ নভেম্বর শুক্রবার হইতে ২ অগ্রহায়ণ, ১৯ নভেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত।

জগদ্ধ্রী হইতে ১৭ নভেম্বর প্রাতঃ ৯-৩০ ঘটিকায় হরিয়াণা-বাসযোগে রওনা হইয়া রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় মথুরা-বাসষ্ট্যাণ্ডে এবং তথা হইতে মিনিবাসে ও কারে রাত্রি ৮-৩০টায় গোকুল মহাবন মঠ। মথুরার নিকটে রাস্তা জাম থাকায় হরিয়াণার বাসটীকে মথুরায় ঘুরিয়া আসিতে হয়।

১৮ নভেম্বর একাদশী তিথিতে নগরসংকীর্ত্তনসহ গোকুল মহাবনের ব্রহ্মাণ্ডঘাট, নন্দভবন, রমণরেতি প্রভৃতি সমস্ত দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন করা হয়, প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় যাত্রা করতঃ অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় প্রত্যা-বর্ত্তন।

শ্রীমঠে সংকীর্ত্তনভবনে ১৮ ও ১৯ নভেম্বর প্রত্যহ রাত্রিতে এবং ১৯ নভেম্বর পূর্ব্বাহ্নে ও ধর্ম্মসভার অধি-বেশন।

১৯ নভেম্বর মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব। ব্যবস্থাপক ঃ মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ এবং মঠের ব্রহ্মচারী সেবকবৃন্দ।

ভাটিণ্ডাসহর (পাঞ্জাব) ঃ— অবস্থিতি ঃ ৩ অগ্রহায়ণ, ২০ নভেম্বর সোমবার হইতে ৯ অগ্রহায়ণ, ২৬ নভেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীকুন্দনলাল ধর্ম্মশালা।

শ্রীকুন্দনলাল ধর্ম্মশালায় ২৫ নভেম্বর পর্য্যন্ত

প্রত্যহ অপরাহ্নে ও রাত্রিতে এবং ২৬ নভেম্বর রবিবার পূর্ব্বাহ্নে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসভা।

২৫ নভেম্বর শনিবার ভাটিণ্ডাসহরে অপরাহ্নে নগরসংকীর্ত্তন এবং পরদিবস মধ্যাহ্নে মহোৎসব। ভাটিণ্ডা থার্ম্মেলপ্ল্যাণ্ট-কলোনিতে ২২ নভেম্বর বুধবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় হরিমন্দির হইতে নগরসঙ্কীর্ত্তন এবং পূর্ব্বাহ্নে শ্রীপূরণচাঁদ ধীমানের গৃহের সম্মুখে সভামণ্ডপে ধর্ম্মসভা এবং তৎপশ্চাৎ তাঁহার গৃহে প্রাতরাশের ব্যবস্থা।

ব্যবস্থাপক ঃ—শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (শ্রীরাজকুমার গর্গ), বৈদ শ্রীওমপ্রকাশ শর্ম্মা, শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাসাধিকারী (শ্রীকুলদীপ চোপরা), শ্রীপার্থসারথি দাসাধিকারী (শ্রীওমপ্রকাশ লুম্বা), শ্রীসুধীরকান্ত বাংশাল, শ্রীদামোদর দাসাধিকারী, শ্রীপদ্মনাভ দাসাধিকারী (শ্রীপূরণচাঁদ ধীমান), শ্রীরাজকুমার কাটিয়া এবং অন্যান্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ।

নিউদিল্লী-পাহাড়গঞ্জ ঃ— ১০ অগ্রহায়ণ, ২৭ নভেম্বর সোমবার ভাটিণ্ডা হইতে পাঞ্জাব মেলে রাত্রির ট্রেণে রওনা হইয়া পরদিন প্রত্যুষে নিউদিল্লী ষ্টেশন।

অবস্থিতি ঃ ২৮ নভেম্বর মঙ্গলবার হইতে ১ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 'আগরওয়াল পঞ্চায়েৎ ধর্ম্মশালা'।

শ্রীল আচার্য্যদেব এবং ত্রিদণ্ডিযতিগণ অবস্থান করেন ধর্ম্মশালার নিকটবর্ত্তী শ্রীবালকিসনজী আগরওয়ালার গৃহে দ্বিতলে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ এবং অন্যান্য সেবকগণ পঞ্চায়তী ধর্ম্মশালায়, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ মঠ-নির্ম্মাণাধীন থাকায় অস্থায়ী মঠগৃহে এবং গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রীরামনাথ দাসাধিকারী ও শ্রীসূরযভাব সাহানীর গৃহদ্বয়ে অবস্থান করেন।

ধর্ম্মসম্মেলন প্রত্যহ রাত্রিতে—আগরওয়াল পঞ্চায়েৎ ধর্ম্মশালা।

২৮ নভেম্বর মঙ্গলবার অপরাহ্নে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা এবং ১ ডিসেম্বর শুক্রবার মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীঅরবিন্দলোচনদাসজী ২৮ নভেম্বর হরিনগরে সুভগব্যাঙ্কটহলে পূর্ব্বাহ্ন ৯টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্য্যন্ত বিশেষ ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন করেন। তথায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশে আচার্য্যদেবের ভাষণ।

ব্যবস্থাপক ঃ—মঠরক্ষক শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীরামনাথ দাসাধিকারী, শ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীবালকিসনজী আগরওয়াল, শ্রীমহাবীরপ্রসাদজী আগরওয়াল, শ্রীসতীশ আগরওয়াল, শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (শ্রীওমপ্রকাশ বেরেজা), শ্রীসোমনাথ সাহানি, শ্রীঅশোক কুমার সাহানি, শ্রীযোগেশ।

জয়পুর (রাজস্থান) ঃ—শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতি, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দসহ ৪৩ মূর্ত্তি ১৫ অগ্রহায়ণ, ২ ডিসেম্বর শনিবার পূর্ব্বাহ্নে আহমেদাবাদ-এক্সপ্রেসে দিল্লী সরাইরোহিলাজংশন হইতে যাত্রা করতঃ বৈকাল ৫ ঘটিকায় জয়পুর-রেলষ্টেশনে আসিয়া পেঁাছেন।

অবস্থিতি ঃ—১৫ অগ্রহায়ণ, ২ ডিসেম্বর শনিবার হইতে ১৮ অগ্রহায়ণ ৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত গঙ্গাপোলস্থ 'জয় সীতারামমন্দির'।

৩ ও ৪ ডিসেম্বর প্রত্যহ প্রাতে নগরসংকীর্ত্তনসহ শ্রীগোবিন্দ জীউর-মন্দিরে উপনীত হইয়া শ্রীল রূপ গোস্বামীর সেবিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর দর্শন ও পরিক্রমা এবং শ্রীআচার্য্যদেবের ভাষণ। দর্শনার্থী ও হরিকথা শ্রবণেচ্ছু নরনারীগণের সৎসঙ্গভবনে প্রত্যহ বিপুল সমাবেশ। প্রত্যহ মঙ্গলারাত্রিক হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বাহ্ন ১১টা পর্য্যন্ত আরও দুইবার আরতি দর্শনে শত শত দর্শনার্থীর এরূপ সমাগম অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। ভক্তগণ যতবার আসেন, তত বারই মন্দির পরিক্রমা করেন এবং বসিয়া হরিকথা শুনেন।

৪ ডিসেম্বর ও ৫ ডিসেম্বর শাস্ত্রীনগরে জনোপযোগী-ভবনে অপরাহ্ন ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভা। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে শ্রীগোবিন্দজীউর মন্দিরে সকলে বিচিত্র মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন সেবায়েত শ্রীপ্রদ্যুম্ন গোঁসাইর ব্যবস্থায় ও পর্য্যবেক্ষণে। ৫ ডিসেম্বর শাস্ত্রীনগরে ধর্ম্মসভার পরে অবসরপ্রাপ্ত Income-Tax Officer শ্রীসত্যেন্দ্রভান চতুর্ব্বেদীর গৃহে কীর্ত্তন ও শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণ।

ব্যবস্থাপক ঃ শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী (শ্রীওঁকার সিং শেখাওত), শ্রীরঘুবীর সিং শেখাওত, শ্রীহরি সিং শেখাওত, শ্রীললিতাপ্রসাদ রাওত, শ্রীসত্যেন্দ্রভান চতুর্ব্বেদী।

ছিন্দ্-কি-ধানি (পাঁচুডালা, রাজস্থান)ঃ—অবস্থিতি ঃ—১৯ অগ্রহায়ণ, ৬ ডিসেম্বর বুধবার হইতে ২২ অগ্রহায়ণ, ৯ ডিসেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত।

'জয়সীতারামমন্দির' জয়পুর হইতে রিজার্ভ-বাসে পূর্ব্বাহ্ণ ১১টায় রওনা হইয়া অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় পাঁচুডালায় নামিয়া ভক্তগণ সংকীর্ত্তনসহ ছিন্দ্-কি-ধানি পেঁৗছেন। শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারীর গৃহ-প্রাঙ্গণে ৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় এবং ৭ ডিসেম্বর হইতে প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণে ও সন্ধ্যায় ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। ৯ ডিসেম্বর শনিবার বহু ব্যক্তি শ্রীহরিনামাশ্রিত হন। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদবিতরণ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যবস্থাপক ঃ শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী (শ্রীওঙ্কার সিং শেখাওত), শ্রীযুধিষ্ঠির দাসাধিকারী (শ্রীওমরাও সিং শেখাওত), শ্রীজয় সিং শেখাওত, শ্রীরঘুবীর সিং শেখাওত, শ্রীঅম্বরীষ সিং শেখাওত, শ্রীহরি সিং শেখাওত।

নিউদিল্লী, জনকপুরীঃ—অবস্থিতি ঃ—২৩ অগ্রহায়ণ, ১০ ডিসেম্বর রবিবার এবং ২৪ অগ্রহায়ণ, ১১ ডিসেম্বর সোমবার।

ছিন্দ্-কি-ধানি হইতে পূর্ব্বাহ্ণ ৮-৪০ মিঃ এ জীপগাড়ী, ট্রাক্টর ও উটের গাড়ীতে এবং পদব্রজে ৩৫ মূর্ত্তি রওনা হইয়া পাঁচুডালা বাস-স্ট্যাণ্ডে পেঁৗছেন। পাঁচুডালা হইতে পূর্ব্বাহ্ণ ৯-৪৫ মিঃ এ রিজার্ভবাসে চলিয়া কোটপুটলী বাসস্ট্যাণ্ডে আসিয়া দিল্লীর বাসে উঠিয়া বৈকাল পৌনে তিনটা ধৌউলাকুয়া উপনীত হইলে শ্রীওমপ্রকাশ বেরেজা, শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র, এড্‌ভোকেট শ্রীচেতন শর্ম্মা, শ্রীঅরবিন্দলোচন দাসজী প্রভৃতি ভক্তগণ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব, সাধুগণ ও গৃহস্থ ভক্তগণ সকলেই শ্রীহরিমন্দিরে জনকপুরীতে (A/1 Block-এ) অবস্থান করেন।

শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (শ্রীওম্‌প্রকাশ বেরেজা) A/1 Blockএ নিজগৃহের সম্মুখে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা পরমগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের তিরোভাবতিথিপূজা-অনুষ্ঠান ও বিরহ-মহোৎসবের জন্য বিরাট সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করেন। গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা-প্রার্থনা ও তাঁহাদের মহিমাসূচক কীর্ত্তনাদি তথায় কীর্ত্তিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের অন্তিমবাণী পাঠ করেন ও হিন্দী ভাষায় বুঝাইয়া দেন। মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগরাগ ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সাধুগণকে এবং উপস্থিত নরনারীগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীওম্‌প্রকাশ বেরেজা শ্রীল প্রভুপাদের বিরহসভা ও বিরহ-মহোৎসবের যাবতীয় ব্যয় স্বয়ং বহন করিয়া বৈষ্ণবগণের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছেন। শ্রীওম্‌প্রকাশজী, তাঁহার পুত্র শ্রীতেজেন্দ্র, তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও অন্যান্য পরিজনবর্গের বৈষ্ণবসেবা-প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ।

শ্রীল আচার্য্যদেব ১২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার প্রাতে শ্রীবালকিষনজী আগরওয়ালের আহ্বানে তাঁহাদের অশোকবিহারস্থ গৃহে ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারিগণসহ শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথা বলেন, হরিসংকীর্ত্তনও অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতি, ব্রহ্মচারিগণ—১২ মূর্ত্তি নিউদিল্লী ষ্টেশন হইতে বৈকাল ৪-৩০ ঘটিকায় কলিকাতা যাত্রা করেন।

কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক-উৎসব
পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন ও সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের গভর্ণিং বডির পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানের রেজিষ্টার্ড হেড্অফিস দক্ষিণ কলিকাতায় ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বিগত ১৯ পৌষ (১৪০২), ৪ জানুয়ারী (১৯৯৬) বৃহস্পতিবার হইতে ২৩ পৌষ, ৮ জানুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান বিশেষ সমারোহের সহিত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা সহরের নাগরিকগণ ব্যতীতও মফঃস্বল হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল।

২০ পৌষ, ৫ জানুয়ারী শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেকতিথিবাসরে শ্রীমঠের শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথজীউ অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের বার্ষিক প্রাকট্য-তিথিতে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ পূজা, মহাভিষেক, শৃঙ্গার এবং মধ্যাহ্নে ভোগরাগ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধানয়ননাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণের সাত্বতশাস্ত্র-বিধানানুযায়ী মহাভিষেক-কার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজের পৌরোহিত্যে এবং শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ও পূজারী শ্রীপ্রাণপ্রিয়দাস ব্রহ্মচারীর সহায়তায় সুসম্পন্ন হয়। মহাভিষেককালে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপাপ্রার্থনামূলে সর্ব্বক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন হইতে থাকে। মহাভিষেক দর্শনের জন্য বহু নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে সমুপস্থিত ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

২২ পৌষ, ৭ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে শ্রীমঠ হইতে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ বহির্গত হন। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা লাইব্রেরী রোড, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড, হাজরা রোড, ডক্টর শরৎ বোস রোড, মনোহর পুকুর রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, যতীন বাগ্চি রোড, পণ্ডিতিয়া টেরেস্, লেক্ রোড, লেক্ মার্কেট, রাসবিহারী এভিনিউ, সদানন্দ রোড, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, মনোহর পুকুর রোড ও সতীশ মুখার্জ্জী রোড হইয়া সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ব্যাণ্ড-বাদ্যাদি, তৎপরে নৃত্যকীর্ত্তনরত সাধুগণ, পুরুষ ও মহিলা ভক্তগণ এবং সর্ব্বশেষে পুরুষ ও মহিলা ভক্তগণের রথাকর্ষণে শোভাযাত্রা দীর্ঘ হয়। সর্ব্বাগ্রে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে তৎপশ্চাৎ মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী। আনন্দপুরের ও মেচেদার ভক্তগণ এবং ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক মৃদঙ্গবাদন-সেবাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্ম-সভার অধিবেশনে সভাপতিরূপে সভায় সমাসীন হন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্য্যটন দপ্তরের যুগ্মসচিব শ্রীরাধারমণ দেব, কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীমনোরঞ্জন মল্লিক, আসানসোল বি-বি-কলেজের ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী এবং দেশবন্ধু কলেজ ফর গার্লসের রীডার অধ্যাপক ডক্টর পলাশ মিত্র। ধর্ম্মসভার দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীঅবনীমোহন সিন্‌হা, গুরুদাস কলেজের অধ্যাপক শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী। প্রথমদিনের বিজ্ঞাপিত প্রধান অতিথি ডাক্তার অনুতোষ দত্ত দ্বিতীয় দিনের সভায় যোগদান করতঃ তাঁহার ভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক দীর্ঘ ভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, হায়দ্রাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব অরণ্য মহারাজ, কেঞ্জাকুড়াস্থিত শ্রীভক্তিসারঙ্গ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ। সভায় বক্তব্যবিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল—'শ্রীবিগ্রহসেবার উপকারিতা', 'বর্ত্তমান সমাজে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাসের উপযোগিতা',

'পূর্ণ শরণাগতি হইতেই ভগবদ্‌কৃপালাভ', 'কলিযুগে ভাগবত ধর্ম্ম ও শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তনের সর্ব্বোত্তমতা,' ও 'সাধুসঙ্গের মহিমা'।

এতদ্‌ব্যতীত কলিকাতা মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগদিয়াছিলেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমৎ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী এবং কলিকাতা মঠের বনচারী ও ব্রহ্মচারী সেবকগণ এবং গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎসবটী সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।
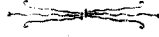
পাশ্চাত্যদেশে প্রচার-ভ্রমণে শ্রীমঠের সহসম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠানের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ মার্কিন দেশে এবং লণ্ডনে দুই মাস প্রচার-ভ্রমণে থাকিয়া ২২ নভেম্বর, ১৯৯৫ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পাঞ্জাব-প্রচারে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো (Sunfrancisco), বাকাভিল্লে (Vacaville), বার্কলে (Barkley), লস্ এঞ্জেল্‌স্ (Los Angeles), ফিনিক্স (Phoenix Arozine State), নিউজার্সি (Newjersey), সেক্রামেণ্টো (Sacramento), নিউইয়র্ক (Newyork), ওয়াসিংটন (Washington), ফিলাডেলফিয়া (Philadelphia), চিকাগো (Chicago) প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া ১২ নভেম্বর লণ্ডনে হিথ্রো বিমানবন্দরে (Heathrow Airportএ) পেঁৗছেন। গুরুভ্রাতা শ্রীধর্ম্মপাল শর্ম্মা এবং শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্যের অনুকম্পিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীপ্রেমচাঁদ শর্ম্মা বিমানবন্দরে আসিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তিনি লণ্ডনে ইস্কন মন্দিরে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—ইস্কনের লণ্ডনের মঠটী খুব বড়, ৪০।৫০ জন সেবক সর্ব্বদা থাকেন। আমেরিকায় চিকাগোতে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচু বাড়ী ১৪৫৪ ফিট, লিফ্‌টে উপরে উঠিতে ১ মিনিট সময় লাগে—প্রতি টিকেটে ২০০৲ দুইশত টাকা। তিনি চিকাগো ও নিউজার্সিতে খুব ঠাণ্ডা অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু লণ্ডনে তেমন ঠাণ্ডা অনুভব করেন নাই।

ফিনিক্স হইতে শ্রীঅকিঞ্চন দাস (তাঁহার সহ-ধর্ম্মিণী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের আশ্রিতা শিষ্যা) শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট পত্রে লিখিয়াছেন—

'Upon receipt of your recent letter, we promptly called His Holiness Narasingha Maharaj and invited him to our home. Even though we are most unworthy, he accepted our invitation and arrived here on October 2. Words are inadequate to describe the feelings we have for Narasingha Maharaj. The 9 days that he graced our home were some of the most wonderful we have ever experienced. Maharaj instructed us on all manner of scriptures, including Sreemat Bhagavatam, Chaitanya Bhagavat and Sree Upadesamrita along with detailed instructions and explanations contained in various Kirtans. He has left us with a much improved conception and how to serve the devotee and hence Krisna. We invited as many people as we could to take darshan with Maharaj and we think he created a most profound impression on the minds of all. Maharaj left Phoenix on October 11.'

উপনিষদ্-তাৎপর্য্য

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২৪৪ পৃষ্ঠার পর]

মুণ্ডোকপনিষদের প্রথমখণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকের প্রণিধানযোগ্য বিষয় ব্রহ্মবিদ্যা গুরুশিষ্য-পরম্পরা জ্ঞাতব্য—ব্রহ্মা—অথর্ব্ব—অঙ্গির—ভরদ্বাজ-গোত্রীয় সত্যবাহ। পরাবরম্=পর+অবরম্—পর ও অবর বিদ্যা। জাগতিক বস্তুসমূহের এমন একটী কারণ আছে, যাহা জানিলে বিভিন্ন প্রকার জাগতিক পদার্থ বিজ্ঞাত হওয়া যায়।

"তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

অপরাবিদ্যায় ইহলোক-পরলোকসম্বন্ধী সুখভোগ, তাহা প্রাপ্তির জন্য নানাপ্রকার সাধনের জ্ঞান প্রাপ্ত করা যায় এবং যাহাতে ভোগ-উপভোগ করার ব্যবস্থা, ভোগসামগ্রী রচনা আর তাহার উপলব্ধি করার জন্য নানাপ্রকার দেব-দেবী, পিতৃপুরুষ, মনুষ্য, যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতির সাধনসমূহ এবং বিভিন্ন যজ্ঞ-কর্ম্মাদির ফল বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণিত আছে। যথা—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ—এই চারিবেদে নানাপ্রকারের যজ্ঞের বিধি আর তাহার ফলবিষয়ে বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণিত আছে। তাহার ছয় অঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এইগুলিকেও অপরাবিদ্যা বলা হয়।

শিক্ষা—'শিক্ষা' শব্দের দ্বিতীয় আভিধানিক অর্থ—'উচ্চারণবোধক বেদাঙ্গ'। তৈত্তেরীয় উপনিষদ্—(প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অনুবাক্)—ওঁ শিক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। ছয়টী বেদাঙ্গের মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। "স্বর-বর্ণোপদেশক শাস্ত্রম্।" "উচ্চৈরুদাত্তঃ, নীচৈরনুদাত্তঃ, সমাহারঃ স্বরিত। ইতি ত্রিবিধঃ।" বেদের উচ্চারণ মন্ত্রার্থের নিয়মের জন্য আচার্য্যগণ স্বরজ্ঞানকে অনিবার্য্য বলিয়াছেন। অর্থাৎ উচ্চস্বরে উচ্চারিতকে উদাত্ত বলা হয়। অনুদাত্ত মন্দস্বরে উচ্চারিত হয়, উদাত্ত এবং অনুদাত্ত এই দুইয়ের সমাহার অর্থাৎ মধ্যাবস্থায় উচ্চারিতকে স্বরিত বলা হয়। স্বর উচ্চারিত বড়ই সূক্ষ্ম বিষয়, সামান্য ব্যতিক্রমে ফলের বৈগুণ্য হয়। 'বাগ্বজ্র ভবতি' অর্থাৎ বিপরীত উচ্চারিত হইলে বাক্য বজ্র হইয়া যজমানকে বিনাশ করে। যথা—'যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোহপরাধাৎ।' পাঃ সূঃ ৫২। স্বর উচ্চারণে ব্যতিক্রমজনিত ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে নিধন করিয়াছিল। [কর্ম্মীর ফলভোগবাঞ্ছামূলে যজ্ঞাদিতে মন্ত্রোচ্চারণদোষ ক্ষমার্হ নহে, শরণাগত ভক্তেতে উহা প্রযোজ্য নহে।]

কল্প—কল্পসূত্র চারভাগে বিভক্ত—শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্ম্মসূত্র, শুল্বসূত্র। শ্রৌতকর্ম্মানুষ্ঠানের জ্ঞাপক সূত্রগ্রন্থ।

শ্রৌতসূত্রে—অগ্নিতে যজ্ঞানুষ্ঠানসমূহের ক্রমিক আর তাত্ত্বিক বর্ণন দিয়াছে। শ্রৌতসূত্রের বিষয় খুবই গম্ভীর। দর্শপূর্ণমাস, আগ্রায়ণেষ্টি, নিরূঢ় পশু, সত্র, গবাময়ন, বাজপেয়, সৌত্রামণো আদি শ্রুতি প্রতিপাদিত মহত্বপূর্ণ যজ্ঞের ক্রমবদ্ধ বর্ণন করা দুষ্কর।

গৃহ্যসূত্রে—গৃহ্যাগ্নিতে সম্পন্নকারী যজ্ঞের নাম—উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ আদি সংস্কারের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছে।

ধর্ম্মসূত্রে—চারবর্ণ, এবং আশ্রমের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রবল মীমাংসা। ধর্ম্মসূত্রের মূল্য ও প্রতিপাদ্য। রাজার ধর্ম্ম এবং রাজার কর্ত্তব্য, প্রজার অধিকারানধিকারের চর্চ্চা—ইহাতে বিশেষরূপে নির্দ্দেশিত। সূত্রের মধ্যে উত্তরাধিকার-স্বরূপ সম্পত্তির বিভাজন-প্রণালী, স্ত্রীশিক্ষা, নিয়োগ, নিয়ম এবং স্ত্রীর নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম। গৃহস্থ পুরুষের বিশিষ্ট দিন-চর্চ্চা আদির উল্লেখ ধর্ম্মসূত্রের প্রধান কার্য্য।

শুল্বসূত্রে—যজ্ঞের বেদি নির্ম্মাণের প্রক্রিয়াদির প্রধানরূপে বর্ণন করা হইয়াছে।

ব্যাকরণে—বৈদিকী আর লৌকিকী শব্দের অনুশাসনের প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগপূর্ব্বক শব্দ-সাধনের প্রক্রিয়া, শব্দার্থ বোধের প্রকার এবং শব্দপ্রয়োগাদি নিয়মের উপদেশের নাম ব্যাকরণ।

নিরুক্ত—বৈদিক শব্দসমূহের যে কোষ আছে, যাহাতে অমুক পদ, অমুক বস্তুর বাচক, এই কথার কারণ নির্ণয় করা হইয়াছে—তাহাকে 'নিরুক্ত' বলা হয়। বেদের কঠিন শব্দের ব্যাখ্যাকারক শাস্ত্র। যাস্কাচার্য্য প্রণীত বৈদিক অভিধান।

ছন্দ—বেদের রক্ষাকবচস্বরূপ। বৈদিক ছন্দ-সমূহের জাতি আর ভেদ নির্ণয়কারী বিদ্যাকে 'ছন্দ' বলা হয়। প্রচলিত ছন্দ দ্বিবিধ—অক্ষরবৃত্ত ছন্দ এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।

জ্যোতিষ—গ্রহ আর নক্ষত্রের স্থিতি গতি আর তাহার সঙ্গে মানবের কি সম্বন্ধ—এইসব যাহাতে বিশেষভাবে নির্দ্দেশিত। গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি—জ্যোতির্বিদ্যা। জ্যোতিষ অন্তিম বেদাঙ্গ। বেদের মূল উদ্দেশ্য যজ্ঞের প্রক্রিয়ার সম্পাদনের পূর্ণতা প্রদান করিতে বিভিন্ন সময়ের অপেক্ষা রাখে। অতএব যাগাদির জন্য সময়-শুদ্ধিতার নিতান্ত আবশ্যক। ঠিক সময়ে সম্পাদিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানই ফলদায়ক হয়। এজন্য নক্ষত্র, তিথি, মাস, ঋতু এবং সম্বৎসর—কালের বিভিন্ন খণ্ডের সঙ্গে যজ্ঞ-যাগাদির বিধান বৈদিক সাহিত্যে বিহিত। এইসবের নিয়ম-উপ-নিয়মের যথার্থ নির্ব্বাহের জন্যই 'জ্যোতিষ' শাস্ত্রের পরিজ্ঞান অত্যাবশ্যক।

"যথা শিখা ময়ূরাণাং, নাগানাং মণয়ো যথা
তদ্বদ্বেদাঙ্গশাস্ত্রাণাং জ্যোতিষং মূর্দ্ধণি স্থিতম্ ॥"

যে প্রকার ময়ূরের শিখা আর নাগগণের মণি শিরোভূষণ, তদ্রূপ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ আর জ্যোতিষ বেদাঙ্গশাস্ত্রের মধ্যে জ্যোতিষ শিরোভূষণ। "বেদস্য চক্ষুঃ কিল শাস্ত্রমেতৎ প্রধা-নতাঙ্গেষু ততোহর্থজাতা অঙ্গৈর্যতোঽন্যৈঃ পরিপূর্ণ মূর্ত্তিশ্চক্ষুর্বিহীনঃ পুরুষো ন কিঞ্চিৎ ॥" জ্যোতিষ শাস্ত্র বেদের নেত্র, অতএব তাহার স্বতঃ বেদাঙ্গে প্রধানতা, যেমন অন্যান্য অঙ্গপরিপূর্ণ সুন্দরমূর্ত্তি নেত্রহীন অন্ধ হইলে কোন কর্ম্মে লাগে না। চারি বেদ আর ছয় বেদাঙ্গ—অপরাবিদ্যা নামে খ্যাত।

যাহা দ্বারা পরব্রহ্ম অবিনাশী পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা পরাবিদ্যা নামে খ্যাত। পরা-বিদ্যাই যথার্থ বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা। পরাবিদ্যার মূলাধার বা মূল বিষয় কেবল অক্ষর ব্রহ্ম। পরা-বিদ্যাই উপনিষদ্ নামে সুপ্রসিদ্ধ এবং তাহাকেই ব্রহ্মবিদ্যা বলা হয়। ব্রহ্মকে জ্ঞাত করা বিদ্যা, ব্রহ্মে উপনীতকারী বিদ্যা, ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান-প্রদানকারী বিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা। পরাবিদ্যার বর্ণন বেদেও বলা হইয়াছে। বেদের যে অংশে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও উহার ফল বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অপরা বিদ্যার অন্তর্গত। কিন্তু বেদের উপনিষদ্ভাগে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ, ব্রহ্মজ্ঞান—তাহাই পরাবিদ্যা।

বেদোক্ত কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানের ফলে যে ঐহিক ও পারত্রিক বিষয় সুখভোগ হয় তাহাতে কর্ম্মিগণ জীবন কৃতার্থ হইল মনে করেন। উপনিষৎ ঐপ্রকার তুচ্ছ বিষয় ভোগকে নিন্দা করিয়াছেন।

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতংমন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥" —মুঃ ১।২।৮

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতংমন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥" —কঃ ১।২।৫

অবিদ্যায় আচ্ছন্ন অজ্ঞানী লোকদের অবস্থা এই শ্লোকদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে। সংসারাসক্ত লোক অজ্ঞানের ঘনীভূত অন্ধকারে স্ত্রী, পুত্র, পশু, বিত্ত প্রভৃতি শত শত তৃষ্ণাপাশে আবদ্ধ হইয়া দুঃখময় সংসারে বাস করে; তাহারা অগ্নিহোত্রাদি কাম্য-কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া স্বর্গভোগের আকাঙ্ক্ষা করে। তাঁহারা মনে করেন তাঁহারা ধীর ও পণ্ডিত, তাঁহারা যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, তাঁহারা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত পথ। এই সকল মূঢ় লোক সংসারের নানা কুটিল-মার্গে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া গন্তব্যস্থলে পৌছিতে পারেন না। ইঁহারা শ্রেয়ের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সংসারে বিবিধ দুঃখ ভোগ করেন, বারম্বার জন্ম-মৃত্যুর অধীন হন, কখনও অমৃতময় আনন্দময় জীবন লাভ করিতে পারেন না।

এই মন্ত্রদ্বয়ে, এই কথাটি একটি উপমা দ্বারা বুঝান হইয়াছে। এক অন্ধ পথিক অপর অন্ধ

কর্ত্তৃক পথ চালিত হইয়া যেমন প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া এদিক ওদিক পরিভ্রমণ করে, কখনও গন্তব্য-স্থলে পৌছিতে পারে না, তদ্রূপ এই সংসারের অজ্ঞানী অথচ ধীর ও পণ্ডিত অভিমানকারী ব্যক্তিগণ অপর অজ্ঞানীদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কেবল বিপথে ঘুরিয়া বেড়ান, তাঁহারা কখনও গন্তব্যস্থল বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিতে পারেন না।

অবিদ্যানুশীলনকারী পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ দুঃখপূর্ণ যোনিতে এবং নানাপ্রকার নরকাদিতে প্রবেশ করিয়া অনেক জন্ম পর্য্যন্ত যাতনা ভোগ করেন এবং অপরকেও অবিদ্যাগ্রস্ত করিয়া ঘোরতর অন্ধকারময় বিবিধ যোনিতে ভ্রমণ করাইয়া যন্ত্রণা ভোগ করান।

উপর্যুক্ত প্রকার অপরাবিদ্যা ও পরাবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান এই দুইবিদ্যার একসঙ্গে অনুসন্ধান যাঁহারা করেন না, অর্থাৎ অধ্যয়ন করেন না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ণতত্ত্বকে অনুভূতি করিতে তাঁহারা পারেন না। তজ্জন্য মহর্ষিরা কখনও কাহাকেও একাঙ্গী বিদ্যা প্রদান করিতেন না।

"বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ॥"
—ঈশঃ ১১

পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়কে মিলিতভাবে, এক পুরুষদ্বারা ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠেয়, ইহা যিনি জানেন, তিনি অবিদ্যার সহিত বুদ্ধিদ্বারা কৃতকর্ম্মের মৃত্যুজনক অন্তঃকরণের মলকে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার দ্বারা ভগবদ্-সম্বন্ধজ্ঞানরূপ অমৃত (মুক্তি) প্রাপ্ত হন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—'যিনি আত্মতত্ত্বকে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়স্বরূপে জানেন, তিনি অবিদ্যার সহিত মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার সহিত অমৃত ভোগ করেন ॥' এ বিষয়ে আচার্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের প্রাপ্তির সাধনকে 'জ্ঞান' বা বিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়, আর ঐহিক ও পারত্রিক স্বর্গাদি বিবিধ ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির সাধন যজ্ঞাদি কর্ম্মকে অবিদ্যা নামে আখ্যাত করা হয়। এই জ্ঞান ও কর্ম্ম দুইয়ের তত্ত্বকে সম্যক্ জানিয়া, তাহার অনুষ্ঠানকারী মনুষ্যই দুই সাধনের দ্বারা সর্ব্বোত্তম ফল প্রাপ্ত হইতে পারে, অন্যথা নহে। উক্ত দুইবিদ্যার যথার্থ স্বরূপ না জানিয়া কোন একটির সাধন অনুষ্ঠানকারীর কি দুর্গতি হয়, তাহা উপনিষদের অর্থাৎ বেদের শিক্ষার তাৎপর্য্যে মহর্ষিগণ নিরপেক্ষভাবে বুঝাইয়াছেন।

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো যে উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥"
—ঈশঃ ৯

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো যে উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥"
—বৃঃ ৪।৪।১০

এই যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রে জ্ঞাত হওয়া যায়—যে সকল ব্যক্তি অবিদ্যা-উপাসনায় রত থাকেন অর্থাৎ কেবল অপরাবিদ্যা কর্ম্মকেই অবলম্বন করে থাকেন, তাঁহারা ঘোর অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন, আর যাঁহারা বিদ্যায় অর্থাৎ কেবল জ্ঞানে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানে নিমগ্ন থাকেন, তাঁহারা কিন্তু অবিদ্যা উপাসনা অপেক্ষাও অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। বেদের কোন মন্ত্রের অর্থানুসন্ধান করিতে হইলে বেদেরই অন্য মন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করা ভাল।

শ্রীলভক্তিবিনোদঠাকুরকৃত-বেদার্কদীধিতিঃ টীকা —"যে অবিদ্যাং উপাসতে তে অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি। যে উ তু বিদ্যায়াং রতাঃ তে ততঃ তস্মাৎ অধিকতরং তমঃ প্রবিশন্তি।" যিনি অবিদ্যায় অবস্থিত, তিনি অন্ধকারময়-স্থানে প্রবেশ করেন। আর যিনি বিদ্যাতে রত হন, তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক অন্ধকারময়-স্থানে প্রবেশ করেন।

শ্রীমদ্বলদেবকৃত ভাষ্যম্ ······"অত্র বিদ্যাবিদ্যয়োঃ সমুচ্চিচীষয়া প্রত্যেকং নিন্দোচ্যতে। যে জনাঃ অবিদ্যাং বিদ্যায়া অন্যা অবিদ্যা কর্ম্ম তাং কেবল-মুপাসতে কুর্ব্বন্তি স্বর্গার্থানি কর্ম্মাণি কেবলং তৎপরাঃ সন্তঃ অনুতিষ্ঠন্তি তে প্রাণিনঃ অন্ধমদর্শনাত্মকং তমঃ অজ্ঞানং প্রবিশন্তি সংসারপরম্পরামনুভবন্তীত্যর্থঃ ততস্তস্মাদন্ধাত্মকাৎ তমসঃ সংসারাৎ ভূয় ইব বহুতরমেব তমস্তে প্রবিশন্তি যে উ পুনঃ বিদ্যায়াং কেবলাত্মজ্ঞানে এব রতাঃ।" (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের
পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫শে বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২৪৮ পৃষ্ঠার পর]

নাট্যমন্দির তৈরীর জন্য কাষ্ঠ উদয়পুর হইতে আনা হইয়াছিল। সেবকগণের থাকিবার ঘর না থাকায় শ্রীল গুরুদেব নিজ ব্যয়ে তিনটী সাধুনিবাসের কক্ষ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

শ্রীল গুরুদেব শ্রীবিগ্রহতত্ত্ব সম্বন্ধে দীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণের সারমর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"শ্রীবিগ্রহসেবা ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার ব্যবস্থার দ্বারা জনসাধারণের কি উপকার হবে এরূপ জিজ্ঞাসার উদয় অনেকের ভিতরে হ'তে পারে। কেহ উপকার ব'লে বুঝ্‌লেও, আবার অন্য কেহ অনুপকার ব'লে মনে কর্‌তে পারেন। মনুষ্যের মধ্যে উপকার ও অনুপকার বিচারের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। স্বরূপনির্ণয়ের উপর জীবের প্রয়োজন বিচার নির্ভর করে। স্বরূপনির্ণয়ে ভুল হ'লে, প্রয়োজন বিচারে ভুল হবে; সুতরাং তৎপ্রাপ্তির জন্য প্রচেষ্টাও বৃথা হবে। এই জগতে মনুষ্যগণ সাধারণতঃ দেহকে ব্যক্তি মনে করেন, তদপেক্ষা উচ্চকোটির যাঁরা, তাঁরা মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহকে ব্যক্তি মনে করে উপকার অনুপকারের বিচার ক'রে থাকেন। বস্তুতঃ আস্তিক নাস্তিক কেহই দৈনন্দিন ব্যবহারেও দেহকে ব্যক্তি ব'লে স্বীকার করে না বা সেভাবে বিশ্বাস করে চলে না। দেহের অভ্যন্তরে যতক্ষণ ইচ্ছা-ক্রিয়া-অনুভূতি-যুক্ত চেতনসত্তা থাকে ততক্ষণ তা'র ব্যক্তিত্ব। বোধরহিত মৃতদেহের ব্যক্তিত্ব কোথাও স্বীকৃত হয় না। যে চেতনসত্তার অস্তিত্বে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, যা'র অনস্তিত্বে ব্যক্তির অব্যক্তিত্ব, উহাই ব্যক্তির প্রকৃত স্বরূপ। শাস্ত্রীয় ভাষায় উক্ত বোধসত্তাকে আত্মা বলা হ'য়েছে। আত্মার পক্ষে আত্মাই সুখদায়ক, পরমাত্মা পরম-সুখদায়ক, অনাত্মা সুখদায়ক হ'তে পারে না। সুতরাং যে উপায়ে জীবের আত্মরতি বা পরমাত্মরতি লাভ হবে, উহাই তা'র পক্ষে যথার্থ উপকার, তদ্বিপরীত অনুপকার।

যা'রা বলে আমরা ধর্ম্ম মানি না, তা'রা ভুল করে। ধর্ম্ম মানে না এমন কোনও মনুষ্য ত' নাই-ই, কোন প্রাণীও নাই। ধর্ম্ম-শব্দের একটী আভিধানিক অর্থ 'স্বভাব'। প্রাণীমাত্রই দেহের স্বভাবানুসারে কার্য্য করে। সুতরাং তা'রা দেহধর্ম্ম মানে। মনের প্রবৃত্তি অনুসারে মানুষ চলে, সুতরাং তা'রা মনোধর্ম্ম মানে। সুতরাং ধর্ম্ম মানি না এ কথা বলা নিরর্থক। দেহ ও মনের কারণরূপে আত্মা র'য়েছে। আত্মার সান্নিধ্যে দেহ ও মনের চেতনতা। বস্তুতঃ দেহ ও মন জড়। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাশাস্ত্রে দেহ-মনাদিকে অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত বলে নির্দ্দেশ করা হয়েছে। বদ্ধজীব আত্মধর্ম্মানুশীলনে বিমুখ, এই হিসাবে তা'রা বল্‌তে পারে আত্মধর্ম্ম মানি না। কিন্তু আত্মধর্ম্ম জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম, উহাতেই জীবের বাস্তব-কল্যাণ—পরা-শান্তি। মায়াসঙ্গবশতঃ যে বহুতর বিরূপধর্ম্ম প্রকাশিত হয়েছে, তা' কেবল জীবের পক্ষে অনর্থ।

যা'রা বলে আমরা ঈশ্বর মানি না এবং এই ব'লে গর্ব্ব অনুভব করে, তা'রাও ভুল করে। ঈশ্বর মানে না এমন কোনও প্রাণী ব্রহ্মাণ্ডে নাই। 'ঈশ্বর' শব্দের অর্থ 'ঈশিতা' বা 'ঐশ্বর্য্য'। এমন কোনও প্রাণী নাই, যে ঐশ্বর্য্যের নিকট নতি স্বীকার করে না। নাস্তিক ব্যক্তিও তা'দের দলের নেতাকে মানে, এমন কোনও অধিক যোগ্যতা তা'তে রয়েছে, যা'তে তা'র নিকট সে নতি স্বীকার করে। বিদ্যাবিষয়ে অধিক ঐশ্বর্য্য থাকায় বিদ্যার্থীর নিকট অধ্যাপক ঈশ্বর। ধনের আধিক্য হেতু ধনবান্ ব্যক্তি ধনার্থীর নিকট ঈশ্বর। এইপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈশ্বর আমরা সর্ব্বদাই মানি। তবে পরমেশ্বরকে মান্‌তে এত লজ্জা ও আপত্তি কেন? পরমেশ্বরকে না মান্‌লে পরমেশ্বরের কোনও ক্ষতি হবে না, আমরাই তাঁর কৃপা হ'তে বঞ্চিত হব। ঈশ্বর-বিশ্বাস মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে। ঈশ্বর বিশ্বাসের অভাব হ'তে সমাজে বেপরোয়া পাপপ্রবণতা বিস্তার লাভ করে। পরমেশ্বর হ'তে জীব নির্গত, পরমেশ্বরেতে স্থিত, পরমেশ্বরের দ্বারা রক্ষিত ও পালিত, পরমেশ্বরের জন্য জীবের সত্তা। পরমেশ্বরে ভক্তিই জীবের কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম, স্বার্থ ও পরার্থ। পর-মেশ্বরের বিমুখ থেকে জীব স্বতন্ত্রভাবে কল্যাণ লাভ কর্‌তে পারে না, সুখী হ'তে পারে না।

সনাতনীগণ 'পুতুল' পূজক নহেন। তাঁ'রা 'শ্রীবিগ্রহের' অর্চ্চনকারী। মানুষ নিজ কর্তৃত্ববুদ্ধিতে যা' কিছু তৈরী করে, তা' পুতুল। পরমেশ্বর স্বেচ্ছায় গুরু, পুরোহিত, ভাস্করাদিকে অবলম্বন করে ভক্তকে সুখ দিবার জন্য যে শ্রীমূর্ত্তিতে প্রকটিত হন, তা' 'শ্রীবিগ্রহ'। ইঁহাকে ভগবানের কৃপাময় অর্চ্চাবতার বলা হয়। ভক্তের দর্শনে সেই শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবান্। 'প্রতিমা নহ তুমি, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।' অভক্তগণ মাটিয়া বুদ্ধিতে মাংসময় নেত্রের দ্বারা শ্রীবিগ্রহতত্ত্বানুভূতিতে বঞ্চিত হ'য়ে পুতুল দেখে। অপরাধফলে উহাই তা'দের দণ্ডস্বরূপ।

যাঁ'রা ভগবানেতে প্রীতিলাভেচ্ছু তাঁ'দের পক্ষে শ্রীবিগ্রহসেবা ও শ্রীরথযাত্রার বিশেষ উপকারিতা আছে। বিপ্রলম্ভরসের উপাসক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের নিকট নীলাচল হ'তে সুন্দরাচল পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথ-দেবের রথাকর্ষণলীলা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ ও প্রেম-পরাকাষ্ঠা অবস্থা।"

১ আষাঢ় (১৩৮৫), ১৬ জুন (১৯৭৮) শুক্রবার পরবৎসরেও শ্রীল গুরুদেব শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজসহ বিমানযোগে কলিকাতা হইতে আগরতলায় শুভপদার্পণ করেন। শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্ম-চারী রেলপথে ১৬ জুন কলিকাতা হইতে যাত্রা করতঃ ধর্ম্মনগর হইয়া ১৯ জুন আগরতলা মঠে পেঁ ৗছেন। শ্রীল গুরুদেব আগরতলা-মঠের শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা, রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উৎসবে যোগদান করিয়া-ছিলেন। তাঁহারই অধ্যক্ষতায় উৎসবসমূহ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়। ৫ আষাঢ়, ২০ জুন মঙ্গলবার স্নানযাত্রা মহোৎসবে কয়েক সহস্র নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল গুরুদেবের পৌরোহিত্যে এবং শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীননীগোপাল বনচারীর সহায়তায় মহাভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হয়।

আগরতলা-মঠে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসবে যোগদানের জন্য গুয়াহাটী মঠ হইতে শ্রীকৃষ্ণ-রঞ্জন বনচারী ও শ্রীগদাধরদাস ব্রহ্মচারী রেলপথে, হুগলীজেলান্তর্গত রিষ্ড়া হইতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ বিমানযোগে আসিয়া উপস্থিত হন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা হইতে শ্রীমতী শান্তি মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী কমলাবালা ঘোষ, শ্রীমতী রাধালক্ষ্মী কুণ্ডু, শ্রীমতী মীরাবসু ও শ্রীমতী ঊষারাণী দাসগুপ্ত মহিলা ভক্তগণও বিমানযোগে আসিয়া পেঁ ৗছেন। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু গৃহস্থ পুরুষ ও মহিলা ভক্ত রথযাত্রা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। সহ-সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহা-রাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ—ত্রিদণ্ডিযতিদ্বয় পূর্ব্ব হইতেই তথায় ছিলেন। শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের স্থায়ী সেবকগণের মধ্যে যাঁহারা ছিলেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বেশ্বর ব্রহ্ম-চারী, শ্রীদুর্দ্দৈবমোচন ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌতম দাস। গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যে মুখ্যভাবে সহায়তা করিয়াছেন ডাক্তার শ্রীঊষা গাঙ্গুলী, শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক ও শ্রীনেপাল চন্দ্র সাহা।

শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে ২৩ আষাঢ়, ৮ জুলাই শনিবার হইতে ২৯ আষাঢ়, ১৪ জুলাই শুক্রবার পর্য্যন্ত সান্ধ্য বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিরূপে বৃত হন যথাক্রমে ত্রিপুরা পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সভ্য লালা শ্রীনবলকুমার দে, ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের আইন-সচিব শ্রীজিতেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য, ত্রিপুরা রাজ্য-সরকারের পুনর্বাসন ও পরিসংখ্যান মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায়, কারামন্ত্রী শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক, ডাক্তার শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায় ও ত্রিপুরার প্রাক্তন এড্ভোকেট-জেনারেল শ্রীহেম-চন্দ্র নাথ। প্রথম অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন পূর্ত্তবিভাগের চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য। ধর্ম্মসভায় বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল ঃ 'ঈশ্বরবিশ্বাস ও ধর্ম্মবিশ্বাস জীবে স্বতঃসিদ্ধ', 'সমস্যাবহুল বিশ্বে শান্তির উপায়', 'অহিংসা ও ভগবৎপ্রেম', 'মানবজন্মের বৈশিষ্ট্য', 'পরতমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ', 'কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি', 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন'। বক্তব্যবিষয়গুলির উপর শ্রীল গুরুদেবের জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া সকলেই প্রভাবান্বিত হন। শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজও বক্তৃতা করেন। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত

ত্রিদণ্ডিযতিগণ—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজও বিভিন্ন দিনে বলেন।

শ্রীল গুরুদেব অসুস্থতা-লীলাভিনয় করিলেও রথযাত্রাকালে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার ঊষা গাঙ্গুলী ও শ্রীগোপাল বণিক ছত্রধারণ সেবা সম্পাদন করেন। শ্রীল গুরুদেবের আগরতলা মঠে এই শেষ অবস্থান।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেরাদুন (উত্তরপ্রদেশ)

শ্রীচৈতন্যবাণী ১৭শ বর্ষ ১১শ সংখ্যায় ২২০ পৃষ্ঠায় দেরাদুনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নূতন শাখা সংস্থাপন সম্বন্ধে সম্পাদক-সঙ্ঘপতি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

"শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও লীলাক্ষেত্র বঙ্গদেশে নদীয়া জেলার শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য পরম-পূজনীয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের আসমুদ্রহিমাচল শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারপ্রভাবে ভারতের বিভিন্নস্থানে কতিপয় মঠ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত কৃষ্ণকথামৃতপানে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া তত্তৎস্থানস্থিত বহু ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যবতী নরনারী তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় লাভের সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন। শ্রীহরিদ্বার বা গঙ্গাদ্বারের নিকটস্থ দেরাদুনসহরে তচ্চরণাশ্রিত প্রায় চতুঃশত ভক্ত অনেকদিন হইতেই তদঞ্চলে একটি শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্র সংস্থাপনার্থ পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের (প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের) শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাইয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শুভেচ্ছা অনুকূলা হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই তথায় ১৮৭ নং ডি-এল্-রোডে একটী জমীর ৭।৮ খানি প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট একতালা পাকাবাড়ীর সন্ধান পাওয়া যায়। উহাই গত ১৯ কেশব (৪৯১ শ্রীগৌরাব্দ), ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩৮৪ বঙ্গাব্দ), ১৪ ডিসেম্বর (১৯৭৭ খৃষ্টাব্দ) বুধবার দিবস মঠার্থ রেজিষ্টার্ড চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নামে খরিদ করা হইয়াছে। উক্ত দিবসই পূজ্যপাদ মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের শুভেচ্ছা ও অনুমতি অনুসারে তচ্ছিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ অন্যান্য মঠসেবকগণসহ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি ও উচ্চ নামসংকীর্ত্তন করিতে করিতে তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন এবং ঐদিবস হইতেই তথায় দেরাদুন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শুভারম্ভ ঘোষণা করা হইয়াছে। দেরাদুনবাসী ভক্তবৃন্দের পোষিত মনোঽভীষ্ট আজ শ্রীভগবান্ ও তদভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় পরিপূরিত হইল। 'গুরু বৈষ্ণব ভগবান্ তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন ॥ অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ ॥' উক্ত মঠের ঠিকানা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭ নং ডি-এল-রোড, পোঃ অফিস—দেরাদুন (উত্তরপ্রদেশ)।"

দেরাদুনস্থ মাননীয় জেলা-জজ ২৫।২।৮১ তারিখে বিচারের রায়ে এইরূপ লিখিয়াছেন—'There is a Registered Society bearing the name of Sree Chaitanya Gaudiya Math with its registered office in Calcutta. It has its branch at Dehradun in the house at No. 187, D. L. Road, Dehradun. It was purchased by Sree Chaitanya Gaudiya Math on 14. 12. 1977.'

শ্রীল গুরুদেব উত্তরভারতে সর্ব্বপ্রথম প্রচারপার্টি-সহ দেরাদুনে পৌঁছিয়া প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি ১৯৫০ সালে দেরাদুনে পৌঁছিয়া প্রায় প্রতি বৎসরই তথায় প্রচার করিতে থাকিলে বহু ব্যক্তি শ্রীল গুরুদেবের চরণাশ্রিত হন। তৎকালে উত্তরভারতে দেরাদুনেই শ্রীল গুরুদেবের চরণাশ্রিত শিষ্য সর্ব্বাধিক ছিল। শিষ্যগণ রেলষ্টেশনে শ্রীল গুরুদেবকে সম্বর্দ্ধনার জন্য আসিয়া যখন সংকীর্ত্তন করিতেন বিরাট শোভাযাত্রার ন্যায় দেখা যাইত। ভক্তগণ অধিকাংশ সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া (Survey of India) অফিসের কর্ম্মচারী

ছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত প্রথম দিকের প্রাচীন গৃহস্থ শিষ্যগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীবাসুদেব শরণ, শ্রীরোহিণীকুমার সিংহরায় (শ্রীরোহিণীনন্দন দাসাধিকারী), শ্রীরামচন্দ্র চৌবে, শ্রীপ্রেমদাস শ্রীতুলসী দাস, শ্রীসজ্জনানন্দ দাস, শ্রীশচীসুত দাস (শ্রীসুশীল ত্রিপাঠি), শ্রীমুরারীমোহন দাস (শ্রীমুশুদ্দিলাল)। ভক্তগণ পুনঃ পুনঃ শ্রীল গুরুদেবকে দেরাদুনে একটি মঠের কেন্দ্র সংস্থাপনের জন্য অনুরোধ করিতেন। শ্রীল গুরুদেবকে ডি-এল-রোডে এবং সহরের অন্যান্য স্থানে জমী দেখানো হইত। কিন্তু তাহা কার্য্যকর হয় নাই। মঠ সংস্থাপিত না হওয়ায় দেরাদুনবাসী ভক্তগণ মনে মনে দুঃখিত ছিলেন।

তৎকালে দেরাদুন-প্রচারে শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থগণের মধ্যে ছিলেন শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ উদ্ধারণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদ্ প্রদ্যুম্ন কবিরাজ, শ্রীল গুরুদেবের দীক্ষিত শিষ্য শ্রীমদ্ মাধবানন্দ ব্রজবাসী এবং অন্যান্য তদাশ্রিত ব্রহ্মচারী সেবকগণ।

১৮৭, ডি, এল, রোডস্থ গৃহের মালিক দুর্গাপুরে থাকিতেন। তাঁহার পক্ষে দেরাদুনস্থ গৃহ রক্ষা করা কঠিন হওয়ায় তাহা বিক্রয় করিবেন স্থির করিলেন। উক্ত বিষয়ে দুর্গাপুরনিবাসী (E 22/2, Coke Oven Colony, Durgapur-2, West Bengal) শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র দাসগুপ্তের সহিত আদান-প্রদান করেন আমাদের মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীসাম্‌সের সিং রাণা (শ্রীসজ্জনানন্দ দাস প্রভু)। তিনি মঠ সংস্থাপনের জন্য উহা ক্রয় করিতে আগ্রহান্বিত হইলেন। শ্রীসজ্জনানন্দ দাস স্থানীয় ভক্তগণের নিকট হইতে কিছু অর্থানুকূল্য সংগ্রহ করিয়া ঘরসমেত জমীটি বায়নামা করিলেন, সর্ত্ত হইল নির্দ্ধারিত সময়ে সম্পূর্ণ টাকা দিতে না পারিলে বায়নামার টাকা নষ্ট হইবে। এইজন্য তিনি শ্রীল গুরুদেবের নিকট এবং মঠের সম্পাদকের নিকট বার বার জরুরীপত্রে শীঘ্র সম্পূর্ণ টাকা দিয়া উহা ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করেন। জমীর পরিমাণ কম থাকায় শ্রীল গুরুদেব উহা গ্রহণে দ্বিধাযুক্ত ছিলেন। দেরাদুনের চাকুরীজীবী ভক্তগণ আগ্রহ করিয়া মাত্র কয়েক হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া উহাদ্বারা বায়নামা করিয়াছেন, যদি এখন উহা না লওয়া হয় ভক্তগণ হতাশ ও দুঃখিত হইবেন চিন্তা করিয়া গুরুদেব উহা গ্রহণে স্বীকৃতি প্রদান করিলেন।

দেরাদুনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd No WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address ....

....

....

Pin ....

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ—২য় সংখ্যা

চৈত্র, ১৪০২

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৬শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র ১৪০২
২৪ বিষ্ণু, ৫১০ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ চৈত্র, শুক্রবার, ২৯ মার্চ্চ ১৯৯৬ { ২য় সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ৩ পৃষ্ঠার পর]

কর্ম্মি-জ্ঞানি অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায় ব'লবে,—তোমরা লবণ তৈয়ার কর না কেন ?—চরকা ঘুরাও না কেন ?—লাঙ্গল চাষ কর না কেন ?—কলেরা রোগীর মেথরের কাজ কর না কেন ?—মরা ফেল না কেন ?—অর্থাৎ তা'রা কৃষ্ণসেবাকে তা'দের কোন না কোন একটা ইন্দ্রিয়-তর্পণের কার্য্যে জুড়ে তাঁ'দের উপরে চ'ড়তে পা'রলেই তা'দের কার্য্য সিদ্ধি হ'ল মনে ক'রবে ; কিন্তু আমরা তা'দিগের অপেক্ষাও চতুর—কৃষ্ণভক্ত সয়তানের সয়তান ; তা'দিগকে আমরা কিছুতেই ঘাড়ে নেব না ; এক গৌরসুন্দর, রাধাগোবিন্দ ও তাঁ'দের জন ব্যতীত কেহই আমাদের ঘাড়ে চাপতে পারবে না। যে ঘাড়ে আমরা গৌরসুন্দরকে চড়িয়েছি—যে স্কন্ধদ্বয়ে রাধাগোবিন্দকে ধারণ ক'রেছি এবং তাঁদের নিজজনকে বসিয়েছি, সেখানে কিছুতেই ইতর লোককে আস্‌তে দিব না। আমরা শ্রীরূপের উপদেশামৃত অনুসরণ ক'রব—প্রতিকূল ত্যাগ ক'রে অনুকূল গ্রহণ ক'রব। অনুকূলমাত্র গ্রহণ ক'রেই আমরা ভক্তি স্তব্ধ করব না, আমরা পতিত হ'ব না—মৃগীরোগীর ন্যায় মাঝে মাঝে মূর্চ্ছগ্রস্ত হ'ব না—আছাড় খা'ব না—আমরা পরমোৎসাহভরে কৃষ্ণ নাম-চরিত অনুশীলন ক'রব—মথুরা ও ব্রজে বাস ক'রব—শ্রীরূপের আনুগত্য ক'রতে ক'রতে কৃষ্ণকীর্ত্তন ক'রব, তা'হলেই আমাদের স্মরণ হ'বে—আমরা রাধাকুণ্ডতটে, নিরন্তর স্বসেব্য কুঞ্জে থেকে আশ্রয়ানুগত্যে বাহ্যে নিরন্তর নামাশ্রয়ে বার্ষভানবীদয়িতের অষ্টকালীয় সেবায় পরিচর্য্যা ক'রতে ক'রতে আমাদের সকল আশার পরাকাষ্ঠা লাভ ক'রব। ইহা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন অভিলাষ নাই—ইহা ব্যতীত অতিমুক্তের আর কিছু অভিলাষ থাক্‌তে পারে, ইহাও আমাদের ধারণায় নাই।

শ্রীগুরু, শ্রীনাম, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীরাধাগোবিন্দ ও

শ্রীগৌরসুন্দর—সকলেই অভিন্ন তত্ত্ব আমরা কৃষ্ণেতর পঞ্চোপাসনা ক'রে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী হ'ব না, আমরা কৃষ্ণের পঞ্চোপাসনা ক'রব—আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ শ্রীগুরুদেবের উপাসনা ক'রব—অপ্রাকৃত শব্দাবতার নাম-কৃষ্ণের উপাসনা ক'রব—ভাগবত কৃষ্ণের উপাসনা ক'রব, রাধাকৃষ্ণের উপাসনা ক'রব—গৌর-কৃষ্ণের উপাসনা ক'রব—আমরা কৃষ্ণকে পঞ্চরসে উপাসনা ক'রব এবং শ্রীরূপানুগ হ'য়ে পঞ্চরসের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার মধুর রসে কৃষ্ণোপাসনা ক'রব। আমরা প্রতিকূল ত্যাগ-মাত্র করেই ক্ষান্ত হ'ব না, অনুকূল গ্রহণ মাত্র ক'রে ভক্তি স্তম্ভন ক'রব না, আমরা কৃষ্ণানুশীলন করব। শ্রীচৈতন্যদেব যে অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বল রস প্রদান ক'রে ঔদার্য্য বিগ্রহরূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত হ'য়েছেন, আমরা সেই ঔদার্য্য-সিন্ধুতে অবগাহন ক'রব—উন্নতোজ্জ্বলরসের অধিকারী হ'ব, আমরা শ্রীস্বরূপ দামোদরের আনুগত্য ক'রতে ক'রতে ব'লব—

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্র-বিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥

ব্রহ্মসংহিতায় পঞ্চোপাস্য-তত্ত্ব

ব্রহ্মসংহিতায় এক একটি উপমাদ্বারা পঞ্চোপাস্য-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হ'য়েছে ; যেমন, শম্ভুতা বা রুদ্রত্ব বুঝা'তে গিয়ে দুগ্ধের বিকৃতি দধির উদাহরণ প্রদান ক'রেছেন ; গোবিন্দ—দুগ্ধস্থানীয়, রুদ্র—দধি-স্থানীয় ; দধি কিছু দুগ্ধ নয়, দুগ্ধ কিছু দধি নয়, উভয়ের সঙ্গে একাকার হয় না, তথাপি দধি কারণরূপ দুগ্ধ হ'তে পৃথক্ তত্ত্ব নয়—শম্ভু কৃষ্ণ হ'তে পৃথক্ আর একটি ঈশ্বর ন'ন, শম্ভুর ঈশ্বরতা গোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন। দুর্গা বা শক্তিতত্ত্ব বুঝা'তে গিয়ে ব্রহ্মসংহিতা আর একটি উপমা দিয়েছেন ; যেমন—বিম্ব ও প্রতি-বিম্ব—কায়া ও ছায়া। স্বরূপশক্তি—কায়াস্বরূপিণী, আর বিরূপশক্তি—ছায়াস্বরূপিণী। দুর্গা সেই চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগৎ দুর্গের বা সংসার-দুর্গের রক্ষয়িত্রী। এই জড়জগৎ বিম্বরূপ চিজ্জগতের হেয়, অসম্পূর্ণ, বিকৃত প্রতিবিম্ব। আবার যেমন—গোবিন্দ ও ব্রহ্মার স্বরূপ বুঝা'তে গিয়ে সূর্য্য ও সূর্য্যকান্ত মণির উপমা দিয়েছেন। কৃষ্ণ—সূর্য্য-সম ; সূর্য্য যেমন নিজতেজঃ সূর্য্যকান্তাদি মণিসমূহে কিয়ৎ পরিমাণে বিকীর্ণ ক'রলে অন্যবস্তুসমূহ দগ্ধ হয়, সেইরকম কৃষ্ণের শক্তিতেই রজোগুণাবতার ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার নিজের কোন স্বতন্ত্র সামর্থ্য নাই।

"বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী
ন কঃ॥"

[উপরি উক্ত শ্লোকটী উচ্চারণ-মুখে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন—]

"বৈকুণ্ঠ নির্ব্বিশেষ লোকের উত্তর লোক। সে'টি ভগবানের সবিশেষ-লোক দেবীধামে, বিরজায় ও ব্রহ্মলোকে ভগবানের চিদ্‌বিলাস বা সবিশেষত্ব আক্রমণ ক'রবার চেষ্টা হ'য়েছে। দেবীধামস্থ মহামায়ার কারাগারে নিক্ষিপ্ত বহির্ম্মুখ লোকসকল আপনা-দিগকেই বিলাসী অভিমান করে। 'আমরাই জগৎ ভোগ ক'রব, আমাদেরই চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ থাক্‌বে, আমরাই বিলাসী'—এইরকম বিচারে একমাত্র অদ্বিতীয় বিলাসীর অনুকরণে চিদ্‌বিলাসকে আক্রমণ করবার চেষ্টা প্রদর্শিত হ'য়েছে। অচিদ্‌বিলাসিগণ অদ্বিতীয় চিদ্‌-বিলাসীর আনুকরণিক ক্ষুদ্র প্রতিযোগী হ'য়ে স্ব স্ব দুর্দ্দশা বরণ ক'রছে। প্রকৃতপক্ষে বিলাস ক'রতে পারছে না, বিলাসের চেষ্টা দেখা'তে গিয়ে বদ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। দেবীধাম ব্যাপ্ত হয়ে যে জলধি 'বিরজা' নামে খ্যাত তাতে এই দেবীধামের মিশ্র-সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অধিষ্ঠান না থাক্‌লেও অর্থাৎ তথায় ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা হলেও তা প্রারম্ভিক তটস্থ-ভাব-নির্গত। শাক্যসিংহাদির বিচার বা অচিন্মাত্রবাদ যে স্থানে পর্য্যবসিত হতে পারে, সেখানে বিলাসের কোন কথা নেই, কেবল স্থৈর্য্যভাব আছে মাত্র ; সুতরাং বিরজাতেও চিদ্‌বিলাস আক্রান্ত। তৎপরে ব্রহ্মলোক বা নির্ব্বিশেষধাম। এখানে অদ্বিতীয় বিলাসীর হাত-পা-নাক-কানগুলি কেটে ফেলবার অবৈধ চেষ্টা

প্রদর্শিত হয়েছে। যেমন মহাপ্রভু মায়াবাদী প্রকাশানন্দের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন,—

"কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥
বাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে।
* * *
সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড করে বেটা ভালমতে ॥
পড়ায় বেদান্ত, মোর বিগ্রহ না মানে।
* * *
সত্য সত্য করোঁ তোরে এই পরকাশ।
সত্য মুই, সত্য মোর দাস, তার দাস।"

নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার,—'বিলাস' কথাটি থাক্লেই তা'তে অচিৎএর হেয়তা মিশ্রিত হ'তেই হ'বে। চিৎএরই একমাত্র বিলাস হ'তে পারে। পরিপূর্ণ, পরমোপাদেয় নিত্য, অখণ্ড চিদ্‌বিলাসেরই অসম্পূর্ণ, হেয়, অনিত্য, খণ্ড প্রতিফলনই যে অচিদ্‌বিলাস—ইহা মায়াবাদীর মস্তিষ্কে ধারণার বিষয় হয় না। সুতরাং নির্ব্বিশেষলোকে চিদ্‌বিলাস আক্রান্ত।

(ক্রমশঃ)

তত্ত্বসূত্র—সিদ্ধান্ত প্রকরণম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ৪ পৃষ্ঠার পর]

ভক্তের্ন শাস্ত্রং তদ্বিধের্জ্ঞানাবিরোধিত্বাৎ ॥ ৪৩ ॥

জ্ঞানি সামান্যে শাস্ত্রস্যানিয়ামকতয়ামুক্ত্বা ভক্তপক্ষে বিশেষমাহ। ভক্তেঃ ন শাস্ত্রং ভক্তে অন্তঃশুদ্ধিজ্ঞানবৈরাগ্যবিশিষ্টতয়া ভক্ত্যধিকারিণি জীবে শাস্ত্রং কর্ম্মবিধিপ্রতিপাদকং ন নিয়ামকং তদ্বিধেঃ তেন ভক্তেন কৃতস্য পরানুশীলনাদিবিধের্জ্ঞানাবিরোধিত্ব ভাবাৎ। তত্রায়মভিপ্রায়ঃ। স্বকৃতপরানুশীলনাদিবিধিনা স্বস্য কৃতার্থত্বাৎ ন পরকৃতবিধিপ্রাপক শাস্ত্রাপেক্ষা ভক্তস্যেতি। কিমহং পুণ্যং নাকরবং, কিমহং পাপমকরবং তত্র কঃ শোকঃ কো মোহঃ ইতি শ্রুতেঃ। যদা তে মোহ কলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাহসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ইতি গীতাবচনাৎ।

পূর্ব্বসূত্রে বিবেকীদের উপর শাস্ত্রের শাসন নাই এরূপ দর্শিত হইয়াছে কিন্তু ভক্তির সহিত শাস্ত্রের সম্বন্ধ দর্শিত হয় নাই। পঁয়ত্রিশ ও ছত্রিশ সূত্রের ভাষ্য দৃষ্টি করিলে বুঝা যাইবে যে, বিবেক হচ্ছে প্রত্যাহার মাত্র, অতএব উপায়-ভক্তির অঙ্গ। বিবেকী পুরুষের যখন শাস্ত্র বশীভূততা স্বীকার করা গেল না, তখন ভক্তের পক্ষেও শাস্ত্রের শাসন-শক্তি কখনই স্বীকার করা যায় না। রাগই ভক্তির স্বরূপ অতএব রাগাত্মিকা ভক্তিতে কোন শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই; কিন্তু বৈধভক্তিতে শাস্ত্র ও অনুকূল যুক্তির সাহায্য আবশ্যক।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্।
বৈধভক্ত্যধিকারিত্বে ভাবাবির্ভাবনাবধি।
অত্র শাস্ত্রং তথা তর্কমনুকূলমপেক্ষতে ॥

সিদ্ধান্ত এই যে, যে কাল পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র ভক্তিরও উদয় হয় নাই, ততদিবস সাধক শাস্ত্রের উপদেশকে নিজের বিবেকশক্তির দ্বারা বিচার করিয়া লইবেন অতএব কিছু কিছু শাস্ত্রবাক্য-সম্মত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন। কিছুমাত্র ভক্তি উদয় হইলেই স্বীয় সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধানুযায়ী বিধিরচনা করিতে থাকিবেন। স্বীয় বিধি দৃঢ়করণার্থে সর্ব্বাবস্থাতেই ভক্তেরা শাস্ত্রের অনুশীলন করিতে থাকিবেন। ইহার মধ্যে অদ্ভুত এই যে, স্বীয় সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাক্রমে ভক্তের যে সকল বিধি রচিত হয়, তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কখনই হইবে না যেহেতু ভক্ত ও শাস্ত্রকর্ত্তা উভয়ই জ্ঞানের সাহায্যে বিধিরচনা করেন। যদিও কোন একটী ভক্তবিধি কোন বিশেষ শাস্ত্রের বিরুদ্ধ বলিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, তথাপি ঐ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-স্থলে উভয়েই অবশ্য ঐক্য হইবে।

ভক্ত স্বভাবতই স্ত্রীলাম্পট্যে ও জীবহিংসায় বিরত থাকায় তাহার বিধি অনেক তন্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী বোধ হয়। কিন্তু ঐ সমুদায় শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে নিবৃত্তিই লক্ষিত হয়। যথা মনুসংহিতায়াং ১০ম অধ্যায়ে,—

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
এতৎ সামাসিকং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ॥

তত্ত্বজ্ঞপুরুষ আশ্রমরূপ শাস্ত্রবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াও কোন অত্যাচার করেন না। অতএব মনু কহিলেন,—

বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো যত্রতত্রাশ্রমে বসন্।
ইহৈবলোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

তত্ত্বজ্ঞ ভক্তপুরুষেরা কোন নূতন ব্যবস্থা করিলে যদি ঐ ব্যবস্থা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষি কর্ত্তৃক শাস্ত্রে লিখিত হইয়াও না থাকে, তথাপি তাহাকেই শাস্ত্র বলিতে হইবে, তাহা মনুর সম্মত।

যথা,—অনাম্নাতেষু ধর্ম্মেষু কথং স্যাদিতি চেদ্ভবেৎ যং শিষ্টা ব্রাহ্মণা ব্রূয়ুঃ স ধর্ম্মঃ স্যাদশঙ্কিতঃ॥

পুনশ্চ,—

একোঽপি বেদবিদ্ধর্ম্মং যং ব্যবস্যেদ্দ্বিজোত্তমঃ।
সবিজ্ঞেয়ঃ পরাধর্ম্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ॥

পরতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মই যে দ্বিজত্বের কারণ তাহা মনু কহিয়াছেন,—

অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাং।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে॥

বিবেকসংস্কার ও জন্মসম্বন্ধে দ্বিজত্বের যে পুরাতন বিবাদ চলিয়া আসিতেছে, তদ্বিষয় নিরাকরণ জন্য এ সূত্র হইল,—

ভক্তৌ ন বর্ণাশ্রমবিধিঃ স তস্যা জ্ঞানপরত্বাৎ ॥৪৪॥

ভক্তের্ব্বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আচরণীয়ো নবেতি সংশয়ং নিরাকরোতি। ভক্তৌ ন বর্ণাশ্রমবিধিঃ প্রাকৃতা বৈধভক্ত্যা বিধিমাচরন্তনাম্। কিন্তু অপ্রাকৃত নির্গুণ তুরীয়ভক্তৌ সম্পন্নানাং বর্ণাশ্রমবিধির্নাচরণীয়ো নাদরণীয়শ্চ যতঃ তস্যা শুদ্ধভক্তের্জ্ঞানান্তরজায়মানত্বং জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে, তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে ইত্যাদৌ শ্রীভগবতা নির্দ্ধারিতঃ। অত্র জ্ঞানে সতি কর্ম্মত্যাগঃ সর্ব্বত্র সিদ্ধান্তিতোঽস্তি। কিমুত তদুত্তরকালীন পরমভক্তৌ জাতায়ামিতি কৈমুতিকন্যায়োপি সূত্রকারেণ সংসূচিতঃ। জ্ঞাননিষ্ঠবিরক্তো বা মদ্ভক্তো বাহনপেক্ষকঃ। স্বলিঙ্গানাশ্রমাং নস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরাঃ॥ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ইত্যাদৌ ভগবদুপদেশোঽপি তথাবিধঃ। ন চ তত্র ধর্ম্মত্যাগেন পাতিত্যশঙ্কা অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ ইতি তত্রৈব সত্যপ্রতিজ্ঞস্য শ্রীভগবতঃ প্রতিজ্ঞা দার্ঢ্যাৎ।

আর্য্যজাতীয় পুরুষেরা আপনাদিগকে চারিবর্ণে এবং সাংসারিক ব্যবস্থাকে চারি আশ্রমে বিভাগ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চারিটী আশ্রম।

বর্ণ চারিটীর লক্ষণ মনু কহিয়াছেন,—

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥
পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥
একমেবতু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥

এই চারিবর্ণ ব্যতিরিক্ত যে সকল মনুষ্য, তাহারা অন্ত্যজ এবং আর্য্যজাতির মধ্যে গণনীয় নহে। এই চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি-বিষয়ক মনুবাক্য,—

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥

বাস্তবিক ব্রাহ্মণই জীবসমূহের আদর্শ, অতএব এই প্রকার বিভাগ কেবল উচ্চাবচ গুণের দ্বারাই নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যথা,—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রানাং চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজম্॥
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্॥

কৃষিগোরক্ষ বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্মস্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥

এই স্বভাবজ কর্ম্মকেই স্বধর্ম্ম কহা যায় এবং ঐ স্বধর্ম্মে উন্নতি চিন্তাই জীবের কর্ত্তব্য, যথা গীতায়াং—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাব নিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥

কোন প্রকার শিক্ষা ব্যতিরিক্ত যে প্রকৃতি প্রবলরূপে প্রকাশ পায়, তাহাকেই স্বভাব কহা যায়, যথা গীতায়াং—

তত্র তং বুদ্ধি সংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তেহ্যবশোহপি সঃ ॥

কোন একটী বালকের প্রথম জ্ঞানোদয় কাল হইতে বৃত্তি পরীক্ষা করিলেই তাহার স্বভাব স্থির করা যায়। এই স্বভাব হইতেই মনুষ্যসকলের বর্ণ নিরূপণ করাই তত্ত্বশাস্ত্রের গুহ্য পরামর্শ অর্থাৎ জন্মাদির দ্বারা বর্ণ নিরূপণ করিবার যে প্রথা চলিয়া আসিতেছে, তাহা কেবল ঐহিক বিষয় মাত্র, পারমার্থিক নহে। শাস্ত্রে ইহার ভূরি প্রমাণ আছে। বর্ণাশ্রমও বিবেচনা করিলে দুই প্রকার। অর্থাৎ সংসার নির্ব্বাহোপযোগী এবং পরমার্থপ্রদ। পারমার্থিক বর্ণে ভক্তদিগেরই অধিকার এবং প্রচলিত প্রথা কেবল অক্ষম পুরুষদিগের জন্য বলবান্। এই তত্ত্বরহস্য সর্ব্বশাস্ত্রেই ইঙ্গিত দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে। তথাহি মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি দানধর্ম্মে সদাশিব-বাক্যম্—

(ক্রমশঃ)

কর্দ্দম ঋষি

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]
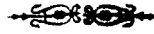
'ছায়ায়াঃ কর্দ্দমো জজ্ঞে দেবহূত্যাঃ পতিঃ প্রভুঃ।
মনসো দেহতশ্চেদং জজ্ঞে বিশ্বকৃতো জগৎ ॥'
—ভাগবত ৩।১২।২৭

'দেবহূতির পতি প্রভাবশালী কর্দ্দম ঋষি, ব্রহ্মার কান্তি হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সেই বিশ্বস্রষ্টার মন ও দেহ হইতে উৎপন্ন হইল।'

শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ড ১৪শ অধ্যায় ৪২ নং পয়ারের গৌড়ীয় ভাষ্যে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর 'কর্দ্দম ঋষি' সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—'কর্দ্দম ঋষি স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে প্রজাপতিবিশেষ, ব্রহ্মার পুত্র। ব্রহ্মার আদেশে সৃষ্টিকরণার্থ তিনি সরস্বতীতীরে বিন্দুসর-তীর্থে দশহাজার বৎসর তপস্যা করেন। পরে স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক কলা প্রভৃতি নয়টি কন্যা উৎপাদন করিলে ভগবান্ কপিলদেব ইঁহার ঔরসে আবির্ভূত হন।'

আশুতোষদেবের বাংলা অভিধানে কর্দ্দম ঋষিকে প্রজাপতিগণের অন্যতম, কর্দ্দম ঋষির পিতার নাম কীর্ত্তিমান্ এবং পুত্রের নাম 'অনঙ্গ সাধু' উল্লিখিত হইয়াছে।

ব্রহ্মা গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর নির্দ্দেশে সৃষ্টি করিবার জন্য নিজকায় হইতে স্ত্রী পুরুষ উৎপন্ন করিলেন। সেই পুরুষ স্ত্রী স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপা নামে অভিহিত হইলেন। ব্রহ্মার নির্দ্দেশে স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলে তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া দুইটী পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এবং তিনটী কন্যা আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি জন্মগ্রহণ করেন। স্বায়ম্ভুব মনু মধ্যমাকন্যা দেবহূতিকে কর্দ্দম ঋষির নিকট সম্প্রদান করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ২১শ অধ্যায় হইতে ২৪শ অধ্যায় পর্য্যন্ত কর্দ্দম ঋষির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্টির জন্য আদিষ্ট হইয়া সত্যযুগে কর্দ্দম ঋষি সরস্বতীনদীতটে দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। কঠোর তপস্যায় ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া কর্দ্দম ঋষিকে দর্শন প্রদান করিলেন। কর্দ্দম ঋষি তপস্যারতাবস্থায় ঊর্দ্ধ্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন ভগবান্ বিষ্ণু

দিবাকরের ন্যায় আকাশে প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহার গলদেশে শ্বেতপদ্মমালিকা, বদনকমলে স্নিগ্ধ নীলবর্ণ অলকাবলী, কটিতটে নির্ম্মল পীতবসনশোভিত, মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল এবং হস্তচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম বিরাজ করিতেছেন। হস্তে শ্বেতবর্ণ উৎপল শোভমান, চিত্তবিনোদিনী মৃদু মৃদু হাস্যযুক্ত দৃষ্টি, গরুড়ের স্কন্ধদেশে চরণদ্বয় বিন্যস্ত, বক্ষস্থলে লক্ষ্মী এবং কণ্ঠদেশে কৌস্তুভমণি শোভা পাইতেছে। ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করতঃ কর্দ্দম ঋষি আনন্দে পুলকিত হইলেন। তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ত্তি হওয়ায় তিনি ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। কর্দ্দম ঋষি স্তবে বলিলেন—'হে ভগবন্! আপনার নিকট সকাম প্রার্থনা নিন্দনীয় হইলেও আপনি অশেষ পুরুষার্থের মূল পুরুষ। আপনার নিষ্কাম ভক্তগণের কোন ভয় নাই। তাঁহারা কামহত নরগণকে অনাদর করতঃ সর্ব্বতোভাবে হরিচরণাশ্রয় করেন ও হরিগুণগান কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কালচক্র ভগবদ্‌ভক্তের আয়ু হরণ করিতে পারে না।' ভগবান্ শ্রীহরি কর্দ্দম ঋষির স্তবে প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, 'আমি আপনার অভিপ্রায় পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছি। স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা দেবহূতির সহিত আপনার বিবাহবন্ধন হইবে। আপনার ঔরসে ও দেবহূতির গর্ভে নয়টি কন্যা জন্মিবে। পরে ভগবান্ কপিলদেবকে আপনি পুত্ররূপে পাইবেন। আমার আদেশ সম্যক্‌রূপে পালন করতঃ আমাতেই যাবতীয় কর্ম্মফল সমর্পণ করিলে আপনি শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া অবশেষে আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন। আমি কপিলরূপে প্রকটিত হইয়া তত্ত্বসংহিতা (সাংখ্যশাস্ত্র) প্রণয়ন করিব।' ভগবান্ ঐরূপ নির্দ্দেশ করতঃ অন্তর্হিত হইলে কর্দ্দম ঋষি সরস্বতী নদীর তীরস্থিত বিন্দুসরোবরের তটে অবস্থান করতঃ স্বায়ম্ভুব মনুর আগমনকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্বর্ণবিমানে স্বায়ম্ভুব মনু ভার্য্যা শতরূপা ও কন্যা দেবহূতিকে লইয়া উপস্থিত হইলে কর্দ্দম ঋষি যথোচিত মর্য্যাদা প্রদর্শন করতঃ তাঁহার অশেষ গুণ ও মহৎ কার্য্যাবলীর প্রশংসা করিতে থাকিলে মহারাজ মনু নিজপ্রশংসা শুনিয়া লজ্জিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসিত হইয়া বিনীতভাবে কর্দ্দম ঋষিকে বলিলেন—'ব্রহ্মা বেদ প্রবর্ত্তনের জন্য ভগবদারাধনায় ও ধ্যানে নিরত নিষ্কপট ব্রাহ্মণ-আপনাদিগকে বিরাটদেহের মুখ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব পরিপালনের জন্য বিরাট পুরুষ সহস্রবাহু হইতে আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এইহেতু ব্রাহ্মণজাতি ব্রহ্মার হৃদয় এবং ক্ষত্রিয় জাতি তাঁহার অঙ্গ। ব্রাহ্মণ তপোবলপ্রভাবে ক্ষত্রিয়কে পালন করেন, ক্ষত্রিয় দেহবলের দ্বারা ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিয়া থাকেন। অবশ্য মূল রক্ষাকর্ত্তা পরমেশ্বর ভগবানই। আপনার দর্শনমাত্রই আমার সংসার বিদূরিত হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে আমি আপনার দর্শন পাইলাম ও কৃপা লাভ করিলাম। দুষ্কৃতিশালী ব্যক্তি আপনার দর্শনলাভে বঞ্চিত। কন্যার প্রতি স্নেহবশতঃ আমার হৃদয় বেদনাহত আছে। কৃপাপূর্ব্বক এই দীনের প্রার্থনা শুনুন। আমার কন্যা প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের ভগ্নী। অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার উপহারস্বরূপ এই কন্যাটিকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করুন। এই কন্যা আপনার যোগ্যা। গৃহাশ্রমস্থ সমস্ত কার্য্যে ইনি পারঙ্গতা। বিষয়সম্পর্ক হইতে সম্পূর্ণভাবে নির্ম্মুক্ত ব্যক্তিরও আপনা হইতে যাহা উপস্থিত হয় তাহা প্রত্যাখ্যান করা কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি আগত কাম্যবস্তুর অনাদর করেন, সে ব্যক্তি মহাপ্রতিষ্ঠাশালী হইলেও অবজ্ঞা দ্বারা বিনষ্ট হয়। শুনিলাম আপনি বিবাহের জন্য ইচ্ছুক হইয়াছেন, সেইজন্য আমি আপনাকে এই কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছি। আপনি যখন সমাবর্ত্তনই করিবেন তখন আমার প্রদত্তা কন্যাকেই ভার্য্যারূপে গ্রহণ করুন।' কর্দ্দম ঋষি তদুত্তরে বলিলেন—'আপনার উত্তম প্রস্তাব আমি গ্রহণ করিলাম। আপনার এই কন্যার বিবাহসংস্কার আম্নায়োক্ত বিবাহবিধির দ্বারাই সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হউক। আপনার কন্যার অঙ্গকান্তি দ্বারা ভূষণাদিও তিরস্কৃত হইয়াছে। বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্ব আপনার কন্যাকে দেখিয়া সম্যক্ মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আপনার কন্যা রমণীকুলের ভূষণস্বরূপ। যেকাল পর্য্যন্ত গর্ভবতী না হন, সেকাল পর্য্যন্তই এই সাধ্বী কন্যার আমি ভজনা করিব। এই বিচিত্র বিশ্ব যাহা হইতে উৎপন্ন, যাহাতে অবস্থিত, অন্তে যাঁহাতে প্রবিষ্ট

হইবে সেই ভগবান্ অনন্তদেবই আমার একমাত্র পরম শরণ্য।' অনন্তর কর্দ্দম ঋষির সহিত দেবহূতির বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া মনু নিশ্চিন্ত হইলেন। স্বায়ম্ভুব মনু ভার্য্যার সহিত বিমানে ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে 'বর্হিস্বতী' নামক নিজপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপা পিতামাতা প্রস্থান করিলে দেবহূতি পুত্রলাভের জন্য কায়মনোবাক্যে নিষ্ঠার সহিত কর্দ্দম ঋষির সেবা করিতে লাগিলেন। পত্নীর সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া কর্দ্দম ঋষি তাঁহাকে দিব্যনেত্র প্রদান করতঃ স্বীয় যোগৈশ্বর্য্য দেখাইলেন এবং ব্রতাচরণে ক্ষীণ কলেবরা ভার্য্যার দৈহিক সৌন্দর্য্যাদি প্রদান করিলেন। ভার্য্যার প্রার্থনামতে কর্দ্দম ঋষি বিমান-প্রদেশে কামগবিমান প্রস্তুত করিয়া তদুপরি পত্নীসহ আরোহণ করিলেন এবং নিজেকে নয়ভাগে বিভক্ত করিয়া বহু বর্ষ পর্য্যন্ত পত্নীর মনোবাঞ্ছা পূর্ত্তি করিলেন। দেবহূতির গর্ভে কয়েকটি (নয়টী) পরমাসুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। নয়টী কন্যার জন্মের পর কর্দ্দম ঋষি সংসার পরিত্যাগ করতঃ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। দেবহূতি কন্যাগণের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া ব্যাকুলা হইলেন। দেবহূতি দুঃখ নিবেদন করতঃ পতিকে বলিলেন—'হে প্রভো! এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আমি ভোগের দ্বারাই সময় নষ্ট করিয়াছি। ভগবৎ ভজন করি নাই। আপনি ব্রহ্মবিৎ ও পরম বিরাগী তাহা আমি জানিতে পারি নাই। আমাকে সংসার হইতে মুক্তি প্রদান করুন, আমাকে ভগবজ্জ্ঞান প্রদান করুন।

'সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥
নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥'

—ভাঃ ৩।২৩।৫৫-৫৬

'হে দেব, অজ্ঞানতা-নিবন্ধন অসজ্জনের সহিত যে সংসর্গ সংসার-বন্ধনের কারণ, সেই সংসর্গই আবার সজ্জনের সহিত কৃত হইলে নিঃসঙ্গত্ব অর্থাৎ বিমুক্তির কারণস্বরূপ হইয়া থাকে।

ইহ সংসারে যে ব্যক্তির কর্ম্ম ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মাভিমুখী হইয়া অনুষ্ঠিত না হয়, যে ধর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি উৎপাদন না করে, আবার যে বৈরাগ্য তীর্থপদ শ্রীহরির সেবার্থ পর্য্যবসিত না হয়, সে ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত।'

পত্নী দেবহূতির নির্ব্বেদসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্দ্দম ঋষির চিত্ত করুণার্দ্র হইল। পত্নীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন—'হে রাজকন্যে! তুমি আপনাকে ভাগ্যহীনা বলিয়া কেন খেদ করিতেছ? তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ তোমার গর্ভে শীঘ্রই প্রবেশ করিবেন। তুমি ইন্দ্রিয়সংযম, স্বধর্ম্মাচরণ, তপস্যার অনুষ্ঠান এবং ধনাদি প্রদান করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে ভগবানের আরাধনা কর। তোমার আরাধনায় তুষ্ট হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরি আমার যশঃ বিস্তারপূর্ব্বক তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি ভগবতত্ত্বোপদেশের দ্বারা তোমার অহঙ্কারলক্ষণযুক্ত হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিবেন।' দেবহূতি নিজপতির নির্দ্দেশানুসারে তাঁহার বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতঃ অতীব শ্রদ্ধার সহিত শ্রীভগবানের আরাধনা করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল আরাধনার পর ভগবান্ শ্রীমধুসূদন কর্দ্দম ঋষির বীর্য্যকে আশ্রয় করতঃ দেবহূতির পুত্ররূপে প্রকটিত হইলেন। ভগবানের আবির্ভাবে সর্ব্বত্র শুভ ও প্রসন্নতা দৃষ্ট হইল। ব্রহ্মা মরীচি আদিকে সঙ্গে লইয়া সরস্বতী নদীর তটবর্ত্তী কর্দ্দম ঋষির আশ্রমে শুভাগমন করিলেন। পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন সাংখ্যজ্ঞান উপদেশের জন্য। ব্রহ্মা ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করতঃ কর্দ্দম ঋষিকে হৃষ্টান্তঃকরণে বলিলেন—'তুমি আমার আজ্ঞা সম্যকপ্রকারে নিষ্কপটে পালন করিয়াছ। আমি প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার কন্যাসকল আমার সৃষ্টি বহুপ্রকারে বর্দ্ধন করিবে। আমার সহিত মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ আগমন করিয়াছেন। তাঁহাদের যাঁহার যেরূপ শীল তাহা বিচার করিয়া আজই তোমার কন্যাগণকে পাত্রস্থ কর। আমি জানিতে পারিলাম তোমার এই পুত্র সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তিনি আদিপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণু, নিখিল জীববৃন্দের সর্ব্বাভীষ্ট প্রদাতা কপিলরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।' কপিল ভগবানের আবির্ভাবের

ও মহিমার কথা বর্ণন করতঃ ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদ ও চতুঃসনের সহিত হংস যানারোহণে সত্যলোকে প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মার নির্দ্দেশক্রমে মহর্ষি কর্দ্দম বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতিগণকে যথাবিধি কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তিনি মরীচিকে কলা, অত্রিকে অনুসূয়া, অঙ্গিরাকে শ্রদ্ধা, পুলস্ত্যকে হবির্ভূ, পুলহকে গতি, ক্রতুকে ক্রিয়া, ভৃগুকে খ্যাতি, বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী ও অথর্ব্বকে শান্তি—নয়টি ঋষিকে নয়টি কন্যা সমর্পণ করিলেন।

কন্যাগণ পিতা কর্দ্দম ঋষির অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতঃপর কর্দ্দম ঋষি ভগবান্ কপিলদেবের নিকট নির্জ্জনে উপনীত হইয়া প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক দৈন্যসহকারে কহিলেন,—'যতিগণ নির্জ্জন স্থানে ভক্তিযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক যাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করিতে প্রযত্ন করিয়া থাকেন, আজ সেই ভগবান্ আমরা অতি হীন ও নগন্য হইলেও আমাদের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। হে ভগবন্! ভক্তবাৎসল্যহেতু ভক্তের ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য আপনার অকরণীয় কিছু নাই। আপনি সাংখ্যজ্ঞান উপদেশের জন্য আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যদিও আপনি প্রাকৃত রূপরহিত, আপনি অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ চতুর্ভুজাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তগণকে সুখ প্রদান করেন। ষড়বিধ ঐশ্বর্য্যপরিপূর্ণ কপিলরূপী আপনাতে আমি শরণাপন্ন হইলাম।'

কর্দ্দম ঋষির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ কহিলেন—

'ময়া প্রোক্তং হি লোকস্য প্রমাণং সত্যলৌকিকে।
অথাজনি ময়া তুভ্যং যদবোচমৃতং মুনে ॥'

—ভাঃ ৩।২৪।৩৫

"হে মুনে, বৈদিক এবং লৌকিক কৃত্যে আমার উক্তিই লোকের প্রমাণস্বরূপ হইয়া থাকে; সুতরাং আমি, 'আপনার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব' এই যে বাক্য বলিয়াছিলাম, তাহা সত্য প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই আপনার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

আপনি যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণে অনুমতি চাহিতেছেন, আমি আপনাকে আজ্ঞা দিতেছি আপনি যথায় ইচ্ছা, তথায় যান। কিন্তু যদি আপনার আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করতঃ সুদুর্জ্জয় মৃত্যুকে জয় করতঃ অমৃতত্ব লাভের ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে আপনি আমারই ভজন করিবেন। আমি মাতা দেবহূতিকেও অধ্যাত্ম সম্বন্ধিনী জ্ঞান প্রদান করিব, তদ্দ্বারা তিনি সংসারভয় হইতে পরিত্রাণ এবং পরমানন্দ লাভ করিতে পারিবেন।"

অনন্তর কর্দ্দম ঋষি কপিল ভগবানকে প্রদক্ষিণ করতঃ সানন্দচিত্তে বনে গমন করিলেন। তথায় মুনিবর কর্দ্দম ঋষি ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া অব্যভিচারিণী ভক্তিবলে অভীষ্ট লাভ করিলেন।

উপনিষদ্-তাৎপর্য্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠার পর]

এই মন্ত্রে ঋষি বিদ্যা ও অবিদ্যার সমুচ্চয় বলিবার অভিপ্রায়ে কেবল-কর্ম্ম ও কেবল-জ্ঞানের নিন্দা করিতেছেন। যে সকল ব্যক্তি বিদ্যা-ভিন্ন অন্য-অবিদ্যা অর্থাৎ 'কর্ম্ম'—তাহাই কেবল মাত্র অনুষ্ঠান করেন, কর্ম্মেতে বিশ্বাসান্ধ হইয়া স্বর্গফলপ্রদ কর্ম্মমাত্রই অনুষ্ঠান করেন, সেই সকল ব্যক্তি অন্ধ অর্থাৎ যাহা অন্ধ করিয়া থাকে—এইরূপ ব্রহ্মদর্শনহীন অজ্ঞানমধ্যে প্রবিষ্ট হন, পর পর কেবল জন্ম-মৃত্যুপ্রবাহ ভোগ করেন—ইহাই তাৎপর্য্য; আবার যাঁহারা ভক্তিহীন কেবল আত্মজ্ঞানে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ-চিন্তায় রত হন, তাঁহারা অন্ধতার সম্পাদক সংসাররূপ তমঃ হইতে অধিকতর তমোময় অবস্থায় প্রবিষ্ট হন।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য-ভাষ্য "·········অন্ধং তমঃ আদর্শনাত্মকং তমঃ প্রবিশন্তি। কে? যেহবিদ্যাং বিদ্যায়া অন্যা অবিদ্যা তাং কর্ম্ম ইত্যর্থঃ, কর্ম্মণো বিদ্যাবিরোধিত্বাৎ; তামবিদ্যামগ্নিহোত্রাদি-

লক্ষণামেব কেবলামুপাসতে তৎপরাঃ সন্তোঽনুতিষ্ঠন্তীত্যভিপ্রায়ঃ। ততস্তস্মাদন্ধাত্মকাত্তমসো ভূয় ইব বহুতরমেব তে তমঃ প্রবিশন্তি। কে? কর্ম্ম হিত্বা যে উ যে তু বিদ্যায়ামেব দেবতাজ্ঞান এব রতাঃ অভিরতাঃ।"

এই মন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য রচনা করিয়া বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

এই ভারতবর্ষে কিছুবর্ষ পূর্ব্বে কেবল পরাবিদ্যা জ্ঞানেরই উপাসনা হইত, কেন না পরাবিদ্যার মহান্ মহিমা উপনিষদেই নির্দ্দেশিত হইয়াছে। পরাবিদ্যায় এতই নিমগ্ন থাকিত, সংসারের কোন কথাই বলিত না বা কোন কার্য্যই করিত না। এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ মিথ্যা ভ্রমময় মায়াজাল নরক মাত্র। এক ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য। দৃশ্যমান্ জগৎ সত্য নয়, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় মিথ্যা। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নয়—ইহাই সত্য বেদান্ত সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তকে এক শ্লোকার্দ্ধেই বলা যায়।

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থ কোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥"

"প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" "তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইসব প্রমাণের দ্বারা জীবাত্মা ব্রহ্মসিদ্ধ হয়, জীব ব্রহ্মই অন্য কেহ নহেন। জীবজগৎ ও পরমাত্মা যাহা দ্বৈত দেখা যায়, তাহা ভ্রম মাত্র, বাস্তব সত্য নয়, স্বপ্ন দৃষ্টপদার্থের ন্যায় মিথ্যা।

তোমার নিজের শরীর? তাহাদিগকে কেহ প্রশ্ন করিলে উত্তর দিত "নরকস্য-নরকম্" অর্থাৎ স্ব-শরীরম্ নরকস্য নরকম্"—নিজের শরীর নরকের নরক। যখন নিজের শরীরই নরকের নরক হয়ে গেল, তখন তাহার জন্য কে কি ব্যবস্থা করিবে? তাঁহারা চাহিবে যতশীঘ্র হয় নরক হইতে পরিত্রাণ। তাঁহাদের আচার্য্যগণও অবিদ্যার খুবই নিন্দা করিতেন এবং বিদ্যার অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতেন। পরিণামে ভারতবর্ষে অধিকাংশ লোক অবিদ্যায় নয়, কেবল বিদ্যায় নিমগ্ন হইলেন। ভারতবর্ষের উন্নতমানের বিজ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হইল।

উপনিষদে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির কথা সমুচ্চয়ভাবে বর্ণিত হইলেও কর্ম্মাদি সাধনেতে ধ্যান না দিয়া কেবল একাঙ্গী বিদ্যা—জ্ঞানসাধনায় নিমগ্ন হইল। বিদ্যায় নিমগ্ন থাকায় তাঁহারা জগৎ শরীরের আশ্রিত মিথ্যা জানিয়া তাহাতে ধ্যান দিলেন না। আপনারা জানেন যে, কোন ব্যক্তি উপরে দৃষ্টি রাখিয়া উদ্ভ্রান্তভাবে চলিলে ছোট পাথরখণ্ডও ধাক্কা লাগিলে ফেলিয়া দেয়, আর নীচে দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে বড় বড় পাহাড়-পর্ব্বতও পার হওয়া যায়।

ভারতীয় বিদ্যায় নিমগ্ন সাধকগণ উপরে দেখিতে থাকিলেন, নীচে দৃষ্টি দিলেন না। কেবল 'সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্' অর্থাৎ পরাবিদ্যা জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান দূর হইয়া যায়, অজ্ঞান দূর হইলে জ্ঞানদ্বারা বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। বৈরাগ্য হইলে চিত্তে তমোগুণ ও রজোগুণজাত কাম-ক্রোধাদি বিকার উৎপন্ন হয় না। জ্ঞান পরিপক্ব অবস্থায় 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞান স্থায়ী হয়, সেই অবস্থায় জীব জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করে। তজ্জন্য তাঁহারা কর্ম্ম, ভক্তিযোগাদি সাধনকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিদ্যায় অর্থাৎ নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানে নিমগ্ন থাকেন।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ তিনপ্রকার সাধন উপনিষদে বা বেদে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়ভক্ত উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥"
—ভাঃ ১১।২০।৬

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি সাধনের মধ্যে ভক্তিসাধনই প্রধান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে ফল॥"
—চৈঃ চঃ ম ২২।১৭-১৮

কৃষ্ণভক্তিই প্রধান সাধন, কেন না কর্ম্ম, যোগ এবং জ্ঞান এই তিন সাধন ভক্তির মুখাপেক্ষী অর্থাৎ এই তিন সাধন ভক্তির সহায়তা বিনা স্বতন্ত্ররূপে ফল প্রদান করিতে অসমর্থ, ইহাদের সাধনের ফলও অতি তুচ্ছ, সেই তুচ্ছ ফলও কৃষ্ণভক্তির সহায়তা বিনা স্বতন্ত্রভাবে দিতে পারে না।

"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত ভাববর্জ্জিতং
শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্ ।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥"

—ভাঃ ১।৫।১২

শ্রীনারদ মুনির বাক্য—নিরূপাধিক ব্রহ্মজ্ঞানও যখন ভগবদ্ভক্তি বিনা সম্যক্‌ভাবে শোভিত হয় না, অর্থাৎ মোক্ষ-সাধক হইতে পারে না, তখন সাধন-কালে এবং ফলভোগকালেও দুঃখ প্রদানকারী কাম্য-কর্ম্ম ও নিষ্কাম-কর্ম্ম ঈশ্বরকে অর্পিত বিনা শোভা পায় না, ফলপ্রদানও করিতে পারে না, এই বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি ?

"কেবল-জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে ।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।১৬

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বলিলেন—হে সনাতন ! কেবল জ্ঞান, ভক্তি বিনা মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তি দিতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখ হয়, অর্থাৎ তাহার সেবা করার জন্য লালায়িত হয়, তাঁহার জ্ঞান প্রাপ্ত না হইলেও মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ তিনি মায়াবন্ধন হইতে অনায়াসে মুক্ত হইয়া যান। যিনি শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করেন তাঁহার ব্রহ্ম-সাযুজ্য মুক্তি জ্ঞানমার্গের অনুশীলন বিনাই মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। ইহাতে ভক্তির নিরপেক্ষতা ও স্বতন্ত্রতা শ্রেষ্ঠতা সূচিত হয়। এই পয়ারের অন্য মুক্তিশব্দের অর্থ মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া অভিপ্রায়। যদি বলা যায় পয়ারের পূর্ব্বোল্লিখিত মুক্তিশব্দের অর্থের ন্যায় ইহারও অর্থ ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তি করা যায়, তবে তাহাও ঠিক। কিন্তু ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি কামনাকারি-গণের সাযুজ্য কামনার মূল কেবল মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি চাওয়াই। কেন না তাহার মতে ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হইলে পর মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি হইতে পারে। অন্যথা কোন প্রকারে নহে ; অথবা মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি হইলে পর তাহার মতে সাধক ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করে। অতএব তাহার মতে মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি বা ব্রহ্মসাযুজ্য প্রায় একই কথা। যিনি ভক্তিমার্গে কৃষ্ণোপাসনা করেন, তিনি ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি ত' চান না, আর মায়াবন্ধন হইতেও মুক্তি চান না, তিনি কেবল কৃষ্ণসেবাই চান। মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি না চাহিলেও ঐপ্রকার যে মুক্তি তাঁহার কৃষ্ণসেবার আনু-ষঙ্গিক ফলরূপে আপনা হইতেই প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ পরম করুণাময় ভক্তবৎসল, তিনিও নিজের ঐকান্তিক প্রিয়ভক্তকে সাযুজ্য মুক্তি দেন না, কেননা তাহাতে জীবের স্বরূপধর্ম্ম সেব্য-সেবকভাব বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া যায়।

জ্ঞানমার্গের সাধক ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া বহু কষ্টসাধ্য সাধনের দ্বারা যাহা সাযুজ্য-মুক্তিকে প্রাপ্ত হইতে পারেন না, সেই মুক্তির উদ্দেশ্যে যদি তিনি কৃষ্ণোন্মুখ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানমার্গের সাধন ব্যতীতও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সেই সাযুজ্যমুক্তি দিতে পারেন এবং তাহা দিয়াও থাকেন। সাধক ভুক্তি-মুক্তি চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ভুক্তি-মুক্তি দিয়াই সন্তুষ্ট করেন। তাঁহাকে পুনঃ নিজের শুদ্ধ প্রেমভক্তি প্রদান করেন না।

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে, ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৮।১৮

"শ্রেয় স্মৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥"

—ভাঃ ১০।১৪।৪

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা স্তুতিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে-ছেন—হে সর্ব্বব্যাপক ! প্রভো ! শ্রেয় লাভের উপায়-স্বরূপ আপনার ভক্তিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান (শাস্ত্রাভ্যাস বা জীবব্রহ্মৈক্য জ্ঞানের) দ্বারা প্রাপ্তির জন্য ক্লেশদায়ক সাধন করেন, তবে তাঁহার ভাগ্যে সাধনের কেবলমাত্র ক্লেশই প্রাপ্ত হয়, আর কিছু না। যে প্রকার তণ্ডুল প্রাপ্তির কামনায় তুষকে (তণ্ডুলহীন) কূটলে কেবল ক্লেশই প্রাপ্ত হয়, আর কিছুই প্রাপ্ত হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র সার বস্তু। ভক্তিসাধনই জীবের অনন্তকালের মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

"দৈবী হ্যষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥"

—গীঃ ৭।১৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আমার দৈবীগুণময়ী মায়া অতীব দুস্তরা। যিনি আমার শরণ গ্রহণ করেন, তিনিই এই গুণময়ী মায়াকে উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

জ্ঞানীরা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করেন যে জীবন্মুক্তি অবস্থাকে প্রাপ্ত করিয়াছি অর্থাৎ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারবশতঃ অজ্ঞান (অবিদ্যা) এবং অজ্ঞানকৃত কর্ম্মাদি ধ্বংস হইয়াছে, আমার আর কোন বন্ধন নাই ; কিন্তু বাস্তবে তাঁহারা জীবন্মুক্ত হইতে পারেন না, আর কৃষ্ণভক্তি বিনা তাঁহাদের বুদ্ধিও বিশুদ্ধ হইতে পারে না।

"জ্ঞানী জীবন্মুক্তিদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥"
—চৈঃ চঃ ম ২২।২৯

এই পয়ারে নির্ব্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান জ্ঞানীদের কথাই বলা হইয়াছে। যাহারা ভক্তিকে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র জ্ঞানের অনুষ্ঠান করে, সেই বিমুক্তমানি-গণ বহু কায়কৃচ্ছ্র সাধনদ্বারা অত্যুচ্চ পদ প্রাপ্ত হইলেও শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দের অনাদর (অবজ্ঞা) করার দরুণ অধঃপতিত হইতে হয়।

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"
—ভাঃ ১০।২।৩২

শ্রীভগবানকে লক্ষ্য করিয়া দেবতাগণ বলিলেন—হে কমললোচন! যে আপনার চরণবিমুখ, আপনার ভক্তির অভাববশতঃ তাহার বুদ্ধি অবিশুদ্ধ থাকে। অতএব বস্তুতঃ বিমুক্ত না হইতে পারিলেও নিজেকে বিমুক্ত মনে করে। সে অতিক্লেশে বিষয়সুখকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কঠোর তপস্যাদি দ্বারা মোক্ষ (মুক্তি) সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইলেও ভবদীয় চরণের প্রতি অনাদর করার কারণে অত্যুচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইলেও তাহা হইতে অধঃপতিত হয়।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—গুণীভূতা ভক্তির সহায়তায় শম-দমাদি তপস্যার প্রভাবে জীবন্মুক্তদশাকে প্রাপ্ত করে, শ্রীভগবদ্বিগ্রহকে প্রাকৃত মায়িক জ্ঞান করিয়া ভগবচ্চরণারবিন্দের প্রতি আদর করে না, অতএব সে অধঃপতিত হয়।

পরব্রহ্মের সাকারস্বরূপ স্বীকার করেন, কিন্তু সেই সাকার-বিগ্রহকে মায়িক বিগ্রহ জ্ঞান করেন অর্থাৎ সেই বিগ্রহকে প্রাকৃত সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ-যুক্ত মানেন। তিনি যে ভক্তি করেন সেই ভক্তি গুণময়ী—সে নির্গুণা শুদ্ধাভক্তি নহে। সেই ভক্তি গুণীভূতা হইলেও ভক্তিপ্রভাবে তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত তপ-শম-দমাদির অনুষ্ঠান করিয়া অবিদ্যা (অজ্ঞান) নিরাসনী বিদ্যা (পরাবিদ্যা) লাভ করিতে পারেন। রজঃ এবং তমঃ—যাহাতে সাধকের অবিদ্যা সূক্ষ্মভাবে থাকে, যে দুঃখ এবং অজ্ঞানের কারণ তাহা দূর হইয়া যায় এবং সত্ত্বই বর্ত্তমান থাকে। "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্।" সেই সত্ত্বা জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান দূর হইয়া যায় আর সাধককে প্রাকৃত সত্ত্বার আনন্দানুভব হইতে থাকে। কিন্তু অপ্রাকৃত আনন্দ বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রদানকারী আনন্দ প্রাপ্ত হয় না। কেন না ভগবানের চিচ্ছক্তির বিলাস যে শুদ্ধাভক্তি আছে, সেই নির্গুণা ভক্তি বিনা সেই ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভব অসম্ভব। পরাবিদ্যা এবং অপরাবিদ্যা অর্থাৎ অবিদ্যা ও বিদ্যা এই দুইএর তিরোধান হইলে চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষই গুণীভূতা-ভক্তি, সেই গুণীভূতা ভক্তি কেবলমাত্র যদি হৃদয়ে অবস্থান করে, তবে সেই ভক্তিপ্রভাবে ব্রহ্মানুভব হইতে পারে, একমাত্র সেই অবস্থাতেই সাধককে জীবন্মুক্ত বলা যাইতে পারে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৮।৫৪ শ্লোকের টীকায় বিচার করিয়াছেন—

"ততশ্চোপাধ্যপগমে সতি ব্রহ্মভূতঃ অনাবৃত-চৈতন্যত্বেন ব্রহ্মরূপ ইত্যর্থঃ, গুণমালিন্যাপগমাৎ প্রসন্নশ্চামাবাত্মা চেতি সঃ। ততশ্চ পূর্ব্বদশায়ামিব নষ্টং ন শোচতি, ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দেহাদ্যভি-মানাভাবাদিতি ভাবঃ। সর্ব্বেষু ভূতেষু ভদ্রাভদ্রেষু বালক ইব সমঃ বাহ্যানুসন্ধানাভাবাদিতি ভাবঃ। ততশ্চ নিরিন্ধনাগ্নাবিব জ্ঞানে শান্তেঽপ্যনশ্বরাং জ্ঞানান্তর্ভূতাং মদ্ভক্তিং শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপাং লভতে, তস্যা মৎস্বরূপশক্তি বৃত্তিত্বেন মায়াশক্তিভিন্নত্বাৎ অবিদ্যাবিদ্যয়োরপগমেঽপি অনপগমাৎ। অতএব

পরাং জ্ঞানাদন্যাং শ্রেষ্ঠাং নিষ্কামকর্ম্ম জ্ঞানাদ্যুর্ব্বরিত্বেন কেবলমিত্যর্থঃ। লভতে ইতি পূর্ব্বং জ্ঞানবৈরাগ্যাদিষু মোক্ষসিদ্ধ্যর্থং কলয়া বর্ত্তমানায়া অপি সর্ব্বভূতেষু অন্তর্য্যামিণ ইব তস্যাঃ স্পষ্টোপলব্ধির্নাসীদিতি ভাবঃ। অতএব কুরুত ইত্যনুক্ত্বা লভতে ইতি প্রযুক্তম্, মাষমুদ্গাদিষু মিলিতাং তেষু নষ্টেষ্বপি অনশ্বরাং কাঞ্চনমণিকামিব তেভ্যঃ পৃথক্‌তয়া কেবলাং লভত ইতিযাবৎ ইতি। সংপূর্ণায়াঃ প্রেমভক্তেস্তু প্রায়স্তদানীং লাভসম্ভবোঽস্তি নাপি তস্যা ফলং সাযুজ্যং ইত্যতঃ পরাশব্দেন প্রেমলক্ষণেতি ব্যাখ্যেয়ম্।।” (ক্রমশঃ)
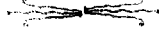
Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'

1. Place of publication :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
2. Periodicity of its publication :	Monthly
3. & 4. Printer's and Publisher's name :	Bhakti Baridhi Paribrajak Maharaj—(temporarily appointed as Printer & Publisher)
Nationality :	Indian
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
5. Editor's name :	Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj
Nationality :	Indian
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
6. Name & Address of the owner of the newspaper :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26

I, Smd. Bhakti Baridhi Paribrajak Maharaj, hereby, declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. Bhakti Baridhi Paribrajak Maharaj
Signature of Publisher

Dated 29 3. 1996

আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দিরে নবনির্ম্মিত গ্রন্থাগারের উদ্বোধন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে, প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে এবং শ্রীমঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজের ব্যবস্থায় ভাব-গম্ভীর পরিবেশে নবনির্ম্মিত গ্রন্থাগারের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান বিগত ৩ মাঘ (১৪০২), ১৮ জানুয়ারী (১৯৯৬) পূর্ব্বাহ্ন ১১ ঘটিকায় মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়।

ত্রিপুরার মহামান্য রাজ্যপাল অধ্যাপক শ্রীসিদ্ধেশ্বর প্রসাদ সংকীর্ত্তনসহ সম্বর্দ্ধিত এবং প্রধান অতিথিরূপে
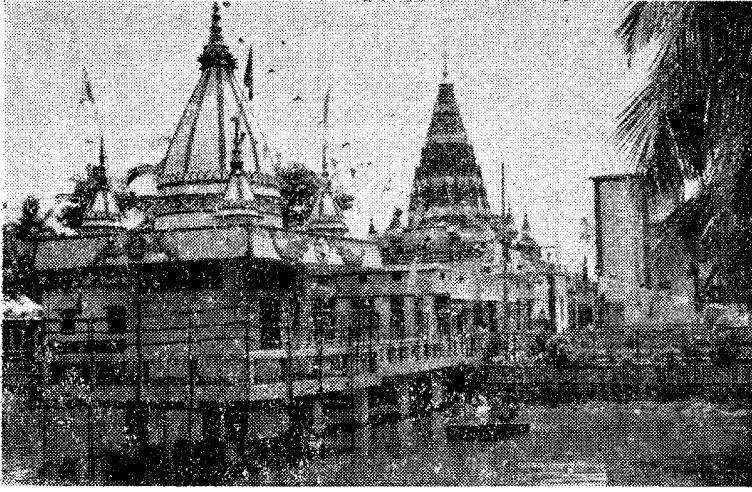
আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দির

বৃত হইয়া সভায় সমাসীন হইলে কার্য্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযমুনাধর পাণ্ডে সভাপতির এবং ত্রিপুরার খাদ্যমন্ত্রী ডক্টর ব্রজগোপাল রায় বিশিষ্ট অতিথির আসন গ্রহণ করেন। ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক মঙ্গলাচরণ স্তোত্র এবং সঙ্গীতশিল্পি শ্রীবিশ্বনাথ চন্দ কর্ত্তৃক শ্রীজগন্নাথদেবের বন্দনা-গীতি কীর্ত্তিত হওয়ার পর মহামান্য রাজ্যপাল মহোদয় মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া এবং স্মৃতিফলকের আবরণ উন্মোচনের দ্বারা গ্রন্থাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। শ্রীমঠের পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ কর্ত্তৃক স্বাগত সম্ভাষণ প্রদত্ত হইলে পর মাননীয় রাজ্যপাল প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—

'ধর্ম্ম শাশ্বত। মহামায়ার জাল সংসার হইতে নিষ্কৃতি পাইতে জ্ঞানের প্রয়োজন। জ্ঞানের উদ্ভব গ্রন্থানুশীলনে এবং গ্রন্থের সমাবেশ গ্রন্থাগারে। শ্রীগৌড়ীয় মঠে এই গ্রন্থাগারের প্রাসঙ্গিকতা আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূত চরিত্র হইতে আমরা অনেক জ্ঞান
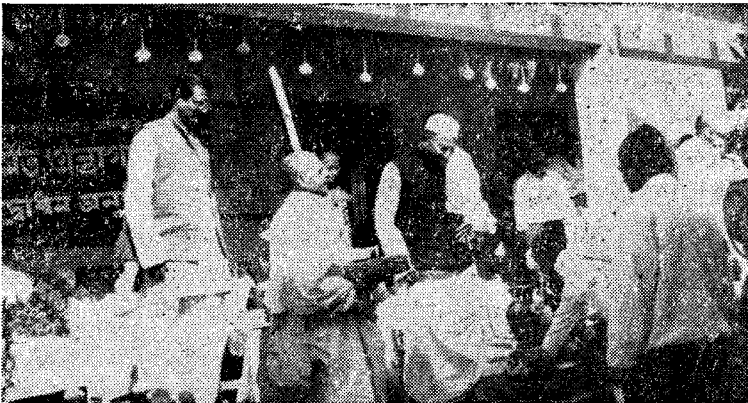
নব-নির্ম্মিত গ্রন্থাগারের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ত্রিপুরার মহামান্য রাজ্যপাল অধ্যাপক শ্রীসিদ্ধেশ্বর প্রসাদ

লাভ করিতে পারি। আজ হইতে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক কবিরাও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞান ব্যতীত জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় না। শ্রীজগন্নাথমন্দিরের নবনির্ম্মিত গ্রন্থাগারে গ্রন্থপাঠে গ্রন্থপাঠকগণ নিঃসন্দেহে উপকৃত হইবেন। কেবলমাত্র ত্রিপুরায় নহে, সমগ্র দেশের মঙ্গল সাধনে এই গ্রন্থাগার সহায়তা করিবে।'

খাদ্যমন্ত্রী ডঃ ব্রজগোপাল রায়, উপাচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযমুনাধর পাণ্ডে, বিশিষ্ট বক্তা ডঃ সুমঙ্গল সেনের সুচিন্তিত হৃদয়গ্রাহী ভাষণ শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ প্রভাবান্বিত হন। অনুষ্ঠানটী সাফল্যমণ্ডিত করিতে মুখ্যরূপে সহায়তা করেন শ্রীঅগ্নি কুমার আচার্য্য, শ্রীহিমানী চক্রবর্ত্তী, শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক ও শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী।

গ্রন্থাগার নির্ম্মাণের পূর্ণানুকূল্য করিয়া স্থানীয় উদারচরিত্র সজ্জন শ্রীগৌতম বণিক এবং তাঁহার ভক্তিমতী জননী শ্রীযুক্তা মহামায়া বণিক সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হন। স্বধামগত পিতা হীরালাল বণিকের স্মৃতিরক্ষার্থে উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। স্থানীয় সমস্ত দৈনিক পত্রিকাসমূহে—বিশেষভাবে 'ভাবীভারত' দৈনিক পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে।

স্বধামে শ্রীবালকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভু

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অনুকম্পিত দীক্ষিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য শ্রীবালকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভু (শ্রীবিনয়ভূষণ দত্ত—শ্রীবি-বি দত্ত) ৮৩ বৎসর বয়সে নদীয়া জেলান্তর্গত প্রীতিনগর ডাকঘরের অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামে (রেলষ্টেশন পায়রাডাঙ্গা) নিজালয়ে বিগত ২৫ মাঘ (১৪০২), ৯ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৬) শুক্রবার কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাব তিথিবাসরে বেলা ১টা ৪০ মিঃ-এ শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তিনি স্ত্রী ও ছয় কন্যাকে রাখিয়া গিয়াছেন। স্বধামপ্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহাকে অজ্ঞানাবস্থায় হরিনাম করিতে ও ত্রিসন্ধ্যা জপ করিতে দেখিয়া পার্শ্বস্থিত ব্যক্তিগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া চাকদহ থানান্তর্গত যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটের (শ্রীজগন্নাথমন্দিরের) সেবকদ্বয় শ্রীনিমাইদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅপূর্ব্ব দাস তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদী মালা তাঁহাতে অর্পণ করেন। তাঁহার শেষকৃত্য পাঁচকন্যা ও স্বজন বন্ধুবান্ধবগণের উপস্থিতিতে যথাবিহিতভাবে হালিসহরে গঙ্গার তটে সুসম্পন্ন হয়।

কৃষ্ণনগর মঠের শ্রীরঘুপতি ব্রহ্মচারী এবং শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠের শ্রীকৃষ্ণশরণ দাস (কানাই) উপস্থিত থাকিয়া যথাবিহিতভাবে চতুর্থীকৃত্য সম্পন্ন করান। চাকদহ-যশড়া শ্রীপাটের সেবকগণও উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

ইং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে নবমী-তিথিতে তিনি পূর্ব্ববঙ্গে (বাংলাদেশে) ময়মনসিংহ সহরের নিকটবর্ত্তী—কল্মাগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অধ্যবসায়ের সহিত অধ্যয়ন করিয়া তিনি প্রবেশিকা-পরীক্ষায় ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে এবং ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ হইতে দর্শনশাস্ত্রে অনার্সসহ 'বি-এ' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ঢাকা মানিকগঞ্জের প্রসিদ্ধ তিল্লীর দত্তবংশজাত ছিলেন।

তিনি ভারতীয় রেলওয়েজের পূর্ব্ব রেলওয়েতে চাকুরী ব্যপদেশে প্রবেশ করতঃ তথায় দক্ষতার সহিত কার্য্য সম্পাদনের দ্বারা ক্রমশঃ এন্-এফ্ রেলওয়েতে গৌহাটীতে কমার্সিয়েল সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট পদে উন্নীত

হন। তিনি দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষ ছিলেন। অমায়িক স্বভাব ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠারূপ গুণের দ্বারা তিনি সকলের শ্রদ্ধার ভাজন হইয়াছিলেন। গৌহাটীতে থাকাকালে তিনি ব্রহ্মপুত্র নদে জাহাজে ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল

গুরুদেবের দর্শন লাভ করেন। শ্রীল গুরুদেবের মহাপুরুষোচিত দিব্যকান্তি দর্শন করিয়া তিনি মুগ্ধ হন। শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারীর সহিত তাঁহার গৌহাটীতে পরিচয় হয়। তাঁহারই প্রেরণায় তিনি গৌহাটী সহরে পল্টনবাজারস্থ শ্রীমঠে ইং ১৯৬৫ সনে ৩ মার্চ্চ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ ১৯ ফাল্গুন সস্ত্রীক শ্রীল গুরুদেবের নিকট হরিনামাশ্রিত হন। ১২ আগষ্ট (১৯৬২), ২৭ শ্রাবণ (১৩৭২) বৃন্দাবনে শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উৎসবকালে বলদেবাবির্ভাব পূর্ণিমা তিথিতে তিনি সস্ত্রীক মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার দীক্ষা-নাম শ্রীবালকৃষ্ণ দাসাধিকারী। শ্রীবালকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভু ও তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মনোরমা দেবী দীক্ষিত হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান এবং বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবায় নিষ্কপটভাবে যত্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের শ্রদ্ধার ভাজন হন। শ্রীবালকৃষ্ণ প্রভু চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পর স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য নদীয়া জেলায় পায়রা-ডাঙ্গা রেলষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী গোপালপুরে জমী ক্রয় করতঃ গৃহ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার একমাত্র যোগ্য-পুত্র ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবিদ্যুৎবরণ দত্তের নামে উক্ত ভবনের নাম হয় 'বিদ্যুৎভবন'। বিদ্যুৎবরণ একমাত্র পুত্র হওয়ায় পিতামাতার খুবই স্নেহের পাত্র ছিলেন। কিন্তু দৈববশতঃ অল্পবয়সে পুত্রের বিয়োগ হওয়ায় জননী নিদারুণভাবে শোকসন্তপ্তা হন। বালকৃষ্ণপ্রভু বেদনাহত হইলেও তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা শোকে মুহ্যমান্ হন নাই। তঁাহাদের ইচ্ছাক্রমে তাঁহাদের বাড়ীতে যাইয়া শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ হরিকথামৃত পরিবেশনের দ্বারা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা প্রদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণসহ তাঁহার গৃহে কএকবার পদার্পণ করতঃ ধর্ম্মসভা ও মহোৎসবাদি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। কলিকাতা মঠের শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারীর এবং শ্রীমায়াপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক নারায়ণ মহারাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ প্রীতিসম্বন্ধ ছিল। শ্রীধামমায়াপুরস্থ মূল মঠে শ্রীরাধা-মদনমোহন বিজয়বিগ্রহগণের সেবা-প্রকাশে তিনি পূর্ণানুকূল্য করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্যেতেও বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। যতদিন তিনি শরীরে সামর্থ্য রাখিতেন শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের ইচ্ছায় তিনি যশড়া শ্রীপাটের নির্ম্মাণকার্য্যেও নিষ্কপটভাবে যত্ন করিয়াছিলেন।

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের তিরোভাব তিথি-বাসরে ৬ ফাল্গুন, ১৯ ফেব্রুয়ারী শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে একাদশাহে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য তাঁহার গোপালপুরস্থ গৃহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে বৈষ্ণববিধানানুসারে সুসম্পন্ন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীদেবকীসুতদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী রন্ধনাদি সেবার জন্য কলিকাতা হইতে তাঁহার গৃহে

গিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর মঠ হইতেও সেবকগণ তথায় গিয়াছিলেন।

দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্ত বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর ॥

অশেষ গুণে গুণান্বিত বালকৃষ্ণপ্রভুর স্বধাম-প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই অত্যন্ত বিরহ-সন্তপ্ত।

বম্বাই সহরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের প্রথম শুভপদার্পণ মঠের প্রচারকবৃন্দের বিপুল প্রচার

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠান হইতে বম্বাই (মুম্বাই) সহরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের বাণী-প্রচারে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের সদলবলে তথায় শুভউপস্থিতির বিষয়ে পশ্চিম ভারতের ভক্তগণ পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ব্যাপক প্রাক্-প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। সর্ব্বাগ্রে তথায় প্রচার-বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য চণ্ডীগঢ় মঠের শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী এবং জম্মুর মঠাশ্রিত দিক্ষিত গৃহস্থ ভক্ত অধ্যাপক শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র কার্ত্তিকব্রতশেষে জলন্ধর হইতে ২৭ কার্ত্তিক, ৪ নভেম্বর শনিবার বম্বাই রওনা হন। তাঁহারা সরজমিনে পরিদর্শনের পর উত্তর ভারতে প্রচার-ভ্রমণে শ্রীল আচার্য্যদেবের জগদ্ধ্রীসহরে অবস্থানকালে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও সাফল্য বিষয়ে জ্ঞাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সম্মতি দিলে প্রচার-বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চণ্ডীগঢ় মঠের শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দন দাস ব্রহ্মচারী (ছোট—পাতিয়ালার) ও শ্রীদ্বারকানাথ দাস (এডভোকেট শ্রীদেওয়ান সিং নাগপাল) এবং আগরতলা মঠের শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী—প্রথম প্রচারপার্টী ফেস্টুন, পোস্টার (প্রাচীর-পত্র), প্রচারপত্র, গ্রন্থাদিসহ মুম্বাই সহরে ২০ অগ্রহায়ণ, ৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার পৌঁছিয়া প্রচার করিতে থাকেন। পরবর্ত্তিকালে জম্মুর শ্রীরাসবিহারী দাস (শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র) ১০ ডিসেম্বর প্রচার-পার্টীতে আসিয়া যোগ দেন। তাঁহারা বান্দরায় ত্রিশূল রোডস্থ স্বধামগত শ্রীমুরারিদাস বাসুদেব প্রভুর পুত্র শ্রীরঘুনাথ বাসুদেবের গৃহে অবস্থান করেন। শ্রীরঘুনাথ বাসুদেব প্রচার-কার্য্যে এবং সাধুগণের সেবার ব্যবস্থায় স্থূল আনুকূল্য করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। চণ্ডীগঢ়, নিউদিল্লী, জম্মু, পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং কলিকাতা মঠ হইতে বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং প্রচারবিষয়ে উৎসাহী ও পারঙ্গত গৃহস্থ ভক্তগণ আসিবেন—তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা কিরূপ কি হইবে, তদ্বিষয়ে সকলে চিন্তিত ছিলেন। দৈবেচ্ছায় চেম্বুরে শ্রীসনাতনধর্ম্মসভার বিশিষ্ট সদস্য শ্রীউপদেশ শর্ম্মার পরামর্শে শ্রীসনাতনধর্ম্মসভা মন্দিরের সন্নিকটে শ্রীগায়ত্রী প্রসাদ পাণ্ডের নবনির্ম্মিত পাঁচতলা বিল্ডিংটী সাধুগণের ও ভক্তগণের অবস্থানের জন্য পাওয়া যায়। বান্দ্রা হইতে প্রচারকগণ প্রথমে চেম্বুরে শ্রীউপদেশ শর্ম্মার গৃহে, তৎপরে ১৪ ডিসেম্বর নূতন পাঁচতলা ভবনে আসিয়া অবস্থান করেন।

প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান প্রচারকদ্বয়—শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ এবং চণ্ডীগঢ় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ একাদশ মূর্ত্তি দ্বিতীয় প্রচারপার্টী সমভিব্যাহারে নিউদিল্লী হইতে ট্রেনযোগে ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৫ ডিসেম্বর শুক্রবার তথায় আসিয়া উপনীত হন।

(ক্রমশঃ)
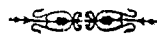
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ২০ পৃষ্ঠার পর]

১৯৭৬ সালে আগষ্ট মাসে West Bengal Act XXVI of 1961 অনুযায়ী মঠ রেজিষ্ট্রী হয়। ঘর-সমেত জমীটী মঠের নামে ক্রয় করা হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজের উপর উক্ত কার্য্য করার জন্য দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল। জমীসমেত গৃহ ক্রয়ের সময় তিনটী কক্ষে ভাড়াটিয়া ছিলেন।

দেরাদুন মঠে শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী আদি যে সেবকগণ প্রথমদিকে মঠে ছিলেন তাঁহাদের কষ্ট স্বীকার ও ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। ভাড়াটিয়াগণ প্রতিকূল আচরণ করায় তাঁহাদের অশান্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল। তথাপি তাঁহারা গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে নিষ্ঠার সহিত সেবা করেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী মাসিক পত্রিকা ১৭শ বর্ষ ১ম সংখ্যায় শ্রীচৈতন্যবাণী বন্দনায় করুণাপরবশ হইয়া জীবকল্যাণের জন্য যে উপদেশবাণী প্রদান করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

'শ্রীচৈতন্য-বাণী' কৃপাপূর্ব্বক আজ সপ্তদশবর্ষে প্রকাশিত হইলেন। তাঁহার এই শুভ প্রাকট্যতিথিকে সর্ব্বাগ্রে আমরা বন্দনা করি।

শ্রীচৈতন্যদেব বিশ্বে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পরমমঙ্গলময় ঔদার্য্যলীলার সমবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হইয়া কলি-হত জীবকেও অভূতপূর্ব্ব শ্রীভগবৎপ্রেমরস প্রদান করিয়াছিলেন তাহার তুলনা কোথাও মিলে না। জগদ্-গুরু শ্রীরূপগোস্বামিপাদ তাঁহাকে 'নমো মহাবদান্যায় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥' বলিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। উক্ত প্রণামের মধ্যেই শ্রীচৈতন্যদেবের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠ বস্তুতে, নাম-নামীতে কোন ভেদ থাকে না। কারণ, তথায় অজ্ঞান বা মায়ার প্রবেশ নাই। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁহার বাণী অভেদতত্ত্ব। বরং "বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নামস্বরূপদ্বয়ং পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে। যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমন্তাদ ভবে দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি ॥"

[হে নাম, 'বাচ্য' অর্থাৎ বিভুচৈতন্য ও আনন্দময়বিগ্রহ এবং 'বাচক' অর্থাৎ কৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি বর্ণাত্মক তোমার দুইটী স্বরূপ, কিন্তু আমরা ঐ বাচ্য-স্বরূপ হইতে বাচক-স্বরূপকে অধিক কৃপাময় বলিয়া মনে করি ; কেননা, জীবসকল তোমার বাচ্যস্বরূপে কৃতাপরাধ (সেবাপরাধী) হইয়া বাচকস্বরূপ তোমার 'নাম' উচ্চারণ করিবা মাত্রই (নিরপরাধ হইয়া) ভগবৎপ্রেমসুখে নিমজ্জিত হন।]

উক্ত প্রমাণে বাচ্য অপেক্ষা বাচকের উদারতা অধিক সূচীত হয়। তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী পরম কৃপালু। বিশ্ববাসীর ঘরে ঘরে শ্রীচৈতন্য-বাণী নিজেকে নানা ভাষায় নানা লোকের বোধসৌকর্য্যে প্রকাশিতা হইয়া বিশ্বকল্যাণবিধানে যে অবদান করিতেছেন, তাহার তুলনা আমরা খুঁজিয়া পাই না।

কাম ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ক্রোধ, হিংসা, শত্রুতা আবাহন করে। ইহা ব্যক্তিগত, জাতিগত বা বিশ্বগত প্রাণিসমূহের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টাবিশেষ। সুতরাং কাম হইতে ব্যক্তিগত, জাতিগত বা বিশ্বগত প্রাণিগণের ক্রোধহিংসাদি প্রজ্জ্বালিত হওয়ার কারণ উপস্থিত করে। শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেমময় শ্রীভগ-বানের সুহিতাবতার বলিয়া জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে বিশ্ববাসী প্রাণিমাত্রেরই সুমঙ্গল বিস্তার করিতেছেন।

জগতে শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ এই দুইটি মার্গই উন্নতপ্রাণী মনুষ্যগণের মধ্যে গ্রহণযোগ্য দেখা যায়। ইহার মধ্যে নিঃশ্রেয়সার্থীর সংখ্যা অতীব অল্প। অধিকাংশ লোকই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সুখলিপ্সু। তাঁহাদের রুচির অনুকূল দ্রব্য বা কথা না হইলে তাঁহারা উহার সমাদর করেন না। তাঁহাদের নিকট উত্তম বস্তু উত্তম বলিয়া ত' দূরের কথা, ভাল বলিয়াও বিবেচিত হয় না। শ্রীচৈতন্য-বাণী সর্ব্বদাই নিঃশ্রেয়ের কথা বিস্তার করিয়া থাকেন, সুতরাং নিঃশ্রেয়সার্থী ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁহার বাণীসমূহকে নিজ নিজ প্রাণাপেক্ষাও বাঞ্ছিত বলিয়া সমাদর করেন। অধিকারানুসারে ভোগিকুল কিছু ভাল হইলে এবং কিঞ্চিৎ

নিয়মিত জীবন-যাপন করিতে ও শুভলাভে ইচ্ছুক হইলে বেদ-বেদাঙ্গ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বন করেন। জ্ঞানিগণ কর্ম্মের উৎপত্তিস্থল—মনুষ্যের প্রাকৃত সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক অভিমান বিচার করতঃ এবং তত্তদভিমানবশতঃ গুণময় কর্ম্মসমূহ নশ্বর গুণময়ফল প্রসব করে বলিয়া ও আপাত ইন্দ্রিয় সুখকর হইলেও পরিণামে দুঃখ, ভয় ও শোকের কারণ হয় জানিয়া কর্ম্মমার্গ আশ্রয় করেন না। তাঁহারা গুণময় ব্যাপারে বা বস্তুতে আসক্তিই বন্ধনের কারণ জানিয়া নির্গুণ নিজ চিন্ময়-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার নিমিত্ত প্রাকৃত বিষয়াদি এবং বিষয়-সম্বন্ধীয় সম্পর্কাদি ত্যাগ করতঃ জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করেন এবং প্রাকৃত ব্যাপারে বিজড়িত না হইয়া মোক্ষ কামনা করেন। ইঁহাদিগকেও সূক্ষ্মবিচার করিলে নিঃশ্রেয়সার্থী বলা যাইবে না। যদিও তাঁহারা প্রাকৃত বিষয় বর্জ্জন করেন, তথাপি তাঁহাদের অপ্রাকৃত চমৎকার লীলারসময়-স্বরূপ চিদ্‌বিলাসপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উদাসীনতা থাকায় নিঃশ্রেয়ঃ হইতে তফাৎ বলিয়া শুদ্ধভক্তগণ ইহাও দুর্ভাগ্যের পরিচয় বলিয়া মনে করেন। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় চিল্লীলা-রসাস্বাদনে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ভক্ত অথবা ভগবচ্চরণে অপরাধহেতু অথবা উদাসীনতা নিবন্ধন চিল্লীলারসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকেন। তজ্জন্যই উহাকে দুর্ভাগ্যের পরিচয় বলা হয়। যাঁহারা প্রাকৃত-বিষয়ে ভোগের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে বিষয়ের প্রতি বিদ্বেষ করতঃ বিষয়-ত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন, তাঁহারা মায়িক বিষয়ে বিদ্বেষহেতু ব্যতিরেকভাবে তাহাতে আবিষ্ট হইয়া পড়িতে পারেন। ফলে ভগবৎস্বরূপ, ভক্তস্বরূপ এবং ভগবদ্ধামের স্বরূপকে প্রাকৃত বা মায়িক কল্পনা করতঃ তাঁহাদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া প্রাকৃত নিরাকার, নির্ব্বিশেষাদি ব্যাপারে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়েন। শ্রীভগবৎস্বরূপ এবং লীলাকেও প্রাকৃত মনে করিয়া উহা হইতে নিজেকে তফাৎ রাখিবার চেষ্টা করতঃ ভগবৎকৃপা, ভক্তকৃপা এবং ভগবদ্রসাস্বাদনে বঞ্চিত হন। ঐকান্তিক এবং নিষ্কাম ভক্তগণের চিৎস্বরূপে শুদ্ধচিন্ময়ী বৃত্তির বিকাশের দরুণ তাঁহারা শ্রীভগবল্লীলার রস-তারতম্যানুসারে সেবক বা সেবিকারূপে শ্রীভগবানের সুখ বিধানের নিমিত্ত আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহাদের আত্মবৃত্তি জাগরিত হওয়ায় তাঁহারা চিদিন্দ্রিয় বৃত্তিদ্বারা সর্ব্বকারণকারণ শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমসেবার ইন্ধনস্বরূপ হন এবং জগদ্বাসীর প্রকৃত পরমমঙ্গল-বিধানার্থ নিজেরা আচারবান্ হইয়া লোকের মধ্যে উক্ত শিক্ষা বিস্তার করেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেমের বাণী। প্রেমই ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে সৌখ্য এবং একতা সংস্থাপনে একমাত্র সমর্থ। এতদ্ব্যতীত প্রাকৃত অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি বা প্রাকৃত ধর্ম্মনীতি বিশ্ববাসীর মধ্যে অথবা দেশবিশেষের কিংবা জাতিবিশেষের অথবা পরিবারবিশেষের মধ্যে শান্তি স্থাপনে সমর্থ হইবে না বলিয়া আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। বিশ্বে শ্রীচৈতন্যবাণীর কৃপা বিস্তারার্থ আমি তাঁহার শ্রীচরণে আজ এই শুভ-দিনে সকাতর প্রার্থনা জানাইতেছি—শ্রীচৈতন্যবাণী কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে এবং বিশ্বের জনগণকে তাঁহার সেবায় নিয়োজিত করিয়া তাঁহার অসমোর্দ্ধ দয়ার প্রাকট্য বিধান করুন, ইহাই নববর্ষারম্ভে তচ্চরণান্তিকে আমাদের একান্ত প্রার্থনা। শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবকগণকে এবং সমাদরকারী সজ্জনবৃন্দকে তাঁহাদের সৌভাগ্যের নিমিত্ত সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইতেছি।

শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী, ঢাকা (বাংলাদেশ)

১৩৩২ বঙ্গাব্দে, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিত অন্যতম প্রিয়পার্ষদ পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের মুখ্য সেবা-প্রচেষ্টায় এবং স্থানীয় ভক্তদ্বয় শ্রীরাইমোহন রায় চৌধুরী ও শ্রীরেবতীমোহন রায় চৌধুরীর পূর্ণানুকূল্যে শ্রীগৌরগদাধর বিগ্রহগণের সেবা প্রকাশিত হন। শ্রীরেবতীমোহন রায় চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র শ্রীমনোমোহন রায় চৌধুরী ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে, ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট রমণীয় শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

তিনি শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহগণের সেবাতেও পূর্ণানুকূল্য বিধান করেন। রায় চৌধুরীগণ বালিয়াটীর প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সপার্ষদে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে বর্ষাকালে (আনুমাণিক আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে) বালিয়াটীতে শুভপদার্পণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের পৌরোহিত্যে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহগণের ও নব শ্রীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা-কার্য্য বৈষ্ণবস্মৃতি বিধানানুসারে সম্পন্ন হইলে সংকীর্ত্তন, শঙ্খধ্বনি ও মহিলা ভক্তগণের মঙ্গলসূচক হুলুধ্বনিসহ শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহগণ নবশ্রীমন্দিরে শুভবিজয় করেন। মধ্যাহ্ন-ভোগারাত্রিকের পর যোগদানকারী বিপুল সংখ্যক নরনারী-গণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরি-তৃপ্ত করা হয়। প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিন নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাও বাহির হইয়াছিল। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩৪৮ এর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উক্ত সেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হওয়ার পরে তথায় যোগ্য সেবকের অভাব হওয়ায় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের উপরোধ-ক্রমে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্য শ্রীযজ্ঞেশ্বরদাস বনচারী প্রভু ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে বালিয়াটী গদাই গৌরাঙ্গ মঠের সেবায় নিয়োজিত হইলেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ যজ্ঞেশ্বরদাস বনচারী প্রভু মঠ-রক্ষকরূপে সেবা পরিচালন করিতে থাকিলে মঠের সেবার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হয়। তিনি সুন্দররূপে হরিকথা বলিতে পারিতেন। পরবর্ত্তিকালে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত নিষ্কপট ত্যাগী সেবক পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী প্রভু পরমপূজ্য-পাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রবণ মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে বালিয়াটী মঠে আসিয়া উপনীত হইলে মঠরক্ষক পূজ্য-পাদ শ্রীমদ্ যজ্ঞেশ্বর প্রভু খুবই উৎসাহিত

বালিয়াটীস্থিত শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠের শ্রীমন্দির

চেয়ারে উপবিষ্ট শ্রীমৎ যজ্ঞেশ্বর দাস বাবাজী মহারাজ

শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীগৌর-গদাধর-শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহগণ

হইলেন। শ্রীপ্যারীমোহন প্রভু নির্ভীক, বলিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও নিষ্কপট সেবক ছিলেন।

শ্রীল গুরুদেব ৪০ বৎসর বয়সে ৪৫৭ গৌরাব্দে, ১৩৫০ বঙ্গাব্দে ও ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিবাসরে পুরুষোত্তমধামে ত্রিদণ্ডবেষ গ্রহণের পর পূর্ব্ব পাকিস্তানে (পূর্ব্ববঙ্গে—বর্ত্তমান বাংলাদেশে) স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে প্রচারব্যপদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার সঙ্গীরূপে ছিলেন শ্রীমিহির প্রভু, শ্রীসঙ্কর্ষণ প্রভু, শ্রীকৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীত্রৈলোক্য প্রভু, শ্রীমহেন্দ্র প্রভু প্রভৃতি। তিনি পর পর দুই বৎসর বালিয়াটী মঠে সপার্ষদে শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধিত হয়। বালিয়াটী মঠের পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ যজ্ঞেশ্বর প্রভু ও শ্রীপ্যারীমোহন প্রভু শ্রীল গুরুদেবের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন। তাঁহারাও প্রবল উৎসাহে শ্রীল গুরুদেবের প্রচার-সেবায় সহায়তা করিতে থাকিলেন। দ্বিতীয়বার বালিয়াটীতে শুভাগমন করিলে শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস প্রভু শ্রীল গুরুদেবের নিকট বাবাজীর বেষ গ্রহণ করতঃ শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস বাবাজী মহারাজ এই নামে সকলের নিকট খ্যাত হইলেন। শ্রীল গুরুদেবের মহাপুরুষোচিত ব্যক্তিত্বে তাঁহারা উভয়েই আকৃষ্ট হইয়া আগন্তুক সেবক-গণকে শ্রীগুরুদেবের কৃপালাভের জন্য প্রেরণ করিতে থাকেন। বালিয়াটী শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু „ „ „
(৪) গীতাবলী „ „ „
(৫) গীতমালা „ „ „
(৬) জৈবধর্ম্ম „ „ „
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত „ „ „
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি „ „ „
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য „ „ „
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা „ „ „ „
(২৫) দশাবতার „ „ „ „
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

....

....

....

....

Pin..............................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার স্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ—৩য় সংখ্যা
বৈশাখ, ১৪০৩

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪১১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৬শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ ১৪০৩ { ৩য় সংখ্যা
২৫ মধুসূদন, ৫১০ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ বৈশাখ, রবিবার, ২৮ এপ্রিল ১৯৯৬

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ২৩ পৃষ্ঠার পর]

'বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো' ও 'কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো' শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যা

বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ যেখানে যাবতীয় কুণ্ঠাধর্ম্ম—কুণ্ঠ জগতের চিন্তাস্রোতঃ বিগত হ'য়েছে সেই বৈকুণ্ঠ হ'তে চিদ্‌বিলাসের কথা আরম্ভ হ'ল। এইজন্য শ্রীল-রূপ-গোস্বামীপাদ বৈকুণ্ঠ হ'তে কথা আরম্ভ কর'লেন অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের পূর্ব্বের যত কথা, সেগুলি পারমার্থিক রাজ্যের পথিকের গণনার মধ্যেই আসতে পারে না; কারণ, বৈকুণ্ঠের পূর্ব্বে ভগবত্তার স্বরূপই আরম্ভ হয় নাই, সেই সকল স্থানে অজ্ঞেয়তা, নাস্তিক্য, অহংগ্রহোপাসনার উদ্যোগ-ভূমিকারূপ কুণ্ঠাধর্ম্ম বিরাজমান। দেবীধামের অচিদ্‌বিলাসী সুখদুঃখভোগ, বিরজার অচিন্মাত্রবাদী বোধিসত্তা অঙ্গীকারকারী যোগী, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোকের চিন্মাত্রবাদ অঙ্গীকারকারী জ্ঞানী—কা'রও চিদ্‌বিলাসের উপলব্ধি না থাকায় চিচ্ছুদ্ধ ভাগবত মধ্যেই গণ্য হ'তে পারেন না। ঐ সকলের কুণ্ঠাধর্ম্ম যেস্থানে বিগত হ'য়ে চিদ্‌বিলাসের কথা—চিন্ময় বাস্তবধর্ম্মের কথা আরব্ধ হ'ল সেই বৈকুণ্ঠ হ'তে শ্রীরূপপাদ তাঁর কথা আরম্ভ ক'রলেন। চিদ্‌বিলাসে অচিদ্‌বিলাস-বিবর্ত্তবুদ্ধি ক'রে বিবর্ত্তবাদী 'নিরস্তনিখিলদোষঽনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণ-গণষূতঃ' পুরুষোত্তমের ঐশ্বর্য্য স্বীকার ক'রতে কুণ্ঠিত হ'লে—কেবল কল্যাণগুণগণ পুরুষোত্তমের অঙ্গকান্তির ঐশ্বর্য্যে বিমোহিত-চক্ষু হ'য়ে প'ড়লে সত্যানুসন্ধিৎসু পারমার্থিকের জন্য নির্ব্বিশেষ লোকের উত্তর মহৈশ্বর্য্যলোক—যেখানে ভগবান্ বহু ভৃত্যাদি-দ্বারা পরিসেবিত হ'য়ে বিলাস করেন, রত্নময় সিংহাসনে অনন্ত ঐশ্বর্য্য সহকারে লক্ষ্মীর সঙ্গে বিহার করেন—যেখানে অসংখ্য বিলাসের উপকরণ—অসংখ্য ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ র'য়েছে, সেই বৈকুণ্ঠলোক আবিষ্কৃত হ'ল। সেই বৈকুণ্ঠলোকে বিলাসের কথা থাক্‌লেও

মধুপুরীতে বিলাস আরও ব্যক্ত।

বৈকুণ্ঠ হ'তে মথুরা শ্রেষ্ঠ—'জনিতঃ'—অজের জন্মনিবন্ধন, বৈকুণ্ঠে অজের জন্ম নাই। বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ মাতা পিতা হ'তে জাত নন। জন্মের উপাদেয়ত্ব ও নিত্যত্ব, নিত্যজন্মের নিত্যত্ব নারায়ণধাম বৈকুণ্ঠে ব্যক্ত নয়। যাঁদের চিদ্‌বিলাস আক্রমণ ক'রবার প্রবৃত্তি, তাঁরা বলেন—যেখানে জন্ম, সেখানেই হেয়তা। মাতাপিতা হ'তে প্রাপ্ত দেহ—নশ্বর ও হেয়তাযুক্ত। নশ্বর মাতা-পিতার নশ্বর পুত্র। চিদ্‌বিলাস-বিরোধীর এই আক্রমণের পূর্ণ বাস্তব প্রতিবাদ সম্পূর্ণভাবে বৈকুণ্ঠে প্রদত্ত হয় নাই। কেন না সেখানে অজের জন্মকথা পরিব্যক্ত হয় নাই, কিন্তু অজের কিরূপে জন্ম হ'তে পারে, যুগপৎ বিরুদ্ধ-ব্যাপার চিদ্‌বিলাসরাজ্যে কিরূপে অতি সুন্দর ভাবে সমন্বিত হ'য়ে চিদ্‌বিলাসের সৌন্দর্য্য প্রকাশ ক'রতে পারে, তা' মথুরায় প্রদর্শিত হ'য়েছে, কাজেই বৈকুণ্ঠ হ'তে মধুপুরী শ্রেষ্ঠা।

মধুপুরীতে বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা সৌন্দর্য্য অধিকতর ব্যক্ত হ'লেও বৃন্দারণ্যে তদপেক্ষা অধিকভাবে ব্যক্ত হ'য়েছে। মথুরায় রাসোৎসব হয় না। তথায় বসুদেবদেবকীনন্দনের ঐশ্বর্য্যময় বাৎসল্যরস প্রকাশিত থা'কলেও নন্দনন্দনের মধুর রতি মহোৎসব মথুরায় প্রকাশিত হয় নাই। গোপীজনবল্লভ নন্দনন্দন কৃষ্ণের মধুর রসের মহামহোৎসব বৃন্দাবনীয় রাসক্রীড়ায় প্রকাশিত হ'য়েছে।

কিন্তু এই রাসোৎসবে চন্দ্রাবলীর যূথ সমঞ্জসা-রতির নায়িকাগণও উপস্থিত থাকায় রাসোৎসবের সমন্বয়-বিচার কৃষ্ণের পরমমুখ্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সেবিকার মনঃপূত হয় নাই। শ্রীমতী রাধিকা বিচার ক'রে-ছিলেন—'আমি কি কৃষ্ণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেবা করি না যে, আমার জন্য কৃষ্ণ সকল নায়িকাকে পরি-ত্যাগ ক'রতে পারেন না? যদি পারেন তবে জানব আমি কৃষ্ণসেবা ক'রছি।'—এই বিচার ক'রে শ্রীরাধিকা রাসমণ্ডলীতে গোপীগণের সাধারণ প্রেমসুলভ মমতা-দর্শনে কৌটিল্যবামতা-হেতু রাসমণ্ডলী ছেড়ে চ'লে গেলেন।

দুই দুই গোপীর মধ্যে রাসমণ্ডলে একমূর্ত্তি কৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকার পার্শ্বে একমূর্ত্তি কৃষ্ণ—এইরকম প্রকাশ হ'য়েছিলেন। রাধিকা তা'তে স্বীয় কুটিল প্রেমের বামতা প্রকাশ ক'রলেন—ক্রোধ ও মানভরে রাসস্থলী পরিত্যাগ ক'রে গেলেন। কৃষ্ণের ইচ্ছা রাধিকা রাসোৎসবের রস পুষ্টি করেন; কিন্তু রাধিকা চ'লে গেলে শ্রীকৃষ্ণ মদনবাণে জর্জ্জরিত হ'য়ে বিলাপ ক'রতে ক'রতে শ্রীমতীর অন্বেষণে ভ্রমণ ক'রতে লাগলেন—

'কংসারিরপি সংসারবাসনা বদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাদায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥
ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী
তটান্ত-কুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥'

রাসমণ্ডলীতে দক্ষিণা ও বামার বিচার—সমঞ্জসা ও সমর্থা বিচারের সমন্বয় থাকায়, চন্দ্রাবলীর যূথ প্রবেশ করায় বৃন্দাবনীয় রাসমণ্ডলী অপেক্ষা গোবর্দ্ধন-গিরিগুহা অধিকতর শ্রেষ্ঠ। কারণ গোবর্দ্ধন গিরিগুহা উদারপাণির রমণ-স্থান—ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের নির্জ্জন কেলিকলার কন্দর। রাসোৎসবে কেবল মাধুর্য্য প্রকাশ, কিন্তু গোবর্দ্ধনে মাধুর্য্যের অন্তর্গত ঔদার্য্য উদারপাণিরমণের দ্বারা প্রকাশিত। চন্দ্রাবলীর যূথ-স্বরূপ শ্রীরূপানুগবিরোধিদল শ্রীবার্ষভানবীর চরণ-সেবাকাঙ্ক্ষী—শ্রীরাধিকার যূথস্বরূপ গৌড়ীয়-বৈষ্ণ-বের প্রতিযোগিতায় বালগোপালের উপাসনা হ'তে কিশোরগোপালের উপাসনা বা বৃন্দাবনে রাসোৎসব পর্য্যন্ত আসবার চেষ্টা ক'রতে পারেন, আরও অধি-কতর প্রতিযোগিতা মূলে গোবর্দ্ধনে আসবার চেষ্টা ক'রে বিফলমনোরথ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ উঁহাদিগকে গোবর্দ্ধনে চতুর্ভুজ দেখান। তাঁ'রা প্রকৃত শ্রীনন্দনন্দ-নের সেবা বা শ্রীবার্ষভানবীর আনুগত্য ক'রতে পারেন না; তাঁ'রা বালগোপালের উপাসকসূত্রে গোকুল, প্রতিযোগিতামূলে কিশোর গোপালের উপাসনা দেখা'তে গিয়ে বৃন্দাবন এবং বৃন্দাবন হ'তে গোবর্দ্ধন পর্য্যন্ত আগমন ক'রতে চা'ন; কিন্তু রাধাকুণ্ডে তাঁদের প্রবেশাধিকার নাই। রাধাকুণ্ড একমাত্র রাধিকা-যূথের দুর্গ। তাঁ'রা প্রতীপজনকে কখনও সেই কুণ্ডের তীরে আসতে দেন না। এখনও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ রাধাকুণ্ডের তীরে অপর বিচারাবলম্বীকে আসতে দেন না; কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! ভাগ্যহীনের

প্রাকৃত দর্শন অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকুণ্ডের অধিষ্ঠান কলুষিত ক'রবার অভিপ্রায়ে শ্রীরাধাকুণ্ডকে প্রাকৃত-সহজিয়াগণের অধিকৃত মনে করে। ভাগ্যহীন প্রাকৃত সহজিয়াগণ রাধাকুণ্ডের তীরে বাস ক'রতে পারে না— অপ্রাকৃত রাধাকুণ্ডের জল স্পর্শ ক'রতে পারে না। রাধাকুণ্ড অপ্রাকৃত ভাব-জগতের শিখামণি-স্বরূপ। কেননা, সেই শ্রীরাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন হ'তেও শ্রেষ্ঠ; যেহেতু তাহা প্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবনক্ষেত্র। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু প্রেমের সংজ্ঞা শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে ব'লেছেন,—

'সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তো মমতাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥'

(ক্রমশঃ)

তত্ত্বসূত্র—সিদ্ধান্ত প্রকরণম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ২৫ পৃষ্ঠার পর]

ব্রহ্মস্বভাবঃ সুশ্রোণি সমসর্ব্বত্র মে মতিঃ।
নির্গুণং নির্ম্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ॥
কর্ম্মভিঃ শুচিভির্দেবি বিশুদ্ধাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোঽপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রহ্মাব্রবীৎ স্বয়ম্॥
স্বভাবং কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রোঽপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্ঠঃ সদ্বিজাতের্ব্বৈ বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ॥
নো যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেবতু কারণম্॥
জ্যায়াংসমপি শীলেন বিহীনং নৈবপূজ্যতে।
অপি শূদ্রঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞং যদ্‌বৃত্তমপি পূজয়েৎ॥

শ্রীমনু কহিয়াছেন,—

জপ্যেনৈবতু সংসিদ্ধো ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যান্নরা কুর্য্যান্ মৈত্রাব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রভৃতি ব্যবস্থা যে বেদবিহিত, তাহা মনু স্বীকার করেন।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ত্রয়োলোকাশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্ পৃথক্।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং বেদাৎ প্রসিদ্ধ্যতি॥

এই স্থলে ভগবদগীতা বাক্যে সমস্ত সিদ্ধান্ত হইয়াছে যথা,—

ত্রৈগুণ্য বিষয়াবেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন॥

তথা চ শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরং প্রতি সারগ্রাহিণো নারদস্য বচনম্,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ॥

অর্থাৎ শূদ্রেত্যাদি গৃহে যদি শমদমবিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম হয়, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। অর্থাৎ জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তিই বাস্তবিক ব্রাহ্মণ বা শূদ্র হয় না, কেবল ব্যবহারিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় মাত্র। পক্ষান্তরে তত্ত্বজ্ঞান ও শমেত্যাদিবিহীন বিপ্রসন্তানদিগকে তাঁহাদের গুণ-কর্ম্ম অনুসারে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র বলা যাইতে পারে, তাহা মনুও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন।

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
সজীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

যে সকল পুরুষ দুর্ভাগ্যবশতঃ এই তত্ত্বরহস্য বুঝিতে না পারেন এবং তজ্জন্য ব্যবহারিক বর্ণাশ্রমকে কেবল অকারণ বহন করিতে আনন্দবোধ করেন, তাঁহারা ইহার অধিকারী নহেন। অতএব সারগ্রাহী মহাশয়েরা তাঁহাদের প্রতি করুণাপূর্ব্বক এই তত্ত্বের উপযোগী অন্যান্য উপদেশ দিয়া তাঁহাদিগকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিবেন। প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে প্রচলিত প্রথার বিপরীত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সকল ক্রমে ক্রমে শ্রবণ করাইবেন। বিশ্বামিত্রের চরিত, শৌনকের ইতিহাস, ঋষভদেবের ভরতাদি শতপুত্রের বর্ণবিভাগ, কশ্যপের পুত্রবিভাগ, করুষ হইতে কারুষ নামক ক্ষত্রিয়জাতি এবং তাহার ভ্রাতা ধৃষ্ট হইতে ধার্ষ্টি ব্রাহ্মণজাতির উৎপত্তি, দেবদত্ত ক্ষত্রিয় হইতে অগ্নিবেশ্যায়ন নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকুলের উৎপত্তি, চন্দ্রবংশ হোত্রক হইতে জহ্নুমুনির জন্ম, পুরুবংশে মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন প্রভৃতি ব্রাহ্ম-

ণের উৎপত্তি, ভরতবংশে ভরদ্বাজ, অজমীঢের বংশে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ও কতকগুলি ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি, এইসকল ও অন্যান্য নানা বিবরণ দ্বারা যখন সন্দিহানের মন প্রসন্ন হইবে, তখন ক্রমে ক্রমে বর্ণাশ্রমের মূলতত্ত্ব তাহাকে শিক্ষা দেওয়া যায়। নতুবা অনধিকারীকে বিশেষ গূঢ়তত্ত্ব একেবারে অর্পণ করিলে তাহারই অমঙ্গল হয়। তথাহি গীতায়াং—ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।

এই উপদেশ অনুসারে বাদরায়ণ ঋষিও শূদ্রদিগের বেদাধিকার বিষয়ে অনেক সাবধানের সহিত বিচার করিয়াছেন। যথা ব্রহ্মসূত্রে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় পাদে,—

শুচাস্য তদনাদর শ্রবণাৎ তদা দ্রবণাৎ সূচ্যতেহি। তথা ছান্দোগ্যে জানশ্রুতির্হি পৌত্রায়ণ ইত্যাদি। অশূদ্র হইয়াও অর্থাৎ শূদ্রবংশে জন্মগ্রহণ না করিয়াও শোক দর্শনে তাঁহার শূদ্রত্ব স্থিরীকৃত হইল। পুনরপি ব্রহ্মজ্ঞ রৈক্য কর্ত্তৃক দানশীলতা দৃষ্টে তাহার ক্ষত্রিয়ত্ব স্থাপিত হইল। এই বেদ-আখ্যায়িকা দ্বারা স্বভাবলিঙ্গ হইতে পারমার্থিক বর্ণ নিরূপিত হয় এরূপ সিদ্ধান্ত দেখা যায়। অতএব তদনন্তরে ব্যাসের এই সূত্র দৃষ্ট হয় যথা,—

ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ।

তদন্তরে এই সূত্র,—সংস্কারা পরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥

তদন্তরে স্বভাব সংস্কারই যে বর্ণের মূল তাহা দেখাইতেছেন,— তদভাব নির্দ্ধারেণ চ প্রবৃত্তেঃ।

ছান্দোগ্যে। নাহমেতদ্বেদভো যদ্‌গোত্রোঽহমস্মীতি, —সত্যবাক্যের দ্বারা অজ্ঞাত-গোত্র জাবালির গৌতম কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার ও তদ্বর্ণে সংস্কার দৃষ্ট হয়। অতএব পারমার্থিক দৃষ্টিতে যাহারা শূদ্র, তাহাদিগের বেদপাঠের অধিকার স্বীকার করা যায় না। কিন্তু জন্মলিঙ্গ সকল সামাজিক মাত্র, পারমার্থিক তত্ত্বের সহিত সংশ্রব রাখে না। ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত।

অজ্ঞহিতার্থং গ্রাহ্যং কর্ম্ম ন বিরোধি ॥ ৪৫ ॥

ননু কিং ভক্তৈঃ সর্ব্বথৈব কর্ম্মত্যাজ্যমিত্যাশঙ্কায়াং কর্ম্মণি হেয়োপাদেয়াংশ বিভাগং বিধত্তে শ্রীসূত্রকারঃ অজ্ঞহিতার্থমিতি। অজ্ঞানাং অজ্ঞান মলিন সত্ত্বানাং অতএব জ্ঞান ভক্ত্যনধিকারিণ্যাং হিতার্থং বিহিত কর্ম্মসু অশ্রদ্ধানিবৃত্যর্থং বর্ণাশ্রমাদি বিহিতং নিত্য নৈমিত্তিকাখ্যং কর্ম্ম কিঞ্চিৎ গ্রাহ্যং করুণয়া কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ অন্যথা যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ ইতি ন্যায়েন কর্ম্মত্যাগং পরমার্থাপ্রাপ্তশ্চ উভয় বিভ্রংশেন তেষাং সর্ব্বার্থনাশঃ স্যাৎ। অতএব লোক সংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসীতি শ্রীভগবদাজ্ঞাপি তথাবিধৈব কিন্তু ন বিরোধি। ভক্তি বিরোধি চিত্তবিক্ষেপ ফল বন্ধনং পরদ্বেষাদি দোষজনকং কাম্য নিষিদ্ধাদিকং কর্ম্ম ন কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তোযঃ স চ মে প্রিয়ঃ। কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ। মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুর নিশ্চয়ানিতি গীতোক্তঃ।

পণ্ডিতেরা কর্ম্মকে দুইভাগে বিভক্ত করেন অর্থাৎ নিত্য ও নৈমিত্তিক। যে কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় হয়, তাহা নিত্য এবং যাহা নিমিত্তক্রমে কর্ত্তব্য হয়, তাহা নৈমিত্তিক। অনেকানেক শাস্ত্রসিদ্ধান্তকারি পণ্ডিতগণ নিষ্কাম দেবপূজাকে এবং একাদশ্যাদি বিশেষ বিশেষ ব্রতকে নিত্যকর্ম্ম মধ্যে গণনা করিয়াছেন। শ্রাদ্ধাদি বৈদিককর্ম্ম সকলকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলেন। তাঁহারা ব্যক্ত করেন যে, বেদোদিত সমস্ত বিধানই কর্ম্ম, তাহার মধ্যে কতকগুলি নিত্য ও কতকগুলি নৈমিত্তিক।

নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম আর এক প্রকার বিভক্ত হয়। জীবের মুক্ত অবস্থার চিন্তা করিলে সেই অবস্থায় রাগরূপা যে বৃত্তি, তাহার অনুশীলনই জীবের নিত্য কর্ম্ম বলা যায় এবং সেই অবস্থায় কোন নৈমিত্তিক কর্ম্ম নাই। বদ্ধাবস্থায় তত্ত্বজিজ্ঞাসার উপযোগী যুক্তবৈরাগ্য ও পরানুশীলনরূপ যে কর্ম্ম, তাহাকেই নিত্যকর্ম্ম কহা যায়; বাস্তবিক তাহা নিত্যোপযোগী মাত্র, সাক্ষাৎ নিত্য নহে; যেহেতু সেই কর্ম্মই নিত্য, যাহা জীবের সহিত সর্ব্বাবস্থায় দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, যুক্তবৈরাগ্য ও পরানুশীলনকে নিত্য বলিলেও দোষ হয় না, যেহেতু তাহাও মুক্ত অবস্থায় নিরুপাধিকরূপে অবস্থিতি করেন। এতদতিরিক্ত বদ্ধাবস্থায় ভোগেচ্ছানুগ যে কর্ম্ম, তাহাই কাম্য। এই কাম্যকর্ম্মও অধিকারভেদে দ্বিবিধ অর্থাৎ স্বার্থপর ও

নিঃস্বার্থ। সূত্রে নিঃস্বার্থ কাম্য, কর্ম্মেরই উল্লেখ আছে। ভক্তসকলের বিবেকপূর্ণতা প্রযুক্ত নিত্য কর্ম্মই প্রশস্ত যথা গীতায়াং—

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতেহ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ সবিশিষ্যতে॥
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্মজ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ॥
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

৩৫, ৩৬, ৩৭ এবং ৩৮ সূত্রের ভাষ্যে ভক্তের নিত্যকর্ম্মসকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে এই সূত্রে নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিঃস্বার্থ কাম্য কর্ম্মে ও ভক্তের বাধা না থাকা প্রকাশ হইল। যদিও ভক্তসকল নিঃস্বার্থ কাম্যকর্ম্মের অধিকারী, তথাপি ঐ সকল কর্ম্ম করিবার সময়ে বিশেষ বিচারের প্রয়োজন। যে নৈমিত্তিক কর্ম্মেতে নিত্যকর্ম্মের ব্যাঘাত দেখা যাইবে, তাহা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যে নৈমিত্তিক কর্ম্ম নিত্য-কর্ম্মের বিরোধী হইবে না, তাহাই অজ্ঞহিতার্থে ভক্তের কর্ত্তব্য।

তথাচ গীতায়াং,—

কর্ম্মণৈবহি সংসিদ্ধমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যান্ কর্ত্তুমর্হসি॥
যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥
প্রকৃতের্গুণ সংমূঢ়াঃ সজ্জতে গুণ কর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্নবিচালয়েৎ॥

মূঢ়লোকেরা কাম্যকর্ম্মসকল স্বার্থসাধনার্থ করে, কিন্তু ভক্তেরা নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারার্থে তন্মধ্যে যে সকল ভক্তিবিরোধী না হয়, এমত কর্ম্ম সহৃদয়-রূপে আচরণ করিবেন, ইহাই তাঁহাদিগের পক্ষে স্বাধীন উপদেশ। (ক্রমশঃ)

সেবাবিমুখতাই দুর্দ্দৈব

[দৈনিক নদীয়া প্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

জগদ্বাসী আমরা প্রায় সকলেই দেহমনের পীড়া, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, পুত্রশোক, অর্থাভাব প্রভৃতিকে দুর্দ্দৈব বলিয়া মনে করি এবং তাহা মোচনের জন্য নানা দেবদেবীর নিকট, কখনও বা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি। কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্দ্দৈব বা দৈবদুর্ব্বিপাকের মূল অনুসন্ধানে বা তন্মূলচ্ছেদনে আমরা বদ্ধপরিকর হই না বলিয়া আমাদের সমস্ত চেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতিদানের ন্যায় বিফলে পর্য্যবসিত হয়। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু অতি সহজ ও সরল ভাষায় এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

শাস্ত্রাদি আলোচনা করিতে গিয়া বা সাধুগুরুমুখে হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে, জীব ঈশবৈমুখ্যবশতঃ নশ্বর মায়া-রাজ্যে আবদ্ধ হওয়ায় তাহার দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছে। অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্ম ও জ্ঞান ত্রিবিধ ভোগময় পথে বিচরণ করিতে গিয়া—কৃষ্ণদাস হইয়া তদ্দাস্য-বিস্মৃতিবশতঃ কৃষ্ণ সাজিতে গিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণভোগ্য জগৎকে ভোগ করিবার দুর্ব্বুদ্ধিবশে চালিত হইয়া ভোক্তার আসন-গ্রহণাভিলাষ বশতঃ জীব দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া কষ্ট পাইতেছে। স্বতন্ত্রতার অপ-ব্যবহারদোষে কৃষ্ণদাসাভিমান যেখানে আবৃত, সেই-খানেই জীবের 'দেহোহস্মি' বুদ্ধির উদয় হয় এবং সে অন্যাভিলাষিতাবশে কখনও ঐহিক সুখলাভে প্রমত্ত, সৎকর্ম্মপ্রভাবে ক্ষণভঙ্গুর স্বর্গাদি সুখপ্রাপ্তির এবং কখনও ভোগত্যাগেচ্ছায় নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধানে রত

হইবার জন্য ব্যাকুল। গুরুদাসাভিমান হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইলেই জীবের এতাদৃশী দুষ্প্রবৃত্তি বা সংসার-দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়।

জীব অধোক্ষজ বস্তু বলিয়া এই জগতের কোন জড় ইন্দ্রিয় বা বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না, কৃষ্ণসেবনেচ্ছাই যে জীবের স্বরূপের নিত্য ধর্ম্ম একথাও নিজে নিজে বুঝা যায় না। সেইজন্যই দুর্দ্দৈবগ্রস্তাবস্থায় অর্থাৎ সংসারে উন্নতি করিবার বাসনা বলবতী থাকাকালে সংসারবাসনানির্ম্মুক্ত ও সেবালোকোদ্ভাসিত সাধুর নিরন্তর সঙ্গ করিবার কথা শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। ভোগ ও ত্যাগের প্রবল স্রোত যখন হৃদয়ে প্রবাহিত হয় তখন জীবের কৃষ্ণ-সেবনবৃত্তি সুপ্তাবস্থায় থাকে। তখন সে কৃষ্ণসুখ-বিধানের কথা ভুলিয়া গিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা চিন্তা করিতে করিতে সেবাবিরোধী নানা আবর্জ্জনা দ্বারা আচ্ছাদিতহৃদয় হইয়া স্বসৌভাগ্য হারায়। তৎফলে সে কখনও ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম নামক ত্রিবর্গসাধনে ব্যস্ত হয় অথবা অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামনার অতৃপ্তি দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়া ভগবৎসেবার ছলনা দেখায় অর্থাৎ ভগবান্‌কে নিজ দুঃখ-মোচনের একটী যন্ত্র-বিশেষ বা ভৃত্যবিশেষ মনে করিবার ধৃষ্টতা পোষণ করতঃ ভগবচ্চরণে অপরাধের আহ্বান করে। এতাদৃশী কপটতা বা ছলনায় জীবের দুর্দ্দৈব নাশ হওয়া দূরের কথা, উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জীবকে সংসার-দাবাগ্নিতে দগ্ধ করে। এই সংসার-দাবাগ্নিতে কষ্ট ভোগ করিতে করিতে যদি ভাগ্যক্রমে জীবের সাধুসঙ্গ লাভ হয় এবং সেই সাধুর নিকট যদি তিনি ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথাদি আনুগত্য ও মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ সংসার-ক্লেশ অনুভব করিতে করিতে তৎপ্রতি বিতৃষ্ণার উদয় হয় এবং শ্রবণফলে চিত্ত-মালিন্য ক্ষীণ হইয়া আসিলে শাস্ত্রতাৎপর্য্য এবং সাধুবাক্যে বিশ্বাসোৎপত্তিক্রমে ভগবদ্ভজনের পিপাসা হৃদয়ে স্থান পায়। এইরূপ জাতশ্রদ্ধ ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণেরই সদ্‌গুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের সুযোগ ঘটে এবং সেই কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সেবক ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে তত্ত্ব শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হয়। আনুগত্যসহকারে শ্রবণ করিলে অর্থাৎ গুরূপদিষ্ট মঙ্গলময় আদেশ-পালনের জন্য যত্নপর হইলে জীবের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় এবং তখনই জীব কীর্ত্তনমুখে গুরুসেবা করিবার সৌভাগ্য পাইয়া ক্রমশঃ নিরন্তর ভগবৎ-সেবা লাভ করিয়া থাকে। কীর্ত্তন না করিলে—গুরুর অযোগ্য দাসাভিমান-রত্নে ধনী হইয়া শ্রীগুরুগৌর-মনোহভীষ্ট-প্রচারে অনন্তমুখা চেষ্টা-বিশিষ্ট হইতে না পারিলে আত্যন্তিক মঙ্গললাভ করা জীবের ভাগ্যে দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। সেইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু এক-মাত্র সাধন ও সাধ্য, উপায় ও উপেয় শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনের বিজয়গান করিয়াছেন—

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণম্।
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

এই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই সাধন, এই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই সাধ্য অর্থাৎ নাম ও নামী অভিন্ন হওয়ায় শ্রীনামের নিকট কৃপাপ্রার্থী হইয়া শ্রীনাম-সেবায় উন্মুখ হইলে শ্রীনামই কৃপাপূর্ব্বক নাম-রূপ-গুণ-লীলা সেবকের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং এই চরম-সাধন শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। শ্রীগুরুমুখশ্রুত বিষয়ের সংকীর্ত্তন হই-লেই জীবের সমস্ত অসুবিধা, অবিদ্যা বা চিত্তমল বিদূরিত হয়। তখন জীব ভগবদ্দাস্য উপলব্ধি করিতে পারে। অনর্থযুক্ত থাকাকালে জীবের অবস্থা বা সেবার কথা কতকটা সদ্যোজাত বিড়াল-ছানার মত। বিড়াল-ছানা যেমন মাকে দেখিতে না পাইয়াও মাতার স্নেহমাখা রব ও পোষণ-চেষ্টায় মুগ্ধ হইয়া স্বজননীর সন্ধান পায় ও তাহাতে আকৃষ্ট হয়, সম্বন্ধ-জ্ঞানহীন অজ্ঞানান্ধ আমরাও সেইরূপ প্রথমে আমাদের নিত্য পিতা, পালক ও রক্ষাকর্ত্তা শ্রীগুরুদেবের পিতৃত্ব, পালকত্ব ও মহিমার কথা উপলব্ধি করিতে পারি না, পরন্তু তাঁহার মনোমুগ্ধকারিণী চিত্তাকর্ষিণী চেতনোন্মেষিণী বাণী বা স্নেহমাখা ব্যবহার ও পোষণ-ব্যাপারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সেবায় ব্যাপৃত থাকি। এমতাবস্থায়ও নানা অসুবিধা আমাদিগকে সম্বন্ধ-স্থাপনে বাধা দিয়া কুযুক্তি প্রদানপূর্ব্বক গুরুপাদপদ্ম-সেবা ছাড়িয়া অন্যত্র সুখ-সন্ধান করিবার জন্য লুব্ধ করে। বিড়াল-ছানার চক্ষু উন্মীলিত হইলে সে যেমন

নিজ মাতা বিড়ালীকে চিনিয়া আনন্দে তৎপশ্চাৎ ধাবমান হয়, গুরুসেবা করিতে করিতে, শ্রীগুরুদেবের দুর্ল্লভ সঙ্গ করিতে করিতে জীবের অনন্তকোটী জন্মের পুঞ্জীভূত অসুবিধা বা অনর্থ ক্ষীণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তির উদয়ে গুরুর অযাচিত কৃপায় জীবের দিব্যচক্ষু বা দিব্যজ্ঞান লাভ হইলে জীব নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া—শ্রৌতবাণীর অভ্রান্ত পথিক হইয়া আত্মোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেব্য-সেবক-ভাবে বিভাবিত হন। তখনই অনর্থনিবৃত্তির পর শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠাদির উদয়ে জীব নিশ্চিন্তে গুরুবৈষ্ণবের অধীন হইয়া সেবা করিবার জন্য যত্নপর হন এবং নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের পশ্চাতে থাকিয়া সতত গুরুসেবা করেন।

শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য শুনিয়া আমরা অনেক সময় তাহাতে লুব্ধ হই বটে, কিন্তু শ্রবণ না হইলে কীর্ত্তন হয় না, এই শাস্ত্রবাক্যটী আমাদের স্মরণপথে না থাকায় আমরা কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের অভিনয় করিলেও তাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তি হয় না, তাহাতে আমাদের মনের বা লোকচিত্তের তৃপ্তি হয় মাত্র। সুতরাং সেবার জীবনস্বরূপ শ্রীগুরুবৈষ্ণবানুগত্যের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা সাধকমাত্রেরই একান্ত অবশ্য কর্ত্তব্য; নতুবা নিজের খেয়ালে নাম করিলে শুদ্ধনামগ্রহণ হয় না; পরন্তু শ্রীনামের চরণে অপরাধই করা হয়। সেইজন্যই শাস্ত্রে সর্ব্বপ্রথম সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ের কথা লিপিবদ্ধ আছে এবং দশনামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া শ্রীহরিনামাদি করিতে হইবে, একথা শ্রীগুরুমুখেও উপদেশ পাওয়া যায়; সুতরাং নামাপরাধ বর্জ্জন পূর্ব্বক নিরন্তর শ্রীনামগ্রহণ করিতে করিতে সতত শ্রীগুরুসেবা, শ্রীনাম-সেবায় নিযুক্ত থাকিলে আর অপরাধের অবসর না হওয়ায় অপরাধের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়া যায়।

নিজের অশান্তভাব অতিক্রম পূর্ব্বক শান্তিলাভোদ্দেশে ভুক্তি-পিপাসায় চালিত না হইয়া সম্বন্ধ-জ্ঞানে উদাসীন থাকিয়া নিজ মঙ্গলের জন্য যে শ্রীনামগ্রহণ, সেই শ্রীনামসেবনে আভাসমাত্র উদিত হয়। সেইকালে জীবের নামগ্রহণ হয় না, নামাভাস মাত্র হয়। নামাভাসের ফলে প্রপঞ্চজ্ঞান হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরমুহূর্ত্তে হরিসেবা করিবার যোগ্যতা লাভ হয়। দুর্দ্দৈবমুক্ত পুরুষোত্তমগণই শুদ্ধনাম-গ্রহণে সুবিমল কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন। বদ্ধজীবের দুর্গতি দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দর অনুরাগের অভাবরূপ দুর্দ্দৈবের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ দুর্দ্দৈবের মধ্যেও ভগবৎকৃপা বর্ত্তমান। নামাপরাধের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার উপায় আছে। অপরাধের স্বরূপ জানিয়া অপরাধ করিতে প্রবৃত্ত না হইলে এবং নিরন্তর সেবায় প্রমত্ত থাকিবার জন্য সচেষ্ট থাকিলে অপরাধের অবসর হয় না। নামাভাসে মুক্তি অর্থাৎ বিষয়ে অভিনিবেশ ধ্বংস হয়, তৎপরেই শ্রীনামগ্রহণের অধিকার হয়। এইসকল সুযোগ ভগবানের দয়ার পরিচায়ক। হরিবিমুখতাই যখন প্রধান দুর্দ্দৈব অর্থাৎ সমস্ত দুর্দ্দৈবের আকর-স্বরূপ, তখন সেবোন্মুখতাই এই দুরারোগ্য দুর্দ্দৈব-রোগের প্রধান মহৌষধস্বরূপ। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ নিজ সাধন-চেষ্টা ও গুরুকৃষ্ণ উভয়ের প্রতি সমদৃষ্টি রাখিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে নির্ভরশীল হইলেই অনায়াসে এই দুর্দ্দৈবের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন দ্বারাই এই দুর্দ্দৈব নির্ম্মুক্তির পূর্ণত্ব সম্ভবপর। তাই ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

অহং মম শব্দ অর্থে যাহা কিছু হয়।
অর্পিলুঁ তোমার পদে ওহে দয়াময়।।

*　　*　　*

তুমি গৃহস্বামী আমি সেবক তোমার।।
তোমার সুখেতে চেষ্টা এখন আমার।
স্থূল-লিঙ্গ-দেহে মোর সুকৃত দুষ্কৃত।
আর মোর নহে প্রভু আমি ত' নিষ্কৃত।।

এসকল কথা না শুনিয়া জগতের লোক দুর্দ্দৈব মোচনের জন্য যতই চেষ্টা করুক না কেন, তাহাতে তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হইবে না, একথা উত্তমরূপে বুঝিয়া জগদ্বাসীর কোন পরামর্শ শ্রবণে পরাঙ্মুখ আমরা—শ্রৌতসিদ্ধান্তে নির্ভরশীল আমরা সব ছাড়িয়া একনিষ্ঠতার আশ্রয়ে নিম্নলিখিত শ্লোকটী গান করিয়া অদ্যকার মত বিদায় লইতেছি।

"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে
ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম।।"

উপনিষদ্-তাৎপর্য্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৩২ পৃষ্ঠার পর]

উপাধি অনাবৃত হইলে সাধকজীব ব্রহ্মভূত প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ অনাবৃত চৈতন্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন প্রসন্নাত্মা অবস্থাকে প্রাপ্ত হয়। গুণত্রয়ের সংযোগরূপ মালিন্য অপগত হওয়ায় তাঁহার আত্মা প্রসন্ন। অতএব নাশবিষয়ে শোক করে না এবং প্রাপ্তব্য বিষয়ও আকাঙ্ক্ষা করে না। কেন না তাঁহার তখন দেহাভিমান থাকে না। ভদ্রাভদ্রে সমস্ত প্রাণীতে বালকের ন্যায় সমবুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তখন তাঁহার বাহ্যানুসন্ধান রহিত হয়। ইন্ধনবিহীন অগ্নির ন্যায় তাঁহার জ্ঞান শান্ত হইলে অবিনশ্বরা জ্ঞানান্তর্ভূতা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ আমার ভক্তিকে প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মভূতাবস্থা প্রাপ্তি সাধনকালে যে ভক্তির অনুষ্ঠান গৌণরূপে করা হইয়াছিল, সেই জ্ঞান এবং অজ্ঞান অর্থাৎ বিদ্যা-অবিদ্যা নাশ হইলে স্বয়ং উহা প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। কেন না উহা আমার স্বরূপশক্তি হওয়ার দরুণ অনশ্বরা বা নিত্যা বস্তু। মায়া হইতে পৃথক্ তত্ত্ব। অবিদ্যা বিদ্যাসকল তিরোহিত হইলেও মায়াশক্তির ভিন্নত্বহেতু ভগবদ্ভক্তির তিরোধান হয় না। তখন জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ নিষ্কাম কর্ম্ম এবং জ্ঞানাদিশূন্য সেই পরাশুদ্ধা ভক্তিকে প্রাপ্ত হয়। মোক্ষসিদ্ধির জন্য জ্ঞানবৈরাগ্যে সেই গুণাভূতা ভক্তি আংশিকভাবে অন্তর্ভূত থাকে, যে প্রকার সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামি পরমাত্মা সর্ব্বান্তরে অবস্থান করেন। বিদ্যা অবিদ্যা নাশ প্রাপ্ত হইলে সেই অন্তর্ভূতা ভক্তি পুনঃ প্রকাশ প্রাপ্তির জন্য সাধন করিতে হয় না। যে প্রকার মাষমুদ্গাদির সহিত মণিকাঞ্চনাদি বিমিশ্রিত থাকিলে মাষমুদ্গাদির নাশের পরও অনশ্বরা মণিকাঞ্চনাদি বিরাজমান থাকে। তদ্রূপ অবিদ্যা-বিদ্যা নিবৃত্ত হইলে নিরুপাধিক মণিকাঞ্চনাদির ন্যায় কেবলা ভক্তিকে সহজে লাভ করা যায়। তজ্জন্য মূলে 'লভতে' পদের প্রয়োগ হইয়াছে। পরাভক্তির তাৎপর্য্যও একমাত্র প্রেমভক্তি। উপাধিরহিত কেবলা ভক্তির ফল ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তি কখন হইতে পারে না। অতএব সেই শুদ্ধাভক্তিতে একমাত্র প্রেমলক্ষণা ভক্তিরই প্রাপ্তি হয়।

তাৎপর্য্য এই, ভক্তির সঙ্গে সত্ত্ব-রজঃ-তমাদির প্রাকৃত গুণের কোন সম্বন্ধ না থাকায় মায়িক বিদ্যা-অবিদ্যা ত' নাশপ্রাপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু সেই ভক্তির তিরোধান হয় না। সে পরব্রহ্মের সাকার স্বরূপকে মায়িক সত্ত্বগুণের বিকার মাত্র জানেন। তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত ভক্তি নির্গুণা চিচ্ছক্তির বিলাস নাই। তাহার ভক্তি মায়িক গুণযুক্ত হয়। তজ্জন্য মায়িক গুণময়ী বিদ্যা তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই গুণভূতা ভক্তিও অন্তর্হিতা হইয়া যায়।

সারমর্ম্ম এই যে গুণীভূতা ভক্তির প্রভাবে সাধকের অবিদ্যা দূর হইয়া যখন বিদ্যার উদ্ভব হয়, তখন তাহার চিত্তে তমোগুণ এবং রজগুণে উৎপন্নকারী কোন কাম-ক্রোধাদি বিকার উৎপন্ন হয় না। সত্ত্বগুণ বিদ্যার প্রভাবে চিত্তে আনন্দানুভব হয়। তখন সেই ব্রহ্মানুভূতিমূলক জানিয়া এবং সেই অবস্থার সঙ্গে নিজের চিত্তকেও নির্ব্বিকারী দেখিয়া নিজেকে জীবন্মুক্ত বা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত মনে করেন। বাস্তবিক তখন পর্য্যন্ত তিনি জীবন্মুক্ত হন না বা হইতে পারেন নাই। তাঁহার চিত্তে প্রাকৃত সত্ত্বগুণময়ী বিদ্যা তখনও সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে। গুণাতীত হইতে না পারার কারণে তাঁহার ঐপ্রকারের জীবন্মুক্ত অবস্থার ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত গুণাতীত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সাধকের বুদ্ধি বিশুদ্ধতাকে লাভ করিতে পারে না বা লাভ করা যায় না। নির্গুণা ভক্তির কৃপা বিনা জীব গুণাতীত হইতে পারে না, তজ্জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিতেছেন—

জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

গুণীভূতা ভক্তির অন্তর্দ্ধান হইলে ভগবচ্চরণারবিন্দের অনাদরজনিত অপরাধের ফলস্বরূপ পুনঃ তাহারা অধঃপতিত হইয়া যায়।

নির্গুণা ভক্তি যত্র তত্র লভ্য নহেন বলিয়া শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গীতা ৩।২ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—"সত্যং গুণাতীতা ভক্তিঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টৈব, কিন্তু সা যাদৃচ্ছিক-মদেকান্তিক মহাভক্তকৃপৈকলভ্যত্বাৎ পরুষোদ্যম সাধ্যা ন ভবতি। অতএব

নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব, গুণাতীতয়া মদ্ভক্ত্যা ত্বং নিস্ত্রৈগুণ্যো ভুয়া ইত্যাশীর্ব্বাদ এব দত্তঃ।"

গুণাতীতা ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ইহা ধ্রুব সত্য। কিন্তু সেই নির্গুণা ভক্তি যদৃচ্ছাক্রমে আমার ঐকান্তিক মহাভক্তের অহৈতুকী কৃপায় একমাত্র লভ্য, পুরুষের (জীবের) উদ্যমদ্বারা সাধ্য নহে বা অন্য সাধনান্তরের দ্বারাও লভ্য হয় না। অতএব নিস্ত্রৈগুণ্য হও অর্থাৎ আমার একান্ত গুণাতীতা ভক্তির দ্বারা তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও। ঐপ্রকার আমার আশীর্ব্বাদ আছে।

"মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥"
—চৈঃ চঃ ম ২২।৫১

"কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥"
—চৈঃ চঃ ম ২২।৮০

ঐকান্তিক মহাভাগবত প্রেমিক ভক্তের অহৈতুকী কৃপায় গুণাতীতা ভক্তি লভ্য হইয়া থাকে। অন্য উপায়ে নহে।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় পুনঃ গীতার ১৮।৫৫ শ্লোকের টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন। প্রবন্ধবিস্তার দেখিয়া টীকার ভাবার্থ উল্লেখ করিলাম—

নির্গুণা ভক্তি শ্রীভগবানের হলাদিনী শক্তির বৃত্তি, ভক্তির কলাংশ বিদ্যাবিষয়কে সফল করিবার জন্য বিদ্যায় প্রবেশ করে, কর্ম্ম সাফল্যের কর্ম্মযোগেও প্রবেশ করে, কেননা ভক্তি বিনা কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি কেবল শ্রমমাত্রই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহারা অর্থাৎ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি স্বয়ংই ফল প্রদান করিতে পারে না। যদিও নির্গুণা ভক্তি সত্ত্বগুণময়ী বিদ্যার বৃত্তিবিশেষ কখনও হইতে পারে না। অজ্ঞানের নিবারণই বিদ্যার কার্য্য এবং তৎপদার্থরূপ ভগবন্নিরূপণ ভক্তির কার্য্য। বস্তুতঃ 'তৎ'পদার্থের জ্ঞানেও ভক্তিই কারণ। "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্"—গীতা ১৪।১৭। স্মৃতিতে সত্ত্ব-গুণ হইতে জ্ঞানোৎপত্তি হয় বলা হইয়াছে। অতএব সত্ত্বগুণের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানও সত্ত্বই। সেই সত্ত্ব-জ্ঞানকেও যে প্রকার বিদ্যা শব্দে বলা হয়, তদ্রূপ ভক্তি হইতে উৎপন্ন যে জ্ঞান তাহা ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহা কোথাও ভক্তি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপে জ্ঞানকে দুই প্রকার বলিয়া জানা আবশ্যক। প্রথমতঃ সত্ত্বজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া, দ্বিতীয়তঃ ভক্তিরূপ জ্ঞানদ্বারাই ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধান্তর্গত পঞ্চ-বিংশাধ্যায়ে এই তত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। সেখানে কেহ কেহ ভক্তি বিনাই কেবল জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মসাযুজ্য প্রার্থী, ঐপ্রকার জ্ঞানাভিমানিগণ কেবল ক্লেশই প্রাপ্ত হন। এই বলিয়া জ্ঞানের নিন্দা করা হইয়াছে। অন্য কতিপয় লোক ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি প্রাপ্ত হয় না উহা জানিয়া ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞানাভ্যাস করিয়া মনে মনে চিন্তা করেন যে ভগবানের বিগ্রহ ত' মায়া-উপাধিযুক্ত এবং তাঁহার অর্থাৎ ভগবদ্বপুঃ গুণ-ময় বলিয়া বিশ্বাস করেন, সেই বিমুক্তমানী জ্ঞানিগণ যোগারূঢ় দশা হইলেও নিন্দিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা শ্রীভগবানের বিগ্রহকে গুণময় বুদ্ধি করিয়া অনাদর করার জন্য অত্যুচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইলেও ভ্রষ্ট হইয়া নিম্নলোকে পতিত হন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল ব্যক্তি ভজন করে না এবং ভজনা করিয়াও শ্রীভগবানকে অবজ্ঞা করে, তাহারা সন্ন্যাসী অথবা অবিদ্যাবিজয়ী হইলেও স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।

"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসার-বাসনাম্।
যদ্যচিন্ত্য মহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥"
(বাসনা ভাষ্য-ধৃত)

জীবন্মুক্ত সাধনফল প্রাপ্ত ব্যক্তিও যদি কোন প্রকার অচিন্ত্য মহাশক্তিশালী ভগবানের চরণে অপ-রাধী হইয়া যায় তবে তাহা জীবন্মুক্ত হইলেও পুনঃ বাসনাযুক্ত হইয়া সংসারে প্রবেশ করিতে হয়। এই-রূপ তাহার ফলপ্রাপ্তিকাল আসিলে এখন কোন সাধনের প্রয়োজন নাই মনে করিয়া জ্ঞানসন্ন্যাসকালে জ্ঞানকে এবং জ্ঞানের সহিত গুণীভূতা ভক্তিকেও পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভূতি মানিয়া নেন, শ্রীভগবদ্বিগ্রহের নিকট অপরাধহেতু তাঁহার জ্ঞানের সহিত গুণীভূতা ভক্তিও অন্তর্দ্ধান হইয়া যায়; তখন পুনঃ ভক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে না। ভক্তিহীন ব্যক্তি 'তৎ' পদার্থের অনুভবও করিতে পারেন না। তখন তাঁহারা মিথ্যা জীবন্মুক্তাভিমানী মনে করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই এ সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষবিমুক্তমানিনঃ" ইত্যাদি। যাঁহারা গুণীভূতা ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞান অভ্যাস করিতে করিতে ভগবানের মূর্ত্তিকে সচ্চিদানন্দময়ী জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহারা ক্রমশঃ অবিদ্যা ও বিদ্যা উপরাম (তিরোধান) হইলে পরাভক্তিকে লাভ করেন। জীবন্মুক্তি দুইপ্রকার—একপ্রকার ভগবদ্‌সাযুজ্য-লাভের জন্য ভক্তি করিয়া থাকেন এবং সেই গুণীভূতা ভক্তিদ্বারা 'তৎ' পদার্থকে অপরোক্ষভাবে অনুভব করিয়া সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। ইঁহারা সম্মাননীয়। দ্বিতীয়প্রকার মহাভাগ্যবান্ ব্যক্তি যদৃচ্ছাক্রমে মহাভাগবতের সঙ্গপ্রভাবে সাযুজ্য মুক্তি কামনা পরিত্যাগ করিয়া পরমহংস মহাভক্তচূড়ামণি শ্রীশুকদেব গোস্বামী আদির ন্যায় ভক্তিরসমাধুর্য্যের আস্বাদে নিমগ্ন হইয়া বিচরণ করেন, তাঁহারা ত্রিজগৎপূজ্য।

কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ-যাগ, দান, ধর্ম্ম প্রভৃতির শ্রেয়ঃ সাধনসমূহদ্বারা কায়কৃচ্ছ্র সাধনে একতর পুরুষার্থ সিদ্ধ হইলেও অপর পুরুষার্থসমূহ অনায়াসে সিদ্ধি হইবে এইরূপ নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি দ্বারা অন্যান্য সাধনসমূহের শ্রেয়ঃ পূর্ত্তি অনায়াসে লাভ হয়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে বিংশাধ্যায়ে শ্রীভগবানের বাণী আছে—

"যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥"
—ভাঃ ১১।২০।৩২-৩৩

ভক্তি অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতিতে ভক্তের কথঞ্চিৎ স্বর্গাদি বা মোক্ষ এবং ভগবৎ-ধামও বাঞ্ছা হয়, তবে ভক্তের বাঞ্ছাপূর্ত্তি অনায়াসে হয়। অর্থাৎ ভক্ত যদি কখনও কামনা করেন তাহা হইলে স্বর্গ, অপবর্গ (অপুনর্ভবমুক্তি) এমনকি আমার ধাম বৈকুণ্ঠলোকও লাভ করিয়া থাকেন। যেহেতু ধীর সাধুভক্তগণ কেবলমাত্র আমার প্রীতিযুক্ত সেবা কামনা করেন, তজ্জন্য তাঁহারা মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত আত্যন্তিক মোক্ষও কোনরূপেই গ্রহণ করেন না।

"ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥"
—ভাঃ ১১।২০।৩৪

"ন নাকপৃষ্ঠ্যং ন চ সার্ব্বভৌমং
ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা
বাঞ্ছন্তি যৎ পাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥"
—ভাঃ ১০।১৬।৩৭

নির্গুণা ভক্তিপ্রাপ্ত ভাগ্যশালী ভক্তগণ ভগবানের পদারবিন্দের ধূলির শরণ গ্রহণ করেন। তাঁহাদের স্বর্গ, সার্ব্বভৌমপদ, ব্রহ্মারপদবী, পাতালের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি এবং অপুনর্ভবমুক্তি এসমস্ত কোনরই চাহিদা থাকে না। কেননা—"কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে। তথাপি তৎপরা রাজন্ন হি বাঞ্ছন্তি কঞ্চন॥"—ভাঃ ১০।৩৯।১৩৬। শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিতেছেন—হে রাজন! শ্রীনিকেতন ভগবান্ প্রসন্ন হইলে কি অলভ্য কোন অবশিষ্ট থাকিতে পারে? ভগবান্ শ্রীনিবাস প্রসন্ন হইলে সমস্তই লব্ধ হওয়া যায়, তখন তাঁহার প্রসন্নতা ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করা নিরর্থক মাত্র। অতএব ভগবদ্ভক্তিই সর্ব্বসাধনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম। নিষ্কাম ভক্তিতে এই শক্তি লাভ হয় যে প্রভুকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ভক্তের অধীন করিয়া দেয়। "ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো, ভক্তিরেব ভূয়সী।" (মাঠর শ্রুতিবাক্য)। নির্গুণা নিষ্কাম ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত করায়, ভগবানকে দর্শন করায়, ভগবান্‌ও ভক্তিরই বশ হন। তজ্জন্য নির্গুণা ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন ইহাই 'নেতি নেতি' বাণী-উপনিষদের প্রকৃত তাৎপর্য্য। কেননা করণসাপেক্ষ জ্ঞানদ্বারা ভগবানকে জানা বা লাভ করা যায় না। শ্রুতিতে আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে নবমোঽনুবাকে বলিতেছেন যে—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চনেতি॥"
—তৈঃ ২।৯।১

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষদে, আনন্দবল্লী-অধ্যায়ে চতুর্থ ও নবম অনুবাকে উক্ত শ্লোকদ্বয় দৃষ্ট হয়। এই শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যায় কেবলাদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্কর বলেন—"যতো যস্মান্নির্ব্বিকল্পাদ্ যথোক্ত লক্ষণাদদ্বয়ানন্দাদাত্মনো বাচোঽভিধানানি দ্রব্যাদিসবিকল্প বস্তুবিষয়াণি বস্তুসামান্যান্নির্ব্বিকল্পে-

হৃদ্বয়েঽপি ব্রহ্মণি প্রয়ো কর্ত্তৃভিঃ প্রকাশনায় প্রযুজ্যমানান্যপ্রাপ্যপ্রকাশ্যৈব নিবর্ত্তন্তে।"

ব্রহ্ম নির্ব্বিকল্প আর অদ্বৈত হইলে তাহার নির্দ্দেশ করার জন্য প্রয়োগ করা, তাহাকে না পাইয়া বাক্যের সহিত মন প্রত্যাবৃত হয় অর্থাৎ নিজের সামর্থ্য হইতে চ্যুত হইয়া যায়। তজ্জন্য বক্তাদ্বারা সর্ব্বথা ব্রহ্মের প্রকাশ করিবার জন্যই প্রয়োগ করা বাণী যাহা প্রতীতির অবিষয়ভূত, অকথনীয়, অদৃশ্য, অবেদ্য, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের নিকট হইতে মনসমস্তকে প্রকাশ করিতে বিজ্ঞানের সহিত প্রত্যাবৃত হইয়া আসে। ব্রহ্ম নির্দ্ধর্ম্মক বলিয়া তাহাতে কোনও শব্দেরই প্রবৃত্তিনিমিত্ত ধর্ম্ম নাই, এইজন্য ব্রহ্ম কোনও শব্দের দ্বারা বাচ্য (নির্দ্দিষ্ট) হইতে পারে না, তাই সত্যাদি অর্থাৎ সদ্ আদি পদও ব্রহ্মের বাচক হইতে পারে না। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম শাস্ত্রমাত্র বেদ্য হইবেন কিরূপে ? "যত্তদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম্ অচক্ষুঃ শ্রোত্রম্ তদপাণি পাদম্।" —মুঃ ১।১।৭। "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যম্।"—বৃঃ ৩।৮।৮। "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।" —কঠঃ ৩।১৫ ইত্যাদি।

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ।"—কেনঃ ১।৩

চক্ষুদ্বারা ব্রহ্মকে দেখা যায় না, বাক্যদ্বারা তাঁহাকে বর্ণন করা যায়, মনদ্বারাও তাঁহাকে চিন্তা করা যায় না। ঋষিরা বলিতেছেন—আমরা তাঁহাকে জানি না অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয়-মনের অগোচর। ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ (শিক্ষা) দেন তাহাও জানি না, ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য সমস্ত বস্তু হইতে অন্য, ইন্দ্রিয়াদি অগোচর বিষয়েরও ঊর্দ্ধে। উক্ত শ্রুতিবাক্যসমূহ দ্বারা ব্রহ্ম কোন শব্দেরই বিষয় নহেন ইহাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে—পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ উক্ত শ্রুতিসমূহ দ্বারা ব্রহ্ম বেদপ্রতিপাদ্য নহেন এরূপ বলা হয় নাই, কিন্তু অনন্ত সদ্‌গুণশালী ব্রহ্ম সমগ্রভাবে শব্দদ্বারা প্রতিপাদ্য হইতে পারেন না, ইহাই বলা হইয়াছে। "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি।"—ব্রঃ সূঃ ৩।২।২২। এই প্রকরণে ব্রহ্মের যে গুণ লক্ষণ নির্ণয় করা হইয়াছে তাঁহার ইয়ত্তার প্রতিষেধ "নেতি নেতি" ব্রহ্মের প্রতিষেধ করিবার জন্য নহে। কিন্তু তাঁহার ইয়ত্তার অর্থাৎ তিনি এই পর্য্যন্তই এই পরিমিত ভাবের নিষেধ করিয়া তাঁহার অসীমতা, গুণ-অনন্তা সিদ্ধ করিবার জন্য বলা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম শ্রুতিপ্রতিপাদ্যই নহেন—ইহা উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ নহে। যদি পূর্ব্বপক্ষী ব্রহ্মকে সর্ব্বপ্রমাণের অবেদ্য বলিয়া স্বীকার করেন, তবে ব্রহ্মের আকাশকুসুমের মত অসত্ত্বাগতি হইবে। যাহা সর্ব্বপ্রমাণের অবিষয় (অবেদ্য) তাহা অসৎ, যেমন আকাশকুসুমাদি। ব্রহ্মও সর্ব্বপ্রমাণের অবেদ্য হইলে খপুষ্পাদির ন্যায় অসৎ হইবে। সুতরাং সমস্ত দোষগন্ধের দ্বারা অস্পৃষ্ট মাহাত্ম্যযুক্ত অচিন্ত্য, অনন্ত, অপরিমিত স্বাভাবিক সদ্‌গুণ শক্ত্যাদির সাগর ভগবান্ পরব্রহ্ম বেদান্তশাস্ত্রমাত্র প্রমাণ গম্য ইহাই সিদ্ধ হইল।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি শ্রুতির পূর্ব্বপক্ষবাদসম্মত অর্থ যে অসঙ্গত, তাহা বিশেষভাবে বলা হইল। বৈষ্ণবদের সিদ্ধান্তানুসারে এই শ্রুতির অর্থ এই যে—যতঃ দেশাদি পরিচ্ছেদশূন্য বিশ্বের অন্তরাত্মা মুক্তপুরুষগণের উপাস্য ভগবান্ ব্রহ্ম হইতে 'মনসা' মনের সহিত বাক্যসমূহ সেই ব্রহ্ম প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই নিবৃত্তিতে হেতু বলিতেছেন—'অপ্রাপ্য' সেই পরব্রহ্মের স্বরূপ এবং গুণাদির ইয়ত্তা লাভ করিতে না পারিয়া অকৃতার্থের ন্যায় মনের সহিত বাক্যসমূহ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। পরব্রহ্ম অনন্ত, অচিন্ত্য গুণশালী বলিয়া সমগ্ররূপে তিনি মন ও বাক্যের বিষয় (গোচর) হইতে পারেন না।

যেমন অগাধ অতলস্পর্শ পতিতপাবনী গঙ্গা হ্রদে প্রবিষ্ট জনগণ যথাশক্তি তাহাতে অবগাহন করিয়া তাহার তলস্পর্শ করিতে না পারিয়াই পুনরাবৃত্ত হইয়া থাকে, যেহেতু গঙ্গাহ্রদ অগাধ। এজন্য তাহার গাধলাভ (তললাভ) সম্ভাবিত নহে, তাহার তললাভ সম্ভাবিত না হইলেও গঙ্গাস্নান-পানাদিজনিত, পাবনত্ব, তাপতৃষ্ণানিবৃত্তি, শান্তি আদি দৃষ্টফলসমূহ দ্বারা

গঙ্গায় প্রবিষ্ট জনগণ কৃতার্থ হইয়াও গঙ্গার তলস্পর্শ-মাত্রেই অকৃতার্থ হইয়া থাকে ; গঙ্গাপ্রবিষ্ট জনগণের প্রয়াস ব্যর্থ হয় না, কেবল অগাধ বলিয়াই গঙ্গাহ্রদের তলস্পর্শ করিতে পারেন নাই। তলস্পর্শ করিতে পারেন নাই বলিয়া গঙ্গাপ্রবিষ্ট জনগণ হীন-বল—ইহা সিদ্ধ হয় না।

এইরূপ সমস্ত বেদবাক্য সেই পরব্রহ্মের স্বরূপ গুণাদি নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া অধিকারী পুরুষের অধিকারানুসারে সমস্ত অধিকারিদিগের ধর্ম্মার্থাদি পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের সাধন ইতিকর্ত্তব্যতাদি জ্ঞানরূপ ভগবৎ কিঙ্কর্য্যপালনদ্বারা কৃতার্থ হইয়াও পরব্রহ্মের ইয়ত্তা নির্ণয়মাত্রে তাঁহারা অকৃতার্থ হইয়া থাকেন। অতএব গঙ্গাপ্রবিষ্ট জনগণের অকৃতার্থতার ন্যায় পরব্রহ্ম প্রতিপাদনে বেদবাক্যের অকৃতার্থতা যাহা বলা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত সমীচীন। পরব্রহ্মের গুণমহিমা ইয়ত্তা নির্ণয়ে বেদবাক্যের অকৃতার্থতা বেদবাক্যসমূহের ভূষণই বটে। এই অকৃতার্থতা দ্বারা পরব্রহ্ম ঐশ্বর্য্যের অনন্তত্ব দ্যোতিত হইয়াছে।

কিন্তু ব্রহ্মকে অস্তিত্ববিহীন বলা হয় নাই। সপ্তম অনুবাকে যে "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽ-নিরুক্তেঽনিলয়েনেঽভয়ং প্রতিষ্ঠা বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি।" এই শ্লোকের অদৃশ্যে অনির্ব্বাচ্য, অনাধার বলা হইয়াছে, তাহাতে ব্রহ্মের অস্তিত্ববিহীনতা বলা হয় নাই। "রস বৈ সঃ"—তিনি (ব্রহ্ম) রসস্বরূপ বলিয়াও তাঁহার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। ব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলার তাৎপর্য্য তিনি রস-বান্। যাহা ইন্দ্রিয়সমূহের আনন্দ প্রদান করেন। আনন্দবান্ অস্তিত্ব না থাকিলে জীবসকল কি করিয়া আনন্দ আস্বাদন লাভ করিয়া থাকে ? অসৎ অস্তিত্ববিহীন পদার্থকে আনন্দ প্রদান করিতে কুত্রাপি দেখা যায় না। নিষ্কাম ভক্তগণ তাঁহাকে জানিয়া (লাভ করিয়া) আনন্দ প্রাপ্ত হন। অতএব তাঁহাদের আনন্দের কারণ আনন্দবান ব্যক্তি আছেন। "এষঃ হি এব আনন্দয়তি।" এই ব্রহ্মই লোকের ধর্ম্মানুরূপ আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। প্রাণীগণ অবিদ্যাহেতু এই আনন্দস্বরূপকেই পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে, বিশেষতঃ অবিদ্বানগণের ভয়হেতু এবং বিদ্বানগণের অভয়ের কারণ বলিয়াও সেই ব্রহ্ম অস্তিত্ব (আছেন) ইহাই প্রমাণিত হয়। কারণ লোকে সৎ বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই অভয়প্রাপ্ত হয়, অসৎ অস্তিত্ববিহীনের আশ্রয়ে ভয় নিবৃত্তি হইতে পারে না, ইহা ধ্রুব সত্য। (ক্রমশঃ)

'জগৎ'

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ]

গম ধাতু ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া 'জগৎ' শব্দ নিষ্পন্ন। সর্ব্বদা গমন করে বলিয়া ইহা জগৎ। গমন বা গত্যর্থে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হওয়া, এইজন্য জগৎ সদা সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। জগতের অপর নাম 'সংসার'। সম+পূর্ব্বক সৃ-ধাতু ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া 'সংসার' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। সংসারত্যস্মাৎ—প্রাণী একভাবে থাকিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলেও যেখানে তাহা হইতে সম্যক্ভাবে সরিয়া যাইতে হয় তাহাই সংসার। জগৎ ও সংসার শব্দ দুইই চলমান অর্থাৎ গত্যর্থে প্রয়োগ করা হয়।

ভগবানের অপরা প্রকৃতির অনন্ত বৈভবের মধ্যে একটি বৈভব এই জগৎ। চৌদ্দভুবনকেই জগৎ বলে। জগতের নিম্নাংশে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এবং পাতাল। এই সপ্ত পাতালের স্থিতি। উপরাংশে সপ্তলোক, ভুর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপলোক ও সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক অবস্থিতি। এই চতুর্দ্দশ-লোকে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদিগকেই জগৎ-সংসারবাসী বলে। জগৎসংসারে স্থাবর-জঙ্গম যত প্রাণী শরীরধারী আছে সবারই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা।

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্রতম শরীরধারী প্রাণী, সবাই জগৎ-সংসারে অজর-অমর হইয়া একস্থানে, এক অবস্থায় থাকিবার প্রযত্ন করে। কিন্তু কেহই পুনঃ পুনঃ প্রচেষ্টা করিয়াও একস্থানে একভাবে থাকিতে পারে না। কাল-নামক এক ব্যক্তি আসিয়া বলপূর্ব্বক অন্যস্থানে সরাইয়া দেয়, এইজন্য 'সংসার'। শিশু হইতে কৌমারে, কৌমার হইতে যৌবনে, যৌবনকে সংরক্ষণ করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করে, কিন্তু কেহই প্রযত্ন করা সত্ত্বেও যৌবন হইতে অতিশয় দুঃখপূর্ণ স্থান বার্দ্ধক্য-জরায় রূপান্তরিত হইয়া স্থানান্তরিত হইয়া যায়। জরায় মানুষ নিজের মনোরথ পূরণের জন্য নানা উপায় চিন্তা করিয়া থাকে এবং কামনাসমূহ সর্ব্বদা অতৃপ্তই থাকিয়া যায়। যেরূপ বনমধ্যে ব্যাঘ্র আসিয়া সহসা কোন পশুকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যায়, তদ্রূপ নানা দুঃখপূর্ণ বার্দ্ধক্য-জরা আসিয়া আক্রমণ করে। জরা গ্রাস করিলে মানুষ সর্ব্বদা মানসিক ও শারীরিক ব্যাধিসমূহ দ্বারা প্রপীড়িত হয়, এবং জীব নানাপ্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে।

বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বরচিত শরণাগতি গ্রন্থে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন—

"প্রভু হে! শুন মোর দুঃখের কাহিনী।
বিষয়-হলাহল, সুধাভাণে পিয়লুঁ,
আব্ অবসান দিনমণি॥
খেলারসে শৈশব, পড়ইতে কৈশোর,
গোঁয়াওলুঁ না ভেল বিবেক।
ভোগবশে যৌবনে, ঘর পাতি বৈঠলুঁ,
সুত-মিত বাড়ল অনেক॥
বৃদ্ধকাল আওল, সব সুখ ভাগল,
পীড়াবশে হইনু কাতর।
সর্ব্বেন্দ্রিয় দুর্ব্বল, ক্ষীণ কলেবর,
ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তর॥
জ্ঞান-লব-হীন, ভক্তিরসে বঞ্চিত,
আর মোর কি হবে উপায়।
পতিত-বন্ধু তুহুঁ, পতিতাধম হাম,
কৃপায় উঠাও তব পায়॥
বিচারিতে আবহি, গুণ নাহি পাওবি,
কৃপা কর, ছোড়ত বিচার।
তব-পদ-পঙ্কজ, সীধু পিবাওত,
ভকতিবিনোদে কর পার॥"

জীব নিজের অপূর্ণ ইচ্ছা লইয়াই জরা হইতে মৃত্যু নামক অজ্ঞাত অন্ধকার স্থানে উপনীত হয়। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা দীর্ঘ পরমায়ু প্রাপ্ত হইলেও তাঁহাকেও কাল্যবসানে মৃত্যু গ্রাস করে। বৈষ্ণব কবি শ্রীল বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

কত চতুরানন, মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা॥

জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা, জগতের স্বরূপ কি? তাহা বলিতেছেন,—

"তস্মাদিদং জগদশেষমসৎ স্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখ দুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি॥"

—ভাঃ ১০।১৪।২২

(ক্রমশঃ)

বম্বাই সহরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের প্রথম শুভপদার্পণ
মঠের প্রচারকবৃন্দের বিপুল প্রচার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৩৬ পৃষ্ঠার পর]

একাদশ মূর্ত্তি—নিউদিল্লী মঠের শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীযদুনন্দন ব্রহ্মচারী (শ্রীযোগেশ), বৃন্দাবন মঠের শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী, কলিকাতা মঠের শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, চণ্ডীগঢ় মঠের শ্রীরাজারাম বনচারী, পাঠানকোটের শ্রীনদীয়াবিহারী দাসাধিকারী (শ্রীনরেশ ধীমন্), শ্রীকালিয়দমন দাস (শ্রীকেশব) ও শ্রীশ্যামসুন্দর দাস, পাঞ্জাব-ভাটিণ্ডা হইতে শ্রীরাম দাসাধিকারী ও শ্রীভূপেন্দ্র দাসাধিকারী ও পাঞ্জাব

রোপর হইতে শ্রীঅনন্ত বিশ্বম্ভর দাসাধিকারী (শ্রীঅশ্বিনী)।

পূর্ব্ব হইতেই চেম্বুরে প্রত্যহ প্রাতে নগর-সংকীর্ত্তন হইতেছিল। দ্বিতীয় প্রচারপার্টী আসিয়া পেঁছিবার পর প্রবল উৎসাহে প্রত্যহ প্রাতে নগর-সংকীর্ত্তন হইতে থাকে। চেম্বুরে শ্রীসনাতনধর্ম্মসভায় প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। প্রাত্যহিক নগর-সংকীর্ত্তনে এবং হরিকথা প্রচারফলে স্থানীয় ব্যক্তিগণ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।

কলিকাতা মঠ হইতে ৮ মূর্ত্তি সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী —ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ বামন মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী (শ্রীঅমরেন্দ্র), শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী—তৃতীয় প্রচার-পার্টী গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া ১৯ ডিসেম্বর রাত্রিতে বম্বাই দাদার ষ্টেশনে আসিয়া পেঁছিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া চেম্বুরে নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থানে আসিয়া উপনীত হন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ একজন সেবক—শ্রীশচী-নন্দন ব্রহ্মচারীসহ ৪ পৌষ, ২০ ডিসেম্বর বুধবার পূর্ব্বাহ্নে বিমানযোগে কলিকাতা হইতে বম্বাই বিমান-বন্দরে শুভপদার্পণ করিলে ত্রিদণ্ডিযতি, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীগায়ত্রীপ্রসাদ পাণ্ডার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশঙ্কর দত্তের অগ্রহাতিশয্যবশতঃ শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার মোটর-কারে সমাসীন হন। অন্যান্য সকলে মটরযানসমূহে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে চেম্বুরে নির্দ্দিষ্ট আবাস-স্থানে আসিয়া পেঁছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের বম্বাই সহরে শুভপদার্পণের সংবাদ পাইয়া পরবর্ত্তিকালে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে (নিউদিল্লী), ভাটিণ্ডা (পাঞ্জাব), জলন্ধর (পাঞ্জাব), জম্মু, বিহার মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণ— শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (শ্রীওমপ্রকাশ বেরেজা) দুই মূর্ত্তি শ্রদ্ধালু ভক্তসহ, শ্রীঅশোক সাহানি পরিজন-বর্গসহ, শ্রীমদনলাল গুপ্ত, শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাসাধিকারী (শ্রীকুলদীপ চোপ্রা), শ্রীপার্থসারথি দাসাধিকারী (শ্রীওমপ্রকাশ লুম্বা), শ্রীরাজেশ শর্ম্মা ও বিহারের শ্রীরামজন্ম যাদব বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে শ্রীল আচার্য্যদেব সন্নিধানে আসিয়া উপনীত হন। তাঁহারা নিজ নিজ যোগ্যতানুযায়ী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে সহা-য়তা করেন।

পর পর বহু সাধু ও ভক্তের সমাবেশ দেখিয়া স্থানীয় নাগরিকগণ বিস্মিত হন।

চেম্বুর কলোনিতে শ্রীসনাতনধর্ম্মসভায় প্রত্যহ রাত্রি ৮-৩০ ঘটিকায় ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৫ ডিসেম্বর শুক্রবার হইতে ১৪ পৌষ, ৩০ ডিসেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত ষোড়শ দিবসব্যাপী বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের মুম্বাই সহরে শুভপদার্পণের পূর্ব্বে শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ এবং চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ তাঁহাদের ভাষণে বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রমাণ উল্লেখ করতঃ হরিনামসংকীর্ত্তনের মহিমা বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া বলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভপদার্পণের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজের প্রারম্ভিক ভাষণের পর শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-বিষয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা-আলোচনামুখে দীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করিলে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। ক্রমশঃ শ্রোতৃসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে হইতে সংকীর্ত্তনভবন ভক্তগণের সমাবেশে পরিপূরিত হইয়া যায়। শ্রীসনাতনধর্ম্মসভার সদস্যগণ বলেন তাঁহা-দের মন্দিরে পূর্ব্বে কখনও এত লোকের সমাবেশ দৃষ্ট হয় নাই। প্রত্যহ ভাষণান্তে তুলসী পরিক্রমা-কালে ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারিগণের অনুগমনে ভক্ত-গণের উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন দর্শনে নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উল্লাস পরিলক্ষিত হয়। সভাশেষে যোগদানকারী নরনারীগণকে প্রত্যহ মিষ্টপ্রসাদের দ্বারা এবং শেষ দিবসে রাত্রিতে মহোৎসবে কএকশত নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। উৎসবের রন্ধনে শ্রীউপদেশ শর্ম্মা অক্লান্ত

পরিশ্রম করেন।

এতদ্ব্যতীত বম্বে সহরের বিভিন্ন অঞ্চলের ভক্তগণের আহ্বানে মোটরকার ও রিজার্ভ বাসযোগে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করায় সমগ্র সহরে ব্যাপক প্রচার হয়। আহ্বানকারিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চেম্বুর কলোনিস্থিত সাধুগণের অবস্থানভবনের মালিক শ্রীগায়ত্রীপ্রসাদ পাণ্ডে, ডক্টর অনি বসন্ত রোড—৫রলিস্থিত শ্রীদুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত, পূর্ব্ব-আন্ধেরী জে-বি নগরস্থ শ্রীদেবেন্দ্র গোয়েল (শ্রীসত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কা ভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসভা), বান্দ্রা (পশ্চিম) ত্রিশূল রোডস্থ শ্রীরঘুনাথ বাসুদেব, চেম্বুর-সিন্ধি কলোনিস্থিত শ্রীরামচন্দ্র নন্দ, পশ্চিম আন্ধেরিস্থিত শ্রীঅজয় গ্রোবার, নেপেন সিতে প্রিয়দর্শন পার্কের নিকটে পঞ্চরত্ন বহুতল বিল্ডিং নিবাসী শ্রীবংশীলাল জৈন [নেপেন সিতে বহু ৪০তলা, ৪৫তলা, ৩০তলা, ৩৫তলা বিল্ডিং দেখিতে পাওয়া যায়।], জুহুস্থিত শ্রীওমপ্রকাশ বাসুদেব (তাঁহার পিতা শ্রীশিবচরণ বাসুদেব স্বধামগত শ্রীল আচার্য্যদেবের গুরুভ্রাতা শ্রীমুরারিদাস বাসুদেব প্রভুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা), তথা হইতে জুহুস্থিত ইস্কন প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী [শ্রীসুরদাসের প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব উক্ত মন্দির পরিদর্শনের জন্য যান—তথায় মাকিনদেশীয় ত্রিদণ্ডী যতির সহিত শ্রীল আচার্য্যদেবের কিছু সময় হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা হয়।] পশ্চিম আন্ধেরিস্থিত শ্রীকৃষ্ণমোহন বাসুদেব এবং চেম্বুর কলোনিস্থিত শ্রীউপদেশ শর্ম্মা।

শ্রীঅজয় গ্রোবার, শ্রীওমপ্রকাশ বাসুদেব ও শ্রীকৃষ্ণমোহন বাসুদেবের গৃহে মধ্যাহ্নে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

প্রত্যহ চেম্বুর কলোনিতে প্রাতের নগর-সংকীর্ত্তনে স্থানীয় নরনারীগণ আনন্দ উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন। রোপরের শ্রীঅনন্ত বিশ্বম্ভর দাস উৎসাহের সহিত অগ্রে শঙ্খবাদন সেবা করেন।

২৪ ডিসেম্বর রবিবার শ্রীসনাতনধর্ম্মসভা হইতে পূর্ব্বাহ্ণ ৯-৪৫ মিঃ এ বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া চেম্বুর কলোনির মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে বেলা পৌনে ১২টায় সনাতনধর্ম্মসভায় ফিরিয়া আসে। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নিতাই গৌরাঙ্গের নাম লইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তনসহ অগ্রসর হইলে ভক্তগণ পরমানন্দে তাঁহার অনুগমন করেন। মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীযোগেশ। স্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে বলেন এইজাতীয় নগর-সংকীর্ত্তন তাঁহারা বম্বে সহরে প্রথম দেখিলেন।

স্থানীয় ইংরাজী ও হিন্দী দৈনিক পত্রিকাসমূহে প্রায় প্রত্যহই বিপুলভাবে সংবাদ পরিবেশিত হইতে থাকে। কোনও কোনও পত্রিকায় ফটোসমেত সংবাদ প্রকাশিত হয়। শ্রীসনাতনধর্ম্মসভায় Press Conference (সাংবাদিক সম্মেলনে) শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারীর প্রারম্ভিক বক্তব্যের পর শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত যে প্রশ্নোত্তর হয় তাহা ইংরাজী ও হিন্দী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

হিন্দী নবভারত টাইম্‌সে ২৯ ডিসেম্বর (১৯৯৫) 'চেম্বুর কলোনি কৃষ্ণময়' এইরূপ শিরোনামায় হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

श्रीसनातन धर्मसभा, चेम्बूर कालोनी इस समय कृष्णमय हो गयी है। रात साढ़े आठ बजे से १०-३० बजे तक यहां श्रीहरिनाम संकीर्तन सम्मेलन होता है। संकीर्तनकारी हैं अखिल भारतीय श्रीचैतन्य गौड़ीय मठ के प्रधानाचार्य भक्तिबल्लभ तीर्थ गोस्वामीजी उनके साथ है सात संन्यासी और २० अन्य नैष्ठिक ब्रह्मचारी।

रात को संकीर्तन चलता है और सवेरे ६-३० बजे से ७-३० बजे तक भक्तमंडली कीर्तन करते हुए प्रभात फेरी करती है जिसमें हरे कृष्ण हरे राम और राधे, राधे की धुन करताल और मृदंग की मधुर ध्वनि के साथ सारा वातावरण कृष्णमय कर देती है।

संकीर्तन में मुख्य रूप से श्रीमद्भागवत पर आधारित प्रभु की लीलाओं का गान किया जाता है। इसमें धर्म का पुट होता है। जिसके माध्यम से बताया जाता है कि धर्मपालन आज समाज के लिए और देश के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। धर्म के आशीर्वाद से ही समाज की जटिल समस्याएं सुलझ सकती हैं, हालांकि आज के राजनीतिक सन्दर्भ में धर्म का स्थान गौण होता जा रहा है। धर्म के आचरण को साम्प्रदायिकता कहा जाने

लगा है।

गोस्वामी तुलसीदास ने संत की परिभाषा करते हुए रामचरित मानस में लिखा है कि संत समागम और हरिकथा दोनों दुर्लभ वस्तुएं हैं क्योंकि पुत्र, पत्नी और लक्ष्मी तो पापी भी प्राप्त कर लेते हैं लेकिन संतों का प्रसाद और उनकी कृपा कुछ गिने चुने लोगों को ही प्राप्त होती है :—

सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय।
संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय॥

संत से तात्पर्य उसके आचरण से है न कि वेशभूषा से। जिससे समाज का हित होता है। संत हरि के लिए जीता है। उसकी हर क्रिया समाज के मंगल के लिए होती है क्योंकि उसके साथ भगवान का आशीर्वाद जुड़ा होता है।

सम्मेलन में स्थानीय लोगों के अलावा जम्मु, चंडीगढ़, भटिंडा आदि दूर के स्थानों से आये हुए श्रद्धालु और संत भाग ले रहे हैं। मंच पर राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान की भव्य मूर्तियां बिराजमान हैं। संकीर्तन में लोग इतने मस्त हो जाते है कि स्वयं को भूल जाते हैं और भगवान को रिझाने के लिए झूम झूम कर नाच उठते हैं।

संकीर्तन के संयोजक हैं रघुनाथदास वासुदेव और उपदेश शर्मा। २४ दिसम्बर को नगर संकीर्तन हुआ जो सवेरे ६-०० बजे प्रारंभ हुआ और दोपहर १२-०० बजे तक चला।

२७ दिसम्बर को भगवान विशेष भंडारा आयोजित किया गया। संकीर्तन का समापन ३० दिसम्बर को होगा।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের শাখা প্রচার-কেন্দ্র বম্বাই সহরে সংস্থাপন করিতে উপযুক্ত জমীর জন্য মহারাষ্ট্র সরকারের নিকট দরখাস্ত পেশ করিলে গৃহমন্ত্রী কএকটী অঞ্চল নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। জম্মুর অধ্যাপক শ্রীরাসবিহারী দাসের (শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্রের) উপর বিষয়টী তদ্বিরের জন্য দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে।

বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি শ্রীবংশীলাল জৈন শ্রীল আচার্য্যদেবকে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন স্থগিদ রাখিয়া পার্টীসহ আহমেদাবাদ লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের জরুরী কার্য্যবশতঃ শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজকে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ সহ বম্বাই হইতে বিমানযোগে ৩১ ডিসেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে সনাতনধর্ম্মসভার সভাপতি শ্রীবংশীলাল শর্ম্মা, বিদ্যালয়ের সভাপতি শ্রীদেবকী-নন্দন গুপ্ত, ব্যবস্থাপক শ্রীউপদেশ শর্ম্মা, সম্পাদক শ্রীশিবকুমার কাটারিয়া, পূজারীদ্বয় শ্রীনীলকণ্ঠ গৌতম ও শ্রীবাচুরাম গৌতম, বান্দ্রার শ্রীরঘুনাথ বাসুদেব বিশেষভাবে সহায়তা করায় ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।
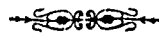
শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

[১৪ ফাল্গুন ১৪০২, ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ মঙ্গলবার হইতে ২২ ফাল্গুন, ৬ মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত]

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদপ্রার্থনামুখে, প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ-উপস্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় এবং প্রতিষ্ঠানের পরি-চালক সমিতির পরিচালনায় শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে নয়দিনব্যাপী বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও বিগত ২৩ গোবিন্দ (৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ), ১৪ ফাল্গুন, ২৭ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে ১ বিষ্ণু, ২২ ফাল্গুন, ৬ মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নির্ব্বিঘ্নে

বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিপুলসংখ্যক নরনারী এবং পাশ্চাত্যদেশ হইতেও কিছু ভক্ত এই মহদানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। ১৪ ফাল্গুন, ২৭ ফেব্রুয়ারী শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার অধিবাসতিথি; ১৫ ফাল্গুন ২৮ ফেব্রুয়ারী বুধবার—নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা আরম্ভ—সুসজ্জিত শিবিকায় শ্রীগৌরবিগ্রহের অনুগমনে আত্মনিবেদন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা; ১৬ ফাল্গুন ২৯ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার—শ্রবণ ভক্তিক্ষেত্র শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা—আমবাগানে অপরাহ্নে খিচুড়ী-প্রসাদ সেবন; ১৭ ফাল্গুন, ১ মার্চ্চ শুক্রবার—মহাদ্বাদশী উপবাস তিথিতে কীর্ত্তন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও স্মরণ-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমা—মধ্যাহ্নে শ্রীনৃসিংহপল্লীতে অনুকল্প প্রসাদ সেবন—এইবার বর্ষার দরুণ নৃসিংহপল্লী হইতে ধান-ক্ষেতের মধ্য দিয়া শ্রীহরিহরক্ষেত্র যাওয়ার রাস্তা স্থানে স্থানে অধিক জলের দ্বারা কর্দ্দমাক্ত ও খারাপ হওয়ায় ভক্তগণ নৃসিংহপল্লী হইতে ফিরিয়া সদর রাস্তা দিয়া আমঘাটা হইয়া শ্রীহরিহরক্ষেত্রে পেঁাছেন, পেঁাছিতে কিছু সময় বেশী লাগে, পরিক্রমাকারী ভক্তগণের অলকানন্দার পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তা দিয়া স্বরূপগঞ্জ হইয়া সরস্বতী নদীর তটে নৌকাঘাটে পেঁাছিতে রাত্রি ৮ ঘটিকা হয়, মঠে পেঁাছিতে রাত্রি ৮-৩০ ঘটিকা; ১৮ ফাল্গুন, ২ মার্চ্চ শনিবার দ্বাদশী তিথিতে শ্রীমঠে ভক্তগণের বিশ্রাম—শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের তিরোধানতিথি, রাত্রির সভায় কৃপাপ্রার্থনামূলে বৈষ্ণবগণের শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের পূত চরিত্র ও মহিমা কীর্ত্তন; ১৯ ফাল্গুন, ৩ মার্চ্চ রবিবার পাদসেবন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপ, অর্চ্চনভক্তিক্ষেত্র শ্রীঋতুদ্বীপ, বন্দন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীজহ্নুদ্বীপ এবং দাস্যভক্তিক্ষেত্র শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা—শিবিকায় শ্রীগৌরবিগ্রহের গমন, বিদ্যানগরে অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় ভোগরাগান্তে মহাপ্রসাদ সেবন ও গ্রামবাসিগণের মধ্যে বিতরণ, বিদ্যানগরে একটী রিজার্ভ বাস না আসায় বিভ্রাট হয়, যাত্রিগণের স্থানের মহিমা শ্রবণের সুযোগ হয় নাই, কেবলমাত্র জহ্নুদ্বীপ ও মোদদ্রুম দ্বীপ দর্শন করিয়া নবদ্বীপসহরের গঙ্গাঘাটে ফিরিয়া আসিতে হয়, শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে ফিরিতে রাত্রি ৯-৩০ ঘটিকা হয়—রাত্রির সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থ হইতে জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ, বৈকুণ্ঠপুর ও মহৎপুরের প্রসঙ্গ পাঠ করেন; ২০ ফাল্গুন, ৪ মার্চ্চ সোমবার সখ্য-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা—গত বৎসর রুদ্রদ্বীপের পুরাতন মন্দির গঙ্গাগর্ভে যাওয়ায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের প্রচেষ্টায় নূতন মন্দির নির্ম্মিত হয়। এইবার গঙ্গার ভয়াবহ ভাঙ্গনে এইবারও গঙ্গাগর্ভ হওয়ার আশঙ্কা দেখিয়া দর্শনার্থী ভক্তগণ সকলেই হতাশ হইলেন। ভক্তগণের প্রদত্ত প্রণামী সবই শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য রুদ্রদ্বীপ মঠের মঠরক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজকে অর্পণ করেন। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ পরিক্রমাকালে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যেক স্থানের মহিমা বাংলা ও হিন্দী ভাষায় বুঝাইয়া বলেন। কখনও কখনও পাশ্চাত্যদেশীয় ভক্তগণের বোধসৌকর্য্যার্থে তিনি ইংরাজী ভাষাতেও বলেন।

শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক সান্ধ্য অভিভাষণ ব্যতীত প্রত্যহ ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, অস্থায়ী যুগ্ম সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পরমার্থী মহারাজ।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার সুষ্ঠু ব্যবস্থাবিষয়ে মুখ্য-দায়িত্বে ছিলেন তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ ও শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী।

শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীল আচার্য্যদেবের কলিকাতা হইতে শ্রীমায়াপুর গমনাগমনের এবং পরিক্রমাকালে আবশ্যকবোধে তাঁহার সেবার জন্য মোটরকারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরিক্রমাকালে স্থানে স্থানে সহস্রাধিক পরিক্রমাকারী ভক্তগণের প্রসাদসেবনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য তিনি একটী মিনি ট্রাকও কলিকাতা হইতে আনিয়াছিলেন। কলিকাতার ধাম্মিকপ্রবর বিশিষ্ট সজ্জন শ্রীপ্রদীপ গুপ্ত চালকসহ মোটরকার ও মিনি ট্রাক দিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। পরেশানুভব প্রভু ও তাঁহার সাহায্যকারী সেবকগণ মঠটীকে পতাকাদির দ্বারা সুসজ্জিত করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ গ্রন্থবিভাগের সেবা এবং শ্রীভাগবতপ্রপন্ন ব্রহ্মচারী ভাণ্ডারসেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেন।

শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী (শ্রীতারক প্রভু) ভগবল্লীলা প্রদর্শনীর জন্য নিষ্কপটভাবে যত্ন করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া ইস্কন প্রতিষ্ঠানের ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ 'শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাসম্মেলনে' ও ৬ মার্চ্চ, ১৯৯৬ ভক্তিবেদান্ত স্বামী চ্যারিটী ট্রাস্টের বার্ষিক অধিবেশনে এবং জার্ম্মান সন্ন্যাসী স্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক শ্রীপরমাদ্বৈত মহারাজ কর্তৃক আহূত হইয়া ৪ মার্চ্চ, ১৯৯৬ শ্রীবাস-অঙ্গনে World Vaisnab Association এ (বিশ্ব বৈষ্ণব রাজসভায়) যোগদান করতঃ ইংরাজী ভাষায় বিবৃতি প্রদান করেন।

২১ ফাল্গুন, ৫ মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা উপবাস, সমস্ত দিন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ, সায়ংকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগৌরাবির্ভাবপ্রসঙ্গ পাঠ, গৌরবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, বিশেষ ভোগরাগ, আরাত্রিক মহাসংকীর্ত্তনসহ সুসম্পন্ন হয়। পরদিন শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দ মহোৎসবে অগণিত নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে মহাভিষেককার্য্য সম্পাদিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে গৌরাবির্ভাব প্রসঙ্গ পাঠ করেন।

উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে শ্রীমঠের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন ও শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির এবং শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার বার্ষিক রিপোর্ট প্রদানে বলেন—

পশ্চিমবঙ্গে নদীয়া জেলায় প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শাখা যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটের —শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সুষ্ঠু সেবা-পরিচালনে উক্ত মঠের মঠরক্ষক শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী বিশেষ সুব্যবস্থা গ্রহণ করেন। স্থানীয় জনসাধারণের হিতার্থে বিদ্যালয়ের জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত জমীতে প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বিদ্যালয়ের গৃহ নিম্মিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্কট দূর করার জন্য তিনি যথোপযুক্ত স্থায়ী ব্যবস্থাও গ্রহণ করিয়াছেন।

ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের—শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজের সেবা-প্রযত্নে তথায় গ্রন্থাগার নিম্মিত হইয়াছে। ত্রিপুরার মহামান্য গভর্ণর উহা উদ্ঘাটন করেন এবং সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমাবেশ হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের প্রেরণায় মঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী ডাঃ ঊষারঞ্জন গাঙ্গুলী দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

আসামে গোয়ালপাড়া সহরে দাতব্য চিকিৎসালয় ও গ্রন্থাগারের জন্য জমী সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীমঠের সম্মুখে রাস্তার পার্শ্বে প্রাচীর ও নূতন সুন্দর তোরণ (গেট) নিম্মিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারীর এই বিষয়ে নিষ্কপট সেবাপ্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়।

নদীয়া জেলাসদর কৃষ্ণনগর-গোয়াড়ীবাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবা-সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইয়াছে উক্ত মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের প্রচেষ্টায়। অবশ্য এই নির্ম্মাণ-কল্পে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য মুখ্যভাবে আনুকূল্য বিধান করেন; তথায় নূতন দ্বিতল গৃহ

সাধু ও অতিথিগণের অবস্থানের জন্য নিৰ্ম্মিত হইয়াছে।

বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবা-সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ এবং উক্ত মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজের সেবা-প্রচেষ্টায়। তথায় ছয়টী কক্ষযুক্ত সাধুগণের ও অতিথিগণের অবস্থানের জন্য নূতন দ্বিতল গৃহ নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের চূড়াবিশিষ্ট পুষ্পসমাধি মন্দিরের প্রকাশ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে।

চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ এবং নিউদিল্লী ও জম্মুর গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত বিশেষ প্রচেষ্টায় নিউদিল্লী পাহাড়গঞ্জ-হরিমন্দির গোলিস্থিত শ্রীমঠের চতুর্থতল নূতন ভবন নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। আগামী ২০ মার্চ্চ (১৯৯৬) উক্ত মঠের উদ্ঘাটন কাৰ্য্য সম্পন্ন হইবে।

শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন উক্ত মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ এবং হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ।

আসামে বরপেটা জেলান্তর্গত সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবা-সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন উক্ত মঠের মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পৰ্য্যটক মহারাজ। তিনি শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের পুষ্প-সমাধি-মন্দির নিৰ্ম্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করেন—(ক) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ বাঁকুড়ায়, পুরুলিয়ায় ও বিহারে—সেবক শ্রীবাসুদেব দাসাধিকারী; (খ) শ্রীগোপাল প্রভু (শ্রীগোপালদাস বনচারী), শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচ্যুতকৃষ্ণ দাসাধিকারী মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় এবং (গ) শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী মেদিনীপুর জেলায় সুতাহাটা ও মেচেদাদি স্থানে। ভিক্ষা সংগ্রহকালে তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীও প্রচার করেন।

হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজের সেবা-প্রযত্নে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের সংস্কৃত টীকার বঙ্গানুবাদসহ শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধের ও দ্বিতীয় স্কন্ধের অভিনব সংস্করণ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি তৃতীয় স্কন্ধেরও মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ এই বিষয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করেন।

জম্মু ও পাঞ্জাবের ভক্তগণের বিশেষ আগ্রহে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচাৰ্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ প্রভৃতি মঠের বিশিষ্ট প্রচারকগণ বম্বাই সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে (চেম্বুর, বান্দরা, আন্ধেরী, জুহু, নেপেন সি) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী বিপুলভাবে প্রচার করেন। তথায় মঠস্থাপনের প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রদানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ বলেন ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী বিপুলভাবে প্রচারের যত্ন করিয়াছেন শ্রীমঠের বৰ্ত্তমান আচাৰ্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং তদ্‌সমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী, বনচারী ও ব্রহ্মচারী সেবকগণ। শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে ঐকান্তিকভাবে যত্ন করেন অস্থায়ী যুগ্ম সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী (ছোট), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ পাশ্চাত্য দেশেও (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও লণ্ডনে) শুভপদার্পণ করতঃ সাফল্যের সহিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী মাসিক পত্রিকা প্রকাশে ও গ্রন্থ-মুদ্রণের কার্য্যে মুখ্যভাবে যত্ন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ। তাঁহার

সহায়করূপে আছেন শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ নিম্নলিখিত ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের ও মঠের শুভানুধ্যায়িগণের স্বধামপ্রাপ্তিতে বিরহ-বেদনা জ্ঞাপন করেন—বৃন্দাবনের পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরুষোত্তমদাস ব্রহ্মচারী, কলিকাতার শ্রীসুধীর কুমার চক্রবর্ত্তী, আগরতলার পূজ্যপাদ শ্রীরোহিনী-নন্দন দাসাধিকারী, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীজানকী-বল্লভ দাসাধিকারী ও শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা, পায়রা-ডাঙ্গার শ্রীমদ্ বালকৃষ্ণ দাসাধিকারী (শ্রীবি-বি দত্ত), শ্রীঅপ্রমেয় ব্রহ্মচারী এবং লুধিয়ানার শ্রীতিলকরাজ গোয়েন্দি।

ইঞ্জিনিয়ার গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপ্রেমপ্রকাশ মহোদয়ের নির্ম্মাণকার্য্য সেবা খুবই প্রশংসনীয়। শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ নিউদিল্লী-পাহাড়গঞ্জস্থিত মঠের নির্ম্মাণকার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করায় এবং চণ্ডীগড় মঠের নির্ম্মাণকার্য্যেও সহায়তা করায় তাঁহাকে 'সেবাকুশল' এই গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছেন।

ভক্তিশাস্ত্রানুশীলনে উৎসাহ প্রদানের জন্য শ্রী-চৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীগৌর-পূর্ণিমা তিথিতে প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা গৃহীত হয়।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ বিদ্যাপীঠের গত বৎসরের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। কতিপয় ব্যক্তি বিদ্যাপীঠের নূতন সদস্য নিযুক্ত হন।

শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ হিসাব-পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষিত (Audited Report) ১৯৯৪-৯৫ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের এবং Balance Sheet-এর হিসাব সভায় উপস্থাপিত করেন এবং সদস্যগণের নিকট পাঠ করিয়া শুনান। উপস্থিত সদস্যগণ সকলেই অনুমোদন করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উপরি উক্ত Audited Report-এ সহি করেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহা-রাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ সদস্য-গণের দ্বারা অনুমোদিত ১৯৯৪-৯৫ সালের Audited Report এবং বার্ষিক কার্য্যবিবরণী যথাসময়ে West Bengal Society Registration Office এ দাখিলের জন্য বিশিষ্ট সদস্য শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্ম-চারীর উপর দায়িত্ব অর্পণের প্রস্তাব করেন, সমর্থন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ এবং উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ প্রস্তাব করেন ১৯৯৬-৯৭ সালের জন্য চক্রবর্ত্তী এণ্ড নাথকে (১২১, হরীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬) হিসাব-পরীক্ষক (Auditor) রূপে নিয়োগ করা হউক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ সমর্থন করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ইং ১৯৯৬ সালে শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গৌরপূর্ণিমা তিথিবাসরে (২১ ফাল্গুন ১৪০২, ৫ মার্চ্চ ১৯৯৬ মঙ্গলবার) গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল

গুণানুসারে

দ্বিতীয় বিভাগ—

(১) শ্রীভুবনমোহন দাসাধিকারী (শ্রীভদ্রভূষণ হালদার), অশোকনগর

(২) শ্রীমতী অমিতি হালদার, অশোকনগর

তৃতীয় বিভাগ—

(৩) শ্রীমতী পারুল হালদার

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd No WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

Pin

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৩

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৬শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩
২৬ ত্রিবিক্রম, ৫১০ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ২৯ মে ১৯৯৬ | ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৪৩ পৃষ্ঠার পর]

সেই প্রেমের পরিপূর্ণ প্লাবন—শ্রীরাধাকুণ্ড। সেই গোবর্দ্ধনতটে বিরাজিত রাধাকুণ্ডের সেবা বিবেকিগণই ক'রে থাকেন অর্থাৎ যাঁদের বস্তু-বিচারে কোন্‌টী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেব্যাধার-বিচারে কোন্‌টি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেব্য—এই বিবেকোদয় হ'য়েছে, তাঁ'রাই রাধাকুণ্ডের সেবা ক'রবেন। রাধাকুণ্ডের তীরে বাস—রাধাকুণ্ডতটস্থিত কুঞ্জকুটীরে বাস অপেক্ষা রাধাকুণ্ডে অবগাহনের আরও অধিকতর বৈশিষ্ট্য আছে। শুধু তীরে বাস নয়—তীরস্থ কুঞ্জে বাস নয়, কুণ্ডে রাধিকার ভাব-বিশেষে অবগাহন ক'রে রাধাকান্তের সেবা আরও অনেক বেশী কথা। 'রাধিকার ভাবে অবগাহন' শব্দে আপনাকে মূলধনস্বরূপ আশ্রয়বিগ্রহের অভিমান নয়—কারণ উহা অহংগ্রহোপাসনা; ললিতা-বিশাখা প্রভৃতির অভিমানও অহংগ্রহোপাসনা। রাধিকার ভাব-পোষণী অনুচরীর অভিমানে, ললিতার ভাব-পোষণী মঞ্জরীর পরিচারিকা অভিমানে অবগাহন। অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা, স্বাধীনভর্ত্তৃকা—এই আট প্রকার নায়িকার অন্যতমার ভাবানুসরণে মুক্ত আত্মা তাঁ'দের পরিচর্য্যামূলে রাধাকুণ্ডে অবগাহন ক'রে কৃষ্ণ-সেবা করেন।

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীতে রাধাকুণ্ডের তীরে অবস্থান মাত্র দেখান হ'য়েছে। রাধাকুণ্ডে রাধিকার ভাবে অবগাহন ক'রে কৃষ্ণসেবার কথা কিছু বলা হয় নাই। শ্রীরামানন্দ সংবাদে যখন রামানন্দ রায় 'ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর' ব'লে মহাপ্রভুকে প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তের কথা ব'লতে উদ্যত হ'লেন, তখন মহাপ্রভু নিজ হস্তদ্বারা রামানন্দ রায়ের মুখ চেপে ধ'রলেন। 'আত্মার চরম বিকাশের কথা এ'র পর আর জগতে প্রকাশিত হ'তে পারে না'—এই জন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের মুখ আচ্ছাদন ক'রলেন।

'বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী' শ্লোকে আধার

বা স্থানের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বিচারিত হ'য়েছে। তৎপরে কস্মিভ্যঃ পরিতঃ' শ্লোকে সেবক পাত্রসমূহের উত্তরোত্তর উৎকর্ষের বিচার হ'য়েছে। অজ্ঞেয়, সগুণ, নির্গুণ, ক্লীব, পুরুষ, মিথুন, স্বকীয়, পারকীয় প্রভৃতি বিচারে সেব্য-পাত্রের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ-বিচার প্রদর্শিত হ'য়েছে। জ্ঞেয়ের অজ্ঞেয়-বিচার, সংশয়-বিচার হ'তে অর্থাৎ আত্মার সম্পূর্ণ masked (মুখোস পরা) অবস্থা হ'তে ক্রমশঃ আরোহবাদে পরমার্থ-ভূমিকায় পারকীয়-বিচার পর্য্যন্ত আরোহণ করা যায়। যেমন, প্রথমে অজ্ঞেয়তার কোষ ছিন্ন ক'রে ত্রিগুণের কোষ, অচিৎসগুণের কোষ ছিন্ন ক'রে নির্গুণ-বিচারের কোষ, নির্গুণ কোষ-বিচার ছিন্ন ক'রে ক্লীবব্রহ্ম বিচারের কোষ, তা' ছিন্ন ক'রে পুরুষ-বিচার বা চতুর্ব্ব্যূহাত্মক বা বাসুদেব-বিচারের কোষ, তা' অতিক্রম ক'রে মিথুন বিচারের কোষ, তা'ও অতিক্রম ক'রে স্বকীয় বিলাসের কোষ এবং তা'ও অতিক্রম ক'রে পারকীয় বিচারের কোষ। Immanent * (প্রকৃতিতে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত) হ'তে transcendent (প্রকৃতির অতীত বা অপ্রাকৃত) এর বিচার অথবা অবরোহ-বিচারে অপ্রাকৃত হ'তে অন্তর্য্যামিত্ব-বিচারে যেমন নারিকেলের হরিৎ ত্বগাবরণের অভ্যন্তরে ছোবড়া, তদভ্যন্তরে কঠিন কোষ্ঠ, তদভ্যন্তরে আর একটি সূক্ষ্ম আবরণ, তদভ্যন্তরে নারিকেল-শস্য এবং জল—রাধাকুণ্ডে অবগাহন। যদি রাধাকুণ্ডতীরের কোন এজেণ্ট জগতে এসে আমার নিকট শ্রৌতপরম্পরায় সে দেশের কথা বলেন এবং আমি কোষ সমূহ ছিন্ন ক'রতে ক'রতে বৈকুণ্ঠদূতের কৃপারজ্জু ধ'রে আরোহণ ক'রতে থাকি তবেই ঐরকম আরোহবাদ স্বীকৃত হ'তে পারে। নতুবা নিজের চেষ্টায় ঐরকম ছিন্ন ক'রতে ক'রতে আরোহন ক'রবার চেষ্টা ক'রলে প্রাকৃত সহজিয়া বা এঁচড়ে পাকা হ'য়ে যেতে হ'বে। অথবা আর এক বিচারে আমরা জা'নতে পারি যে, প্রথমে পূর্ণতমা সেবার বিচারে পারকীয় বিচার এবং সেই সেবার বিচার ক্রমশঃ হ্রাস হ'য়ে স্বকীয় বিচার, মিথুনবিচার, পুরুষ-বিচার, ক্লীবব্রহ্ম-বিচার, নির্গুণ-বিচার, সগুণ বিচার, অজ্ঞেয় বা সংশয়-বিচার। এখানে transcendent হ'তে phenomena (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃত ব্যাপার সমূহ) এবং তদভ্যন্তরে immanent। ক্লীবব্রহ্ম বা নির্ব্বিশেষ বিচার অসম্যক্ পুরুষবিচারও আংশিক। পুরুষ-মাত্র বাদে ক্লীবত্ব নিরস্ত হ'য়েছে বটে, কিন্তু স্ত্রীভাবের অভাব থাকায় অর্দ্ধপরিচয় মাত্র —পূর্ণ নয়। সুতরাং কেবল-বাসুদেবের বিচার—আংশিক বিচার, কেবল বাসুদেবের বিচার উন্নত হ'য়ে মিথুন বিচারে পূর্ণতা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মিথুন-সমৃদ্ধিতে একপত্নীব্রতত্ব বা সীতারামের বিচারও পূর্ণতম বিচার নয়, উহা মধুর রতি নামে পরিচিত হ'তে পারে না, তা' দাসরসের বিচারমাত্র। যেহেতু সেখানে তটস্থাশক্তির যোগ্যতা নাই। অপরে প্রকাশ-বিগ্রহাবতার রাঘবকে সীতার ন্যায় সেবা ক'রতে পারে না, তা'র প্রমাণ দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ যখন রাঘবপ্রকাশের কন্দর্প-বিনিন্দিত নবদুর্ব্বাদল-শ্যামকান্তি ভুজ দর্শন ক'রেছিলেন, তখন তাঁ'রা তাঁ'দের পুরুষশরীরে একপত্নীব্রতধর রামচন্দ্রকে স্বয়ং মধুর-রতিতে সেবা ক'রতে অসমর্থ হ'য়েছিলেন এবং তজ্জন্যই বহুবল্লভ কৃষ্ণকান্তা গোপীজন্ম বাঞ্ছা ক'রেছিলেন। সীতার অনুগত হ'য়ে যে রামচন্দ্রের সেবা, তা'ও দাস বা দাসীত্ব বিচারে সেবা। রুক্মিণীশের সেবায় স্বয়ংরূপার যে স্বকীয়তা, উহাও সর্ব্বচিন্ময়াঙ্গদ্বারা কান্তের সেবা নয়। দেবী জানকীর—সাধ্বীর পতিসেবা মাত্র। তবে দেবী রুক্মিণীর সেবা প্রকাশ-সেবার পরিবর্ত্তে স্বয়ংরূপের সেবা। একপত্নীব্রতধর রামচন্দ্র পরকান্তার মুখ দর্শন করেন না, কিন্তু কৃষ্ণ স্বকীয়-বিচারেও কোটিকান্তা-বিলাসী; দ্বারকায় স্বকয়ী-বিচারে মর্য্যাদা-নীতি বর্ত্তমান, কিন্তু স্বয়ংরূপের স্বেচ্ছা-চারিতার নিকট তা'ও বিপর্য্যস্ত হ'য়েছে। ডক্টর ভাণ্ডারকার জড় দর্শনে রাম-সীতার উপাসনা পর্য্যন্ত বোঝেন, এর পরের কথা আর বুঝতে পারেন না। স্বকীয় মিথুনে সেবার পরিপূর্ণতা প্রকাশিত হয় নাই, তা'তে বহু আশ্রয়ের বিচার থাকলেও এবং তা' ঐশ্বর্য্যমিশ্র মধুর হ'লেও উহাও একপ্রকার দাসরসেরই অন্যতম। রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি স্বকীয়া মহিষীবৃন্দের অনুচরীবৃন্দ স্বকীয়ানুগত্যে স্ব-দরিদ্রতামুখে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য সেবা ক'রতে পারেন। কেবল-স্বকীয়-বিচারে ঐশ্বর্য্যভাব প্রকাশিত থাকায় কান্তরতির মধুরতা ও আগ্রহ পরি-

স্ফুট হ'তে পারে না। ঐশ্বর্য্য-প্রবল স্বকীয়রসে রাস-রসোৎসবের মাধুর্য্য প্রকাশিত হয় নাই। যেস্থানে আত্মার অনুরাগ আর্য্যধর্ম্মের অন্তঃসীমা পর্য্যন্ত উলঙ্ঘন ক'রছে, সেই অনুরাগ পারকীয়বিচার-ব্যতীত স্বকীয় বিলাসে নাই। পারকীয় মিথুনেই চিদ্‌বিলাস-সেবার পরিপূর্ণতা। পারকীয়-মিথুনের মাধুর্য্য-পরিমলে স্বকীয় শ্রীগণের শ্রীও বিশ্রী হইয়াছে।

মিথুনবাদে ত্রিবিধ মিথুন স্বীকৃত হ'য়েছে, পুরুষ-বাদে তা' নাই। প্রাঙ্ মিথুন, মিথুন ও পরমিথুন। যেমন—দেবকী-বসুদেব, রুক্মিণী-বাসুদেব ও রতি-প্রদ্যুম্ন। পরকীয় মিথুনে 'ইদং' এর বিচারটুকু মাত্র নয়, পূর্ণতম 'সঃ' এর বিচার—'রসো বৈ সঃ' —পূর্ণতম সবিশেষ—স্বেচ্ছাচারী সবিশেষ—স্বরাট্ সবিশেষ—সুন্দরতম সবিশেষ। 'মিথুন' ব'লতে এখানে প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষ বা প্রাকৃত দাম্পত্য নয়। দেহ বা মনের বিচারের অন্তর্গত মিথুন বা প্রাকৃত সহজিয়াগণের জঘন্য ভণ্ড পারকীয়বাদের প্রাপঞ্চিক হেয় লাম্পট্য আমাদের আলোচ্য নয়, পরিচ্ছিন্ন অনুপাদেয় প্রাকৃত ভাবহীন অপরিচ্ছিন্ন পরমোপাদেয় অপ্রাকৃত ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের পারকীয় কথাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আনুকরণিক প্রতিযোগিতামূলে নিম্বার্কদলের কেহ কেহ—'অঙ্গে তু বামে বৃষভানুজাং মুদা বিরাজমানমনুরূপ সৌভগাম্। সখীসহস্রৈঃ পরিসেবিতাং সদা স্মরেম দেবীং সকলেষ্টকামদাম্॥'—প্রভৃতি শ্লোক রচনা ক'রে যুগল ভজনের বিজ্ঞাপন প্রচার ক'রলেও তাঁ'রা প্রকারান্তরে শ্রীরুক্মিণীশ স্বকীয় মিথুন পর্য্যন্তই ধারণা ক'রতে পারেন; রাধাকুণ্ডের তীরে তাঁ'দের প্রবেশাধিকার নাই। রাধাকুণ্ড স্নান শ্রীরূপের ভাণ্ডারের নিজস্ব সম্পত্তি—স্বরূপের ভাণ্ডারের গুহ্য সম্পুট; স্বরূপ-রূপানুগগণই উহা প্রাপ্ত হন, অন্যে নয়।

এই সকল কথা গৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে ভাল ক'রে প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবব্রুব সমাজদেহে প্রাকৃত-সহজিয়া সমাজদেহে যে সকল বদ্ রক্ত জ'ন্মেছে, তা' অস্ত্রোপচারে বের ক'রে দিয়ে তা'র প্রকৃত স্বাস্থ্য আনয়ন করা আবশ্যক। তা' হ'লে তা'রা চৈতন্যচন্দ্রের অমন্দোদয় দয়া বিচারের আবহাওয়ায় থাক্‌তে পারবে। ঐ সকল পারমার্থিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হ'তে পারলে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রচারের বৈশিষ্ট্য সকলের হৃদয়ঙ্গম হ'বে। কৃষ্ণ যতটা প্রকাশ ক'রতে ইচ্ছা করেন, ততটা প্রকাশিত হ'বে—"ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।"

তত্ত্বসূত্র—সিদ্ধান্ত প্রকরণম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৪৫ পৃষ্ঠার পর]

যথাধিকারমবস্থিতির্নোপর্য্যধস্তাৎ ॥ ৪৬ ॥

ননু যদি কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ কর্ম্মত্যাগঃ শ্রেয়ান্ তর্হি অজ্ঞা অপি কর্ম্মত্যাগেন কৃতার্থা ভবেয়ুঃ কিং কর্ম্মাচরণেন ইত্যাশঙ্কায়ামাহ যথাধিকারমবস্থিতিরিতি। জীবানাং স্বস্বাধিকানানুরূপা অবস্থিতিরুচিতা নতু উপরি নাধস্তাৎ স্বধর্ম্মাদুৎকৃষ্টং নিকৃষ্টম্বা নাচরণীয় মিত্যর্থঃ স্বে-স্বেধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। যতি ভগবদ্বাক্যম্।

অধিকার বিচারপূর্ব্বক কার্য্য করা সকল মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য। এই বিষয়টীর বিশেষ বিচার না থাকায় সাংসারিক অনর্থ সকল উদয় হয়। কর্ম্ম-সকল কর্ত্তার ভাবী স্বভাবকে নির্ণয় করে। পূর্ব্ব অভ্যাসের দ্বারা যে স্বভাব নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাই বর্ত্তমান-ধর্ম্ম এবং ঐ ধর্ম্মে নিষ্ঠা ও সাত্ত্বিকী উন্নতির দ্বারা ইহজন্মেই উচ্চ স্বভাবকে প্রাপ্ত হইয়া সকলেই সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইতে পারেন। ইহাতে জন্ম প্রভৃতি ঘটনা ব্যাঘাত করিতে সক্ষম হয় না। যথা ভাগবত একাদশে ভগবদুক্তিঃ,—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥

পুনশ্চ তত্রৈব,—

স্বে স্বেধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষঃ নির্ণয়ঃ ॥

সমস্ত ভগবদ্গীতার তাৎপর্য্য এই যে, বর্ত্তমান স্বভাব এককালীন পরিত্যক্ত হয় না। ক্ষত্রিয় স্বভাব-বিশিষ্ট অর্জ্জুনের একেবারে (অর্থাৎ প্রথমে অন্যান্য উপযুক্ত অভ্যাসের দ্বারা স্বীয় স্বভাবের উন্নতিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্ব সংগ্রহ করার পূর্ব্বেই) বৈরাগ্য অর্থাৎ শম, দম, তিতিক্ষার ফলস্বরূপ নির্ব্বেদ লাভ হইতে পারে না। অতএব সমস্ত গীতার উপদেশ এই যে, বর্ত্তমান স্বধর্ম্ম যতই অপকৃষ্ট হউক না কেন, তাহাকে অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাতে ক্রমশঃ প্রত্যাহারের অভ্যাস করতঃ স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী উন্নতির যত্ন করিতে হইবে। সহসা অনিয়ম পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলে, হয় রাজসিক নয় তামসিক ত্যাগ হইবে। এবং ত্যাগজন্য ফলপ্রাপ্ত হইবে না। এই তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় যদি কাহারও সন্দেহ হয়, তবে তিনি একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবের প্রতি ভগবদুপদেশের বিচার করুন। উদ্ধব ও অর্জ্জুন উভয়েই ক্ষত্রিয় বংশজাত এবং উভয়েই ভগবৎ প্রমুখাৎ একই প্রকার উপদেশ শ্রবণ করিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করতঃ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন,—

নষ্টো মোহ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদাম্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গত সন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥

কিন্তু উদ্ধব নিম্নলিখিত বচন উচ্চারণ করত প্রব্রজ্যায় গমন করিলেন,—

নমোস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধিমাং।
যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী ॥

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই প্রতীত হইবে যে, উদ্ধব ব্রহ্মস্বভাব-সম্পন্ন হওয়ায় তদ্ধর্ম্মে অধিকারী হইয়াছিলেন। অতএব শ্রীসূত্রকার সর্ব্বজীবকে নিজ নিজ অধিকার বিচারপূর্ব্বক কার্য্য করিতে বিধান করিতেছেন। উদ্ধব যদি ক্ষত্রিয় বৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহাও অনর্থজনক হইত এবং অর্জ্জুনের ব্রহ্মবৃত্তি অবলম্বন করা কখনই উচিত হইত না। নিগূঢ় বিচার করিলে ইহাও প্রতীত হয় যে, শমদমাদিহীন ব্রহ্মকুলোদ্ভব ব্যক্তির ব্রহ্মবৃত্তি করা অনুচিত এবং যাঁহারা তাঁহাদিগকে তদ্ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারাও পতিত হন।

মনু উপসংহারে কহিয়াছেন,—

যং বদন্তি তমোভূতা মূর্খা ধর্ম্মমতদ্বিদঃ।
তৎপাপং শতধা ভূত্বা তদ্বক্তৄননুগচ্ছতি ॥

পক্ষান্তরে কোন শমদমাদি বিহীন পুরুষ নীচগৃহে জন্মগ্রহণ করতঃ বৈরাগ্যাদি ধর্ম্ম অনুপযুক্তরূপে অবলম্বন করেন, অর্থাৎ স্বীয় স্বভাবজ ধর্ম্মের বিপরীত আচরণ করেন, তাহারও মঙ্গল নাই এবং যে সকল পুরুষ ঐ সকল শঠের বাহ্য চিহ্ন দৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের ব্রাহ্মণত্ব বা উচ্চ স্বভাবত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারাও তদ্দোষে দূষিত হন।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥

যাহারা এই প্রকার অখিলবেদ-বিহিত অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি-প্রতিপাদ্য স্বধর্ম্মের বিরোধে তর্ক করে, তাহাদের সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন,—

যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতু শাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ ॥

অতএব যাঁহারা এই স্বধর্ম্মবিরোধি বেদনিন্দকদিগকে সমাদর করিবেন, তাহারাও বৈষ্ণবপদ বাচ্য হইবেন না। কিন্তু সকল সদসৎ ব্যক্তিদিগকে সমানরূপে দর্শন করিবার বিধি ভগবদ্বাক্যে দৃষ্ট হয় যথা ;—

বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

এই সমদর্শন বলিলেই প্রথমে সদসৎ উভয়কে তুল্য করা হইয়াছে এরূপ আশঙ্কা হয়, কিন্তু ভগবান্ কপিলদেব ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে সমদর্শনের নিয়ম নির্ণয় করিয়াছেন যথা, —

জীবা শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে।
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥
তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ।
তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ ॥
রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তো ততঃ।
তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ত.তো দ্বিপাৎ ॥
ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ।
ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো হ্যর্থজ্ঞোভ্যধিকস্ততঃ ॥
অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বকর্ম্মকৃৎ।
মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্ম্মমাত্মনঃ ॥

তস্মান্ময্যর্পিতাশেষ ক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ।
ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্ম্মণঃ।।
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্ত্তুঃ সমদর্শনাৎ।
মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্।।

যাহার অধিকার বোধ নাই তাহাকে কেহই বিশ্বাস করিবে না যেহেতু সে সমুদয় অনিয়মিত কার্য্যে ব্যস্ত হইতে পারে। যদি কেহ নিজ অধিকার নির্ণয় করিতে না পারেন, তাঁহাকে ভগবান্ এই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।

আশঙ্কা উত্থিত হইল যে পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বরের ভজনেও কি এই প্রকার অধিকারগত বাধা আছে? তদুত্তরে এই সূত্র দৃষ্ট হয়,—　　　(ক্রমশঃ)

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

শ্রীমদ্ভাগবতে চারিটী শ্লোকে ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

"সুতো ধর্ম্মরথো যস্য জজ্ঞে চিত্ররথোঽপ্রজাঃ।
রোমপাদ ইতি খ্যাতস্তস্মৈ দশরথঃ সখা।।
শান্তাং স্বকন্যাং প্রাযচ্ছদৃষ্যশৃঙ্গ উবাহ যাম্।
দেবেঽবর্ষতি যং রামা আনিন্যুর্হরিণীসুতম্।।
নাট্যসঙ্গীতবাদিত্রৈর্বিভ্রমালিঙ্গনার্হণৈঃ।
স তু রাজ্ঞোঽনপত্যস্য নিরূপ্যেষ্টিং মরুত্বতে।।
প্রজামদাদ্দশরথো যেন লেভেঽপ্রজাঃ প্রজাঃ।
চতুরঙ্গো রোমপাদাৎ পৃথুলাক্ষস্তু তৎসুতঃ।।"

—ভাঃ ৯।২৩।৭-১০

'দিবিরথ হইতে ধর্ম্মরথ উৎপন্ন হন। ধর্ম্মরথের পুত্র চিত্ররথ, ইনি রোমপাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন, ইঁহার পুত্রাদি ছিল না। রোমপাদের বন্ধু দশরথ নিজকন্যা শান্তাকে রোমপাদহস্তে পালিতকন্যারূপে প্রদান করিয়াছিলেন, ঋষ্যশৃঙ্গ সেই শান্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দেবতা বারিবর্ষণ না করায় বারাঙ্গণাগণ অভিনয়, সঙ্গীত, বাদ্যরূপ নানাবিধ পূজোপকরণ বিভ্রমক বিলাসাদি দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিলে রাজ্যমধ্যে বারিবর্ষণ হয়, অনন্তর সেই ঋষি নিঃসন্তান রাজার পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত যজ্ঞ করেন, তাহাতে অপুত্রক দশরথ পুত্র লাভ করেন, রোমপাদ হইতে চতুরঙ্গ উৎপন্ন হন, এই চতুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাক্ষ।'

ঋষ্যশৃঙ্গ—ঋষ্যস্য মৃগস্য শৃঙ্গমিব শৃঙ্গমস্য (বহুঃ)। রামায়ণ-মহাভারতে বর্ণিত ঋশ্যশৃঙ্গের চরিত্র-বৃত্তান্ত সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে ঃ—

"কশ্যপবংশীয় মহাতেজা বিভাণ্ডক নামক এক ঋষি ছিলেন। বিভাণ্ডক মুনির পুত্র—অপ্সরা উর্ব্বশী ও মৃগীরূপধারী শাপভ্রষ্টা দেবকন্যাকে অবলম্বন করিয়া মৃগীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মৃগীর গর্ভে উৎপত্তিবশতঃ মস্তকে শৃঙ্গ থাকায় তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ নামে বিখ্যাত হন। জন্মাবধি পিতা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখিতে না পাওয়ায় তিনি ব্রহ্মচর্য্য-ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যবিষয়ে আসক্ত ছিলেন না।

তৎকালে অঙ্গদেশের অধিপতি দশরথ মহারাজের বন্ধু মহারাজ লোমপাদ অপরাধবশতঃ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। রাজার যজ্ঞকার্য্যাদি বিনষ্ট হইয়াছিল। তাহাতে দেবরাজ ইন্দ্র অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার রাজ্যে বারিবর্ষণ বন্ধ করিলেন। মহারাজ লোমপাদ অত্যন্ত বিব্রত হইয়া কোনপ্রকারে ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করিয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় জানিতে চাহিলে ব্রাহ্মণগণ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে রাজ্যে আনয়নের উপদেশ দিলেন। মহারাজ লোমপাদ কর্ত্তৃক এই দুষ্কর কার্য্য করিতে কতকগুলি বেশ্যা নিয়োজিত হইল। বেশ্যাগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে জলপথে আনিবার অভিপ্রায়ে নৌকাযোগে বিভাণ্ডক মুনির তপোবনের অদূরে উপস্থিত হইল। দূরে নৌকা রাখিয়া ঋষ্যশৃঙ্গের নিকটে যাইয়া তাহারা পৌঁছিল।

নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী, বিচিত্র মাল্য, বিবিধ বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া এবং নানাপ্রকার সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য পান করাইয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে কামোন্মত্ত করাইয়া তীরস্থিত নৌকার নিকট ফিরিয়া আসিল। বিভাণ্ডক মুনি তপোবনে উপস্থিত হইয়া হঠাৎ পুত্রের বৈক্লব্য ও চঞ্চলতা দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। পুত্রকে অনেক প্রকারে সান্ত্বনা প্রদান করতঃ বিভাণ্ডক মুনি তপস্যার জন্য চলিয়া গেলে বেশ্যাগণ সেই অবসরে তথায় পুনঃ আসিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে নৌকায় উঠাইয়া অতিসত্বর লোমপাদের রাজ্যে অঙ্গদেশে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ লোমপাদ সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে অন্তঃপুরে রাখিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আগমনমাত্রই সমগ্র রাজ্যে প্রভূত বর্ষণ হইতে লাগিল। লোমপাদ রাজা কৃতকৃতার্থ হইলেন। বিভাণ্ডক মুনির অভিশাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তিনি নিজমিত্র দশরথ মহারাজের প্রদত্ত কন্যা শান্তাকে ঋষ্যশৃঙ্গমুনির নিকট সমর্পণ করিলেন। বিভাণ্ডক মুনি আশ্রমে ফিরিয়া পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুল হইলেন। তিনি ধ্যানস্থ হইয়া জানিতে পারিলেন তাঁহার পুত্রকে ছলনা করিয়া লোমপাদের রাজ্যে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া দ্রুতগতি লোমপাদের রাজ্যে বিভাণ্ডক মুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিভাণ্ডক মুনির আগমনে রাজ্যের লোকসব ভীত হইয়া মুনির নিকট ঘোষণা করিলেন এই রাজ্য ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির। বিভাণ্ডক মুনি নিষ্পাপ সরলহৃদয় পুত্রকে দেখিতে পাইয়া কোপ পরিত্যাগ করিলেন। পুত্র ও পুত্রবধূকে অশেষ প্রীতি ও স্নেহপ্রদর্শন করতঃ নিজ আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ পত্নীসহ সেই রাজ্যেই বাস করিতে লাগিলেন।

এই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি দশরথ মহারাজের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার যজ্ঞফলেই দশরথ মহারাজ ভগবদংশ রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নকে পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন।

> 'তস্যাপি ভগবানেব সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মময়ো হরিঃ।
> অংশাংশেন চতুর্ধগাৎ পুত্রত্বং প্রার্থিত সুরৈঃ।
> রামলক্ষ্মণ-ভরতশত্রুঘ্ন ইতি সংজ্ঞয়া ॥'
>
> —ভাগবত ৯।১০।২

'দেবতাগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় ভগবান্ শ্রীহরি স্বীয় অংশ ও অংশাংশের সহিত রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন সংজ্ঞার দ্বারা পরিচিত চতুর্মূর্ত্তিতে এই দশরথের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।'

ঋষ্যশৃঙ্গ অতিশয় প্রতাপশালী এবং যজ্ঞনিষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

"ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি সাবর্ণি মন্বন্তরে ঋষিবিশেষ।"

মহাভারত বনপর্ব্বে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কথা বর্ণিত হইয়াছে। উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় যাহা উল্লিখিত হয় নাই তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

যে মৃগীকে অবলম্বন করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির জন্ম হইল তিনি দেবকন্যা হইয়াও অভিশাপের ফলে মৃগী হইয়াছেন। লোককর্ত্তা ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে তাঁহাকে কহিয়াছিলেন তিনি মৃগী হইয়া যখন মুনি প্রসব করিবেন, তখন শাপ হইতে বিমুক্ত হইবেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি সরলস্বভাববিশিষ্ট ছিলেন, বনমধ্যে জন্মিয়া বনেতেই অবস্থান করিতেন, সুতরাং নারীগণ যে কিরূপ তাহা তিনি অবগত ছিলেন না। অঙ্গদেশের অধিপতি রাজা লোমপাদ ব্রাহ্মণগণ এবং মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শান্তে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে রাজ্যে আনয়নের সঙ্কল্প গ্রহণ করতঃ বারাঙ্গনাগণের নিকট উক্ত কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন। বারাঙ্গনাগণ রাজার আজ্ঞা পালন না করিলে রাজদণ্ডের ভয়ে এবং রাজার আজ্ঞা পালন করিলে বিভাণ্ডক মুনির অভিশাপের ভয়ে ভীতা হইয়া বিবর্ণা ও গতচৈতন্যা হইল। পরে রাজাকে উক্ত কার্য্য করিতে তাহারা অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিল। একজন বৃদ্ধা বারযোষা মহারাজকে বলিলেন যদি মহারাজ তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি ঋষিপুত্রকে আনয়ন করিবেন। রাজা তাহাতে স্বীকৃত হইয়া বৃদ্ধা বারযোষাকে প্রচুর ধনরত্ন প্রদান করিলেন। উক্ত বর্ষীয়সী যোষা কতকগুলি রূপযৌবনসম্পন্না নারী লইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। বর্ষীয়সী বেশ্যা নৌকাযোগে বিভাণ্ডক মুনির আশ্রমের অদূরে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার অনুচর পুরুষগণের মাধ্যমে বিভাণ্ডক মুনি কোন সময়ে আশ্রমে থাকেন, না থাকেন জানিয়া নিজ-দুহিতা বুদ্ধিমতী বেশ্যাকে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির নিকট প্রেরণ করিলেন। বেশ্যা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে, তাঁহার পিতাকে, তাঁহার পিতার আশ্রমকে, তপোবনকে বহুপ্রকারে

প্রশংসা করিলে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ফলমূল গ্রহণের জন্য আসন প্রদান করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ স্ত্রী-পুরুষ ভেদ না জানায় তাহাকে পুরুষরূপে সম্বোধন করতঃ তাঁহার আশ্রম কোথায়, কি ব্রত করেন জানিতে চাহিলেন। বেশ্যা বলিল ত্রিযোজন পরিমিত এই পর্ব্বতের পরে তাহার রমণীয় আশ্রম আছে। তাহার ব্রত এই সে কাহারও অভিবাদন স্বীকার করে না এবং কাহারও প্রদত্ত পাদ্যোদক স্পর্শ করে না। সেজন্য সে ঋষ্যশৃঙ্গকে বলিল—'আপনি আমাকে অভিবাদন করিবেন না। কিন্তু আমি আপনাকে অভিবাদন করিব ও আলিঙ্গন করিব।' ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির প্রদত্ত ফল বেশ্যা গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে সুরসান্বিত সুদৃশ্য রুচিকর খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত আমোদ প্রমোদ ক্রীড়ায় প্রমত্ত হইল এবং তাঁহাকে বার বার আলিঙ্গনপূর্ব্বক পীড়ন করিতে লাগিল। বেশ্যা চলিয়া গেলে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি বেশ্যাশূন্য আশ্রমে মদোন্মত্ত হইয়া বিচেতন হইয়া পড়িলেন। বিভাণ্ডক মুনি আশ্রমে আসিয়া পুত্রকে দীনভাবে উপবিষ্ট ও মুহুর্মুহু দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি অদ্য কি নিমিত্ত সমিধ সংগ্রহ কর নাই? কি নিমিত্ত অগ্নিহোত্র হোম কর নাই? কি নিমিত্ত হোমধেনু দোহন কর নাই? তুমি পূর্ব্বে যেরূপ ছিলে এখন তোমাকে সেরূপ দেখিতেছি না কেন? ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি তদুত্তরে বলিলেন—'হে পিতঃ! এই স্থানে দেবকুমারের ন্যায় একজন মনস্বী জটিল ব্রহ্মচারী আসিয়াছিলেন। তিনি অতিদীর্ঘও নহেন, অতি খর্ব্বও নহেন। তাঁহার বর্ণ সুবর্ণসদৃশ। চক্ষু কমলের ন্যায়, কটিদেশ অতি ক্ষীণ, তাঁহার পদযুগলে শব্দসংযুক্ত অদ্ভুত দর্শন এক বস্তু আছে। তাঁহার বস্ত্রগুলি অদ্ভুত ও সুন্দর। আমার বস্ত্র তেমন সুন্দর নহে। তাঁহাকে দেবপুত্রের ন্যায় দর্শন করিয়া আমার তাহার প্রতি পরম প্রীতি জন্মিয়াছে। তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আমার জটাজাল গ্রহণ করিয়া মুখোপরি মুখ লাগাইয়া একটা শব্দ করিলেন। তাহাতে আমার অতিশয় হর্ষ হইল। হে পিতঃ! আমার ইচ্ছা হইতেছে যে আমি তাঁহার নিকট শীঘ্র গমন করি অথবা তিনি আমার নিকট সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকেন। তাঁহার এই ব্রতচর্য্যাকে কি ব্রত বলে? আমিও উক্ত ব্রতানুশীলনে ইচ্ছুক হইয়াছি।' বিভাণ্ডক মুনি পুত্রের সরল উক্তিসমূহ শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন কেহ তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে। তিনি পুত্রকে বলিলেন—'অনুপম বলশালী রাক্ষসেরা নানাপ্রকার রূপ প্রদর্শন করতঃ তপোবিঘ্ন ঘটায়। তাহারা প্রলোভনের দ্বারা মুনিগণকে পতিত করে। তাহাদের প্রদত্ত কোন দ্রব্য মুনিগণ গ্রহণ করেন না।' বিভাণ্ডক মুনি পুত্রকে নিবারণপূর্ব্বক সেই দুষ্ট ব্যক্তিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনদিন অন্বেষণ করিয়াও সেই ব্যক্তির অনুসন্ধান না পাইয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিভাণ্ডক মুনি বেদবিধি অনুসারে ফল আহরণের জন্য গমন করিলে বেশ্যা সেই সুযোগে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির নিকট উপনীত হইল। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি অত্যন্ত আহলাদিত হইয়া তাহার নিকট গমন করিয়া বলিলেন—'যে পর্য্যন্ত আমার পিতা না আসেন চলুন, সেই সুযোগে আপনার আশ্রমটা আমি দেখিয়া আসি।' তখন বেশ্যাগণ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে নৌকায় উঠাইয়া দ্রুতগতি চলিয়া লোমপাদ রাজার রাজ্যে উপনীত হইলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি রাজ্যে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বর্ষা আরম্ভ হইল। লোমপাদ রাজা সন্তুষ্ট হইয়া নিজকন্যা শান্তাকে ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট সমর্পণ করিলেন।

রামায়ণে বর্ণিত প্রসঙ্গ—দশরথ মহারাজ অনেক তপস্যা করিয়াও পুত্র লাভ করিতে পারেন নাই। পরে তিনি পুত্রকামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। দশরথ মহারাজের আদেশে প্রধান মন্ত্রী সুমন্ত্র বশিষ্ঠ, জাবালি, বামদেব প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে আনিলেন। তাঁহারা দশরথের অভিলাষ শুনিয়া যজ্ঞকার্য্যে সমর্থন করিলেন। যজ্ঞের উপকরণসম্ভার সংগ্রহ, অশ্বমোচন এবং সরযূতীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণের জন্য মহারাজকে ব্রাহ্মণগণ নির্দ্দেশ দিলেন।

প্রধানমন্ত্রী সুমন্ত্র মহারাজকে গোপনে বলিলেন—'কশ্যপতনয় বিভাণ্ডক মুনির একপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ নামে বিখ্যাত। এক সময়ে অঙ্গদেশে ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি হইলে অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ তাঁহার মন্ত্রীদের সাহায্যে কৌশলে ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্যে আনয়ন করিয়া নিজকন্যা শান্তার সঙ্গে বিবাহ দেন। ঋষ্যশৃঙ্গের আগমনে প্রবল বর্ষা হইল। এই ঋষ্যশৃঙ্গই

আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।'

অঙ্গদেশের অধিপতি লোমপাদের সহিত দশরথ মহারাজের বন্ধুত্ব ছিল। তিনি সুমন্ত্রকথিত ঋষ্যশৃঙ্গের বৃত্তান্ত বশিষ্ঠমুনিকে জ্ঞাপন করিলেন। বশিষ্ঠ মুনি অনুমতি প্রদান করিলে দশরথ মহারাজ অমাত্যগণসহ অঙ্গরাজ্যে গেলেন। তথায় সপ্তাহকাল অবস্থানের পর দশরথ লোমপাদকে বলিলেন—'আমি পুত্রকামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তাহা নির্ব্বাহের জন্য আপনার জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গকে এবং কন্যা শান্তাকে অযোধ্যায় যাইতে হইবে।' লোমপাদ রাজার নির্দ্দেশক্রমে ঋষ্যশৃঙ্গ সস্ত্রীক অযোধ্যায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

দশরথ মহারাজ দূত প্রেরণ করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গের সম্বর্দ্ধনার জন্য অযোধ্যাপুরীকে সুসজ্জিত করিতে নির্দ্দেশ দিলেন। যথাকালে ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দশরথ মহারাজ অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গের শুভাগমনে অযোধ্যাবাসী পরমোল্লসিত হইলেন। বসন্তকাল উপস্থিত হইলে দশরথ মহারাজ ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রণাম করতঃ যজ্ঞের প্রধান যাজকরূপে তাঁহাকে বরণ করিলেন। বশিষ্ঠ, বামদেব প্রভৃতি ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক যজ্ঞের সঙ্কল্পের বিষয় জ্ঞাপিত হইল।

যে যজ্ঞাশ্ব এক বৎসর পূর্ব্বে ছাড়া হইয়াছিল, সেই অশ্ব ফিরিয়া আসিল। বশিষ্ঠাদি দ্বিজগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরোবর্ত্তী করিয়া শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞের সকল কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি অথর্ব্বোক্ত মন্ত্রে যথাবিধি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির যজ্ঞপ্রভাবে দ্বাদশ মাস পূর্ণ হইলে চৈত্রের নবমী তিথিতে পুনর্বসু নক্ষত্রে কৌশল্যাকে অবলম্বন করিয়া ভগবান্ রামচন্দ্রের, কৈকেয়ীকে অবলম্বন করিয়া পুষ্যানক্ষত্রে ভগবদংশ ভরত এবং সুমিত্রাকে অবলম্বন করিয়া অশ্লেষা নক্ষত্রে ভগবদংশ লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্ন দশরথ মহারাজের পুত্ররূপে প্রকটিত হইলেন।

উপনিষদ্-তাৎপর্য্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৫২ পৃষ্ঠার পর]

বেদবাক্যসমূহ ভগবানের ইয়ত্তাবধারণ করিতে পারে নাই বলিয়া বেদবাক্যসমূহ ভগবানের অপ্রতিপাদক—এইরূপ দোষও নিরস্ত হইল। কারণ ভগবানের যদি ইয়ত্তা থাকিত, আর বেদে যদি উহা না জানিত, তবেই বেদের অজ্ঞত্ব দোষের প্রসঙ্গ হইত; কিন্তু ভগবদৈশ্বর্য্যের ইয়ত্তা নাই, ভগবদৈশ্বর্য্যের ইয়ত্তাবিষয়ে শ্রুত্যাদিতে কোনও প্রমাণ নাই। আকাশকুসুমের গন্ধের গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া তাহাতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের শক্তিহানি হয় না। আকাশকুসুমের গন্ধ গ্রহণ অত্যন্ত অসম্ভাবিত, এইরূপ ভগবদৈশ্বর্য্যের ইয়ত্তাবধারণও অত্যন্ত অসম্ভাবিত। অন্যথা—"সাঙ্গো বেদ যদি বা ন বেদো" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মেরও সার্ব্বজ্ঞ হানির প্রসঙ্গ হইত। সেই শ্রীভগবান্ নিজকে ও নিজের গুণাদিকে যথাযথভাবে জানিয়াই থাকেন; যেহেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে॥"

—মুণ্ডক

"অদৃশ্যাত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ।"

—বেদান্তসূত্র ১।২।২১

এখানে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতাদি ধর্ম্মের বর্ণন করা হইয়াছে, তিনি পরব্রহ্ম পরমেশ্বরেরই। এই শ্রুতিও ব্রহ্মসূত্র দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব বলা হইয়াছে; কিন্তু ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্নরূপে তিনি জানেন না; এজন্য প্রদর্শিত শ্রুতিতে "বেদো যদি বা ন বেদ" এইরূপ বলা হইয়াছে। ভগবদৈশ্বর্য্য জানা যায় না।

ইহাতে শঙ্কা এই যে—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মে মনের সহিত বাক্যসমূহের প্রবৃত্তিসামান্যের নিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং প্রদর্শিত ব্যাখ্যা অনুসারে মনের সহিত বাক্যসমূহ ভগবদৈ-

শ্বর্য্যের ইয়ত্তাবধারণ করিতে পারে না এইরূপ বলায় সামান্যতঃ নিবৃত্তিমাত্রকেই বিশেষ বিষয়ে নিবৃত্তিরূপে গ্রহণ করায় সামান্য বাচী শব্দের বিশেষ অর্থে সঙ্কোচ স্বীকার করিতে হইয়াছে, এইরূপ সঙ্কোচে কোনও প্রমাণ নাই এবং এইরূপ সঙ্কোচ স্বীকারে গৌরব দোষও হইয়াছে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে এইরূপ শঙ্কা সঙ্গত নহে ; কারণ "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" এই শ্রুতির শ্লোক-শেষার্দ্ধে বলা হইয়াছে "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" অর্থাৎ যে ব্রহ্মের আনন্দকে জানিতে পারে তাহার সমস্ত ভয়ের নিবৃত্তি হয়। মনের সহিত বাক্য যদি ব্রহ্মকে জানিতেই না পারিত তবে "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" শ্রুতিতে ব্রহ্মের আনন্দকে জানিতে পারে—এইরূপ বলা হইল কিরূপে ? ব্রহ্ম সর্ব্বথা জ্ঞানের সবিষয় হইলে "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" এই শ্রুত্যাংশই ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

"যতোঽপ্রাপ্য ন্যবর্ত্তন্ত বাচশ্চ মনসা সহ।
অহঞ্চান্য ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥"
—ভাঃ ৩।৬।৪০

যাঁহাকে না পাইয়া বাক্য মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, আমি যে ব্রহ্মা এবং এই সমস্ত দেবও তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। সেই ভগবানকে নমস্কার বৈ আর কি করিব। এই শ্লোকের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্র-বর্ত্তিপাদের টীকা দ্রষ্টব্য।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" অর্থাৎ ব্রহ্মের নাম, রূপ, গুণ ও চরিত্রাদি (লীলা) সম্যক্ মাধুর্য্য গ্রহণে অসামর্থ্যহেতু অর্থাৎ তাঁহার অন্ত প্রাপ্তি-অসামর্থ্য হইয়া বাক্য মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। কিন্তু শ্রুতিসমূহ বলিতেছেন, ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়, দর্শন করা যায় এবং তাঁহার নিকট যাওয়া যায়। কিন্তু শ্রুতিসমূহ ব্রহ্মকে জানিতে পারে না, ইহা বলা হয় নাই। কেবল তাঁহার ইয়ত্তাই জানা যায় না বলিয়াছেন।

"তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ বিদ্যতেঽয়নায়"
"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম"
"স যোহবৈ তৎপরমং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"
—মুঃ ৩।৩।৯

"জ্ঞাত্বা দেব সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্ম মৃত্যু প্রহানিঃ"—শ্বেঃ ১।১১
"ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ"—মুঃ ৩।১।৮
"পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্"
"মৈত্রেয়ী আত্মনো বা অরে দর্শননেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্"—২।৪।৫
"মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং"—বৃঃ ৪।৪।১৯
"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্"—শ্বেঃ ১।৩
"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়ম্॥"—ভাঃ

"অপি চ সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্"—ব্রহ্ম-সূত্র ৩।২।২৪। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"সংরাধনং চ ভক্তিধ্যান প্রণিধ্যানাদ্য-নুষ্ঠানম্। কথং পুনরবগম্যতে সংরাধনকালে পশ্যন্তীতি প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ।"

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্তেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥"
—গীঃ ১১।৫৪

"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"—ব্রঃ সূঃ ১।১।৩। তস্মাৎ শাস্ত্রৈক বেদ্যমেব ব্রহ্মেতি তাৎপর্য্যবানাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ। শাস্ত্রমেব যোনিঃ জ্ঞানকারণং জ্ঞাপকং প্রমাণং যত্র তৎ শাস্ত্রযোনিস্তস্য ভাবস্তত্ত্বং তস্মাদিতি বিগ্রহঃ। ইতরপ্রমাণাবিষয়ত্বে সতি শাস্ত্রৈক প্রমাণ গোচরং ব্রহ্মেতি যাবৎ। "সর্ব্বে বেদা যৎ পদমা-মনন্তি" "সর্ব্বে বেদা যত্র একীভবন্তি" "তং ত্বৌপ-নিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি।" "নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্" ইত্যাদ্যন্বয় ব্যতিরেক শ্রুতিভ্যঃ "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" "বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।" "নমামঃ সর্ব্ববচসাং প্রতিষ্ঠা যত্র শাশ্বতী ইত্যাদি স্মৃতিভ্যশ্চ।" এতেন শাস্ত্রবেদ্যং ব্রহ্ম, তজ্-জ্ঞাপকঞ্চ শাস্ত্রমিতি নিত্য সম্বন্ধোঽপি উক্তঃ।

"ব্রহ্ম শাস্ত্রৈক বেদ্য" এইরূপ তাৎপর্য্যবান্ সূত্র-কার "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই সূত্রদ্বারা ব্রহ্মকে শাস্ত্রমাত্র-বেদ্য বলিয়াছেন। এই সূত্রের অর্থ এই যে—শাস্ত্রই যোনি জ্ঞানকরণ অর্থাৎ জ্ঞাপক প্রমাণ যাহাতে হয়, তাহাই শাস্ত্রযোনি ; তাহার ভাবই শাস্ত্রযোনিত্ব, আর পঞ্চমী বিভক্তিদ্বারা শাস্ত্রযোনিত্বের হেতুত্ব জ্ঞাপিত

হইয়াছে। ইহাই সূত্রের আক্ষরিক অর্থ। ব্রহ্মশাস্ত্র ভিন্ন অন্য প্রমাণের অবিষয় হইয়া শাস্ত্রমাত্র প্রমাণের বিষয় হইয়া থাকে। ইহাই সূত্রের ভাবার্থ। ব্রহ্ম যে শাস্ত্রমাত্র বেদ্য, তাহা শ্রুতিসমূহ হইতে জানা যায় —সমস্ত বেদ যাঁহার প্রতিপাদন করে, সমস্ত বেদ যাঁহাতে একীভূত হয় সেই উপনিষদ্‌বেদ্য পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, অবেদবিৎ সেই বৃহৎ ব্রহ্মকে জানিতে পারে না। এই সকল শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম বেদ-বেদ্য ও বেদভিন্ন প্রমাণের অবেদ্য বলা হইয়াছে, আর স্মৃতিসমূহদ্বারাও একথাই বলা হইয়াছে, সমস্ত বেদ-দ্বারা আমিই বেদ্য হইয়া থাকি। বেদ, মূল রামায়ণ ও পুরাণ, মহাভারতের আদি, অন্ত ও মধ্যে সর্ব্বত্র হরি গীয়মান হইয়া থাকেন, সমস্ত বাক্যের যিনি শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা, তাঁহাকে প্রণাম করি। প্রদর্শিত ব্রহ্মসূত্রদ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে—ব্রহ্ম শাস্ত্রবেদ্য এবং শাস্ত্র ব্রহ্মের জ্ঞাপক। এজন্য শাস্ত্রের সহিত ব্রহ্মের জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাবরূপ নিত্য সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষের ইহাতে আপত্তি এই যে—ব্রহ্ম শাস্ত্র-জ্ঞাপ্য হইলে ব্রহ্মের শাস্ত্র প্রকাশ্যত্ব নিবন্ধন ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বের হানি হইবে এবং ব্রহ্মের স্বপ্রকাশ বলিয়া শাস্ত্রও ব্রহ্মপ্রকাশক হইতে পারে না। অপ্রকাশ্য ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে গেলে শাস্ত্রের শাস্ত্রত্বের হানি হইয়া পড়িবে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—লৌকিক (প্রাকৃত) শব্দকে যদি ব্রহ্মের প্রকাশক বলা যাইত তবে প্রদর্শিত আপত্তি হইতে পারিত ; কিন্তু বেদ ব্রহ্মাত্মক বলিয়া প্রদর্শিত আপত্তির সম্ভাবনা নাই। বৈদিক শব্দগত বোধক শক্তি ব্রহ্মের শক্তি হইতে অভিন্ন। সুতরাং এই শক্তি ব্রহ্মপরতন্ত্রসত্তাক বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ। ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ শক্তির ব্রহ্ম-প্রকাশকত্ব স্বপ্রকাশকত্বই, এজন্য ব্রহ্মের পরপ্রকাশত্বের আপত্তি হয় না।

পূর্ব্বপক্ষের ইহাতে আশঙ্কা এই যে—শাস্ত্রগত বোধক শক্তি যেমন ব্রহ্মশক্তি হইতে অভিন্ন ; এইরূপ ব্রহ্মশক্তি ব্যাপক বলিয়া জীব ও জীবের ইন্দ্রিয়সমূহেও ব্রহ্মশক্তি আছে। সুতরাং ব্রহ্ম জীবের প্রত্যক্ষবিষয় হইলেও তাহাতে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বের হানি হওয়া উচিৎ নয়। কারণ জীবশক্তি ও জীবের ইন্দ্রিয়গত-শক্তি ব্রহ্মশক্তি হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ, এজন্য তাহা অভিন্ন। সুতরাং ব্রহ্ম বেদবেদ্য হইয়াও যেমন স্ব-প্রকাশ ; পরপ্রকাশ্য নহেন, এইরূপ ব্রহ্ম জীবের প্রত্যক্ষবেদ্য হইলেও ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বের হানি হইবে না। সুতরাং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবেদ্য ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বই স্বীকার করা উচিৎ। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবেদ্য হইয়াও যদি ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ হইতে পারে, তবে পূর্ব্বে যে ব্রহ্মকে শ্রুতিপ্রমাণ ব্যতিরিক্ত প্রমাণের অবিষয়রূপে প্রতি-পাদন করা হইয়াছিল, তাহা নিরর্থকই হইল। শ্রুতি ব্যতীত প্রমাণবেদ্য হইয়াও ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ এইরূপই বলা উচিৎ ছিল।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে পারমেশ্বরী শক্তিসমূহ সর্ব্বগত বলিয়া জীব ও জীবের ইন্দ্রিয়সমূহকে ব্যাপন করিয়াই অবস্থিত। সর্ব্বত্রই পারমেশ্বরী শক্তি আছে। বেদে যেমন ব্রহ্মশক্তির ব্যাপ্তি আছে, এইরূপ জীব ও জীবের ইন্দ্রিয়াদিতেও ব্রহ্মশক্তির ব্যাপ্তি আছে। ব্রহ্ম-শক্তির ব্যাপ্তি, বেদ ও ইন্দ্রিয়াদিতে সমানভাবে থাকিলেও জীবের ইন্দ্রিয়জন্য ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান জীবের বুদ্ধ্যাদি দ্বারা ব্যবহিতভাবে হইয়া থাকে ; এজন্য জীবের প্রত্যক্ষাদিবেদ্য ব্রহ্ম হইলে সাক্ষাদ্ভাবে ব্রহ্মই ব্রহ্মশক্তিদ্বারা বেদ্য হইল—এইরূপ বলা যায় না।

ব্রহ্মবিষয়ক ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানে জীববুদ্ধির ব্যবধান-বশতঃ দোষবত্ত্বের সম্ভাবনা আছে। বুদ্ধিমান্দ্য, দুরা-গ্রহ, বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ প্রতারণেচ্ছা ও ইন্দ্রিয়ের অপটুত্ব প্রভৃতি দোষ জীবের অপরিহার্য্য। এজন্য ব্রহ্ম ঐন্দ্রিয়কাদি জ্ঞানের বিষয় হইতে ব্রহ্মের স্বপ্রকা-শত্ব থাকিতে পারে না। বেদদ্বারা ব্রহ্ম প্রকাশ্য হইতে জীববুদ্ধির ব্যবধান অপেক্ষা করে না ; সাক্ষাদ্ভাবেই ব্রহ্ম বেদবেদ্য হইয়া থাকেন। সেইহেতু বেদবেদ্য হইলেও ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বের হানি হয় না। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াদি প্রমাণবেদ্য হইলে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বের হানি হয় এবং উভয় পক্ষের অতিশয় বৈলক্ষণ আছে বুঝিতে হইবে।

প্রকারান্তরে "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" এই শ্রুতির অভিপ্রায় এইরূপ বলা যাইতে পারে যে—শ্রুতির বাক্‌শব্দ লৌকিক বাক্‌ অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে। লৌকিক বাক্‌ সদোষ বলিয়া শ্রুতি এই লৌকিক

বাক্যেরই নিষেধ করিয়াছেন ; কিন্তু বৈদিক বাক্যের নিষেধ করেন নাই। ব্রহ্ম লৌকিক শব্দ প্রতিপাদ্য নহেন, কিন্তু বৈদিকশব্দ প্রতিপাদ্য। ব্রহ্ম বেদপ্রতিপাদও না হইলে ব্রহ্মের উপনিষদত্বই ভঙ্গ হইয়া যাইত। শ্রুতিই ব্রহ্মকে উপনিষদ বলিয়াছেন। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" এই শ্রুতিতে যে মনঃশব্দ আছে তাহাও শাস্ত্রাচার্য্যসংস্কারশূন্য মনেরই বাচক বুঝিতে হইবে। অন্যথা "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" এই সাবধারণ শ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়িবে। সদোষ লৌকিক বাক্যের ও প্রাকৃত মনের অবিষয় ব্রহ্ম—ইহাই সিদ্ধান্ত। এতদনুসারেই "যদ্বাচনভ্যুদিতম্" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "যন্মনসা ন মনুতে" ইত্যাদি শ্রুতিরও অর্থ বুঝিতে হইবে। অন্যথা ব্রহ্ম মনোমাত্রের অবিষয় হইলে 'মন্তব্যঃ' ইত্যাদি বিধিশ্রুতির বিরোধ হইত। যে বস্তু লৌকিক বাক্যদ্বারা অভ্যুদিত অর্থাৎ প্রতিপাদিত হয় না, তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, ইহাই "যদ্বাচনভ্যুদিতম্" শ্রুতির অর্থ। এইরূপ—

"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥
যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥"

—কেনঃ ১।৬-৮

"যন্মনসা ন মনুতে" এই শ্রুতিতে মনঃশব্দ অসংস্কৃত মনের বাচক বুঝিতে হইবে। অন্যথা উক্ত শ্রুতির শেষার্দ্ধে "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি" ইহার ব্রহ্মের বেদন বিষয়ত্বোক্তি বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। এজন্য ব্রহ্মকে সর্ব্বথা অবেদ্য বলা যায় না। এইরূপ "অবচনেনৈব ব্রহ্ম প্রোবাচ" ইত্যাদি স্থলেও "অবচনেন" কথার অর্থ—প্রাকৃত বচন বিলক্ষণ শ্রৌত বচনদ্বারা অথবা অনন্তরূপে প্রোবাচ অর্থাৎ উপদিষ্টবান্—এইরূপ বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম সর্ব্বথাই বচনের অবিষয় হইলে 'প্রোবাচ' এই বচন ক্রিয়াপদের প্রয়োগ ব্যর্থ হইয়া পড়িত। ব্রহ্মপ্রমাণের সর্ব্বথা অবিষয় হইলে ব্রহ্মও শশশৃঙ্গাদির মত হইয়া পড়িত। আর ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রের আরম্ভও ব্যর্থ হইয়া পড়িত।

সুতরাং শাস্ত্র-শ্রুত্যৈকবেদ্য পরব্রহ্ম ইহাই সিদ্ধ হইল। ইহা শ্রীমদ্ মাধব মুকুন্দ বিরচিত পরপক্ষগিরিবজ্র অবলম্বনে সিদ্ধান্ত আলোচিত হইল।

যে শ্রুতিসমূহে পরব্রহ্মকে "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্য নিরঞ্জনম্।" "অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।" "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং······" ইত্যাদি বলিয়াছিলেন এবং মুনিগণও পরব্রহ্মকে নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন, নিরাকার, হস্ত-পদহীন এবং অশব্দ, অরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারাই ব্রজে গোপগৃহে, গোপকন্যা গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নিম্নোল্লিখিত শ্লোকগুলি অনুশীলন করিলেই জানা যায়—

"গোপ্যস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋষিজা গোপকন্যকাঃ।
দেবকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ্যঃ কথঞ্চনেতি ॥"

—পাদ্ম

"কন্যাঃ স্বরূপা সিদ্ধাশ্চ পুনঃ কাত্যায়নী ব্রতা।
শ্রুতিরূপতয়া কশ্চিৎ মুনিরূপতয়া পরাঃ ॥
শতকোটিতয়া তাসাং সংখ্যাং কঃ কর্ত্তুমর্হতি।
ভাবাক্রান্ত বা দেবাত্র কর্ম্ম পদানুপাদনম্ ॥"

উক্ত গোপিগণের অনেক ভেদোপভেদ। কিছু নিত্যসিদ্ধা, কিছু সাধনসিদ্ধা, কিছু শ্রুতিরূপা, আর কিছু মুনিরূপা। তাঁহাদের যূথও অনেক। শতকোটী গোপী, তাঁহাদের গণনা করিতে পারে কে? সেই মুনি শ্রুতিগণ গোপগৃহে গোপকন্যা গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পরব্রহ্মকে তাঁহারা কি বলিয়াছিলেন, লীলাশুক তাহা শ্রবণ করিয়া প্রিয়শিষ্য মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিতেছেন—গোপ্য উচুঃ—

"অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণু জুষ্টং যৈর্বা
নিপীতমনুরক্ত কটাক্ষ মোক্ষম্ ॥"

—ভাঃ ১০।২১।৭

"হে সখ্যঃ! য়ূয়মিহ গৃহ নিগড়ে স্থিত্বা বিধাত্রা দত্তানি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়াণি কেবলং বিফলী কুরুধ্বে", গোপিগণ পরস্পর বলিতেছেন—হে সখি! আমরা এই গৃহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া বিধাতার প্রদান দুষ্প্রাপ্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে কেন ব্যর্থ নষ্ট করিতেছি?

"তদিতো বনং দ্রুতমেব গত্বা সফলং জন্মানো ভবতে-ত্যাহুঃ।" শীঘ্রই বনে গমন করতঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে নেত্রদ্বয়কে আর জীবনকে সফল করিতেছি না কেন? চক্ষুষ্মানগণের ইহাই পরম ফল। ইহা অপেক্ষা পরম ফল আমরা জানি না। তাহাই বলিতেছি—"চক্ষুষ্মতা-মিদমেব ফলং পরং বিদামঃ।" অর্থাৎ "অক্ষণ্বতাং ফলমিদং নেত্রাদি" এই অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে। কৃষ্ণদর্শন—ইহাই মুখ্য ফল।

"ব্রহ্ম প্রাপ্তিঃ পরং ফলং ন সাযুজ্যাদি মোক্ষোহপি পরমং ফলং ন।" শ্রুতিগণ বলিতেছেন যে, চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণের ব্রহ্মপ্রাপ্তি পরম ফল নহে এবং সাযুজ্যাদি মোক্ষলাভও পরম ফল নহে। তাহা হইলে তাহা কি? বলিতেছেন—"আত্ম লাভান্ন পরং বিদ্যতে ইতি শ্রুতেঃ।" আত্ম (ভগবান্ কৃষ্ণ) লাভ হইতে অধিক কি লাভ হইতে পারে? স্মৃতিও বলিতেছেন —"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।" যাঁহাকে (কৃষ্ণকে) প্রাপ্ত হইলে পর অন্য বস্তুকে অধিক শ্রেষ্ঠ মনে করিতে পারে না। পরম ফল মোক্ষও পুরুষার্থ হইতে পারে না? না, তাহা হইতে পারে না। তদ্বিষয়ে বলিতেছি—"বয়ম্ বিদামঃ" আমরা জানি। "বয়মপ্যুনিষদরূপা অতো জানীয় নাতোহধিকং ফলমস্তি।" আমরাই উপনিষদরূপা, সুতরাং আমরাই এবিষয়ে ভালভাবে জানি, কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইতে অধিক পরম ফল আর নাই।

বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধির ফল ব্রহ্মদর্শন ও মোক্ষাদি হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মতে তাহা নহে। তাহা হইলে সেইটি কি? বলিতেছি—"ইন্দ্রিয়বতাং ত্বিদমেব।" ইন্দ্রিয়বানগণের সার্থকতা ত' ব্রজরাজ নন্দের পুত্র, কৃষ্ণদর্শনই পরম ফল। ক্ষণকাল চিন্তা করুন তো, যখন "সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ" কৃষ্ণবলরাম সখা বয়স্য গোপবালকগণের সহিত গোচারণে গোসমূহকে বনে লইয়া যাইতেছেন অথবা সন্ধ্যায় মধুর মধুর বংশীধ্বনি করিতে করিতে গোধূলি ধূসরিতাঙ্গে সেই সমস্তকে লইয়া বন হইতে প্রত্যা-বর্ত্তন করিতেছেন, সেই সময়ে তাঁহার কটাক্ষ দৃষ্টি, অধরপর মৃদুহাসি নৃত্য করিতেছে, বলুন তো তাঁহার সেই অঙ্গের মাধুর্য্যামৃত "নিপীতমনুরক্ত" অনুরক্ত সহিত পান করিল না, সেই নেত্রধারীর জীবন সার্থ-কতা কি হইবে?

তাঁহার মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণ, তাঁহার শ্রীঅঙ্গের দিব্যগন্ধ-আঘ্রাণ এই সবেই নেত্র ও ইন্দ্রিয়বানগণের ইন্দ্রিয়সমূহের পরম ফল।

"ন ভজেৎ সর্ব্বতো মৃত্যুরূপাস্যসমরোত্তমৈঃ" ভাব এই যে, কোন মন্দভাগী ব্যক্তি আছে যে যাহাতে ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রাপ্ত হইয়াও ব্রহ্মাদি বড় বড় দেবতা-গণেরও উপাস্য কৃষ্ণের চরণকমলের দিব্যগন্ধ, দিব্য মধুর মৃদুহাসি, অলৌকিক রূপমাধুরী, অতিকমল সুশীতলাঙ্গ স্পর্শ আর মঙ্গলময়ী বংশীধ্বনি কানে শ্রবণাদি করিতে চাহে না, মৃত্যুতে চতুর্দ্দিক আবৃত মানবের কি কথা? মৃত্যুর ভয় হইতে মুক্ত দেবতা-গণ আর তাঁহাদের নায়ক ব্রহ্মাও কৃষ্ণের চরণ সর্ব্বদা উপাসনা করিয়া থাকেন।

ভগবানকে উপাসনা তিনিই করিতে পারেন, যিনি ইন্দ্রিয়বান্। ইন্দ্রিয়বানের অর্থ এই যে, ইন্দ্রিয়সমূহ যাঁহার বশে। যেরূপ ধনবান্ কে? সহজ কথা—যে ধনের স্বামী। ইচ্ছানুসারে ধনকে খরচ করিতে পারেন তিনি ধনবান্, অন্যথা ধন থাকা সত্ত্বেও কেন তাহাকে ধনবান্ বলিবে? যাহার ধন কোন সৎকার্য্যে ব্যয় করে না, স্বজনের প্রয়োজনেও ব্যয় করে না। তদ্রূপ যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহের দাস, তাঁহাকে ইন্দ্রিয়বান বলাই ব্যর্থ। হাঁ, ইন্দ্রিয়সমূহ যাঁহার বশে থাকে অর্থাৎ যে নিজের ইন্দ্রিয়সমূহের স্বয়ং স্বামী তিনিই গোস্বামী পদবাচ্য। তিনিই যথা-যথ ইন্দ্রিয়সমূহকে ভগবদ্ভজন আদি সৎকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন। "বর্হায়িতে তে নয়নে নরা-নাং, লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ননিরোক্ষতো যে।" নেত্রবান হইয়াও যে কৃষ্ণের অলৌকিক রূপমাধুর্য্য দর্শন করেন না, তাঁহার নেত্র ময়ূরপুচ্ছে চিত্রস্বরূপ কোন সার্থকতা নাই।

"অশব্দমস্পর্শমরূপমগন্ধমরসম্" "অস্থূলমনণ্ব-হ্রস্বমদীর্ঘ···।" "যথান্ধকারে নিয়তা স্থিতির্নাঙ্ক্ষোঃ ভবেৎ।" সূর্য্য, চন্দ্র, তারামণ্ডল, অগ্নি ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি বিহীন ঘোর অন্ধকারময় কোন একস্থানে সুন্দর নেত্র ও ইন্দ্রিয়বান পুরুষ ব্যক্তিকে যদি রাখা যায়, তাহা হইলে নিজের নেত্রাদি কি সৎকার্য্য করিতে পারিবে? তদ্রূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ,

হীন এবং অস্থূল, অ-অণু, অদীর্ঘ, অহ্রস্বাদি রহিত ব্রহ্মতত্ত্বের প্রাপ্তিতে ইন্দ্রিয়বানগণের ইন্দ্রিয় সার্থকতার কি সম্বন্ধ হইবে ? তজ্জন্য শ্রুতিগণ বলিতেছেন— "অন্য মতে অন্যৎ ফলং ভবতুনাম্ ন তু অস্মাকম্ মতে।" অন্য কাহারও মতে ইন্দ্রিয়গণের ফল অন্য কিছু হইতে পারে, কিন্তু "ন তু অস্মাকম্ মতে" আমাদের মতে তাহা নহে। আমাদের মতে শ্রীশ্যাম-সুন্দরের রূপমাধুর্য্য দর্শন, গুণশ্রবণ, কীর্ত্তনাদিই ইন্দ্রিয়বানগণের পরম ফল বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানি। ইন্দ্রিয়বতাং ত্বিদমেব।

"পরমিমমুপদেশমাদ্রিয়ধ্বং
নিগমবনেষু নিতান্তখেদখিন্নাঃ।
বিচিনুত ভবনেষু বল্লবীনাম্
উপনিষদর্থমুলূখলে নিবদ্ধম্ ॥"

অরে ব্রহ্মকে অন্বেষণকারি ! এদিকে শোন ! বেদান্ত-বনে পরব্রহ্মকে অন্বেষণ করিতে করিতে তুমি তাঁহাকে না পাইয়া দুঃখে অতিশয় কষ্ট পাইতেছ ! এদিকে আইস, আমি তোমাকে পরম উপদেশ দিতেছি, তাহা শ্রদ্ধাসহকারে শোন। গোপসুন্দরিগণের গৃহে অন্বেষণ কর। এই দেখ এখানে উপনিষদের পরম উদ্দেশ্য উলূখলে আবদ্ধ হইয়া আছে। অন্বেষণকারী পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দোন্মত্ত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—

"নিগমতরোঃ প্রতিশাখং মৃগিতং
মিলিতং ন তৎপরং ব্রহ্ম।
মিলিতং মিলিতমিদানীং
গোপবধূটীপটাঞ্চলে নদ্ধম্ ॥"

অহো ! কত না পরিশ্রম করিয়াছিলাম, বেদান্ত-বৃক্ষের প্রত্যেক শাখায় শাখায় অন্বেষণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই পরব্রহ্মকে ত' প্রাপ্ত হই নাই। কিন্তু দেখ দেখ এখন প্রাপ্ত হইলাম, প্রাপ্ত হইলাম। এখানে গোপসুন্দরীর মধ্যে বিরাজমান হইয়া সেই পরম ব্রহ্ম অবস্থিত আছেন। কি বলিব ? পরব্রহ্মকে অচিন্ত্য, অতর্ক্য, অনির্ব্বচনীয়রূপে আমার অনুভূতি হইয়াছিল। কেবল চিন্মাত্র, চিৎসরোবরে নিমগ্ন ছিলাম।

"শৃণু সখি ! কৌতুকমেকং নন্দনিকেতাঙ্গনে
ময়া দৃষ্টম্।
গোধূলিধূসরিতাঙ্গো নৃত্যতি বেদান্তসিদ্ধান্তঃ ॥"

হে সখি ! শোন, আমি এক কৌতুক দেখিলাম। নন্দমহারাজের গৃহ-প্রাঙ্গণে গিয়াছিলাম, সেখানে তো দেখিলাম বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত—পরম ব্রহ্ম নৃত্য করিতেছেন। হে সখি ! আর কি বলিব বল তো, নৃত্যকারী সেই পরম ব্রহ্মের নবমেঘ-ন্যায় শ্যামল অঙ্গ গোধূলিতে ধূসরিত। সেই রূপমাধুরীকে কিভাবে বর্ণন করিব বল ? অর্থাৎ অবাঙমানস-অগোচর বাক্য-মনের ধারণাতীত।

"কং প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো
বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম ॥"

কাহাকে বা বলি ? বলিলেও আমার এই কথাকে কেবা বিশ্বাস করিবে ? এই বিচিত্র অনুভূতিকে বিশ্বাসই বা কে করিবে ? কিন্তু এই সত্য ত' সত্যই থাকিয়া যাইবে। অহো ! আমি দেখিলাম রবি-নন্দিনী শ্রীযমুনার পুলিনে এক নিকুঞ্জে এক গোপ-সুন্দরীর বিশুদ্ধ প্রেমামৃতে মত্ত হইয়াছেন। রসরাজ হইয়াও পরব্রহ্ম ক্রীড়ায় উন্মত্ত। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।" শ্রুতি বলিতেছেন।

যে শ্রুতিগণ পূর্ব্বে পরব্রহ্মকে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন, হস্ত-পদহীনরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং যে মুনিগণ সেই শ্রুতিবর্ণিত পরব্রহ্মকে নিরাকার চিন্মাত্র বলিয়া ধ্যান করিয়াছিলেন, সেই শ্রুতি-মুনি-গণ পরে ব্রজে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পূর্ব্বের কীর্ত্তিত-ধ্যাত পরব্রহ্মের হস্ত-পদের অপূর্ব্বতা এবং রূপমাধুরীর অলৌকিকতা বর্ণনা করিতেছেন। ন্যায়ের বিধান আছে যে, পূর্ব্ব-পরবিধিয়ো-পরবিধি-র্বলবান অর্থাৎ পূর্ব্ব বলা অপেক্ষা পরে বলা শ্রেষ্ঠ ও সত্য।

অধিক কি ! অদ্বৈতসম্প্রদায়াগ্রগণ্য অদ্বৈতবাদের একনিষ্ঠ উপাসক, অদ্বিতীয় বৈদান্তিক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীপাদ বিশুদ্ধা-দ্বৈতবাদী শঙ্করসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি আচার্য্য শঙ্করের অভিমত বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের অনু-কূলে বিস্তর গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে অদ্বৈতসিদ্ধি নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধবাদী শ্রীমন্মধ্ব সাম্প্রদায়িকগণ অদ্বৈতবাদ দণ্ডায়মান হইলে তিনিই সেই সমস্ত দোষ খণ্ডনপূর্ব্বক

বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে থাকেন। আচার্য্য শঙ্কর অপ্রকটের পর তিনিই শঙ্করাচার্য্যের গদিতে আসীন হন। জনশ্রুতি আছে যে, তিনি পরে পরিণত বয়সের শেষে "ভক্তিরসায়ন" নামক অপূর্ব্ব ভক্তিগ্রন্থ রচনা করেন। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ অপেক্ষা ভক্তিকে প্রাধান্য প্রদান করেন। জনশ্রুতি আছে যে, তজ্জন্য তিনি বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ সম্প্রদায় হইতে অবসর লইতে বাধ্য হন।

যাহা হউক তিনি 'ভক্তিরসায়ন' গ্রন্থ রচনা করিয়াই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তিম গ্রন্থ অপূর্ব্ব ভক্তিগ্রন্থ, বর্ত্তমান সংস্কৃতশিক্ষা দর্শন বিভাগে পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে। তিনি অতি নিপুণতা সহকারে ভক্তির নিরূপণ করিয়াছেন। তিনি নিজের গ্রন্থে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য বিষয়ে একটি অপূর্ব্ব শ্লোক রচনা করিয়া অন্তরের কথা, শ্রেষ্ঠসাধনের কথা জানাইয়া গিয়াছেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"ধ্যানাভ্যাসবশীকৃতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং
জ্যোতিঃ কিঞ্চন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অস্মাকং তু তদেব লোচন চমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং
কালিন্দীপুলিনোদরে কিমপি যন্নীলং মহো ধাবতি॥
বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥"

যদি যোগিজন ধ্যানের অভ্যাসবশে মনের দ্বারা সেই নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় এবং অনির্ব্বচনীয় পরব্রহ্মের পরম জ্যোতির দর্শন করেন তো তিনি করিতে থাকুন। কিন্তু আমার নয়নে সেই একমাত্র শ্যামময় প্রকাশই চিরন্তন কাল পর্য্যন্ত চমৎকার উৎপন্ন করিতে থাকুক। যিনি শ্রীযমুনার উভয় কুলে বিচরণ করেন, যাঁহার হস্তদ্বয়ে বংশী বিভূষিত, অঙ্গকান্তি নবমেঘের ন্যায় উজ্জ্বল শ্যাম, অঙ্গে পীতাম্বর সুশোভিত, পক্ববিম্বফলের ন্যায় সুন্দর রক্তিম পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডল, প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় নেত্রযুগল অতিমনোহর, সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আমি আর কিছু জানি না। তাই পুনঃ বলিতেছি—

"অদ্বৈত বীথীকৈরূপাস্যাঃ
স্বারাজ্যসিংহাসন লব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥"

অদ্বৈতমার্গে বিচরণকারী পথিক (সাধক) যাঁহাকে নিজের উপাস্য গুরুদেব মানিত এবং আত্মরাজ্যের সিংহাসনের উপর যাঁহার অভিষেক হইয়াছিল, ঐরূপ আমাকে গোপাঙ্গনাগণের প্রেমপ্রদানকারী কোন ছলকারী ছলনাপূর্ব্বক নিজের দাসী করিয়া নিলেন। অর্থাৎ নির্গুণ, নিরাকার, নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতমার্গের ব্রহ্ম উপাসক ছিলাম, কৃষ্ণ আমাকে অলৌকিক রূপ-গুণাদি প্রদর্শন করতঃ ভক্তিমার্গে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া নিযুক্ত করিলেন।

পরমহংস চূড়ামণি শ্রীল শুকদেবও মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন—হে রাজর্ষে! আমি জন্মাবধি নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিত ছিলাম অর্থাৎ পরব্রহ্মে বিশেষভাবে নিমগ্ন ছিলাম। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাদ্বারা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে এই আখ্যান (শ্রীমদ্ভাগবত) অধ্যয়ন করিয়াছি।

"পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃ শ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥"

—ভাঃ ২।১।৯

শ্রীসূতগোস্বামীও ঋষিগণকে বলিতেছেন যে—ব্রহ্মানন্দ-সুখমগ্ন এবং ব্রহ্মচিন্তারত মুনিগণ ক্রোধাহঙ্কারমুক্ত হইয়াও অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদি নির্ম্মুক্ত হইয়াও অমিতবিক্রম ভগবান্ শ্রীহরির ফলাভিসন্ধানরহিত নিষ্কাম সেবা করিয়া থাকেন। কেন না ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এতাদৃশ গুণসম্পন্ন যে, তিনি আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অলৌকিক রূপ-গুণ মাধুর্য্য দ্বারা নিষ্কাম, নির্ম্মুক্ত আত্মারাম মুনিগণকেও লীলায় আকর্ষণ করিয়া আনেন। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে শাস্ত্র কেন নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ বলেন, তাহা কেবল প্রাকৃত রূপ-গুণকেই নিষেধ করার জন্য। যথা—

"নীরূপং নির্গুণং বাপি ক্রিয়াহীনং পরাৎপরম্।
বদন্ত্যপনিষৎ সঙ্ঘা ইদমেব মমানঘ॥"

"প্রকৃত্যুত্থগুণাভাবাদনন্তত্বাত্তথেশ্বরম্
অসিদ্ধত্বান্মদগুণানাং নির্গুণং মাং বদন্তি হি।
অদৃশ্যত্বান্মমৈতস্য রূপস্য চর্ম্মচক্ষুষা
অরূপং মাং বদন্ত্যেতে বেদাঃ সর্ব্বে মহেশ্বরাঃ ॥"
"যোঽসৌ নির্গুণং ইত্যুক্তে শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ।
প্রাকৃতৈর্হেয় সংযুক্তৈর্গুণৈর্হীনত্বমুচ্যতে ॥"

"ন তস্য প্রাকৃতা মূর্ত্তির্মেদোমাংসাস্থি সম্ভবা······ সর্ব্বাত্মা নিত্যবিগ্রহঃ। সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কৃচিৎ।"—পদ্মপুরাণ। "চক্ষুষ্মতামিদমেব ফলং পরম্ বিদামঃ।" চক্ষুষ্মানগণের ইহাই পরম ফল; আমরা জানি। অর্থাৎ কৃষ্ণের অলৌকিক রূপমাধুর্য্য দর্শনই চক্ষুর পরম ফল। আমরা শ্রুতি, তাই বলিতেছি।

উপসংহার—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইন্দ্রিয়সমূহ বাক্যের সহিত মন পরব্রহ্মকে না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে, কিন্তু যদি তিনি স্বয়ং মন ও ইন্দ্রিয়ে দর্শন দান করেন তো তাহাকে প্রতিরোধ করিতে পারিবে কে এবং বাস্তবে তো তাহাকে প্রাপ্ত হইয়াই থাকে। যাঁহাকে স্বয়ং স্বীকার (বরণ) করেন, যে সাধক আমাকে দর্শনে অধিকারী, তাঁহার নিকট নিজের স্বরূপে তাঁহার প্রতি অভিব্যক্ত করেন। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন, লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম।" "তস্যৈব আত্মাবিদ্যায়চ্ছন্নাং স্বাং পরাং তনুং স্বাত্মতত্ত্বং স্বরূপং বিবৃণুতে প্রকাশয়তি।" শঙ্করভাষ্য—পরমাত্মা তাঁহার প্রতি স্বীয় অবিদ্যাচ্ছন্ন পরম স্বরূপকে প্রকাশিত করেন। অনুভূতি আবরণের বিনাশ-ত্রিপুটির পরিসমাপ্ত ত' কেবল ভগবদনুগ্রহ হইতেই সম্ভব। যাঁহা উপনিষদের পরিসমাপ্ত, তাঁহা হইতে ভগবদনুগ্রহের প্রতীক্ষা উপাসনার প্রারম্ভ। অনুগ্রহের প্রতীক্ষারূপ ভক্তি-উপাসনা ভগবানের অত্যন্ত সমীপে লইয়া যায়।

বেদত্রয়ী কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকাণ্ড বা উপাসনাকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ড ভগবৎ কর্ম্মার্পণ দ্বারা কর্ম্মের মল নিবৃত্তি হইলে পর একাগ্রতা প্রাপ্তির জন্য জ্ঞানকাণ্ড-উপনিষদ এর বিধান। উপনিষৎ চিত্ত বিক্ষেপ চাঞ্চল্যের নিবৃত্তি করে। ইহাতে বিবিধতা, অনেকতা হইতে পারে না, সেখানে চঞ্চলতা কিসের জন্য? স্থৈর্য্য প্রতিষ্ঠা একত্ব হইলে ভাবের উদ্রেক হয়, ভাব উদ্রেক লাভ হইলে প্রত্যেক সাধক নিজের সাধনে পূর্ণ নিষ্ঠার আধারস্বরূপ প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হয়।

উপনিষদের লক্ষ্য নির্ব্বাণ প্রাপ্তি, অভেদ প্রাপ্তি, তাহাকেই সাযুজ্যও বলা যায়। এই পর্য্যন্তই উপনিষদ্ নির্ব্বাণ প্রাপ্তি, তজ্জন্য শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন সাধন করিতে হয়। কিন্তু উপনিষদের দ্বারা প্রাপ্তি ফল অসুরগণ বিদ্বেষ করিয়াই অনায়াসে তাহা সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। অভেদ তজ্জন্য ভগবৎসেবাবিমুখ অভক্ত। ভগবদ্ভক্তগণ অভেদ হইতে দূরে অবস্থান করেন, নিত্যসান্নিধ্য প্রেমসেবাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। এই ভাগবতীয় জ্ঞান সেই উপনিষদের জ্ঞান সমাপ্তির পর হইতে আরম্ভ হয়।

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে
প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥"

—ভাঃ ১০।১৪।৩

"সালোক্য-সার্ষ্টি সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥"

—ভাঃ ৩।২৯।১৩

"কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে।
তথাপি তৎপরা রাজন্ন হি বাঞ্ছন্তি কিঞ্চন্ ॥"

আসামে তেজপুর, গোয়ালপাড়া, গুয়াহাটী ও সরভোগ মঠে বার্ষিক উৎসব এবং জাগিরোডে ধর্ম্মসম্মেলন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ-উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় আসামপ্রদেশে প্রতিষ্ঠানের শাখা—তেজপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের (৮ মাঘ, ২৩ জানুয়ারী মঙ্গলবার হইতে ১০ মাঘ, ২৫ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত), গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের (১৩ মাঘ, ২৮ জানুয়ারী রবিবার হইতে ১৫ মাঘ, ৩০ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত), গুয়াহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের (১৭ মাঘ, ১ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ১৯ মাঘ, ৩ ফেব্রুয়ারী শনিবার পর্য্যন্ত) এবং সরভোগ গৌড়ীয় মঠের (২২ মাঘ, ৬ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে ২৫ মাঘ, ৯ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পর্য্যন্ত) বার্ষিক উৎসব নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। তেজপুর—গোয়ালপাড়া—গুয়াহাটী মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের রথযাত্রাসহ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা এবং সরভোগ মঠে চক্‌চকাবাজার হইয়া দীর্ঘ পথ নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক মঠেই মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। আসামের বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া উক্ত মহদনুষ্ঠানে বিপুলসংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন। রাত্রির বিশেষ ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ। সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে গোয়ালপাড়া মঠে—এড্‌ভোকেট শ্রীপ্রভাত চন্দ্র নাথ, শ্রীনরেনশঙ্কর রাভা, শ্রীহেমচন্দ্র ভরালী ও এড্‌ভোকেট শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ঘোষ, গুয়াহাটী মঠে—শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ (অধ্যক্ষ কটন কলেজ), রিডার ডঃ অমলেন্দু ভট্টাচার্য্য (গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়) এবং সরভোগ মঠে—শ্রীসর্ব্বানন্দ পাঠক, অধ্যাপক শ্রীহীরেন মজুমদার, শ্রীধনেশ্বর নাথ এম্-এ ও অধ্যক্ষ শ্রীদেবীচরণ দাস সভাপতি, প্রধান অতিথিরূপে বৃত হইয়াছিলেন। তেজপুর—গোয়ালপাড়া—গুয়াহাটী মঠের অধিষ্ঠাতৃ বিগ্রহগণের মহাভিষেক কার্য্য এবং সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীব্যাসপূজা উৎসব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের মূল-পৌরোহিত্যে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজের এবং তত্তৎমঠের পূজারীগণের সহায়তায় নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। অভিষেককালে ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ উল্লাসভরে নৃত্য কীর্ত্তন করেন। তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ও গভর্ণিংবডির সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, গোয়ালপাড়া মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন অবধূত মহারাজ, গুয়াহাটী মঠের মঠরক্ষক শ্রীগোবিন্দসুন্দরদাস ব্রহ্মচারী, সরভোগ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ এবং তত্তৎমঠের সেবকগণের নিষ্কপট সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবসমূহ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

তেজপুর গৌড়ীয় মঠে অভিনব ভগবল্লীলা-স্থায়ী-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন ঃ—শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বিগত ৬ মাঘ, ২১ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্নে সংকীর্ত্তন-জয়ধ্বনি-শঙ্খধ্বনিসহ তেজপুর মঠের অভিনব শ্রীভগবল্লীলা প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ তেজপুর মঠের প্রবেশদ্বারের দুইপার্শ্বে মঠপ্রবেশদ্বার হইতে ভিতরে দুই পার্শ্বে, শ্রীমন্দিরের ও নাট্যমন্দিরের চতুস্পার্শ্বে এবং নাট্যমন্দিরের ভিতরে মনোরম মূর্ত্তির সাহায্যে যে ভগবল্লীলোদ্দীপক প্রদর্শনী করিয়াছেন,

তাহা খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। উহার দ্বারা আসামের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে তেজপুর মঠের মহিমা ইতোমধ্যে প্রচারিত হইয়াছে।

১৪ মাঘ, ২৯ জানুয়ারী সোমবার গোয়ালপাড়া সহরে স্বধামগত শ্রীশিবদাস গুহরায়ের শ্রাদ্ধকৃত্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীকান্ত বনচারী ও যোগেশের সহায়তায় সুসম্পন্ন হয়। শ্রীমঠের আচার্য্যদেব সাধুগণসহ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানকালে বৈষ্ণবগণ সংকীর্ত্তন করেন। সায়ংকালে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ হরিকথা বলেন। ৩১ জানুয়ারী শ্রীল আচার্য্যদেব সায়ংকালে কলিতাপাড়াস্থ ভক্ত শ্রীনীরদ দাসের গৃহে এবং অশোকনগরস্থ শ্রীগোলোক চন্দ্র সাহার গৃহে সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

গুয়াহাটী সহরে—২০ মাঘ, ৪ ফেব্রুয়ারী পূর্ণিমা তিথিতে স্বধামগত উপেন্দ্র হালদার প্রভুর গৃহে মধ্যাহ্নে পাঠকীর্ত্তন ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২২ মাঘ, ৬ ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে শ্রীপূর্ণকান্ত গগৈর গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা বলেন। সরভোগে—২৭ মাঘ, ১১ ফেব্রুয়ারী রবিবার মধ্যাহ্নে মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীপ্রিয়মাধব দাসাধিকারীর গৃহে পাঠকীর্ত্তন ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

এইবার আসাম পৌঁছিতে ট্রেনের বিভ্রাট হওয়ায় ১৭ জানুয়ারী কলিকাতা হইতে গুয়াহাটী এক্সপ্রেসে যাত্রা বাতিল করিতে হয়, ১৮ জানুয়ারী কামরূপ এক্সপ্রেসও বাতিল হইয়া যায়। আসামে উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ১৯ জানুয়ারী বিমানযোগে পূর্ব্বাহ্নে ১১ ঘটিকায় গুয়াহাটী পৌঁছিয়া পরদিন বাসযোগে তেজপুরে শুভপদার্পণ করেন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী কলিকাতা হইতে ২০ জানুয়ারী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া গুয়াহাটী পৌঁছিয়া ২১ জানুয়ারী তেজপুরে পার্টীর সহিত যোগ দেন। আগরতলার মঠাশ্রিত ভক্তদ্বয় শ্রীজ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী ও শ্রীসত্যব্রত দাস, নিউদিল্লী হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ ও শ্রীযোগেশ এবং কলিকাতা হইতে শ্রীজীবেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী তেজপুরে আসিয়া পার্টীর সহিত মিলিত হন।

জাগিরোড, নওগাওঁঃ—আসামে নওগাওঁ জেলার অন্তর্গত জাগিরোডস্থ শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরের সদস্যগণের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় এবং উক্ত মন্দিরের পূজারী শ্রীবৈকুণ্ঠ ব্রহ্মচারীর আগ্রহে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সদলবলে রিজার্ভ মিনিবাসযোগে গুয়াহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে ২৯ মাঘ (১৪০২), ১৩ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ন ৯টা ২০ মিঃ যাত্রা করতঃ বেলা ১০টা ৫০ মিঃ-এ শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। সংকীর্ত্তনসহযোগে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমন্দিরে আসিয়া পৌঁছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসেন—পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী (শ্রীঅমরেন্দ্র), শ্রীজীবেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগেশ, শ্রীমাণিক, শ্রীজগবন্ধু দাসাধিকারী, শ্রীজ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী (শ্রীজ্ঞানচন্দ্র দেবনাথ) ও শ্রীসজল দাস। প্রাক্ ব্যবস্থায় সহায়তার জন্য শ্রীভূতভাবনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীসনাতনদাস ব্রহ্মচারী ও ধনুভাঙ্গার শ্রীপার্থসারথি দাসাধিকারী একদিন পূর্ব্বে তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার সেবকসহ শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীযুক্ত কমল দের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। অন্যান্য স্বামীজী ও ব্রহ্মচারিগণের থাকিবার ব্যবস্থা বিভিন্ন স্থানে হয়। শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরে ২৯ মাঘ, ১৩ ফেব্রুয়ারী ও ১ ফাল্গুন, ১৪ ফেব্রুয়ারী রাত্রির সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্-

ব্যতীত ভাষণ দেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ। সভার আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

১ ফাল্গুন, ১৪ ফেব্রুয়ারী বুধবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব সাধু ও ভক্তগণসহ শ্রীভোলারঞ্জন ধর, শ্রীবিমল ভৌমিক ও শ্রীমাণিক লোধ প্রভৃতি সজ্জনগণের গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। শ্রীমন্দিরে রাত্রির সভাশেষে তুলসী পরিক্রমার পর সাধুগণের উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন দর্শন করিয়া সমুপস্থিত নরনারীগণের উল্লাস বর্দ্ধিত হয়। স্থানীয় ভক্তগণের আগ্রহ উল্লাসকর হইলেও জাগিরোড মৎস্য-ব্যবসায়িগণের একটী প্রধান কেন্দ্র হওয়ায় রেলষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরে বাত্যার সাহায্যে কখনও কখনও উক্ত গন্ধ আসিয়া পৌঁছিলে অনভ্যস্ত সাধুগণের তথায় অবস্থান অস্বস্তিকর হয়।

১৫ ফেব্রুয়ারী প্রাতে শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুগণসহ রিজার্ভ মিনিবাসযোগে গুয়াহাটী মঠে ফিরিয়া আসেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব উপলক্ষে কৃষ্ণনগর-সহরে টাউনহলে ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ধর্ম্মসম্মেলন

শ্রীল আচার্য্যদেব ও বিশিষ্ট প্রচারকগণের শুভপদার্পণ

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা-প্রার্থনামুখে, প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের উপস্থিতিতে এবং গভর্ণিং বডির পক্ষে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের উদ্যোগে ও ব্যবস্থায় নদীয়াজেলা-সদর কৃষ্ণনগর শহরে টাউন-হলে ৭ মার্চ্চ, ২৩ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে ৪ ঘটিকায় এবং প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শাখা গোয়াড়ী-বাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ৮ মার্চ্চ, ২৪ ফাল্গুন শুক্রবার সন্ধ্যা ৬·৩০ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হয়। নির্দ্ধারিত বক্তব্যবিষয়—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য'।

শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, কৃষ্ণনগর শ্রীমঠের মঠরক্ষক ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, তেজপুর গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, হায়দরাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, আসামের সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ (নিউদিল্লী) ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পরমার্থী মহারাজ (হাইলাকান্দি, আসাম) দুইদিনব্যাপী ধর্ম্মসভায় তাঁহাদের ভাষণে নির্দ্ধারিত বক্তব্য বিষয়ের উপর প্রচুর আলোকসম্পাত করেন।

ভাষণসমূহের সংক্ষিপ্ত প্রতিপাদ্য-বিষয়—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তত্ত্ববোধের উপর তাঁহার শিক্ষা বৈশিষ্ট্যের অসমোর্দ্ধ্বত্ব উপলব্ধ হইবে। এতদ্বিষয়ে বহুবিধ শাস্ত্র প্রমাণ উদ্ধৃত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা বিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট চারিযুগের চারি অবতার এবং প্রতিযুগের পালনীয় ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট কলিযুগাবতারের রহস্য
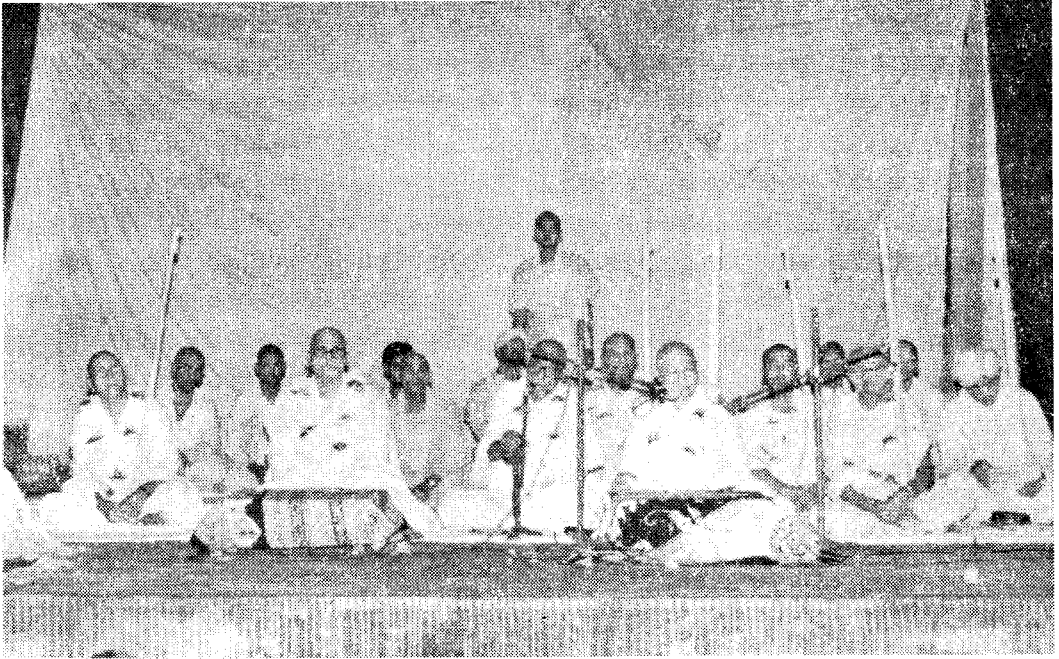
কৃষ্ণনগর টাউনহলে সভা—সম্মুখে মধ্যে উপবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, তাঁহার বামপার্শ্বে শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ডানপার্শ্বে শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ এবং দুইপার্শ্বে অন্যান্য মহারাজগণ

ও উদ্দেশ্য জানিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী দৈন্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"অতিক্ষুদ্র জীব মুঞি নীচ, নীচাচার।
কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু তদুত্তরে বলিলেন—

প্রভু কহে—অন্যাবতার শাস্ত্র দ্বারা জানি।
কলিতে অবতার তৈছে শাস্ত্র দ্বারা মানি॥
সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র-প্রমাণ।
আমা সবা জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা জ্ঞান॥
অবতার নাহি কহে আমি অবতার।
মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার॥
স্বরূপ-লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ।
এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ॥
আকৃতি, প্রকৃতি, স্বরূপ—স্বরূপ লক্ষণ।
কার্য্যদ্বারা জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ॥

ব্যাসাভিন্নবিগ্রহ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে এই বিষয়ে ৩টী শ্লোকে ইসারা করিয়াছেন—

'আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥'

সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব-বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য এবং তদ্‌পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ দার্শনিক সিদ্ধান্তের অসমোর্দ্ধত্ব বহুবিধ শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিসহ প্রতিপাদিত হয়।

অধুনা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সমগ্র পৃথিবীর সুধীজন কর্তৃক সমাদৃত হইয়া দ্রুতগতি বিস্তার লাভ করিতেছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ প্রত্যহ বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা সাধু ও অতিথিগণের সুষ্ঠু সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সকলেই কৃষ্ণনগর মঠের নবনির্ম্মিত মনোরম দ্বিতল ভবন দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের নিষ্কপট সেবা-প্রচেষ্টায় উহা সম্ভব হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে মছলন্দপুরে, দুর্গাপুরে এবং হলদিয়ায়
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য

বেতপুল-মছলন্দপুর (উত্তর ২৪ পরগণা) ঃ— মছলন্দপুর ডাকঘরের অন্তর্গত বেতপুলনিবাসী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ দাসাধিকারীর (শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ দেবনাথের) বিশেষ আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে আসামে প্রচারান্তে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ ৭ ফাল্গুন, ২০ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার রিজার্ভ জীপগাড়ীতে অপরাহ্নে কলিকাতা হইতে যাত্রা করতঃ সন্ধ্যার প্রাক্কালে বেতপুলে আসিয়া শুভ-পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। কলিকাতা হইতে যাত্রার পর মাঝপথে রাস্তায় বর্ষা হওয়ায় জীপের উপরের বিছানাপত্র ভিজিতে পারে আশঙ্কায় আবরণের জন্য কিছু সময় অতিবাহিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রী-শ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগেশ ও আগরতলার শ্রীজ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী। শ্রীমায়াপুরের ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণপদ দেবনাথ, কয়াডাঙ্গা-কল্যাণগড়ের সস্ত্রীক শ্রীশান্তিরঞ্জন দত্ত, অশোকনগরের স্ত্রী-পরিজনবর্গসহ শ্রীভদ্রভূষণ হালদার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। উক্ত দিবস রাত্রিতে শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ দাসাধিকারীর গৃহেই ধর্ম্মসভা হয় এবং সকলে তাঁহার গৃহেই অবস্থান করেন। তাঁহার গৃহে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দের নিত্য পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

পরদিন অনন্তবাবুর পুত্রের নব-গৃহপ্রবেশানুষ্ঠান পূর্ব্বাহ্নে যথাবিহিতভাবে শ্রীগুরুপূজাও সংকীর্ত্তনসহ সুসম্পন্ন হয়। অনন্তবাবুর প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব কএক মূর্ত্তি ব্রহ্মচারী সাধুসহ নবগৃহে রাত্রিতে অবস্থান করিয়াছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারী নবগৃহেই সভার আয়োজন হইয়াছিল। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে মহোৎসবে কএকশত ভক্ত মহাপ্রসাদ সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ দাসাধিকারী ও তাঁহার পরিজনবর্গের বৈষ্ণবসেবা-প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। শ্রীল আচার্য্যদেব ৯ ফাল্গুন, ২২ ফেব্রুয়ারী বেতপুল হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে রাস্তায় শ্রীভদ্রভূষণ হালদারের বিশেষ প্রার্থনায় তাঁহার গৃহে পদার্পণ করতঃ কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়াছিলেন।

দুর্গাপুর (বর্দ্ধমান) ঃ—অবস্থিতি ঃ ৯ ফাল্গুন, ২২ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ১১ ফাল্গুন, ২৪ ফেব্রুয়ারী শনিবার পর্য্যন্ত।

দুর্গাপুর কেমিক্যাল কলোনিস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীনন্দনন্দন দাসাধিকারীর (শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দে মহোদয়ের) বিশেষ আগ্রহে ও প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচার-পার্টী সহ ৯ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার মছলন্দপুর হইতে পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটিকায় কলিকাতা মঠে পৌঁছিয়া মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবনান্তে পুনঃ কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া হাওড়া হইতে বেলা ১-২০ মিঃ-এ লোকেল গাড়ী ধরিয়া বেলা ৩-৩০টা পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছেন। বর্দ্ধমান হইতে মালপত্রসহ ওভারব্রিজ পার হইয়া দুর্গাপুর লোকেল গাড়ী ধরিতে সকলের খুবই কষ্ট হয়। গাড়ীতে অত্যন্ত ভীড় ছিল, এক-ঘণ্টা বিলম্বে গাড়ী ছাড়ে। সন্ধ্যার পরে দুর্গাপুরে সকলে উপনীত হইলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। দুর্গাপুর ষ্টেশন হইতে মটরযানযোগে সাধুগণ নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান কেমিক্যাল কলোনিস্থ দ্বিতল অতিথিভবনে আসিয়া পৌঁছেন। শ্রীকান্ত বনচারীর বিছানা খুঁজিয়া না পাওয়ায় পুনঃ নন্দনন্দন দাসাধিকারী রেলষ্টেশনে যাইয়া বিছানা লইয়া আসেন। প্রচারপার্টীর সহিত কলিকাতা হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীদীনবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী ও পুণ্যশ্লোক দাস অশোক-নগর হইতে আসিয়াছিল। আনন্দপুর হইতে শ্রীবিশ্বনাথ দে আসিয়া যোগ দেন। শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রাক্ ব্যবস্থাদিবিষয়ে সহায়তার জন্য কএকদিন পূর্ব্বেই তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। বিভিন্ন স্থান হইতে পুরুষ-মহিলা ভক্তগণও আসিয়াছিলেন। অতিথিভবনে প্রথমে জল পাওয়া গেলেও পরে জলকষ্ট হয়। নিকটে নদী প্রবাহিত ছিল, তাহাতেই গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারিগণ স্নান-শৌচাদিতে যাইতেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

Pin

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষান্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ—৫ম সংখ্যা

আষাঢ়, ১৪০৩

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৬শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ় ১৪০৩
১৫ পুরুষোত্তম, ৫১০ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আষাঢ়, রবিবার, ৩০ জুন ১৯৯৬ | ৫ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

সাধ্যসাধনতত্ত্ব

শ্রীনন্দনন্দনের সেবাই সকল সাধ্য-সাধন-শ্রেষ্ঠ
পারকীয়বাদেই কৃষ্ণপ্রীতি স্বাভাবিকী

["কীর্ত্তনই আমার একমাত্র কৃত্য" বলিয়া প্রভুপাদ বলিলেন,—] "যে গানটী শুন্‌লেন, 'ভজহুঁরে মন, শ্রীনন্দনন্দন, অভয়চরণারবিন্দরে'—সেই শ্রীনন্দনন্দনের সেবাই—সকল সাধন-সাধ্য শ্রেষ্ঠ" । [কথাপ্রসঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানাপ্রকার দার্শনিক মতবাদ এবং অন্যান্য সৎসম্প্রদায়ের উপাস্য-তত্ত্বের সম্বন্ধে ধারণা কিরূপে মহাপ্রভুর প্রচারে নির্দ্দোষ ও পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, তাহা দেখাইলেন । শ্রীনন্দনন্দনের উপাসনাই উপাসনার পরাকাষ্ঠা । প্রভুপাদ আরও বলিলেন,—] "পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য যদি তাঁ' হ'তে সরিয়ে নেওয়া যায়, তবে স্বকীয়বাদ ন্যূনাধিক বিপন্ন হয় । পরমেশ্বরের যে ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধা হ'য়ে রুক্মিণীদেবী দ্বারকেশকে পতিত্বে বরণ করেন, দ্বারকেশ যদি সেই ঐশ্বর্য্য সঙ্গোপন করেন, তা' হ'লে রুক্মিণীদেবীর পরমেশ্বরীত্বের সঙ্গোপনে ঐশ্বর্য্যময় দাম্পত্য শ্লথ হয় । গোপললনাগণ নন্দনন্দনের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁ'কে কান্তরূপে বরণ করেন নাই—কৃষ্ণের কোনও ঐশ্বর্য্য ব্রজবামাগণকে আকৃষ্ট করে নাই । কৃষ্ণের প্রতি তাঁ'দিগের প্রীতি স্বাভাবিকী । কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়পরিতর্পণ-কামনাই তাঁ'দিগের একমাত্র অভিলাষ এবং সেই অহৈতুকী কামনাই কৃষ্ণকে কান্তরূপে বরণ ক'রেছে । [পরে প্রভুপাদ বলিলেন,—] "এই সকল কথার গ্রাহকের পরিমাণ খুবই কম । জীবের সৌভাগ্যের তারতম্যের উপর এই কথা গ্রহণ ক'রবার যোগ্যতা হয় । কেহ বা এক জন্মে, কেহ বা দুই জন্মে, কেহ বা শত শত জন্মে, আবার কেহ বা সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ জন্ম পরেও এই কথায় রুচি লাভ করে না ; কিন্তু এই প্রকৃত বাস্তব সত্যের প্রতিবাদ ক'রবার

কোন যুক্তি, তর্ক বা মতবাদ জগতে কোনও কালে থাকা একেবারেই উচিত নয়।"

[প্রশ্ন হইল—বহুদিন ধরিয়া গৃহস্থালীতে মজিয়া থাকায় যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, কোন্ সহজ উপায়ে তাঁহাদের চিত্ত স্থির হয় ?]

চিত্তচাঞ্চল্য দূর করিবার উপায়

[প্রভুপাদ বলিলেন,—] "সর্ব্বে মনোনিগ্রহ-লক্ষণান্তাৎ—সকল সাধন-ভজনের উদ্দেশ্য মনোধর্ম্ম বা মনের চাঞ্চল্য নিরাস ক'রে আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারাই মন নিগৃহীত হ'তে পারে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি পন্থায় মনের সাময়িক স্তব্ধভাব পুনরায় প্রতিক্রিয়া এনে মনকে অধিকতর চাঞ্চল্য-সাগরে পাতিত করে। এবিষয়ে দীর্ঘকাল হিরণ্য ও কশিপুর সেবারত হিরণ্যকশিপুর মূর্ত্তপ্রতীক অসুরবর্য্যের প্রতি প্রহলাদ মহারাজার উপদেশই মনের চাঞ্চল্য নিরাস ক'রবার একমাত্র উপায় ও উপেয়। * * * ।"

ভগবৎসেবামুখে দুঃসঙ্গ-ত্যাগ ইষ্টলাভের উপায়

[প্রভুপাদ বলিলেন,—] "দুঃসঙ্গ ত্যাগ—ভাগবতের বিচার। উহা সাধকের ইষ্টপ্রাপ্তির উপায়। তবে আমরা যে ক্ষেত্রে পরমেশ্বরকে বাদ দিয়ে—তাঁর সেবা বাদ দিয়ে কেবলমাত্র আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের সাময়িক সুখের জন্য অপর ভোগি-সম্প্রদায়ের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত করি, সে ক্ষেত্রে আমাদিগকে অধিকতর ঈশ্বর-বিমুখ করিয়ে জন্ম-জন্মান্তর নিরীশ্বর ভোগী হ'বার সুযোগ প্রদান করে।"

নামাশ্রয়েই গৌরকৃপালাভ

"বৈকুণ্ঠ-ভগবানের সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। জগতে অবৈকুণ্ঠ রাজ্যে যে সকল বস্তুর পশ্চাতে জীবসকল ধাবিত হয়, সে সকলই জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গাধীন। অসতে অনিত্যে 'সত্য-নিত্য' বুদ্ধি ক'রে সুখের বিনিময়ে দুঃখই মানবের ভাগ্যে ঘ'টে থাকে ; কিন্তু মানব যখন বুদ্ধিমান্ হয়, দেখে শুনে চতুর হয়, তখন সাধুসঙ্গে সেই অশোক, অভয়, অমৃতাধার ভগবানের পাদপদ্ম-সেবায় জীবন উৎসর্গ করে। শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবাই জীবের সাধ্য-পরাকাষ্ঠা। শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর আপামরকে সেই সেবাশ্রী প্রদানের জন্যই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। শ্রীনামাশ্রয় দ্বারা সেই কৃপা লব্ধ হয়, এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই। * * * ।

'ভক্তিধর্ম্ম গৃহে গৃহে দেশে দেশে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। তবে আমরা যে ভোগ ও ত্যাগের ধারণা রাখি, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেইরকম 'ভোগ ও ত্যাগ' উভয়কেই বর্জ্জন ক'রতে বলেছেন। চক্ষু, কর্ণ, নাসাদির দ্বারে জড় রূপ শব্দ ও গন্ধাদির গ্রহণই ভোগ। এই ভোগে আপাততঃ ক্ষণিক সুখ থাকলেও পশ্চাতে দুঃখের পরিমাণ সুখ অপেক্ষা অনেক বেশী। এই কারণে ভোগ অপেক্ষা ত্যাগেরই আদর।"

ভোগ ও ত্যাগের বিচার

"ত্যাগ বা বিরাগ বড়ই ভাল। কিন্তু যে বিরাগে —ত্যাগে—'নেতি' 'নেতি' করে ত্যাগ ক'রতে ক'রতে শেষে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হ'য়েছেন, সে ত্যাগ ঐ ভোগেরই আর একটা দিক্। জগৎকে যাঁরা 'মিথ্যা' বলেন, কাকবিষ্ঠার ন্যায় জ্ঞান করেন, তাঁদের বিচার ভ্রান্তি-পরিপূর্ণ। কেননা, তা'তে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সৃষ্ট্যাদি শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। বিশ্ব—সত্য, বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই নশ্বর ধর্ম্মযুক্ত—এই বিচারই বেদান্তবিদ্‌গণের একমাত্র সুষ্ঠু বিচার।

ভোগ যেমন বস্তুতে ভগবানের অন্তর অবস্থান দেখ্‌তে দেয় না, ভোগীকে ভোগ দিয়ে ভোক্তা সাজায়, ত্যাগও সেই প্রকার সকল বস্তুই যে ভগবানের সেবোপকরণ, তা' বুঝ্‌তে অবসর দেয় না ভগবৎসম্বন্ধী বস্তুর প্রতি অবজ্ঞা আনয়ন করে। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবারাণসী-ক্ষেত্রে শ্রীল সনাতন গোস্বামীপ্রভুকে শিক্ষাদানকালে 'ভোগ ও ত্যাগ' সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ও সুকৌশল পূর্ণ দু'টি শ্লোক ব'লেছেন ;—তাহাই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু লিপিবদ্ধ ক'রেছেন—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥ ১ ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥২॥"

বিষয়সমূহই বিশ্বের বৈভব। সেইরূপ বিষয়-সমূহ আবার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গতি। সুতরাং ইন্দ্রিয়বর্গ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সকল কখনই পরাঙমুখ হ'বে না বা বিরতি লাভ ক'রবে না। যদিও মাঝে মাঝে বাহ্য ইন্দ্রিয়কুল সংযত ক'রে বিরাগবিশিষ্ট জনগণ বাইরে বৈরাগী সেজে থাকেন, তথাপি ইন্দ্রিয়-বর্গের রাজা মন, ত'ার মানস ইন্দ্রিয় দ্বারে সকলের অজ্ঞাতসারে বিষয়ভোগেই বিভোর হ'য়ে থাকে। আবার যদি কেউ বৈরাগ্য লাভের জন্য বিষয়গ্রহণের দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়সমূহের বিনাশ সাধনে নিযুক্ত হন, তা' হলে বৈরাগ্যলাভের পূর্ব্বেই ইন্দ্রিয়বিয়োগ দুঃখ ঐ বৈরাগী'কে ব্যথিত ক'রে ফেলে। সুতরাং শ্রীচৈতন্য-দেবের বিচারে বিষয়ীরও বিষয়ের স্বরূপ-বিষয়ক বিজ্ঞানেরই আদর দেখা যায়।"

সংক্ষেপে সম্বন্ধজ্ঞান

"আমরা দেহী। আমরা দেহ নই,—দেহ আমাদের সম্পত্তি। সেই দেহ দুই প্রকার,—স্থূল ও সূক্ষ্ম। ক্ষিত্যাদি-নিম্মিত বাহিরের দেহ—স্থূল, আর মনবুদ্ধি অহঙ্কার নিম্মিত ভিতরের বাসনাময় দেহ সূক্ষ্ম। দেহী বা যা'র দেহ, সেই আত্মা ঐ দুই প্রকার আবরণের অভ্যন্তরে অবস্থিত। সেই আত্মা জড় দেহ বা সূক্ষ্ম দেহের ন্যায় জড় বস্তু নয়—চৈতন্য বস্তু—অমিত পরমচৈতন্যপূর্ণ বিভু-চৈতন্য ভগবানের অণুমিত অংশমাত্র। সেই অণুচৈতন্য আত্মা যখন নিজের কথা—স্বরূপের কথা স্মরণ রাখেন, তখন তিনি এই জড় জগতের জড় বিষয়ভোগে প্রমত্ত হন না। বরং বস্তুর অভ্যন্তরে—বিষয়ের অন্তরে স্বীয় প্রভুকে বিরাজিত দেখে কৃষ্ণকার্ষ্ণময় দর্শনে মহা-ভাগবতের লীলা করেন। আর যখন দুর্ভাগ্যক্রমে—দুর্দ্দৈববশতঃ স্বরূপের রূপে আকৃষ্ট না হ'য়ে বিরূপকে—বাহ্য দেহদ্বয়কে 'আমি' ব'লে অভিমান করেন, তখনই সেই বদ্ধ আত্মা ইন্দ্রিয়সমাবিষ্ট জড় দেহ-দ্বারে জড় বিষয়ভোগে ভোগী হয়ে পড়েন।

এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীরূপ-প্রভুকে শিক্ষা দিবার পূর্ব্বেই বারাণসীর দশাশ্ব-মেধ ঘাটে শ্রীল সনাতন-প্রভুকে সম্বন্ধজ্ঞানের বিজ্ঞান বলেছেন। কাশী তখন জ্ঞানকাণ্ডীয়—শুষ্ক জ্ঞান-লোচনাকারিগণের বসতিস্থল। সকলেই নিত্য, শুদ্ধ, সনাতন আত্মার ধ্বংস চেষ্টায় ব্রহ্মৈক্যবাদ বিতণ্ডায় বিব্রত। এ হেন বিপদ্—মহা বিপদের হস্ত হতে উদ্ধার ক'রতে পরমোদার গৌরসুন্দর প্রথমে 'আমি' বিচার—আত্মার বিচার—জীবস্বরূপের সঙ্গে সঙ্গে পরস্বরূপ বা ভগবৎস্বরূপের বিচার উত্থাপন করলেন। এই বিচার বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'তে না পারলে সকলের সকল বিচার কুবিচারে পরিণত হ'য়ে সর্ব্বা-নর্থ—অনর্থ হ'তেও অনর্থের উৎপত্তি হয়।"

(ক্রমশঃ)

তত্ত্বসূত্র—সিদ্ধান্ত প্রকরণম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৬৫ পৃষ্ঠার পর]

কাম্যেতরভক্তির্নশস্তা চিত্তবিক্ষেপত্বাদনিত্য ফলত্বাচ্চ ॥ ৪৭ ॥

ননু কর্ম্মমার্গেপি পিতৃদেবাদ্যুপাসনস্যাপি বহুবিধ শ্রেয় সম্পাদকত্বাৎ কথং সর্ব্বথৈব কর্ম্মণোহশ্রেয়স্তু-মুচ্যতে ইত্যাশঙ্ক্যায়ামাহ কাম্যেতি। কাম্যা কামফল নিমিত্তকা ইতরভক্তি পরমেশ্বরাদিতরেষু জীবকোট্যন্ত-র্গতেষু ভক্তির্ভগবদ্ ভক্তানাং ন প্রশস্তা চিত্তবিক্ষেপত্বাৎ বহুবিধ দেবতা কাণ্ড শ্রুতিস্মৃতিপর্য্যালোচনয়া তত্তৎ পিতৃদেবাদিনাং তত্তৎ বিধি নিয়মানুসারেণ যজন পূজনাত্মক গুরুতর নানা কর্ম্মানুষ্ঠানেন চিত্তবিক্ষেপ-কারণত্বাৎ বহুবিত্তব্যায়াসং রাজসং কর্ম্ম তন্যাতে। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনামিতি গীতা-বাক্যাৎ। অনিত্য ফলত্বাচ্চ কৃষিবাণিজ্যবৎ অল্প-কালোপভোগ্য-সুখপ্রদত্বাৎ ঐহিক ধনপুত্রাদি পার-লৌকিক পিতৃদেবলোকাদি বিনশ্বরফলপ্রদত্বাৎ ইতি ভাবঃ। অগ্নিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজত। তদ্যথেহ

কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ইত্যাদি শ্রুতেঃ। যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোপি মাং ইতি স্মৃতেঃ।

ভগবত্তত্ত্ব প্রকরণে দৃষ্ট হয় যে ভগবানই এক-তত্ত্ব, কিন্তু তদধীন চিৎ ও অচিৎ এই দুইটী পদার্থ আছে। এই সূত্রে যে 'ইতর' শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা চিৎ ও অচিৎ পদার্থবোধক। ভক্তি রাগস্বরূপা এবং যদিও ইহার একটী শাখাবৃত্তি চিৎ পদার্থসমুদায়ে ব্যাপ্ত আছে, তথাপি ইহার মূলবৃত্তি পরমতত্ত্বাশ্রয়া জানিতে হইবে। যদি কোন চিৎ পদার্থে ভ্রমানন্দবশতঃ ঐ মূলবৃত্তি উপগত হয়, তাহা হইলে তাহাকে কাম্য ও ইতর ভক্তি কহা যায়। ঐ কাম্য ও ইতর ভক্তি প্রশস্ত নহে, যেহেতু তদ্দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ ও অনিত্য ফলের উদয় হয়। এ বিষয়ে জীবের সর্ব্বদা সাবধান থাকা উচিত। অতএব গীতোপনিষদি,—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥
যেঽপ্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥

চিৎ বা অচিৎ যে কোন পদার্থকেই পূজা করুক না কেন, সমস্ত পূজার উদ্দেশ্যই ভগবান্ যেহেতু ঐ সকল কামী মনুষ্যের কামনা সিদ্ধকরণে কেবল ভগবানেরই সামর্থ্য আছে। এজন্য ঐ সমস্ত পূজা দ্বারা ভগবৎপূজাই হয়, কিন্তু ভগবানের পূজা নির্গুণ অতএব ঔপাধিক পূজা অবিধি হওয়ায় ভগবৎপূজার ফল যে নিরুপাধিক প্রেম তাহা লাভ হয় না, কেবল দেবলোক, পিতৃলোক প্রভৃতি সামান্য ফলের লাভ হয়। এ প্রযুক্ত সমুদায় কাম্যভক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্ভজনই কর্ত্তব্য।

পরব্রহ্মের ভজনে সর্ব্বজীবেরই অধিকার আছে। কেবল সাধকের চিত্তের মলিনতা প্রযুক্ত ভগবানের আবির্ভাব পঞ্চ প্রকারে প্রসিদ্ধ। শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব এই পঞ্চ প্রকার ভগবদুপাসনা সাধকের সংস্কারক্রমে হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রথমে জড়পদার্থ, তদন্তে জড়ের মধ্যে যে ক্রিয়াশক্তি উত্তাপরূপী সূর্য্য, তদন্তে চেতনাধিষ্ঠান নর-গজ-বিশেষ গণেশ দেবতা, তদন্তে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যাপক আত্মারূপী শিব এবং সর্ব্বাবশেষে জীব ও অজীবের অতীত অতুল্য সচ্চিদানন্দরূপ পরমাত্মা বিষ্ণু সেবিত হন। সন্দিহান হইতে পরতত্ত্বজ্ঞ পর্য্যন্ত সকলেই পরব্রহ্ম ভজনে অধিকারী। রাগের নির্ম্মলতা ও উন্নতিই উপাসনার লক্ষণ। অতএব সর্ব্বজীবের স্বতন্ত্র সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের উপাসনা করা উচিত। কাম্যেতররূপ অন্য প্রকার উপাসনায় আবদ্ধ থাকিলে কখনই শ্রেয়ঃ সাধন হইবে না। কোন সময় অন্য দেবভজনরূপ সুদরাচার করিলেও কৃষ্ণভজনরূপ পরম সদাচারের অনধিকারী হয় না ; গীতায়াং—অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব সমন্তব্য সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

কৃষ্ণভজনেও অনন্ত অবস্থা আছে। প্রথম শ্রদ্ধার অঙ্কুর হইতে অনন্ত মহাভাব পর্য্যন্ত অবস্থার সীমা নাই। ঐ সকল অবস্থায় পরানুশীলন ও প্রত্যাহার দ্বারা ক্রমশঃ উন্নতি সাধিত হয়। এই অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে অধিকার বিচার আছে জানিতে হইবে। কৃষ্ণভজনে যে সকলের অধিকার আছে ; তাহা রূপগোস্বামী কহিয়াছেন যথা,—

শাস্ত্রতঃ শ্রূয়তে ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা।

সকলেরই অধিকার আছে বলিয়া যে ইহাকে লঘু মনে করিতে হইবে, এরূপ নহে। যেহেতু অন্যান্য শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানও এই নিরুপাধি ভগবদ্ভক্তির নিকট ক্ষুদ্র ; ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ,—

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তি সুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি ॥

তথাচ তন্ত্রে,—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধন সাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা ॥

অধিকারী বিচারে অক্ষম-লোকদিগকে ক্রমশঃ উত্তোলন করিবার অভিপ্রায়ে প্রতি অবস্থার সিদ্ধান্তকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রকারেরা মীমাংসা করিয়াছেন। তন্মধ্যে যথার্থরূপে কোন্ সিদ্ধান্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্র-

কারদিগের বিশ্বাস ছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করণাভিপ্রায়ে সূত্রকার কহিয়াছেন,—

প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ভাগবতসিদ্ধান্ত এব গরীয়ান্
বিজ্ঞানময়ত্বাৎ সর্ব্বসিদ্ধান্তাশ্রয়ত্বাচ্চ ॥ ৪৮ ॥

নন্বস্মিন্ সিদ্ধান্ত প্রকরণে কো বা সিদ্ধান্ত শ্রেষ্ঠতয়া বিচারিত ইত্যপেক্ষায়ামাহ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যামিতি। সর্বার্থনির্ণয়মূলভূত প্রমাণাভ্যাং প্রত্যাক্ষানুমানাভ্যাং ভাগবত সিদ্ধান্ত এব সর্ব্বসিদ্ধান্তেভ্যো গরীয়ানিত্যবগম্যতে। তত্র ভাগবত সিদ্ধান্তো নাম ভগবতা মহাভারতে অর্জুনং প্রতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবং প্রতি চতুঃশ্লোক্যা ব্রহ্মাণং প্রতি উপদিষ্টো যঃ সিদ্ধান্ত স এব ভাগবত শাস্ত্রস্য জন্মাদ্যস্য যত ইত্যুপক্রম্য নমামি হরিং পরম্ ইত্যুপসংহারেণ নানোপাখ্যান প্রশ্নোত্তরা-দিভির্নির্দ্ধারিত সোপি ভাগবতানাং ভগবদ্ভক্তানাং স্বতঃসিদ্ধপ্রত্যয়েন নিশ্চিত সিদ্ধান্তঃ গরীয়ান্ গুরুতরঃ। কর্ম্মজ্ঞানাদিবাদীনাং সিদ্ধান্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠতর ইত্যর্থঃ বিজ্ঞানময়ত্বাৎ বিশুদ্ধজ্ঞানয়ত্বাৎ সর্ব্বসিদ্ধান্তাশ্রয়ত্বাচ্চ সর্ব্বস্মিন্ দেশে সর্ব্বেষামপ্রাকৃত বুদ্ধিবিবেকশালিনাং মহাজনানাং সর্ব্বস্মিন্ কালে ভূতা ভবন্তিচ ভাবিনো বা যে সিদ্ধান্তো স্তদাশ্রয়ত্বাৎ তন্মূলভূতত্বাৎ ভাগবতসিদ্ধান্তস্য সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠত্বমিতি ভাব। অতএব দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাং উপযান্তি তে ইতি শ্রীভগবতোক্তং। সর্ব্ববেদান্ত সারং তৎ শ্রীভাগবতমিষ্যতে তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ কৃচিদিতি শ্রীসূতোক্ত্যা।

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনির পূতচরিত্র শ্রীমদ্‌ভাগবত-শাস্ত্রে, বিষ্ণুপুরাণে, মহাভারতে প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

'ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোহল্পমেধসঃ ॥'
—ভাঃ ১।৩।২১

'তৎপরে ভগবান্ শ্রীহরি সপ্তদশাবতারে মানবকুলকে অল্পপ্রজ্ঞ দেখিয়া পরাশর হইতে সত্যবতীর গর্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপে অবতীর্ণ হইয়া মানবের কল্যাণের নিমিত্ত বেদবৃক্ষের বিভিন্ন শাখা বিস্তার করিয়াছিলেন।'

'বিচিত্রবীর্য্যশ্চাবরজো নাম্না চিত্রাঙ্গদো হতঃ।
যস্যাং পরাশরাৎ সাক্ষাদবতীর্ণো হরেঃ কলা ॥'
—ভাঃ ৯।২২।২১

'চিত্রাঙ্গদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্য। চিত্রাঙ্গদ চিত্রাঙ্গদ-নামধারী জনৈক গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক নিহত হন। উক্ত দাসকন্যা সত্যবতীর গর্ভে পরাশরের ঔরসে ভগবদংশ-সম্ভূত বেদপ্রবর্ত্তক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সংজ্ঞক বেদব্যাস আবির্ভূত হন।'

আশুতোষদেবের নূতন বাংলা অভিধানে 'চরিতাবলী' শীর্ষক শিরোনামায় মহাভারতে বর্ণিত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনির চরিত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ঃ—

'মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণ প্রণেতা এবং বেদবিভাগকর্ত্তা মুনি। তিনি কৃষ্ণদ্বীপে ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধার (সত্যবতীর) গর্ভে পরাশরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণদ্বীপে জন্মগ্রহণ করাতে তাঁহার নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবং বেদবিভাগ করাতে তাঁহার নাম বেদব্যাস হয়। তাঁহার ঔরসে বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীদ্বয়ের গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর এবং দাসীগর্ভে বিদুরের জন্ম হয়। তাঁহার বরে সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের বিবরণ বলেন। তাঁহারই যোগ-প্রভাবে কুরুস্ত্রীগণ যুদ্ধের পর মৃত আত্মীয়গণকে দেখিতে পায়। তিনি গণেশকে মহাভারত লিখিতে আমন্ত্রণ করিলে গণেশ বলেন যে, কোন সময়ে তাঁহার লেখা বন্ধ হইলে তিনি আর লিখিবেন না এবং না বুঝিয়া কিছুই লিখিবেন না। এইজন্য ব্যাসদেব মহাভারতের স্থানে স্থানে ব্যাসকূট

নামে দুর্ব্বোধ্য শ্লোক সকল রচনা করিয়াছেন।'

'বেদং ব্যাসতি পৃথক্‌করোতীতি বি-অস-অণ্। মুনিবিশেষ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামক প্রসিদ্ধ বেদবিভাগ-কর্ত্তা। ইঁহার নামনিরুক্তি—

"বেদমেকং চতুর্ভেদং কৃত্বা শাখাশতৈর্বিভুঃ।
করোতি বহুলং ভূয়ো বেদব্যাসস্বরূপধৃক্॥
দ্বাপরেতু যুগে বিষ্ণুর্ব্যাসরূপী মহামুনে।
বেদমেকং স বহুধা কুরুতে জগতো হিতঃ॥
যয়া চ কুরুতে তন্বা বেদমেকং পৃথক্ প্রভুঃ।
বেদব্যাসাভিধানা তু সা সা মতির্মধুদ্বিষঃ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ)

এক বেদকে যিনি শতশাখাযুক্ত চারিভাগে বিভাগ করিয়াছিলেন, তিনি বেদব্যাস নামে অভিহিত।

ইনি সাধারণতঃ মাঠর, দ্বৈপায়ন, পারাশর্য্য, কানীন, বাদরায়ণ, ব্যাস, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, সত্যভারত, পারাশরি, সত্যব্রত, সত্যবতীসুত, সত্যরত নামেও পরিচিত।' (বিশ্বকোষ)

মহাভারতের আদি পর্ব্বের অন্তর্গত সম্ভোগপর্ব্বে বেদব্যাসমুনির আবির্ভাব এবং তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্মকথা বর্ণন—তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—পূর্ব্বকালে জমদগ্নিকুমার পরশুরাম পিতার বধে ক্রুদ্ধ হইয়া পরশুদ্বারা হৈহয় দেশের অধিপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহস্রবাহু ছেদন করিয়া তাহাতেও শান্ত না হইয়া পুনর্ব্বার রথারোহণে বহির্গত হইয়া মহাস্ত্র প্রয়োগের দ্বারা একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। এইরূপে ভূলোক নিঃক্ষত্রিয়া হইলে ক্ষত্রিয়পত্নীগণ বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। বেদশাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দেশিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি পাণিগ্রহণ করে তাহার ক্ষেত্রে যে সন্তান হয়, সেই সন্তান ক্ষেত্রেরই হয়। অতএব ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়াই ক্ষত্রিয়পত্নীরা ব্রাহ্মণগণের সংসর্গে উপগতা হইলে ক্ষত্রিয়গণের পুনর্ব্বার উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বকালে উতথ্য নামক ঋষির পরম প্রিয়তমা 'মমতা' নাম্নী এক ভার্য্যা ছিল। উতথ্যের কনিষ্ঠভ্রাতা দেবগণের পুরোহিত বৃহস্পতি। তৎকালে উতথ্যতনয় 'মমতার' গর্ভস্থ থাকিয়া ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিতেছিলেন। মমতার গর্ভে বৃহস্পতির পুত্রোৎপাদনে ইচ্ছা হইলে গর্ভে দুইপুত্রের অবস্থান সম্ভব নহে বলিয়া মমতা উক্তকার্য্য সমর্থন করিলেন না। বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ-হইয়া উতথ্যপুত্রকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, 'তুমি দীর্ঘতমেতে প্রবিষ্ট হও, অন্ধ হও।' তাহাতে মমতা হইতে বৃহস্পতির তুল্য মহাতেজস্বী ঋষি জন্মগ্রহণ করিলেন, তিনি 'দীর্ঘতমা' নামে বিখ্যাত হইলেন। বেদজ্ঞ জন্মান্ধ দীর্ঘতমা বিদ্যাবলে 'প্রদ্বেষী'-নামে ব্রাহ্মণীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইলেন। ঋষি দীর্ঘতমা পত্নীতে গৌতম প্রভৃতি পুত্রোৎপাদন করিলেন। কিন্তু গৌতমাদি পুত্রগণ সকলেই লোভ ও মোহে অভিভূত ছিল। এইজন্য বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ দীর্ঘতমা কামধেনু হইতে পুত্রোৎপাদনে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু আশ্রমবাসী মুনিগণ দীর্ঘতমার উক্ত মর্য্যাদা-লঙ্ঘন কার্য্য সমর্থন করিতে না পারায় তাঁহাকে আশ্রম হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। দীর্ঘতমার পত্নীও পুত্রলাভ হেতু অন্ধপতির প্রতি পরিতুষ্টা ছিলেন না। দীর্ঘতমা একদিন পত্নীর অসন্তোষের ও বিদ্বেষ আচরণের কারণ কি? জিজ্ঞাসা করিলে, তদুত্তরে প্রদ্বেষী বলিলেন—'পতি ভার্য্যার ভরণ পোষণ করেন এই নিমিত্ত তাহাকে ভর্ত্তা বলা হয় এবং পালন করেন বলিয়া তাঁহাকে পতি বলা হয়। আমি চিরকাল তোমার জন্মান্ধতার দরুণ তোমার ও তোমার পুত্রগণের ভরণ পোষণ করিয়া শ্রমাতুরা হইয়াছি। এক্ষণে আর ভরণ পোষণ করিতে পারিব না।' দীর্ঘতমা পত্নীর বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন—'লোক-মর্য্যাদা স্থাপনের জন্য নারী একমাত্র পতিতেই যাবজ্জীবন পরায়ণ থাকিবেন। সেই একমাত্র পতি জীবিত হউক বা মৃত হউক অন্য পতিকে আশ্রয় করিতে পারিবে না।' ব্রাহ্মণী পতির বাক্যে কোপান্বিতা হইয়া পুত্রগণের দ্বারা বৃদ্ধ-অন্ধ-পতিকে গঙ্গায় ভাসাইয়া দিলেন। গঙ্গায় ভাসিতে ভাসিতে বিপ্র ধার্ম্মিকবর রাজা বলির রাজ্যে আসিলে বলি তাঁহাকে নিজগৃহে আনয়ন করিলেন এবং পুত্রলাভের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। দীর্ঘতমা সম্মত হইলে রাজা রাজমহিষীকে তৎসন্নিধানে উপগতা হইতে বলিলে রাজমহিষী না যাইয়া দাসীকে প্রেরণ করিলেন। সেই দাসীর গর্ভে কাক্ষীবদাদি

এগার পুত্র উৎপন্ন হইল। পুত্রগণকে অধ্যয়নশীল দেখিয়া রাজা তাহাদিগকে নিজের পুত্র বলিয়া দাবী করিলেন। মহর্ষি রাজাকে বলিলেন—'পুত্রগণ আপনার নহে, তাহারা শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আপনার মহিষী আমাকে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখিয়া অবজ্ঞা করিয়াছে।' মহারাজ বলি অনুতপ্ত হইয়া ঋষিকে প্রসন্ন করতঃ নিজভার্য্যা সুদেষ্ণাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। সেই ঋষির বরে আদিত্যতুল্য তেজস্বী পাঁচটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পুত্রগণের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড ও সুহ্ম। ভূমণ্ডলে তাহাদের নিজ নিজ নামে এক এক দেশ বিখ্যাত হইল। অঙ্গের নামে অঙ্গদেশ, বঙ্গের নামে বঙ্গদেশ, কলিঙ্গের নামে কলিঙ্গদেশ, পুণ্ডের নামে পুণ্ডদেশ এবং সুহ্মের নামে সুহ্মদেশ। ইহা ছাড়াও মহাবলপরাক্রান্ত পরম ধর্ম্মজ্ঞ মহা ধনুর্ধারী অনেক ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেন।

ভীষ্ম পিতা শান্তনুর ইচ্ছা পূত্তির জন্য 'চির-ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবেন' বাক্য প্রদান করতঃ দাশরাজকন্যা সত্যবতীকে আনিয়া পিতাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। শান্তনুর ধীবররাজকন্যা হইতে দুটী পুত্র হয়—চিত্রাঙ্গদা ও বিচিত্রবীর্য্য। শান্তনুর প্রয়াণের পর চিত্রাঙ্গদা রাজা হইলেন। চিত্রাঙ্গদা গন্ধর্ব্বহস্তে নিহত হইলে ভীষ্ম তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিয়া বিচিত্রবীর্য্যকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। বিচিত্রবীর্য্য বালক হওয়ায় জননী সত্যবতীর ইচ্ছানুসারে ভীষ্মই প্রজাগণকে পালন করিতে থাকেন। ভীষ্ম সকল বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি কাশীরাজের স্বয়ম্বর সভা হইতে অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা—কন্যাত্রয়কে হরণ করিয়া স্বপুরে লইয়া আসিলেন। 'অম্বা' শাল্বের প্রতি অনুরক্তা থাকায় তাহাকে ছাড়িয়া অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বীচিত্রবীর্য্যের বিবাহ সম্পাদন করিলেন। কিন্তু দৈববশতঃ স্ত্রীগণের সহিত সহবাসের পূর্ব্বেই বিচিত্রবীর্য্য স্বধামপ্রাপ্ত হন। সত্যবতী পুত্রশোকে কাতরা হইলেন। পরবর্ত্তী বংশ—কি ভাবে রক্ষিত হইবে তজ্জন্য সত্যবতী অত্যন্ত চিন্তিতা হইয়া ভীষ্মকে বংশ রক্ষার জন্য বলিলে ভীষ্ম নিজ প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া উহা করিতে অস্বীকার করিলেন।

ভীষ্ম জননীকে বলিলেন—'সন্তান বৃদ্ধির জন্য উপায় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কোন গুণবান্ ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করুন। তিনি বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদন করিবেন।' সত্যবতী ভীষ্মকে কহিলেন—'তুমি যাহা বলিলে তাহা সকলই সত্য। পরন্তু তোমার প্রতি বিশ্বাসহেতু তোমাদের বংশ বিস্তৃতির নিমিত্ত যাহা বলিব, তাহা তুমি প্রত্যাখ্যান করিবে না। তোমাদের বংশে তুমিই ধর্ম্ম, তুমিই সত্য এবং তুমিই পরমগতি। আমার পিতা ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার একটি তরী ছিল। একদিন আমি যৌবনকালে তরী বাহন করিতে গিয়াছিলাম। সেই সময় ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ পরাশর মুনি যমুনা নদী পার হইবার জন্য আমার তরীতে আরোহণ করিলেন। পরাশর মুনি আমার প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া আমাকে দুর্ল্লভ বর প্রদান করিলেন। আমার শরীরে অপকৃষ্ট মৎস্যগন্ধ ছিল। তিনি তাহা নিরাকৃত করিয়া সৌরভ প্রদান করিলেন। আমি তাঁহার বশবর্ত্তিনী হইলাম। আমার কন্যাবস্থায় পরাশরের ঔরসে আমার গর্ভে মহাযোগী মহর্ষি জন্মগ্রহণ করিয়া দ্বৈপায়ন নামে বিশ্রুত হইলেন। সেই মহর্ষি তপোবলে চতুর্ব্বেদের ব্যাস অর্থাৎ বেদ বিভাগ করিয়া 'ব্যাস' নামে বিখ্যাত হইলেন এবং তিনি কৃষ্ণবর্ণ প্রযুক্ত তাঁহার নাম কৃষ্ণ হয়। সত্যবাদী, শান্তিপরায়ণ ও পাপস্পর্শশূন্য সেই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াই তৎক্ষণাৎ নিজপিতার সহিত প্রস্থান করিলেন। সেই দ্যুতিমান ব্যাসই তোমার ভ্রাতার ক্ষেত্রে উত্তম পুত্র উৎপাদন করিতে পারেন। তিনি পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিলেন প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তাঁহাকে স্মরণ করিতে। হে ভীষ্ম! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এখন আমি তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারি। ভীষ্ম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষিকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করতঃ সম্মতি প্রদান করিলেন। তৎকালে বেদব্যাস মুনি 'বেদ' ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। এমত সময় জননীর চিন্তা জানিতে পারিয়া ক্ষণকাল মধ্যে মাতৃসন্নিধানে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। ধীবরকন্যা সত্যবতী পুত্রকে বিধিবৎ স্নেহ ও সমাদরকরতঃ বলিলেন—'দৈববিধানক্রমে তুমি যেমন আমার প্রথম সন্তান, বিচিত্রবীর্য্যও আমার সেরূপ কনিষ্ঠ সন্তান এবং বিচিত্রবীর্য্য ও ভীষ্ম এক জনকের সন্তান হওয়াতে

ভীষ্মও যেমন বিচিত্রবীর্য্যের ভ্রাতা সেইরূপ তুমিও বিচিত্রবীর্য্য এক জননীর গর্ভসম্ভূত হওয়ায় বিচিত্র-বীর্য্যের ভ্রাতা হইয়াছ, ইহাই আমার বিবেচনা। শান্তনুতনয় ভীষ্ম সত্যপালনের নিমিত্ত রাজ্যশাসন বা অপত্য উৎপাদনে সম্মত হন নাই। তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার দেবকন্যা সদৃশী রূপযৌবনসম্পন্না দুই ভার্য্যা আছে। অতএব সেই দুই মহিষীতে বংশপর-ম্পরা বিস্তারে উপযুক্ত সন্তান উৎপাদন কর। ব্যাসদেব জননীর বাক্যে সম্মত হইয়া বলিলেন যদি অকালেই পুত্র প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে মহিষীরা আমার বিরূপতা সহ্য করুন, ইহাই তাহাদের পরমব্রত হইবে। মহর্ষি প্রথমে অম্বিকাতে নিযুক্ত হইলেন, অম্বিকা কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের পিঙ্গলবর্ণ জটা ও বিশাল শমশ্রু ও প্রদীপ্ত লোচন দেখিয়া নেত্র নিমীলন করি-লেন। ব্যাসদেব মাতাকে বলিলেন—'অম্বিকার গর্ভস্থ সন্তান অযুত নাগসদৃশ বলবান্, বিদ্বান্, রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ, মহাভাগ, মহাবীর্য্য ও অতিশয় বুদ্ধিমান্ হইবে, এই মহাত্মা হইতে একশত সন্তান উৎপন্ন হইবে, কিন্তু মাতৃদোষে অন্ধ হইবে।' অনন্তর বিচিত্র-বীর্য্যের দ্বিতীয় ভার্য্যা অম্বালিকার নিকট বেদব্যাসমুনি উপগত হইলে মুনিকে দেখিয়া অম্বালিকা ভীতা, বিষন্না ও পাণ্ডুবর্ণা হওয়ায় অম্বালিকার পুত্র পাণ্ডু নামে বিখ্যাত হইলেন। সত্যবতী জ্যেষ্ঠা বধুকে পুনরায় ঋষির নিকট যাইতে নিবেদন করিলে তিনি বাক্যানুযায়ী গমন না করিয়া এক দাসীকে ভূষণ দ্বারা ভূষিতা করিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট প্রেরণ করি-লেন। সেই দাসী ঋষিকে প্রণাম করতঃ ঋষির অনুজ্ঞানুসারে কার্য্য করায় বেদব্যাস মুনি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন 'তাহার দাসীত্ব মোচন হইবে। তাহার গর্ভস্থ সন্তান ধর্ম্মাত্মা, শ্রেয়ভাজন ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হইবে।' কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঔরসে এবং বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীদ্বয় অম্বিকা ও অম্বালিকারগর্ভে এবং দাসীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর জন্মগ্রহণ করিলেন ॥

বেদব্যাসমুনির আবির্ভাব সম্বন্ধে দেবী ভাগবতের বর্ণনাও প্রায় একই প্রকারের, সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত—পরাশর ঋষি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে সমস্তদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যমুনা পার হইবার জন্য তিনি একজন ধীবরের সাহায্য চাহিলেন। ধীবর কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় তাহার কন্যা মৎস্যগন্ধাকে যমুনা পার করিয়া দিবার জন্য বলিলেন। কন্যা মৎস্যগন্ধা পিতার আদেশানুসারে নৌকা চালাইয়া যমুনা মধ্যে আসিলে দৈববশতঃ মৎস্যগন্ধার প্রতি পরাশর মুনির প্রীতি জন্মে। মৎস্য-গন্ধার শরীরে মৎস্যের দুর্গন্ধ পরিপূর্ণ ছিল। পরাশর মুনির আশীর্ব্বাদে সেই মৎস্যগন্ধা চারুবদনা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী ও যোজনগন্ধা হইলেন। সেই মৎস্যগন্ধার ইচ্ছা-ক্রমে পরাশর মুনি দিবসকে কুজ্ঝটিকাময় অন্ধকারা-চ্ছন্ন করিলেন। মৎস্যগন্ধাকে পরাশর ঋষি এই বরও প্রদান করিলেন যে তাঁহার কন্যাব্রত নষ্ট হইবে না, তাঁহার গর্ভে উৎপন্ন পুত্র (পরাশরের ন্যায়ই) তেজস্বী ও গুণী হইবে এবং তাহার শরীরের গন্ধ চিরস্থায়ী থাকিবে। মৎস্যগন্ধার সহিত পরাশর ঋষির সম্বন্ধ দৈবকৃত। মৎস্যগন্ধার গর্ভে পরাশর ঋষির ঔরসে শুভ মুহূর্ত্তে বিষ্ণু-অংশসম্ভূত কৃষ্ণদ্বীপে প্রসূত ত্রিভুবন বিখ্যাত পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি আবির্ভূত হই-লেন। জন্মগ্রহণ মাত্রই বেদব্যাসমুনি জননীকে গৃহে গমনের জন্য অনুরোধ করিলেন এবং জননীকে এই-রূপ বলিলেন যখনই তিনি পুত্রকে স্মরণ করিবেন তখনই পুত্র (বেদব্যাস মুনি) তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত ইইবেন। বেদব্যাস মুনি জন্মগ্রহণ করিয়াই তপস্যায় নিরত হইলেন।

মহাভারতে আদিপর্ব্ব ৬৩অধ্যায়ের (কালীপ্রসন্ন সিংহের বাংলা গদ্যানুবাদ) উদ্ধৃতাংশ—'দ্বৈপায়ন এইরূপে পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইবালক দ্বীপে প্রসূত হওয়াতে তাহার নাম দ্বৈপায়ন হইল। বিদ্বান দ্বৈপায়ন দেখি-লেন যে, যুগে যুগে ধর্ম্মের একপাদ করিয়া হ্রাস হই-তেছে এবং যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তি ও পরমায়ু ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। তখন তিনি বেদের রক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বেদের ব্যাস অর্থাৎ বিভাগ করিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার নাম বেদব্যাস হইল। শ্রেষ্ঠবরদপ্রভু ব্যাস শিষ্য সুমন্তকে, জৈমিনীকে, পৈলকে ও বৈশম্পায়নকে এবং স্বকীয় পুত্র শুকদেবকে মহাভারতের সহিত চারিবেদ অধ্যয়ন করাইলেন। এই সুমন্ত প্রভৃতি শিষ্য প্রত্যেকে

মহাভারতের পৃথক পৃথক সংহিতা প্রকাশ করিলেন।'

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি বেদসমূহের অন্ত বেদান্তও রচনা করেন এবং তাহার ভাষ্যরূপে শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র লেখেন।

'অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ ।।'

—গরুড়পুরাণ

'এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্য নির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য্যদ্বারা সম্বর্দ্ধিত।'

'প্রভু কহে, বেদান্তসূত্র—ঈশ্বর বচন।
ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ ।।
ভ্রম, প্রসাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ।।'

চৈঃ চঃ আ—৭।১০৬-৭

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাঁহার রচিত আনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—'বেদান্ত-শব্দে কোষকার হেমচন্দ্র বলেন ব্রাহ্মণের সহিত উপনিষদংশই বৈদান্ত'—বেদাবশিষ্ট বা বেদ-শেষভাগ অর্থাৎ বেদসমূহের অন্ত। বেদের চরম উদ্দেশ্য যে শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও বেদান্ত। উপনিষৎ প্রমাণস্বরূপে যে শাস্ত্রে ব্যবহৃত এবং তদুপকারক যে সূত্রাদি, তাহাও বেদান্ত। বেদান্ত সূত্রকে প্রস্থানত্রয়ের অন্যতম ন্যায়প্রস্থান বলা হয়। উপনিষৎগুলি—'শ্রুতিপ্রস্থান' এবং গীতা-ভারত-পুরাণাদি—'স্মৃতি-প্রস্থান'।

শ্রীনারায়ণের নিঃশ্বাস হইতে বেদসমূহ প্রপঞ্চে আগত। শ্রীনারায়ণ কথিত বেদবিস্তার-শাস্ত্রকেই সাত্বত পঞ্চরাত্র বলে। শ্রীনারায়ণের আবেশবতার শ্রীব্যাস বা কাহারও মতে 'অপান্তরতমা' ঋষি বেদান্ত-সূত্রের গুম্ফনকারক। পঞ্চরাত্র ও বেদান্তে একই অভিমত প্রকাশিত আছে,—ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের উক্তি। শ্রীব্যাসরচিত বলিয়া ইহাকেও শ্রীনারায়ণেরই বাক্য বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীব্যাসদেব সূত্র-রচনাকালে আরও সাতজন ঋষির প্রণীত বেদান্তমতের সমালোচনা করিয়াছেন। * * সূত্রকার ব্যাসের রচিত অকৃত্রিম বেদান্তভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবত। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যূনাধিক অনুগত বৈষ্ণবাচার্য্যচতুষ্টয়-প্রণীত ভাষ্য এবং তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ের অধস্তন-গণরচিত বহুবিধ টীকায় বেদান্তের ভগবদ্ভজনতৎপরতা কথিত আছে। বিষ্ণুভক্তিরহিত নির্ব্বিশিষ্টবিচারপর সম্প্রদায়ে এই বেদান্তসূত্রেরও আদর পরিলক্ষিত হয়। এই বেদান্তের মায়িকবিচার-মুখে যে সকল ভাষ্যাদি ও তদনুগত টীকা এবং সন্দর্ভাদি পাওয়া যায়, সেইগুলি বিষ্ণুসেবা-রহিত বাস্তবসত্য হইতে ভেদ-বিচারযুক্ত।"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের সিন্ধুবৈভব বিবৃতিতে যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ব বেদশাস্ত্রের চূড়ামণি। বেদশাস্ত্রের তিনটী শাখা। একটি হেয় সসীম ও ক্ষণভঙ্গুর কর্ম্ম-ফল শাখা; দ্বিতীয়টী হেয় সসীম ও ক্ষণভঙ্গুর ফলভোগ প্রতিকূল অহেয় অসীম ও নিত্য ফলত্যাগরূপ নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান শাখা, এবং তৃতীয়টী উপাদেয় বৈকুণ্ঠ ও নিত্য সেবাময় ভোগ ত্যাগের প্রতিযোগী শাখাবিশেষ। বেদের প্রাগুক্ত শাখাদ্বয় অবলম্বনে কর্ম্মজ্ঞান প্রাধান্য সংস্থাপক বহুশাস্ত্রাদি দ্বারা জগতে কৈতব বহুলরূপে প্রচারিত হইয়া নিত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে গ্লানি উপস্থিত হইলে শ্রীভগবান্ বেদের তৃতীয় শাখার নির্য্যাস স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত রূপে অবতীর্ণ হইয়া নিত্য ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নিখিল গ্লানি দূরীভূত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতই নিগম কল্পতরুর প্রপক্বফল। * * *

শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবগণের প্রিয়। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে পরমহংসগণের একমাত্র অমল জ্ঞান গীত হইয়াছেন। ইহাতে জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে কেবল কর্ম্মফল-ভোগবাদ নিরস্ত হইয়াছে। যিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রবণ, সুপঠন ও বিচার করেন, তিনি ভক্তিবলে কর্ম্মফল ভোগ হইতে অবসর লাভ করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১
জেঃ মথুরা (উত্তরপ্রদেশ)
ফোন-৪৪২১৯৯

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-৭০০০২৬
ফোন : ৪৬৪০৯০০

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

কলিকাতা হইতে যাত্রা—৫ কার্ত্তিক (১৪০৩), ২২ অক্টোবর (১৯৯৬) মঙ্গলবার বিজয়াদশমী

বিস্তৃত-সংবাদ উপরিউক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য
পরিক্রমাকারী ভক্তগণ শীতোপযোগী বিছানা, মশারি, টর্চ, ঘটি, বাটি, থালা সঙ্গে আনিবেন।

বিভিন্ন শিবিরে অবস্থান-কার্য্যসূচী

ক্রমিক নম্বর	শিবির	অবস্থান তারিখ
(১)	মথুরা ভিওয়ানি ধর্ম্মশালা বাঙ্গালীঘাট	৫ কার্ত্তিক হইতে ১০ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত
(২)	গোবর্দ্ধন	১১ কার্ত্তিক হইতে ১৩ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত
(৩)	কাম্যবন	১৪ কার্ত্তিক হইতে ১৭ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত
(৪)	বর্ষাণা	১৮ কার্ত্তিক হইতে ২০ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত
(৫)	নন্দগ্রাম	২১ কার্ত্তিক হইতে ২৪ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত
(৬)	কোঁহসি	২৫ কার্ত্তিক হইতে ২৭ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত
(৭)	গোকুল মহাবন	২৮ কার্ত্তিক হইতে ২ অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত
(৮)	বৃন্দাবন	৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৯ অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত

বিশেষ তিথিপূজা-অনুষ্ঠান

(১)	শ্রীকৃষ্ণের শারদীয়া রাসযাত্রা :—	৯ কার্ত্তিক শনিবার
(২)	শ্রীবহুলাষ্টমী, রাধাকুণ্ডের প্রাকট্যতিথি :—	১৭ কার্ত্তিক রবিবার
(৩)	দীপান্বিতা :—	২৫ কার্ত্তিক সোমবার
(৪)	শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা, অন্নকূট-মহোৎসব :—	২৬ কার্ত্তিক মঙ্গলবার
(৫)	শ্রীগোপাষ্টমী, শ্রীগোষ্ঠাষ্টমী :—	২ অগ্রহায়ণ সোমবার
(৬)	**শ্রীউত্থানৈকাদশী**। পরমারাধ্য গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজা এবং শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-তিথিপূজা :—	৫ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার
(৭)	শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা :—	৯ অগ্রহায়ণ সোমবার

All Glory to Sree Guru and Gauranga

Sree Chaitanya Gaudiya Math

Mathura Road, Vrindaban-281121
Dt. Mathura (U. P.)
Phone No. 442199

35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-700026
Phone No. 4640900

Sree Vrajamandal Parikrama

Departure from Calcutta—22nd October 1996—Vijaya-Dashami Tithi, Tuesday
Participants should bring warm-clothing, mosquito-curtain, torch, utensils etc.

Programme of Stay in Camps

Serial No.	Camp	Date of Stay
1.	Mathura Bhiwani Dharmasala Bangalighat	22-10-96 to 27-10-96
2.	Govardhan	28-10-96 to 30-10-96
3.	Kamyaban	31-10-96 to 3-11-96
4.	Barsana	4-11-96 to 6-11-96
5.	Nandagram	7-11-96 to 10-11-96
6.	Koshi	11-11-96 to 13-11-96
7.	Gokul Mahaban	14-11-96 to 18-11-96
8.	Vrindaban	19-11-96 to 25-11-96

Special Tithipuja Functions

1.	Sree Krishna's Sharadiya Rash-Yatra :—	26-10-96
2.	Bahulastami, Advent Day of Sree Radhakunda :—	3-11-96
3.	Dewali :—	11-11-96
4.	Sree Govardhanpuja, Annakut Mahotsab :—	12-11-96
5.	Sree Gopastami, Sree Gosthastami :—	18-11-96
6.	Sree Utthan-Ekadashi Advent Anniversary of most Revered Gurudeva Om Vishnupad 108 Sree Sreemat Bhakti Dayita Madhav Goswami Maharaj and Disappearance Anniversary of Sreela Gaurkishore Das Babaji Maharaj :—	21-11-96
7.	Rash-Yatra of Sree Krishna :—	25-11-96

'জগৎ'

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৫৩ পৃষ্ঠার পর]

এই নিখিল জগৎ অনিত্য, সুতরাং স্বপ্নবৎ অচির-স্থায়ী, জ্ঞানশূন্য জড় ও অতীব দুঃখপ্রদ। ভগবান্ সচ্চিদানন্দস্বরূপ অনন্ত, আপনাতে আশ্রিত অচিন্ত্য-শক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে, তথাপি ইহা সত্যের ন্যায় প্রতীতি হইতেছে। করুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া নিজ প্রিয়তম সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"অনিত্যমসুখং-লোকমিমং"—গীতাঃ ৯।৩৩ "ইমং লোকং"—এই মনুষ্যলোক, 'অনিত্যম্'—ক্ষণভঙ্গুর এবং সুখবর্জ্জিত ; 'অসুখং'। কেবল অনিত্যমাত্র নয়, অসুখও অর্থাৎ এই জগৎ সুখবর্জ্জিত স্থান, কেবল দুঃখেরই স্থান। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব অষ্টম অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"দুঃখালয়ম-শাশ্বতম্" কেবল দুঃখসমূহের আলয় এই জগৎ, আধ্যাত্মিকাদি দুঃখের আলয় অর্থাৎ আশ্রয়, কেবল দুঃখেই স্থান নয়, 'অশাশ্বতম্,' অনিত্য, অস্থায়ী।

অতীব দুঃখপূর্ণ জগতে, জরামৃত্যুকে প্রাণী কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারই যখন মৃত্যু হয়, তখন অন্যপ্রাণীর কা কথা? মহাভারত শান্তিপর্ব্বে উমা-মহেশ্বর সংবাদে আছে যে,—মহাদেবের নিকট প্রাণীসমূহের জরামৃত্যু ভয়ঙ্কর দুঃখদায়ক কথা শুনিয়া, উমাদেবী অত্যন্ত ভীতা হইয়া, মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—প্রাণীগণের এই অতীব দুঃখদায়ক জরামৃত্যুকে অতিক্রম করিবার কোন উপায় আছে কি না?

"কেনোপায়েন মর্ত্ত্যানাং নিবর্ত্তেতে জরান্তকৌ।
যদ্যস্তি ভগবান্ মহ্যমেতদাক্ষ্ব মা চিরম্ ॥
তপসা বা সুমহতা কর্ম্মণা বা শ্রুতেন বা।
রসায়ন প্রয়োগৈ বা কেনাত্যেতি জরান্তকৌ ॥"

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্! মনুষ্যগণের অতীব কষ্টদায়ক জরামৃত্যুকে কোন উপায়ের দ্বারা অতিক্রম হওয়া যায় কি না? যদি ইহার কোন উপায় থাকে, তাহা হইলে কৃপাপূর্ব্বক বিলম্ব না করিয়া আমাকে বলুন? অতিশয় কঠোর তপস্যা, শাস্ত্রাধ্যয়ন অথবা রসায়নিক প্রয়োগ বা অন্য কোন উপায়ের দ্বারা মনুষ্য জরামৃত্যুকে অতিক্রম করিতে কি পারে? দেবীর এবম্প্রকার প্রশ্নের উত্তরে মহাদেব বলিলেন—

"নৈতদস্তি মহাভাগে জরামৃত্যু নিবর্ত্তনম্।
সর্ব্বলোকেষু জানীহি মোক্ষাদন্যত্র ভামিনি ॥
ন ধনেন ন রাজ্যেন নাগ্র্যেণ তপস্যাপি বা।
মরণং নাতিতরতে বিনা মুক্ত্যা শরীরিণঃ ॥"

হে মহাভাগে! এরূপ কোন উপায় নাই। ভামিনী! তুমি ইহা জানিও যে মোক্ষ ব্যতীত অন্যত্র জরা ও মৃত্যুর নিবৃত্তি হয় না। শরীরদ্বয় হইতে আত্মার মুক্তি ব্যতীত মানুষ ধনের দ্বারা, রাজ্যের দ্বারা এবং শ্রেষ্ঠ তপস্যার দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ের দ্বারা জরামৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না।

"অশ্বমেধ সহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
ন তরন্তি জরামৃত্যু নির্ব্বাণাধিগমাদ্ বিনা ॥
ঐশ্বর্য্যং ধনধান্যঞ্চ বিদ্যালাভস্তপস্তথা।
রসায়ন প্রয়োগে বা ন তরন্তি জরান্তকৌ ॥"

সহস্র অশ্বমেধ ও শতবাজপেয় যজ্ঞও মোক্ষের উপলব্ধি না হইলে জরামৃত্যুকে পার হইয়া যাইতে পারে না। রসায়ন প্রয়োগ ঐশ্বর্য্য ধন-ধান্য, বিদ্যা-লাভ, তপস্যা, ইহারা কেহই জরামৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না।

"দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরোরগ-রাক্ষসান্।
স্ববশে কুরুতে কালো ন কালস্যাস্ত্যগোচরঃ ॥"

দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নাগ ও রাক্ষস-গণকেও মৃত্যু নিজের বশীভূত করে, কেহই মৃত্যুর অগোচরে থাকিতে পারে না। নীতিশাস্ত্র প্রণেতা বিষ্ণুশর্ম্মা বলিয়াছেন—

"ব্যোমৈকান্তবিহারিণোঽপি বিহগাঃ সংপ্রাপ্নুবন্ত্যাপদং
বধ্যন্তে নিপুণৈরগাধ সলিলান্মৎস্যাঃ সমুদ্রাদপি।
দুর্নীতং কিমিহাস্তি? কিং সুচরিতং কঃ স্থান লাভে গুণঃ
কালোহি ব্যসন প্রসারিতকরো গৃহ্ণাতি দুরাদপি ॥"

পক্ষিগণ আকাশে নিভৃতস্থানে বিচরণ করিয়াও বিপদ গ্রস্ত হয়, মৎস্যগণ সমুদ্রের অতলজলে থাকি-

য়াও চতুর ধীবর কর্ত্তৃক ধৃত হয়, এবিষয়ে দুর্নীতি বা সুনীতি কি আছে ? আর বিশেষস্থান লাভেরই কি গুণ ? কারণ কালই বিপদরূপহস্ত প্রসারিত করিয়া দূর হইতেও প্রাণীসমূহকে আকর্ষণ করে মৃত্যু ঘটায়।

"মরণং হি শরীরস্য নিয়তং ধ্রুবমেব চ।
তিষ্ঠন্নপি ক্ষণং সর্ব্বং কালস্যৈতি বশং পুনঃ ॥

প্রাণীসকলের মৃত্যু নিশ্চিত ও অটল। সকল প্রাণীই এজগতে ক্ষণকাল থাকিয়া পুনরায় মৃত্যুর অধীন হইয়া যায়। অতএব সব ক্ষণভঙ্গুর, ক্লেশ-বহুল, প্রাণীগণ অজর অমর থাকিবার প্রযত্ন করিয়াও একস্থানে একভাবে থাকিতে পারে না। সবাইকেই মরিয়া যাইতে হয়। পঞ্চভূতাত্মক শরীর নিরতিশয় ক্ষণ বিধ্বংসি মৃত্যু প্রতিমুহূর্ত্তেই শিশু, বৃদ্ধ, ও যুবা নির্ব্বিশেষে নিরন্তর রাশি রাশি প্রাণীসমূহকে কবলিত করিতেছে। অতএব মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী আক্রমণে কখন জীবলীলা অবসান হইবে, তাহার কোনই নিশ্চয়তা নাই। অস্ত্রাঘাতে, বজ্রপাতে, আগ্নেয়াস্ত্রে, বিদ্যুৎস্পর্শে, যান দুর্ঘটনায়, কতপ্রকার অঘটন ঘটাইয়া প্রাণীসমূহকে ভয়ঙ্কর মৃত্যুরমুখে নিপতিত করাইতেছে।

ব্যাঘ্র, সর্পাদি হিংস্র প্রাণীসমূহের দ্বারা মনুষ্য মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। অপরদিকে মনুষ্যও প্রত্যহ পশু-পক্ষী, মৎস্যাদি নির্ম্মমভাবে লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া দিতেছে। এজগৎ সংসার যেন মৃত্যুর সাগর। সাগরের জল অগাধ তদ্রূপ সংসারেও মৃত্যু অগাধ, সাগর পারাবারহীন, তদ্রূপ সংসারে জরামৃত্যুরও পারাবার নাই। এই সংসারে পতিত জীবগণ, নিজ নিজ বিদ্যাবলে, জ্ঞানবলে, বা বুদ্ধি-বাহুবলে স্বচেষ্টায় কেহই এই মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। এই সংসার জরামৃত্যু ভরা অতীব দুস্তর ও দুরতিক্রমনীয়।

বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়, তিনি স্বীয় কল্যাণকল্পতরু নামক গ্রন্থে গীত রচনা করিয়াছেন—

"ওরে মন ভাল নাহি লাগে এ সংসার।
জনম মরণ জরা, যে সংসারে আছে ভরা,
তাহে কিবা আছে বল সার ॥
ধনজন-পরিবার, কেহ নহে কভু কার,
কালে মিত্র, অকালে অপর।
যাহা রাখিবারে চাই, তাহা নাহি থাকে ভাই,
অনিত্য সমস্ত বিনশ্বর ॥
আয়ু অতি অল্প দিন, ক্রমে তাহা হয় ক্ষীণ,
শমনের নিকট দর্শন।
রোগ শোক অনিবার, চিত্ত করে ছারখার,
বান্ধব-বিয়োগ দুর্ঘটন ॥
ভাল করে দেখ ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই,
যে আছে সে দুঃখের কারণ।
সে সুখের তরে তবে, কেন মায়া-দাস হ'বে,
হারাইবে পরমার্থ-ধন ॥
ইতিহাস আলোচনে, ভেবে দেখ নিজ মনে,
কত আসুরিক দুরাশয়।
ইন্দ্রিয় তর্পণ সার, করি' কত দুরাচার,
শেষে লভে মরণ নিশ্চয় ॥
মরণ সময় তা'রা, উপায় হইয়া হারা,
অনুতাপ-অনলে জ্বলিল।
কুকুরাদি পশুপ্রায়, জীবন কাটায় হায়,
পরমার্থ কভু না চিন্তিল ॥
এমন বিষয়ে মন, কেন থাক অচেতন,
ছাড় ছাড় বিষয়ের আশা।
শ্রীগুরু চরণাশ্রয়, কর সবে ভব জয়,
এদাসের সেই ত ভরসা ॥"

প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ-মুখে বলিতেছেন—"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।" গীতা ৯।৩৩। হে অর্জ্জুন ! জগৎ অনিত্য সুখরহিত এই মর্ত্ত্যলোকে দুর্ল্লভ শ্রেষ্ঠপ্রাণী মনুষ্য দেহ লাভ করিয়াছ। কিন্তু ক্ষণ-বিধ্বংসী এবং গর্ভবাস, জরাব্যাধি প্রভৃতি ক্লেশ বহুল। কখন ইহার পতন হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই, এই দেহ যখন অস্থায়ী ও সুখরহিত দুঃখপূর্ণ, তখন ইহাকে চিরস্থায়ী ও নিত্যসুখময় করিবার কামনা অত্যন্ত উন্মাদ-চেষ্টা। তাদৃশ বৃথা চেষ্টা পরিহার করিয়া যাহাতে নিত্য অনন্ত সুখ লাভ করিতে পারা যায় তাহার উপায় অবলম্বন করাই ভাল। তাহার প্রণালী নিরতিশয় অনায়াস সাধ্য। একান্ত আমার ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া ভজন নিষ্ঠা হইলেই সেই পরম সৌভাগ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। অতএব জগতে অনিত্য সুখের প্রযত্ন ত্যাগ করিয়া, একান্ত চিত্তে, সময় থাকিতে

আমার সেবা পরায়ণ হইয়া এই অসুলভ মানব-জন্ম সফলিত কর, নচেৎ অনিত্যকে নিত্য করা এবং অসুখকে সুখ-করিবার সর্ব্বোদ্যম নিতান্ত নিরর্থক হইয়া পড়িবে। তজ্জন্য বলিতেছি "ভজস্বমাম্"। তুমি আমার একান্তভাবে ভক্তির অনুশীলন কর, ভক্তির মাহাত্ম্য অপরিসীম। ভক্তিরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনায় অনতিকালে সিদ্ধি প্রাপ্তহয়, অর্থাৎ আমাকেই প্রাপ্ত হয়। আমাকে প্রাপ্তি হইলে যে কি হয়? তাহা তোমাকে পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ে বলিয়াছি—"মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ নাপ্নুবন্তি" ৮।১৫, আমাকে প্রাপ্তি হইলে, তাঁহার আর দুঃখপূর্ণ অনিত্য পরিদৃশ্যমান জগতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। তাঁহারাও আমার জন্মের ন্যায় সুখবৎ নিত্যভূত জন্মপ্রাপ্তি হয়। বাসুদেবগৃহে আমার যেরূপ সুখ-সংবেষ্টিত নিত্যভূত, অপ্রাকৃত জন্মলীলা হয়, আমার ভক্ত ও আমার নিত্য সঙ্গিগণেরও সেইরূপেই জন্ম হইয়া থাকে। যাঁহারা অনন্য চিত্তে মৎপরায়ণ, তাহারাই মল্লীলা সহচররূপা পরমা সিদ্ধি, সংসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া এই মৃত্যুসংসার সাগর হইতে উদ্ধারের উপায় বলিয়াছেন—

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।।
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিতচেতসাম্।।"

—গীঃ ১২।৬-৭

যে সকল সাধক সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া ঐকান্তি (অনন্য) ভক্তি-যোগের দ্বারা আমাকে চিন্তা করতঃ উপাসনা করেন, হে পার্থ! আমাতে নিবিষ্টচিত্ত সেই একান্ত পরায়ণ সকল ভক্তকে আমি মৃত্যুভীতিযুক্ত ভীষণ সংসার সমুদ্র হইতে সম্যকভাবে উদ্ধার করিয়া থাকি। 'ন চিরাৎ' অতিসত্বর সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। এইশ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—

"অক্ষরোপাসকানাং সদ্বর্ত্তনং তদুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যামঃ যে ত্বিতি। যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ীশ্বরে সংন্যস্য মৎপরা অহং পরোযেষাং তে মৎপরাঃ সন্তঃ অনন্যেনৈব অবিদ্যমানমন্যদালম্বনং বিশ্বরূপং দেবমাত্মানং মুক্ত্বা যস্য সোঽনন্যস্তে নানন্যেনৈব কেবলেন যোগেন সমাধিনা মাং ধ্যায়ন্তশ্চিন্তয়ন্ত উপাসতে। তেষাং কিং তেষামিতি। তেষাং মদুপাসনৈকপরাণাং অহমীশ্বরঃ সমুদ্ধর্ত্তা কুত ইত্যাহ মৃত্যু সংসার সাগরাৎ মৃত্যুযুক্তঃ সংসারো মৃত্যুসংসারঃ স এব সাগরবৎ সাগরোদুরুত্তরত্বাৎ তস্মান্মৃত্যু সংসারসাগরাদহং তেষাং সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি ন চিরাৎ কিং তর্হি ক্ষিপ্রমেব হে পার্থ! ময্যাবেশিতচেতসাং ময়ি বিশ্বরূপে আবেশিতম্ সমাহিতম্ চেতো যেষাম্ তে ময্যাবেশিতচেতসস্তেষাং।"

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের টীকার অভিপ্রায় এই যে, শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে ভক্তিযোগ সহকৃত সগুণোপাসনার আয়াসহীনতা ও পরম উপযোগিতার উল্লেখ করিয়াছেন। যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে, যদিও এই ভক্তিযোগ প্রণালীর উপাসনা সুখ অর্থাৎ অনায়াস সাধ্য হয়, তাহা হইলেও হয় তো পরিণাম ফল প্রাপ্তি সম্বন্ধে বিলম্ব ঘটিতে পারে, অথবা পরম মোক্ষ প্রাপ্ত না হওয়া যাইতে পারে। এইরূপ আশঙ্কার নিরসনের উত্তরস্বরূপে সমালোচ্য শ্লোকদ্বয়ে অবতারিত হইতেছে। শ্রীভগবান বলিতেছেন,—যে ব্যক্তি আমাতে অর্থাৎ পরমেশ্বরে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করেন, যিনি যাবতীয় ফল কামনা পরিশূন্য হইয়া কেবল মৎপ্রীতি নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম্ম সাধন করিয়া থাকেন, এবং অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলাফল আমাকে সমর্পণ করিয়া তৎসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ও উদাসীন থাকেন তিনিই চরম যে পরম ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। কেবল যে কর্ম্মসন্ন্যাসই অর্থাৎ শ্রীভগবানে কর্ম্মসমর্পণরূপা সাধনাই পরমফলের প্রাপক তাহা নহে। (ক্রমশঃ)

পশ্চিমবঙ্গে মছলন্দপুরে, দুর্গাপুরে এবং হলদিয়ায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৮০ পৃষ্ঠার পর]

১০ ফাল্গুন, ২৩ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার অতিথি-ভবন হইতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয় অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায়। দুর্গাপুরস্থ শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ ব্রহ্মচারী সেবকগণসহ নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় ও সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় যোগ দেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গানমুখে সর্ব্বাগ্রে দীর্ঘ সময় নৃত্য কীর্ত্তন করেন। তৎপরে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী।

রাত্রির সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় সভাপতিপদে বৃত হন দুর্গাপুর কেমিক্যালসের অর্থবিভাগের ডিরেক্টর শ্রীউদয়শঙ্কর বাগচী। 'কলিহত জীবের উদ্ধারের একমাত্র উপায় হরিনামসংকীর্ত্তন' বক্তব্য বিষয়ের উপর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজও বক্তৃতা করেন।

উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীকান্ত বনচারী ও শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী মোটরযানযোগে শ্যামপুর কলোনিতে শ্রীমদ্ জনার্দ্দন মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতা শ্রীমহাদেব পাল ও শ্রীসত্যনারায়ণ পালের গৃহে যাইয়া শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা বলেন।

পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজের আহ্বানে ও ব্যবস্থায় শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ মোটরগাড়ীতে দুর্গাপুর সহরে শ্রীচৈতন্য এভিনিউস্থিত শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠ পরিদর্শনে যান। স্থানটী মনোরম, চৌরাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী, পরিবেশ সুন্দর। তথায় নবচূড়াবিশিষ্ট উচ্চ মনোরম মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ পর্য্যটক মহারাজ মঠের চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দর্শন করান এবং সকলকে ফলমূল মিষ্ট প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করেন।

অদ্য ক্যামিকেল কলোনিতে রাত্রির ধর্ম্মসভার বক্তব্য বিষয় ছিল—'জীবের দুঃখের কারণ ও তৎপ্রতিকার'। শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিযতিগণ ভাষণ প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

উক্ত দিবস সভায় যাওয়ার প্রাক্কালে মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীমতী রেখা চৌধুরীর প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে তাঁহার গৃহে শুভপদার্পণ করেন।

শ্রীনন্দনন্দন দাসাধিকারী সাধারণ চাকুরীজীবী, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে নিষ্কপট আর্ত্তি থাকায় করুণাময় শ্রীগৌরহরি তাঁহার যোগক্ষেম বহন করিয়াছেন। বিষ্ণু বৈষ্ণবসেবার ফল নিত্য। নিষ্কপট সেবাপ্রচেষ্টার দ্বারা তিনি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার পরিজনবর্গের সেবা-প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়।

স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বলিলেন তাঁহারা এই-জাতীয় কথাবার্ত্তা ও নগর-সংকীর্ত্তন পূর্ব্বে কখনও শুনেন নাই, দেখেন নাই, আগামীবার তাঁহারা নিজেরাই প্রচারের আরও সুন্দর ব্যবস্থা করিবেন।

১২ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারী রবিবার সকলে বিধান এক্সপ্রেসে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

একজন ভক্ত স্বামীজীগণকে রাণীগঞ্জে লইয়া যাইবার জন্য খুবই আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সময়াভাববশতঃ উক্ত প্রচার-প্রোগ্রাম করা সম্ভব হয় নাই।

বালুঘাটাবাজার, হলদিয়া ঃ—অবস্থিতি ঃ ২৮ ফাল্গুন, ১২ মার্চ্চ মঙ্গলবার হইতে ৩০ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত

হলদিয়ায় বালুঘাটাবাজারনিবাসী মঠাশ্রিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীবলরাম দাসাধিকারী মহোদয়ের

পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব তথায় যাইতে স্বীকৃতি প্রদান করিলে দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হয়।

শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং তৎসমভিব্যাহারে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পরমার্থী মহারাজ, শ্রীপরেশানুভবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী, নিউদিল্লীর শ্রীযোগেশ, আগরতলার শ্রীপতিতপাবন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃষীকেশ দাস (কৃষ্ণনগর), যশড়ার শ্রীবলরাম দাস ও শ্রীগোপাল, আসাম-গোলাঘাটের শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী, কলিকাতার কালাপরেশ—সপ্তদশ মূর্ত্তি ২৮ ফাল্গুন, ১২ মার্চ্চ শেষরাত্রি ৪-৩০টায় রওনা হইলেও ট্রাফিক জাম থাকায় হাওড়া ষ্টেশন পৌঁছিতে এক ঘণ্টার অতিরিক্ত সময় লাগে। প্রাতঃ ৫-৪০ মিঃ-এ হাওড়ায় পৌঁছিয়া কোনপ্রকারে হলদিয়া লোকাল ট্রেণ ধরা হয়। ট্রেণ বরদিয়া ষ্টেশনে পৌঁছে পূর্ব্বাহ্ণ ৯-২৫ মিঃ-এ। বালুঘাটাবাজারের ভক্তগণ কিছু বিলম্বে ষ্টেশনে পৌঁছেন। একটী ট্রাকে ও একটী অটোতে ষ্টেশন হইতে চলিয়া বালুঘাটাবাজারে পৌঁছিতে চল্লিশ মিনিট সময় লাগে। শ্রীল আচার্য্যদেব ও পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীবলরাম দাসাধিকারীর গৃহে দ্বিতলে অবস্থান করেন। অন্যান্য সকলে অবস্থান করেন নিকটবর্ত্তী স্কুলঘরে।

১২ মার্চ্চ হলদিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল ৬৪ কিলোমিটার পরিদর্শনের জন্য একটী রিজার্ভ বাস, একটী অটো ও একটী ট্রাক (সংকীর্ত্তন পার্টি) রিজার্ভ করা হয়। বালুঘাটাবাজার হইতে শোভাযাত্রা বাহির হয় অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায়, ফিরিয়া আসে রাত্রি ৯টার পর। সুতরাং ১২ মার্চ্চ বিজ্ঞাপিত সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলন কালীমন্দির প্রাঙ্গণে হইতে পারে নাই। শোভাযাত্রার নির্দ্দিষ্ট পথ—বালুঘাটাবাজার, কৈরার চক, দাসের চক, হলদিয়া টাউন, দুর্গাচক, সুতাহাটা, চৈতন্যপুর, কলতলা গোবিন্দ মন্দির, ব্রজলাল চক, হাইরোড ও বালুঘাটাবাজার।

হলদিয়া, দুর্গাচক, শ্রীচৈতন্যপুর ও কলতলা গোবিন্দ মন্দির—স্থানে স্থানে নগর-সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব হলদিয়া ও দুর্গাচকে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন। বালুঘাটাবাজারে কালিমন্দির প্রাঙ্গণে ১৩ ও ১৪ মার্চ্চ সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলনে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পরমার্থী মহারাজ। বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'সাধুসঙ্গের মহিমা' এবং 'বিশ্বশান্তির উপায়'। ১৪ মার্চ্চ মধ্যাহ্নে মহোৎসবে ছয় শতাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

১৪ মার্চ্চ প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় বালুঘাটাবাজার হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া দুই কিলোমিটার দূরে জনবহুল হাইরোড পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া পুনরায় ১০-৩০ ঘটিকায় ফিরিয়া আসে।

বাহিরের অতিথিগণ যাঁহারা এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় ভক্তসহ মেচেদার শ্রীরামকৃষ্ণ দাসাধিকারী, আনন্দপুরের শ্রীবিশ্বনাথ দে এবং কাঁচরাপাড়ার শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের দীক্ষিত এবং পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজের নিকট সন্ন্যাসবেষ-প্রাপ্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর তুর্য্যাশ্রমী মহারাজও শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন ও উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

শ্রীবলরাম দাসাধিকারী স্কুলের সাধারণ শিক্ষকতার কার্য্য করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণীপ্রচারে ও উৎসবে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার ও তাঁহার পরিজনবর্গের বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবাপ্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ। তাঁহারা নিষ্কপট সেবা-প্রচেষ্টার দ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন।

১৫ মার্চ্চ শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে প্রাতে ট্রাকযোগে রওনা হইয়া বরদিয়া রেলষ্টেশনে পৌঁছেন এবং তথা হইতে ট্রেণযোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৪০ পৃষ্ঠার পর]

মঠ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইলেও শ্রীল যজ্ঞেশ্বর দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমৎ প্যারীমোহন প্রভু, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীঠাকুরপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য সেবকগণ শ্রীল গুরুদেবের অনুগতরূপে ও নির্দ্দেশক্রমে সেবা করায় বস্তুতঃ উহা গুরুদেবের পরিচালনাধীন মঠরূপেই পরিগণিত হয়। পূর্ব্বপাকিস্তান মুস্‌লিম রাষ্ট্ররূপে ঘোষিত হইলে অমুসলমান ব্যক্তিগণের সম্পত্তিও শত্রু-সম্পত্তিরূপে গণিত হইল, হিন্দুগণের তথায় অবস্থান ক্রমশঃ দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। হিন্দুগণের প্রাণ, ধনসম্পত্তি সবই গুরুতররূপে সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। উক্ত পরিস্থিতিকালে তৎকালীন মঠ-কর্ত্তৃপক্ষ মঠের জন্য ধ্যান দেওয়া অনাবশ্যক মনে করিলেন। শ্রীল গুরুদেবের অনুগতরূপে অবস্থানকারী সেবক-গণই গুরুতর পরিস্থিতিতেও সেবা পরিচালনা করিতে থাকেন। ইং ১৯৭১ সনে পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রাণসঙ্কট অবস্থা হওয়ায় বালিয়াটী মঠের সেবকগণ প্রাণরক্ষার জন্য বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে নৌকা-পথে আসামে গোয়ালপাড়া জেলার মানিকাচড়ে যাইয়া পেঁছেন। স্থানীয় মহিলা ভক্তগণ কিছুদিন উক্ত সেবা পরিচালনা করেন। ক্রমশঃ ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের পর পূর্ব্বপাকিস্তান বাংলাদেশরূপে ঘোষিত ও স্বাধীন রাষ্ট্র হইলে সেবকগণ তথায় ফিরিয়া পুনঃ সেই সেবা গ্রহণ করেন। অরাজকতাকালে যে ক্ষতি হইয়াছিল বাংলাদেশ গভর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণস্বরূপ কিছু সরকারী সাহায্য প্রদান করেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ যজ্ঞেশ্বর দাস বাবাজী মহারাজ বৃদ্ধ হওয়ায় ও অন্ধের লীলা করায় গঙ্গার তটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান করতঃ সর্ব্বতোভাবে হরি আরাধনায় নিয়োজিত থাকিয়া মায়াপুরধামেই ধাম-রজঃ প্রাপ্ত হন।

শ্রীল গুরুদেব তাঁহার সংস্থাপিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালন-জন্য প্রতিষ্ঠানকে ১৯৭৬ সালের ৯ আগষ্ট তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটী রেজিষ্ট্রেশন এবং ইং ১৯৬১ সনের ২৬ আইনের (Registration of Societies West Bengal Act XXVI of 1961) বিধানমতে রেজিষ্ট্রী করেন। Registration of Societies West Bengal Act অনুসারে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান রেজিষ্ট্রী হওয়ার পর শ্রীল গুরুদেবের প্রকটকালে তাঁহার সভাপতিত্বে শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে ইং ১৯৭৭ ও ইং ১৯৭৮ সনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথিতে বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন (Annual General Meeting) সম্পন্ন হয়। শ্রীল গুরুদেবের সভাপতিত্বে (chairmanship-এ) গভর্ণিং বডির মিটিংও সদস্যগণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীল গুরুদেবের স্বলিখিত নির্দ্দেশপত্র

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকারী ও সেবক এবং আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি ঃ—

আমার শরীর খারাপ বোধ হইতেছে। জানি না পথে ঘাটে—কোথাও আমার দেহান্ত হইবে কিনা। যদি দেহান্ত কোথাও হয়, তবে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সমস্ত ত্যক্তগৃহ ও গৃহস্থশিষ্য এবং আমার প্রতি স্নেহশীল আমার সতীর্থদের নিকটে আমার এই শেষ নিবেদন যে আমি আমাদের সমস্ত মঠ মন্দিরাদি Society Registration Act অনুসারে রেজিষ্ট্রী করিয়া দিয়াছি। উহাতে ১২ জন সদস্য বা ট্রাস্টি করা হইয়াছে। তাঁহাদের কাহারো ভক্তিবিরুদ্ধ গুরুতর দোষ এবং মঠের স্বার্থের বা প্রচারের বিরুদ্ধে গুরুতর দোষ প্রমাণিত না হইলে কেহই পরিবর্ত্তিত হইবেন না। তবে স্বেচ্ছায় কেহ ছাড়িয়া গেলে তৎ-স্থলে নিয়মানুসারে অপর সদস্য নিযুক্ত হইবেন। আমার মৃত্যুর পরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেণ্ট ও আচার্য্য—আমি ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমান্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজকে মনোনীত করিয়া গেলাম। সকলে তাঁহাকে মান্য করিয়া চলিয়া প্রতিষ্ঠানটী সংরক্ষণ ও ভক্তিপ্রচারে ও আচারে যত্নবান্ হইলেই সুখী হইব। ইতি

নিবেদক—

২৭।১২।৭৬

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

শ্রীল গুরুদেবের অসামান্য মহাপুরুষোচিত ব্যক্তিত্বে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রচার শাখা-কেন্দ্র সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তাঁহার সুশীতল ছত্রছায়ায় তাঁহার কৃপাভিষিক্ত ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ শিষ্যগণ নিশ্চিন্তে শ্রীকৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবায় নিয়োজিত থাকিয়া আনন্দে দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন। ভগবান্ যেরূপ আবির্ভূত হইয়া পুনরায় তিরোধানলীলা করেন ভক্তগণের বিরহাত্মক ভজনের উৎকর্ষতার জন্য, তদ্রূপ ভগবানের নিজজনগণও তিরোধানলীলা করিয়া থাকেন বিপ্রলম্ভাত্মক ভজন প্রকটনের জন্য। প্রীতি সম্বন্ধ যত প্রগাঢ় হইবে বিরহও তত তীব্র হইবে। তিরোধানের দ্বারা নশ্বর জগতের অকিঞ্চিৎ-করতার শিক্ষা আনুষঙ্গিকরূপে প্রদর্শিত হয়।

শ্রীল গুরুদেব ১৯৭৮ সনে ডিসেম্বর মাসের শেষে গুরুতর অসুস্থতার লীলাভিনয় করিতে থাকিলে সেবকগণ আশ্রয়শূন্য হইয়া পড়িতে পারেন এইরূপ আশঙ্কায় হতবিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তাঁহাদের দীর্ঘ-দিনের নিশ্চিন্ততা ও হৃদয়ের আনন্দোৎফুল্লভাব হঠাৎ যেন ম্লান হইয়া পড়িল। শ্রীল গুরুদেবের অসুস্থতা লীলাভিনয় ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর হইতে থাকিলে দুঃখভারাক্রান্ত শিষ্যগণ নিজদিগকে অপরাধী মনে করিয়া নিরন্তর গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের নিকট আর্ত্তি জ্ঞাপন করিতে থাকেন। শ্রীল গুরুদেবের অসুস্থতা-লীলাভিনয় সংবাদ বিদিত হইয়া ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ গুরুপাদপদ্ম-সন্নিধানে আসিতে থাকেন। শ্রীল গুরুদেবের প্রতি অনুরক্ত সতীর্থগণও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ের আবেগময় হরিকীর্ত্তনের দ্বারা গুরুদেবের প্রসন্নতা-বিধানে যত্ন করেন। অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ কোন ভরসা না দেওয়ায় উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীগোবর্দ্ধনের পাদপদ্মে আর্ত্তি জ্ঞাপনের জন্য প্রস্থান করিলেন। কিন্তু হায় সবই বিফল হইল।
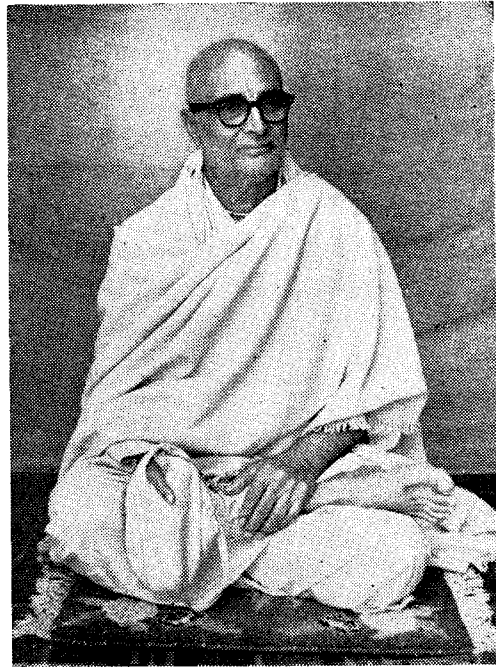
শ্রীল গুরুদেব ১৬ গোবিন্দ (৪৯২ শ্রীগৌরাব্দ), ১৪ ফাল্গুন (১৩৮৫ বঙ্গাব্দ), ২৭ ফেব্রুয়ারী (১৯৭৯ খৃষ্টাব্দ) মঙ্গলবার শুক্ল-প্রতিপদ্ তিথিতে বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীল রসিকানন্দ দেব গোস্বামী প্রভুর তিরোভাবতিথিপূজা-বাসরে বেলা ৯ ঘটিকায় দক্ষিণ কলিকাতায় ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নিজভজনকক্ষে মহাসংকীর্ত্তন-মধ্যে ভৌমলীলা সম্বরণপূর্ব্বক নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইলেন। শ্রীল গুরুদেবের জ্যেষ্ঠ সতীর্থ শিক্ষাগুরু পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ শ্রীল গুরুদেবের নিত্যলীলায় প্রবেশ-সম্বন্ধে হৃদ্গত ভাব এইভাবে ব্যক্ত করিয়া-ছেন—শ্রীল গুরুদেব 'ভৌমলীলা সম্বরণপূর্ব্বক শ্রীরাধাগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন নয়ননাথের অষ্ট-কালীয় নিত্যলীলার তৃতীয় যাম—পূর্ব্বাহ্ন কালীয় লীলায় প্রবেশ করিয়া মধ্যাহ্নে শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীশ্যামসুন্দর-সহ মিলনাকাঙ্ক্ষায় অতিব্যাকুলিতা শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাসাভিমানী শ্রীপ্রভুপাদপদ্মের নিত্যসেবাসংরত হইয়াছেন। তদীয় প্রপঞ্চাতীত নিত্যধাম শ্রীগোলোকবৃন্দাবনে নিজনিত্যারাধ্য শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যসেবা লাভ পরমানন্দের বিষয় হইলেও ভৌমজগতে তাঁহার অদর্শন ও অভাবজন্য বেদনা তৎপ্রিয়জনপক্ষে অতীব

অসহনীয়া। তাঁহার গুরুভ্রাতৃবৃন্দ, তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত অগণিত শিষ্যশিষ্যা, তাঁহার গুণাকৃষ্ট সজ্জন ও মহিলাবৃন্দ আজ আপনাদিগকে নিতান্ত অসহায় জ্ঞানে চোখের জলে বুক ভাসাইতেছেন।'

পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ আরও যাহা লিখিয়াছেন তাঁহার হৃদ্গত ভাব শিষ্যগণোচিত ভাষায় অভিব্যক্ত হইল ঃ—অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শয়নকক্ষ হইতে খাটসহ শ্রীল গুরুদেব সংকীর্ত্তনভবনে (নাট্যমন্দিরে) তাঁহার নিত্যারাধ্য প্রাণধন শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথের ঈক্ষাপথে সংস্থাপিত হন। শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থগণ, তাঁহার সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও গৃহস্থ শিষ্যবৃন্দ এবং অগণিত ভক্ত নরনারী অশ্রুবিসর্জ্জন করতঃ গুরুদেবের জয়গান করিতে করিতে ক্রমানুযায়ী পুষ্পাঞ্জলি-পুষ্পমালা প্রদান করেন। শ্রীভগবানের প্রসাদী নির্ম্মাল্য চন্দনাদি এবং শ্রীমুখে মহাপ্রসাদ ও চরণতুলসীও অর্পণ করা হয়। একটী বড় লরিকে পুষ্পমাল্য, পল্লব-পতাকাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া তদুপরি পুষ্পমাল্যমণ্ডিত খাটসহ শ্রীল গুরুদেবকে সংস্থাপন করা হয়। সংকীর্ত্তনমণ্ডলী সেই খাটের পার্শ্বে বসিয়া মৃদঙ্গ মন্দিরাসহ উচ্চসঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকেন। শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজই প্রধান কীর্ত্তনীয়া। অপর একটি বাসে অন্যান্য ভক্ত অনুব্রজ্যা করেন। রাত্রি প্রায় ১১-৩০টায় লরি ও বাস শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পেঁছে। তত্রত্যসেবকবৃন্দ কাঁদিতে কাঁদিতে প্রণতি জ্ঞাপন করেন। বিশাল নাট্যমন্দিরে শ্রীল গুরুদেবকে খাটসহ সংরক্ষণ করা হয়। ভক্তবৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীচরণ বন্দনা করেন, অবিরাম সঙ্কীর্ত্তন চলিতে থাকে। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারী প্রভু, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রভু, শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ প্রমুখ বৈষ্ণবগণের সহিত পরামর্শ করতঃ শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মূল মন্দিরের উত্তরদিকের বকুল বৃক্ষের উত্তরে সমাধি-স্থান নির্দ্দেশ করা হয়। শ্রীভাগবতদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতির দ্বারা সমাধি খননকার্য্য আরম্ভ হয়। পাদাধিকপুরুষপরিমিত ৪ হাত দৈর্ঘ্য, ৪ হাত প্রস্থ, ৭।। ফুট গভীর গর্ত্ত খনন করা হয়। সমাধির তলদেশে শ্রীল গুরুদেবের আসন পূর্ব্বমুখী করিয়া রচনা করা হয়। গর্ত্ত খনন শেষ হইতে রাত্রি প্রায় ২-৩০টা হয়। শ্রীল গুরুদেবকে খাটের উপর রাখিয়াই সর্ব্বাঙ্গে গব্যঘৃত ম্রক্ষণ করা হয়। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ মন্ত্রোচ্চারণ করিতে থাকেন। মন্ত্রপাঠকালে মহাতীর্থ গঙ্গোদক দ্বারা গুরুদেবের স্নান সম্পাদিত হয়। গাত্র সম্মার্জ্জনের পর নববস্ত্র পরিধান করাইয়া দ্বাদশাঙ্গে তিলক রচনা করা হয়। পয়মপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ রাধাকুণ্ডের মৃত্তিকা দ্বারা বক্ষঃস্থলে সংস্কারদীপিকোক্ত সমাধি মন্ত্র লিখিয়া দেন। অতঃপর শ্রীল গুরুদেবকে নাট্যমন্দির হইতে সমাধিস্থানে লইয়া গিয়া বিপুল জয়ধ্বনিসহ সঙ্কীর্ত্তনমধ্যে সমাধিগর্ত্তে নামাইয়া নূতন আসনের উপর পূর্ব্বমুখ করিয়া বসান হয়। অতঃপর শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ যথাবিধি ষোড়শোপচারে শ্রীগুরুপাদের মহাপূজা সম্পাদন করতঃ ফলমূল মিষ্টান্নাদি ভোগ নিবেদনান্তে আরাত্রিক করেন। তৎপরে ভক্তগণ কর্ত্তৃক শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পিত হয়। শ্রীল গুরুদেবের উপবিষ্ট অবস্থায়ই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ নববস্ত্র মণ্ডিত করতঃ লবণ ও মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দেওয়া হয়। মৃত্তিকা দিবার সময় মস্তকের উপরিভাগে একটি চিহ্ন রাখিয়া সমাধির উপর তুলসীটব বসাইয়া চতুর্দ্দিকে পুষ্পমাল্য বিমণ্ডিত করা হয়। ভক্তগণ মহাসঙ্কীর্ত্তনমুখে সমাধি প্রদক্ষিণ করেন। শেষরাত্রি ৩ ঘটিকা হইতে আরম্ভ হইয়া ৫ ঘটিকায় সমাপ্ত হয়।

পরদিবস ২৮।২।৭৯ তারিখে প্রাতে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অন্ত্যলীলা ১১শ অধ্যায় হইতে শ্রীহরিদাস-নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ পাঠ করেন।

শ্রীল গুরুদেবের অপ্রকট সংবাদ টেলিগ্রাম, টেলিফোন, অল ইণ্ডিয়া রেডিও ও দৈনিক সংবাদপত্র

মাধ্যমে ভারতের সর্ব্বত্র বিঘোষিত হয়। ১ মার্চ্চ, '৭৯ বৃহস্পতিবার শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূলমঠে বিরহ-মহোৎসব সম্পাদিত হয়।

৮ চৈত্র, ২২ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার প্রতিষ্ঠানের হেড অফিস ও রেজিষ্টার্ড অফিস দক্ষিণ কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সঙ্কীর্ত্তনভবনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে বিশেষ বিরহ-সভার আয়োজন হয়। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহোদয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বিরহসভায় বিরহবেদনা জ্ঞাপনের জন্য যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর গোস্বামী মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ, পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, ইস্কনের প্রতিনিধি শ্রীমদ্ প্রদ্যুম্ন দাসাধিকারী, কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীসলিল কুমার হাজরা, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা, সলিসিটর শ্রীনন্দদুলাল দে ও শ্রীমনুজ কুমার সর্ব্বাধিকারী।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহারাজ সভাপতির অভিভাষণকালে বিরহবেদনায় কাতর হইয়া সর্ব্বক্ষণ অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকিলে উপস্থিত সকলেই বিরহবেদনায় কাতর হইয়া পড়েন। শ্রীল গুরুদেবের গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন,—'শ্রীপাদ মাধব মহারাজ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হলেও তিনি সর্ব্বগুণে গুণান্বিত ছিলেন। ইং ১৯২৪ সালে যখন আমি ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করি তখন তিনি ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁহার গুরুপ্রদত্ত নাম শ্রীহয়গ্রীব ব্রহ্মচারী। সেই সময় ইংরাজ রাজত্ব। প্রচারপদ্ধতি অন্যপ্রকারের ছিল। অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করতঃ বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের অসমোর্দ্ধ মহিমা প্রচার করেন। সেই প্রচারসেবায় আমার সহিত শ্রীপাদ মাধব মহারাজের সম্বন্ধ হয়। শ্রীপাদ মাধব মহারাজের প্রচারে অদম্য উৎসাহ ও অপরিসীম যোগ্যতা দেখিয়া আমার তাঁহাকে গুরুভ্রাতারূপে পাইয়া গৌরববোধ হইয়াছিল। সদা হাস্যবদন, নির্ম্মল চরিত্র, গুরুগতপ্রাণ, সর্ব্বতোভাবে আদর্শ জীবন যাপনের দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তিসিদ্ধান্ত হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া যেভাবে সত্যকথা তিনি নির্ভীকভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতুলনীয় বলিতে হইবে। শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যত্ব সম্বন্ধ আমরা কেহ ছেদন করিতে পারি না। গুরুভ্রাতাগণের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা নিত্য সম্বন্ধ। অন্তিমে গুরুপাদপদ্মে থাকাই আমাদের মৃগ্য।

শ্রীপাদ মাধব মহারাজের আশ্রিত শিষ্যবর্গের প্রতি আমার নিবেদন, তাঁহারা যেন সমস্ত মৎসরতা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের গুরুদেবের আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলেন। মৎসর জীবকে ভগবান্ কখনও ক্ষমা করেন না। প্রেমরাজ্যে মাৎসর্য্যের, হিংসার স্থান নাই। গুরুদেবের বাক্যের প্রতি মর্য্যাদা প্রদান করতঃ আপনারা তাঁহার বাণী আচরণমুখে প্রচারের যত্ন করিলেই তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারিবেন।'

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—'শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের শিষ্য শ্রীমদ্ মাধব

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd No WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

Pin

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার স্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ষট্ ত্রিংশৎ বর্ষ — ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৪০৩

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী **সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—**

১। **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্** দামোদর মহারাজ। ২। **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।**

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ২০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

৩৬শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ ১৪০৩
১ শ্রীধর, ৫১০ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ শ্রাবণ, বুধবার, ৩১ জুলাই ১৯৯৬ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৮৩ পৃষ্ঠার পর]

সংক্ষেপে অভিধেয় তত্ত্ব

সম্বন্ধ-বিচার বলার পর মহাপ্রভু আমাদিগকে অভিধেয় তত্ত্ব শ্রীরূপ-শিক্ষা প্রদান করলেন। আমরা চেতন, কর্ম্মই আমাদের স্বরূপের চৈতন্য-বিষয়ক চৈতন্য দান করে। কিন্তু যে কর্ম্ম বর্ত্তমানে আমাদিগকে চৈতন্য আত্মার জ্ঞান লোপ করিয়ে চেতন রাজ্যের বিপরীত অজ্ঞানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তা'রই দিক্ পরিবর্ত্তন করে—উদ্দেশ্য স্থির করে ব'ললেন—

'লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা ।।'

জড় ইন্দ্রিয়ের সুখের আশায় আশান্বিত হ'য়ে আমরা কার্য্য করি ; কিন্তু আমাদের স্বরূপের—আত্মার প্রভু সেই শ্রীভগবানের সেবার জন্য যদি আমাদিগের লৌকিকী, বৈদিকী এবং সকল ক্রিয়াই অনুষ্ঠিত হয়, তবে সেই কর্ম্ম জড় সুখ দুঃখ-ভোগদায়ক না হয়ে অচ্যুতের সেবা অনুষ্ঠান বিধায় অচ্যুতে ভক্তি প্রদান করে।

সুতরাং কৃষ্ণভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে জীবন ধারণ-কালে যাবতীয় বস্তু ভগবানের সেবোপকরণ-জ্ঞানে ভজনের অনুকূলে বিষয়-গ্রহণই 'বিরাগ'। সেই বিরাগ-বিশিষ্ট বস্তু পরম পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে রাগ বা রতি উৎপন্ন করিয়ে ভোগ্যজ্ঞানে বিষয়-ভোগে বিগত রাগ বৈরাগ্য আনয়ন করে।

যাঁ'রা হরিসেবানুকূল বস্তু বা বিষয়সমূহের প্রাপঞ্চিকতায় বিরক্ত হ'য়ে নিজ নিত্য হরি সেবক আত্মার হরিদাস্যের প্রতিও বীতরাগ হন, স্বয়ং এবং অপরের দ্বারা সেব্যের সেবা সংহার করবার প্রয়াস করেন, তাঁরা আত্মবিনাশী ফল্গু বৈরাগী বা ত্যাগী।

ত্যাগ বা ভোগ আত্মার বৃত্তি নয়, সেবাই আত্মার নিত্যবৃত্তি। মুক্ত আত্মা বৈকুণ্ঠে নিজ সেব্যের সেবা-

বিভোর আর বদ্ধাত্মা বদ্ধাবস্থা হতে শুদ্ধ বা মুক্তাবস্থায় যা'বার জন্য ভগবৎ প্রদত্ত ইন্দ্রিয় ও বিষয়গুলি ভোগানুকূলে গ্রহণ করেন না ত্যাগানুকূলে ত্যাগও করেন না, কেবল সেবানুকূলে গ্রহণ ও প্রতিকূলে ত্যাগ করেন। তিনি শ্রীরূপানুবর্য্য শ্রীগুরুদেবের দয়া উপলব্ধি করে বলেন—

'বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদ বদন ।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রাখে কি কারণ ?'

আর সাধনাবস্থায় সিদ্ধির অনুকূলে শ্রীগুরুদেবের কৃপা প্রার্থনা ক'রে বলেন—

" * * *
(কবে) দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া ।"

ফল্গুত্যাগিগণ কামক্রোধাদি যে রিপুবর্গকে বিজয় ক'রবার জন্য লোকালয় পরিত্যাগ ক'রে—অভ্যাস অনাহারাদির দ্বারা কঠোর পরিশ্রম ক'রে সময়ান্তরে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুর সমাগমে প্রবল বেগে পরিত্যক্ত বিষয়ে প্রসক্ত হ'য়ে পড়েন, ভোগিগণ যে রিপুষট্‌কের হস্তে লাঞ্ছিত, পদতাড়িত হ'য়ে দুঃখ—অতিদুঃখ-নিষ্পেষিত হয় এবং বিষয়ান্তর বা গত্যন্তর না পেয়ে উচ্ছিষ্ট—চর্ব্বিত বস্তু পুনশ্চর্ব্বনে নিযুক্ত হয়, শ্রীরূপ শিক্ষায় সুশিক্ষিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগ্রহভাজন, ভোগ-ত্যাগে উদাসীন ভক্তিযোগিগণ সেই ইন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা ফলে হৃদয়ে ভক্তিসাম্রাজ্য-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীগুরু-বাক্যের প্রতিধ্বনি ক'রে তারা বলেন,—

"কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ মদ মাৎসর্য্য-দম্ভ সহ
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব ।
আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব ।।
'কাম' কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে,
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা ।
'মোহ' ইষ্ট লাভ বিনে, 'মদ কৃষ্ণ-গুণ-গানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা ।।
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যা'র ধাম,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ ।
কিবা বা করিতে পারে কাম-ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ ।।
ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধত্যাগ সদা দিবা,
লোভ মোহ এইত কথন ।
ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ ।।
আপনি পলাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ-রব,
সিংহরবে যেন করিগণ ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
যার হয় একান্ত ভজন ।।'

প্রচারের জন্য সমস্ত বাধাবিপত্তি উপেক্ষণীয়

[শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—]

"দেখুন, ভোগবার্ত্তা-প্রচারকের কোন বিপদ্ নাই অসুবিধা নাই। কিন্তু ভগবানের সেবার কথা—জীবের জীবনসর্ব্বস্ব ভক্তির কথা প্রচার করতে গেলে প্রতিপদে বিপদই লাভ হ'বে—পদে পদে অসুবিধা এসে নিরুৎসাহ ক'রবার চেষ্টা ক'রবে ; কিন্তু জানতে হ'বে যে সে বিপদ্—সে অসুবিধা আমাদের প্রভুভক্তির প্রভুসেবা-বুদ্ধির পরিমাণ পরীক্ষা ক'রতে এসেছে এবং আমাদিগকে উত্তরোত্তর সেবাপথে অগ্রসর হ'বার সহায়তা ক'রছে। এই সময় নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস, ভক্তরাজ প্রহলাদের সেবা সহিষ্ণুতা-সুমেরুর আদর্শ আঁকড়িয়ে ধ'রে থাক্‌তে হ'বে। মানুষ মোহগ্রস্ত হয়ে অনিত্য বস্তু লাভ ক'রবার জন্য শত শত জন্ম বঞ্চিত হ'চ্ছে। সহস্র সহস্র উদাহরণ দেখেও মানুষ যদি এক ঘেয়ে ভাবে তুচ্ছ জিনিষের জন্য বাধা বিপত্তিতে বিহ্বল না হ'য়ে জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক'রতে পারে, তা' হ'লে কি বুদ্ধিমান জনগণ আদি, মধ্য, অন্তে সত্য—ত্রিকাল সত্য—নিত্য সত্যের জন্য নিত্য জীবনের নিশ্চলা চেষ্টা নিযুক্ত ক'রতে পা'রবেন না ?

সহজে ভগবৎসেবা লাভের উপায়

[প্রশ্ন হইল—কি করিয়া সহজে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় ? তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ-বলিতে লাগিলেন,—]

"ভগবানের সেবা করেন যাঁ'রা—ভগবানের ভক্ত যাঁ'রা, তাঁদের সঙ্গেই ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। ভক্তগণ

ভগবানের সেবা সার ক'রেছেন। তাঁ'রা ভগবানের নাম, ভগবানের রূপ, ভগবানের গুণ এবং ভগবানের লীলা-কথাকেই জীবন সর্ব্বস্ব ক'রে সর্ব্বদা সেই সকলের আলোচনা করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে ভগবানের যে আলোচনা হয়, ভক্তমণ্ডলীতে যে আলোচনা, তার মধ্যে পার্থক্য ত' আছেই, পরন্তু একেবারেই বিপরীত। সাধারণ্যে অনেকেই ঐহিক এবং পারলৌকিক সুখের জন্য ভগবান্‌কে সুখ-দাতা জেনে ভজন করেন, আবার বেশী বুদ্ধিমান্ অর্থাৎ বাইরে ত্যাগী, অন্তরে ভোগী-শ্রেষ্ঠ সর্ব্বভোক্তা ভগবানের সমান হ'য়ে তাঁ'র সঙ্গে মিশবার জন্য ভগবদুপাসনার ভান করেন ; আর মধ্যম লোকেরা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির সিদ্ধির উদ্দেশ্যে উপাসনা করেন। এ'তে উপাসনার অভিনয় থাক্‌লেও উপাস্য ভগবানের নিত্য-নাম রূপাদি স্বীকৃত হয় নাই ; তাঁ'রা সর্ব্বপ্রভু পরমেশ্বরকে কর্ম্মাধীন জ্ঞান করেন। বিশেষতঃ এই শ্রেণীর উপাসকগণ (?) ভগবানের সেবার জন্য— সুখের জন্য সেবা করেন না ; প্রভুকে দিয়ে নিজেদের সেবা করিয়ে নেন।

ভক্তগণের ভাব পৃথক্। তাঁ'রা ইহলোকের, পরলোকের, দেহ-গেহাদির সুখের সিদ্ধির, এমন কি মানুষের মহামৃগ্য মুক্তিরও অপেক্ষা রাখেন না— প্রয়োজন মনে করেন না। তাঁরা স্বভাবে—ভাবে-হৃদয়-ভবনে ভগবানেরই সেবা করেন। সেবা-প্রবৃত্তি কোন বাধা মানে না। সাগরের অভিমুখে অতিদ্রুত প্রবাহিনী গঙ্গাধারার ন্যায় উঁচুনীচু—সকল স্থান ডুবিয়ে— সম্মুখের সব বাধা বিদূরিত ক'রে ছুটতে থাকে। সে ভক্তি প্রবাহের বাধা নাই—বিপত্তি নাই—বিরাম নাই ; তা' প্রাণারামের রমণের জন্য – নয়নাভিরামের নয়নে নবনবায়মান রমণীয়রূপে স্বরূপ ধারণ ক'রে তাঁ'রই কোটিচন্দ্র-সুশীতল পদতল বিধৌত ক'রে সেই পদতলেই অবস্থান করে। ভক্তগণ ভগবানের সেবায় সতত যুক্ত। অন্যত্র—অন্য বিষয়ে—অন্য কার্য্যে যুক্তপ্রবণ-চিত্ত, সেই নিত্যযুক্ত যোগিগণের বিক্রীতাত্ম-স্বরূপে বৃত্ত রচনার সুযোগ পায় না। ভগবানের ভক্তগণ—সেবকগণ-ভগবানের সেবায়, ভগবানের ভক্তের সেবায় প্রীতিযুক্ত—নিত্য প্রীতিযুক্ত। দেহ, দৈহিক-স্ত্রীপুত্রাদিতে, গেহ, গৃহসম্বন্ধীয় আত্মীয়-স্বজনে, পাল্য পশুপক্ষী প্রভৃতিতে বৃত্তি কুলাদিতে প্রীতি-প্রয়োগের প্রাণ তাঁ'দের নাই। প্রাণের প্রাণ-সর্ব্বপ্রাণ-প্রাণ-পরেশের প্রীতিতে প'ড়ে তাঁ'রা প্রাণপণে প্রপর। এহেন ভক্তগণ—ভাগবতগণ ভগবানকেই সার ক'রেছেন এবং ভগবান্‌ও ভক্তগণের ভাবে আবদ্ধ হ'য়ে সারাৎসার হ'য়েও তাঁ'দিগকে সার ক'রেছেন।

(ক্রমশঃ)

তত্ত্বসূত্র—সিদ্ধান্ত প্রকরণম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৮৫ পৃষ্ঠার পর]

তত্ত্বসূত্রকার কেবল দুইটী প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও অনুমান। বিচারকের সাক্ষাদুপলব্ধিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও লিঙ্গদ্বারা অনুমানকে অনুমাণ-প্রমাণ কহা যায়। উপমানকে প্রমাণ বলা যায় না, যেহেতু তাহা কেবল একটী বিচারের প্রক্রিয়া মাত্র। ন্যায়, বৈশেষিক, উত্তর মীমাংসা প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে শব্দ বলিয়া একটী প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন।

যথা মনু—

প্রত্যক্ষানুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ ত্রিবিধাগমং।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্ম শুদ্ধিমভীপ্সিতা ॥

তত্ত্বসূত্রকার কিন্তু প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অতিরিক্ত অন্য কোন প্রমাণ স্বীকার করেন নাই। তবে কি তিনি শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না ?

উত্তর এই যে, যখন জ্ঞানকে সূর্য্য ও শাস্ত্রকে রশ্মি বলিয়াছেন, তখন বেদাদি শাস্ত্র অবশ্যই তাহা কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে ; কিন্তু শব্দ-প্রমাণ বলিয়া কোন স্থানে উল্লেখ করেন নাই। শব্দ-প্রমাণ প্রত্যক্ষ

এবং অনুমানমূলক যেহেতু ঋষিগণ এবং ব্রহ্মা কতকগুলি শাসন ও উপদেশ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা এবং কতকগুলি অনুমানের দ্বারা সংগ্রহ করিয়াছেন। এজন্য শব্দ তৃতীয় প্রমাণ হইতে পারে না। শব্দের কোন অংশ প্রত্যক্ষ ও কোন অংশ অনুমান বলিয়া জানিতে হইবে। অতএব লাঘবার্থ দুইটী প্রমাণ স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সূত্রকারের প্রত্যক্ষ ও অনুমান বিচার অন্যান্য দর্শনবেত্তাদিগের বিপরীত। বিচারকের সাক্ষাৎকার বিষয়ই প্রত্যক্ষ, অতএব যাবতীয় স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসই 'প্রত্যক্ষ' এবং তদতিরিক্ত সমুদায় সিদ্ধান্তই 'অনুমান'।

এই প্রকার প্রত্যক্ষানুমান-সিদ্ধ যে সিদ্ধান্ত তাহাই ভাগবত সিদ্ধান্ত এবং তাহা সর্ব্বদেশ-কালপাত্রকৃত বিচারের আশ্রয় বলিয়া সর্বসিদ্ধান্তাপেক্ষ শ্রেষ্ঠ। যথা ভাগবতে একাদশে, সপ্তম অধ্যায়ে ভগবদুপদেশ,—

আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ।
যৎপ্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়সাবনুবিন্দতে ॥

গীতায়াং—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥

ভাগবত-সিদ্ধান্ত শব্দে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত উপদেশ, ভগবানের দত্ত উপদেশ এবং সকল বিবেকী ভাগবত 'মহোদয়'গণের সিদ্ধান্ত—এই তিন প্রকার অর্থ হয়। কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত শাস্ত্রোপদেশ বিচারপূর্ব্বক যে স্বাধীন ভক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত, তাহাই ভগবৎ সম্বন্ধীয় অতএব তাহাকে ভাগবত-সিদ্ধান্ত বলা প্রসিদ্ধ। এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানময় অর্থাৎ সমস্ত দেশ-কাল-সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় কুসংস্কার বিহীন। ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে যদি বিমল সিদ্ধান্ত হয়, ভাগবত সিদ্ধান্ত তাহাকে আশ্রয় প্রদান করেন।

যদি বল, এই অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তের দেশিক কে, তাহার নিবারণার্থ এই সূত্র হইল যথা,—

চৈতন্যস্য সর্ব্বাচার্য্যস্যাবির্ভাবে ন গুর্ব্বন্তরম্ ॥৪৭॥

ননু তাদৃশ ভাগবতসিদ্ধান্ত জ্ঞানং গুরূপসত্তিং বিনা কথমুপপদ্যতে ইত্যপেক্ষায়ামাহ চৈতন্যস্যেতি। সর্ব্বেষাং তত্ত্বজ্ঞানাধিকারিণাং সারগ্রাহিণাং বৈষ্ণবানামাচার্য্যস্য শ্রীচৈতন্যস্য ভগবতঃ আবির্ভাবে সতি তৎ প্রকাশানন্তরমিত্যর্থঃ ন গুর্ব্বন্তরং ইতরো গুরুর্নগ্রাহ্যঃ নোপাসিতব্য ইত্যর্থঃ। যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রতিণোতি তস্মৈ তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ইতি শ্রুতেঃ। তেষামেবানুকম্পার্থ মহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা। আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ।

বৈধভক্তির প্রথম অঙ্গই গুরুপাদাশ্রয়। গুরু-মাহাত্ম্যে নারদ পঞ্চরাত্রোক্তি যথা,—

গুরুশ্চ জ্ঞানোদ্গিরণাৎজ্ঞানং স্যান্মন্ত্রতন্ত্রয়োঃ।
তত্তন্ত্রং স চ মন্ত্রশ্চ কৃষ্ণভক্তির্যতো ভবেৎ ॥
সহস্রদলপদ্মঞ্চ সর্ব্বেষাং মস্তকে মুনে।
তত্রৈব তিষ্ঠতি গুরুঃ সূক্ষ্মরূপেণ সন্ততম্ ॥

হরিভক্তিবিলাসে,—

কৃপয়া কৃষ্ণদেবস্য তদ্ভক্তজনসঙ্গতঃ।
ভক্তের্মাহাত্ম্যমাকর্ণ্য তামিচ্ছন্ সদগুরুং ভজেৎ ॥

একাদশ স্কন্ধেচোক্তং ভগবতা,—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরু কর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥

তত্রৈব যোগেশ্বর বাক্যম্—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥

শ্রুতৌ চ—

তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।
আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদঃ।

তত্ত্বজ্ঞানার্থে সদ্গুরু আশ্রয় করা কর্ত্তব্য ইহা এই সকল প্রমাণ ও যুক্তিবিচারের দ্বারা সিদ্ধ। কিন্তু গুরূপসত্তি সম্বন্ধেও একটী অধিকার বিচার আছে যথা তন্ত্রে শিববাক্য—

ভগবদুক্তি একাদশে চ,—

দুঃখোদর্কেষু কামেষু জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্।
অজিজ্ঞাসিত সদ্ধর্ম্মো মুনিং গুরুমুপব্রজেৎ ॥
তাবৎ পরিচরেদ্ভক্ত্যা শ্রদ্ধাবাননসূয়কঃ।
যাবদ্ব্রহ্ম বিজানীয়ান্মামেব গুরুমাদৃতঃ ॥

মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধো তথা দেহী গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ ॥

এই বিষয়ের অনেক উদাহরণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। জড়ভরত ও ঋষভদেব প্রভৃতির চরিত্র সর্ব্বদা আলোচ্য। নারদ পঞ্চরাত্রোক্ত মস্তকস্থ সহস্রদল পদ্মস্থিত যে চৈত্যগুরু, তাঁহার উদয় হইলে অন্যগুরুর প্রয়োজনাভাব হয়। কিন্তু ঐ চৈত্যগুরুর উদয় হইবার পূর্ব্বে তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রয়োজন, ঐ জিজ্ঞাসা অপরাপর গুরুর নিকট করিতে হইবে যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে,—

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে।

পুনশ্চ ভাগবতে চতুঃশ্লোকী মধ্যে,—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্ব জিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং যৎস্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥

এই সূত্রের আর একটী ব্যাখ্যা হইতে পারে। সকল সারগ্রাহী পুরুষদিগের আদিপ্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের যখন ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভাব হইয়াছে, তখন অন্য গুরুর প্রয়োজন কি ? যদি কেহ বলেন যে চৈতন্যদেব কেবল গৌড়ীয় নামক একটী ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ; তিনি কি প্রকারে সর্ব্বাচার্য্য হইতে পারেন ? তাহার উত্তর এই যে ; হে ভ্রাতৃগণ, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের বিবরণ, উপদেশ ও শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বিশেষ যত্ন সহকারে স্বাধীন বিচারের সহিত নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে তাঁহাকে সর্ব্বাচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। যতপ্রকার সাম্প্রদায়িক গুরুর বিষয় লিখিত আছে, সকলেই তাঁহার অধীন এরূপ দৃষ্ট হইবে। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বজীবের চৈত্যগুরু হইয়াও পূর্ণভাবে আবির্ভূত হইয়াছেন। অতএব জীবসকল সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের স্বাধীনতারূপ পাদপদ্মমধু পান করিতে থাকুন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে,—

ব্রহ্মানন্দঞ্চ ভিত্বা বিলসতি শিখরং যস্য যত্রাত্তনীড়ং
রাধা-কৃষ্ণাখ্য লীলাময় খগমিথুনং ভিন্নভাবেন হীনম্।
যস্য চ্ছায়া ভবাব্ধিশ্রম শমনকরী ভক্তসংকল্প সিদ্ধের্হেতুশ্চৈতন্য কল্পদ্রুম ইহ ভুবনে কশ্চন প্রাদুরাসীৎ ॥

সেই পরমগুরু চৈতন্য হইতে সারগ্রাহীগণ কি সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপতঃ শেষ সূত্রে ব্যাখ্যাত হইল যথা,—

পরে পূর্ণানুরক্তিরিতরেষু তুল্যা জড়ে
যুক্তবৈরাগ্যঞ্চেতি সারগ্রাহি মতম্ ॥ ৫০ ॥

সিদ্ধান্তপ্রকরণস্য সারং স্পষ্টীকরোতি পরে ইতি। পরে পরমেশ্বরে পূর্ণা অখণ্ডিতাহব্যবধানানন্দময়ী অনুরক্তির্জীবস্য স্বাভাবিকী বৃত্তিঃ স্বহৃদয়ে প্রকটনীয়েত্যর্থঃ। ইতরেষু পরমেশ্বর-ভিন্নেষু চিদ্রূপেষু তুল্যা তত্তদবস্থ জীবানুরূপা অনুরক্তিঃ অয়ং অর্থঃ মতিবৈষম্যাৎ উৎকৃষ্ট-মধ্যম-নিকৃষ্টতয়া ত্রৈবিধ্যেন প্রতীয়মানেষু তেষু যথাক্রমং গৌরব-মৈত্রি-করুণরূপা ত্রিবিধা অনুরক্তিঃ কর্ত্তব্যা অবিষম মতিনাস্তু তথা প্রতীত্যভাবেন তেষু ক্রমেণৈব অমৎসরাহবিবাদানবক্তারূপাবা অনুরক্তিঃ কিংবা সর্ব্বজীবানামীশ্বরাবির্ভূতত্বাৎ সর্ব্বেষ্বপি ভ্রাতৃস্নেহাত্মিকা বা কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। জড়ে অচিৎ পদার্থে বিত্তাপত্য কলত্র মিত্র-গৃহক্ষেত্রাদিষু প্রিয়তরা প্রতীয়মানেষু তেষু তেষু জড়বস্তুষু যুক্তবৈরাগ্যং যথোপযুক্ত স্বীকার ব্যবহারাদিরূপং সম্পাদনীয়মিত্যর্থঃ ইতি সারগ্রাহিণাং তত্তৎ সাম্প্রদায়িক বিবাদ বর্জিতানাং বৈষ্ণববর্য্যানাং মতমিত্যলমতি বিস্তরেণ অত্র প্রমাণানি বহূনি শ্রুতিস্মৃতি রূপাণি তত্তৎপ্রকরণেষু পূর্ব্বোক্তানি দ্রষ্টব্যানি। ইতিতত্ত্বসূত্র বিবরণং সমাপ্তম্। হারীতান্বয় সম্ভূতো গোপীনাথাভিধঃ কৃতী। বিবৃতিং তত্ত্বসূত্রাণাং চকার বিদুষাং মুদে॥ জগন্নাথ ক্ষেত্রবাসী মুক্তিমণ্ডপ পণ্ডিতঃ। জগন্নাথ প্রসাদেন তত্ত্বব্যাখ্যামচীকরৎ ॥ গ্রন্থ গৌরব ভীত্যাচ সংক্ষিপ্তং বিবৃতং ময়া। বিস্তারয়ন্তু সুধীয়ো বহুব্যাখ্যান যুক্তিভিঃ।

সারগ্রাহী ধর্ম্ম অতি সরল অর্থাৎ অনেক শ্রমসাধ্য নহে। ইহাতে দুইটী বিষয় দৃষ্ট হয় অর্থাৎ অনুরাগ ও সচ্চরিত্র। অনুরাগের স্থল দুইটী মাত্র অর্থাৎ পরমেশ্বর ও জীব। পরমেশ্বরে পূর্ণানুরক্তি ও জীবে ভ্রাতৃবতুল্যানুরাগের প্রয়োজন। ইহাতেই এক প্রকার অনুরাগ ও সচ্চরিত্র উভয়ই দৃষ্ট হইল। জড়পদার্থ সকলে যথাযোগ্য আস্থা ও ব্যবহারের দ্বারা তাহাতে যুক্ত-বৈরাগ্যই প্রয়োজন। বিচার করিলে এরূপ সারধর্ম্ম আর কুত্রাপি নাই।

ইতি শ্রীতত্ত্বসূত্রং সম্পূর্ণম্।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৮৯ পৃষ্ঠার পর]

বেদশাস্ত্র সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত সেই বেদশাস্ত্রের প্রয়োজনতত্ত্বের কথিত কৃষ্ণপ্রেম-ফলের স্বরূপ। * * ইহাই বেদান্ত-সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। বেদমন্ত্রসমূহে অধিকার লাভ করিতে অসমর্থ হওয়ায় শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস জীবগণকে মন্ত্রার্থ বুঝাইবার জন্য যে সূত্রাকারে মীমাংসা গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহার যথা অর্থ প্রকাশবাসনায় স্বয়ং এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বেদান্তসূত্রের সত্য অর্থ গোপন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মতবাদিগণ কেহ বা বিবর্ত্তবাদ, কেহ বা আরম্ভবাদ স্থাপন করিতে যত্ন করিয়াছেন। তজ্জন্য ঐ বাদদ্বয় নিরাকরণের অভিপ্রায়ে সূত্ররচয়িতা শক্তিপরিণাম-বাদই যে বেদের একমাত্র তাৎপর্য্য তাহা সরলভাবে জানাইতে গিয়া এই শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত জ্ঞানপ্রদীপ। ইনি পুরাণার্ক। ইনি রসময় ফল। * * ভগবানই সমগ্র ভাগবত ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মা নারদের উপদেশক। শ্রীনারদ হইতে বেদব্যাস উহা লাভ করেন এবং ব্রহ্মসম্প্রদায়ের অধস্তন শাখায় এই শ্রীমদ্ভাগবত আম্নায়-পারম্পর্য্য-ক্রমে আগত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের রচিত। বিদ্বেষবশে শ্রীধরস্বামীর আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্বেই সমৎসর কোন অবৈষ্ণব দ্বারা রচিত 'দেবী ভাগবত' বলিয়া একখানি পুঁথি অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হইবার চেষ্টা করে। কিন্তু সাত্বত পুরাণগণ তাদৃশ কাল্পনিক তামস নবীনকে পুরাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। যে পুরাণ মহাপুরাণের অন্যতম যাঁহাতে গায়ত্রীর ব্যাখ্যা প্রথমেই বর্ণিত আছে, এবং যাহা ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, সেই পুরাণকে বৃত্রবধ, হয়গ্রীব-ব্রহ্মবিদ্যা-সমন্বিত শুকপ্রোক্ত শাস্ত্র বলিয়া পদ্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ এবং অন্যান্য সাত্বত পুরাণে লিখিত আছে। আধুনিক পণ্ডিতম্মন্য কুতর্কপ্রিয় অবৈষ্ণবগণের মধ্যে হিংসামূলে শ্রীমদ্ভাগবতকে বোপ-দেবাদি কবিগণের রচিত গ্রন্থ বলিয়া গর্হণ করা হয়। বোপদেব শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন করিয়া একটী টীকা ও একখানি নিবন্ধ-গ্রন্থ স্বতন্ত্রভাবে রচনা করিয়াছেন। দুর্ভাগা হরিবিমুখ কুতার্কিকগণ কল্পনামূলে এরূপ সহস্রযুক্তি সৃষ্টি করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিভা মলিন করিতে সমর্থ হইবেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়াছেন এবং এই গ্রন্থকেই প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মাহাপ্রভুই এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকে অভিধেয় বিষয়ক গ্রন্থ বলিয়াছেন। সামান্য বৈষ্ণবগণের ধারণানুসারে পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত-বৈষ্ণবগণের মধ্যে ভেদ ছিল। কিন্তু শ্রীগৌরহরি বলেন, পঞ্চরাত্রের ও ভাগবতের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন নহে। পঞ্চরাত্রে অভি-ধেয়তত্ত্ব বর্ণিত আছে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে যে তাহা নাই, এরূপ নহে।

শ্রীমদ্‌বেদব্যাস বেদশাস্ত্রকে চারিভাগে বিভাগ করিবার পরে ইতিহাস পুরাণাদি রচনা করেন। জীবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলবিধানের জন্য ভার-তাদি-গ্রন্থে ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষাদি-লাভের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সকল অনুষ্ঠানে ব্যাসের নিজচিত্ত প্রসন্ন হইবার পরিবর্ত্তে অবসন্ন হইয়াছিল। তিনি বিষণ্ণ-চিত্তে স্বীয় কৃত-কর্ম্মের বিষয় ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলে তদীয় শ্রীগুরুদেব দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। ব্যাসের প্রশ্নের উত্তরে নারদ কহিলেন,—'তুমি মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য যে সকল শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছ, তদ্দ্বারা তোমার হরি সেবা হয় নাই। তুমি এক্ষণে হরিলীলা বর্ণন করিয়া হরি-সেবার অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ভগবানে প্রীতি উৎপন্ন কর এবং নিজের আত্মার প্রসন্নতা সাধন কর'। তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতরচনায় প্রবৃত্তি। এই সাত্বত-সংহিতা—যাহা পূর্ব্বে বিশ্বে অজ্ঞাত ছিল, তাহা অভিজ্ঞ ব্যাসদেব লোকহিতের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত নামে প্রচার করিলেন। ইহা শ্রবণ করিলে পরমপুরুষ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে বদ্ধজীবের শোকমোহভয়নাশিনী সেবাপ্রবৃত্তি উদিতা হন।

'শ্রীব্যাস বৈয়াসকি শুকদেবকে এই শাস্ত্র পাঠ করাইয়াছিলেন। পরে শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতাদি ও

লোমহর্ষসুত সূতকে ইহাই শ্রবণ করাইয়াছিলেন এবং তাহাই তৃতীয় বার শ্রীসূত শৌনকাদি-মুনিগণকে নৈমিষারণ্যে বলিয়াছিলেন। পুনরায় শ্রীব্যাস কলি-প্রারম্ভে গ্রন্থাকারে বর্ত্তমান গ্রন্থ নির্ম্মাণ করেন।"

'নমস্তস্মৈ ভগবতে ব্যাসায়ামিততেজসে।
পপুর্জ্ঞানময়ং সৌম্যা যন্মুখাম্বুরুহাসবম্ ॥'

—ভাঃ ২।৪।২৪

'ভগবান্ বাসুদেবের শক্ত্যাবেশ অবতার বেদ-ব্যাসকে প্রণাম। ভক্তগণ তাঁহার মুখপদ্মের জ্ঞানময় মকরন্দ পান করিয়াছিলেন।'

'নারদঃ প্রাহ মুনয়ে সরস্বত্যাস্তটে নৃপ।
ধ্যায়তে ব্রহ্ম পরমং ব্যাসায়ামিততেজসে ॥'

—ভাঃ ২।৯।৪৪

'হে রাজন্, এই ভাগবত আমি গুরু-পারম্পর্য্যে জ্ঞাত হইয়াছি; অমিততেজা মহর্ষি বেদব্যাস যখন সরস্বতীতটে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, তখন নারদ তাঁহাকে ঐ (চতুঃশ্লোকী) ভাগবত বলিয়াছিলেন।'

শ্রীসূতগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায় ২য় শ্লোকে স্বীয়গুরু শুকদেব গোস্বামীকে যেভাবে প্রণাম করিয়াছেন তাহাতে সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে শুকদেব জন্ম হইতেই বিষয়বিরক্ত মুক্তকুল-শিরোমণি পরমহংস মহাভাগবত ছিলেন। দেবী-ভাগবত গ্রন্থে শুকদেবের যে সংসারলাভের এবং জন্মের যে ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে তাহা এতদ্দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এইজন্য দেবীভাগবতকে প্রামাণিক শাস্ত্ররূপে স্বীকার করেন নাই। উপরিউক্ত শ্লোকটি এইরূপ ঃ—

শ্রীসূত উবাচ—

'যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং
দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব।
পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদু-
স্তং সর্ব্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোঽস্মি ॥'

—ভাঃ ১।২।২

'একাকী বনে গমন করায় অনুষ্ঠানহীন যে শুক-দেবকে বিরহকাতর ব্যাসদেব 'পুত্র পুত্র' বলিয়া আহ্বান করায় শুকভাবময় বৃক্ষসমূহও প্রত্যুত্তর দিয়াছিল, যোগবল-প্রভাবে সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়স্থিত সেই শুকদেব মুনিকে আমি নমস্কার করি।'

উপরিউক্ত শ্লোকের বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত টীকার তাৎপর্য্য উদ্ধৃত হইল ঃ—

"শুকদেবকে একাকী অনুষ্ঠানরহিত হইয়া বনে গমন করিতে দেখিয়া ব্যাসদেব বিরহকাতর হইয়া হা পুত্র হা পুত্র বলিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন। পরম নিরপেক্ষ পুত্রে কেবল যে তাঁহার পিতা ব্যাসদেবই স্নেহযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে, তরুগণও অনুরক্ত হইয়াছিল। পদ্মপুরাণে উক্ত আছে—'যাঁহার দ্বারা শ্রীহরি অর্চ্চিত হন, তাঁহা দ্বারা সমস্ত জগৎ তর্পিত হইয়া থাকে।' শুকময়-ভাবে তরুগণও সম্মুখে অবস্থানহেতু ব্যাসদেবের ন্যায় হা পুত্র হা পুত্র বলিয়া প্রতিধ্বনিছলে আহ্বান করিয়াছিল। যাহাতে যে বস্তু আসক্ত হয় তাহাকেই তন্ময়তা-ভাব বলে। বিশেষতঃ শুকদেব গোস্বামী 'সর্ব্বভূত-হৃদয়ে' ছিলেন। সুতরাং সর্ব্বমনোহর শ্রীভগবদ্বিগ্রহের মত সেই শুকদেবে বেদব্যাসের এই স্নেহ প্রাকৃত মোহ নহে।"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর উক্ত শ্লোকের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—'শ্রীব্যাস পুত্র পুত্র বলিয়া শুকদেবকে যে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে পুত্রবিরহকাতর ও পুত্রময়দ্রষ্টা বলিয়া ত্রিগুণবদ্ধ জীবগণ অক্ষজজ্ঞানে গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু শ্রীব্যাসের অধোক্ষজসেবা কখনই পুত্রশোক-বিরহ-কাতরতা ও বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত পুত্রতন্ময়তার উৎসাহ প্রদান করে না। শ্রীবেদব্যাস ব্রহ্মসম্প্রদায়ের আদিগুরু বলিয়া তাঁহাকে অক্ষজজ্ঞানে দেখিতে হইবে না। 'ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ' এই বিধানানুসারে বৈয়াসিক সম্প্রদায় শ্রীগুরুদেবকে সংসার-দাবদগ্ধমর্ত্ত্যমাত্র মনে করেন না। মর্ত্ত্যের ধর্ম্ম, পুত্র সৎ হউক বা অসৎ হউক সকল হরিভজন পরিত্যাগ করিয়া পুত্র পুত্র করিয়া কৃষ্ণ-বিস্মৃত হন, কিন্তু ব্যাসের তাদৃশ ভাব ফলভোগ-কামী কর্ম্মীর অজ্ঞান সম্বর্দ্ধনের ও তাহাকে মোহিত করিবার জন্য তাদৃশ অভিনয়। বাস্তব-বিচারে শুকদেব পরম-বৈষ্ণব কর্ম্মজড়-ভোগত্যক্ত পরমহংস। তাঁহার সঙ্গবিচ্যুতি ব্যাসাদি অপর গুরুভক্তের পক্ষে আদরণীয়

নহে। ... ... শ্রীশুকদেব জগতে আদর্শ মহাপুরুষ ও জগদ্‌গুরু।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত সাত্ত্বিক পুরাণ 'পদ্মপুরাণে' উত্তরখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। সনক-সনন্দন-সনাতন-সনৎকুমার চতুঃসনের সহিত নারদ গোস্বামীর সপ্তাহযজ্ঞের বিধি সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল, শৌনকাদি ঋষি সূতগোস্বামীর নিকট তাহা শুনিতে ইচ্ছা করিলে আত্মদেব—গোকর্ণ—ধুন্ধুকারী প্রসঙ্গের অবতারণা হয়। শ্রীনারদ গোস্বামী কলিযুগে পাপিষ্ঠ জীবের উদ্ধার এবং মৃত জীবগণের—এমন কি পশু-পক্ষী আদিরও শ্রেষ্ঠা গতির জন্য সপ্তাহযজ্ঞের বিষয় শুনিতে আগ্রহবিশিষ্ট হইলে বৈকুণ্ঠপার্ষদ সনকাদি কুমারগণ বলিলেন—পাপী—দুরাচারী—মৎসর মনুষ্যপণ, ক্রোধী—কুটিল—কামপরায়ণ ব্যক্তিগণ, মিথ্যাভাষী, পিতৃমাতৃনিন্দাকারী, বর্ণাশ্রমধর্ম্মরহিত দাম্ভিক, জীবহিংসাকারী, মদ্যপায়ী, ব্রহ্মঘাতী, সুবর্ণচৌর, গুরু-পত্নীগামী, বিশ্বাসঘাতক, নিষ্ঠুর, ক্রূর ব্যভিচারী—মহাপাপাচারী ব্যক্তিগণও সপ্তাহযজ্ঞের দ্বারা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠগতি লাভ করিতে পারে। এতদ্‌সম্পর্কে একটী পুরাতন ইতিহাস আত্মদেব—গোকর্ণ—ধুন্ধুকারী প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। মহাপাপিষ্ঠ ধুন্ধুকারী উপরিউক্ত মহা মহা পাপাচরণের দ্বারা অতিশয় যাতনাময় প্রেতযোনি লাভ করিয়াছিল। গয়াতে পিণ্ড দিয়াও তাহার উদ্ধার হয় নাই। মহাভাগবত গোকর্ণের নিকট তন্মনস্ক হইয়া ভাগবত শ্রবণের দ্বারাই তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন, বৈকুণ্ঠগতি লাভ করেন। অন্যান্য শ্রোতাগণ ধুন্ধুকারী হইতে পুণ্যবান্ হইলেও ঐকান্তিক বিশ্বাসের সহিত তন্মনস্ক হইয়া শ্রবণ না করায় মুক্তি ও বৈকুণ্ঠগতি প্রথমে লাভ করিতে না পারিলেও পরে পুনরায় গোকর্ণের নিকট তন্মনস্ক হইয়া শ্রবণের দ্বারা বৈকুণ্ঠগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুণ্যবান্ সহস্রাধিক শ্রোতাগণ মহাভাগবত গোকর্ণের নিকটই শ্রবণ করিয়াছেন, অন্য কাহারও নিকট শ্রবণ করেন নাই। পরীক্ষিৎ মহারাজ মহাভাগবত শুকদেব গোস্বামীর নিকট তন্মনস্কতার সহিত ভাগবত শ্রবণ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। যোগ্য ভাগবতকীর্ত্তনকারী বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবাপরায়ণ মহাভাগবত এবং ঐকান্তিক বিশ্বাসী তন্মনস্ক শ্রোতার অভাবে অভিপ্রেত ফল লাভ হয় না। পেষাদার বক্তা এবং অবান্তর মতলবযুক্ত শ্রোতার মধ্যে যে সপ্তাহযজ্ঞের অভিনয় হয়, তাহার দ্বারা ভাগবত শ্রবণের যথার্থ ফল পাওয়া যায় না। সপ্তাহযজ্ঞের দ্বারা সম্পূর্ণ ভাগবত শ্রবণই উদ্দিষ্ট, আংশিক লোকরঞ্জনকর শ্রবণ উদ্দিষ্ট নহে। মহাভাগবতের আনুগত্যে যে ভক্তির অনুশীলন—তাহাই প্রকৃত ভক্তি। বৈষ্ণবানুগত্যরহিত কোন ক্রিয়াই ভক্তি নহে। "মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥"—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২।৫১। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর 'অনুভাষ্যে' যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিঃশ্রেয়সার্থীর পক্ষে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয়।—'কর্ম্মকাণ্ডীয় কোনও প্রাকৃত সুকৃতি দ্বারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি হয় না। একমাত্র কৃষ্ণভক্তের কৃপা ব্যতীত অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তির উদয় সম্ভাবনা নাই; কৃষ্ণভক্তি দূরে যাউক, প্রাকৃত বুদ্ধিরূপ-সংসার পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় না। কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্য কোন জীবেই মহত্ত্বের সম্ভাবনা হয় না। কৃষ্ণভক্তই একমাত্র অপ্রাকৃত। প্রাকৃত-দর্শনে তাঁহাকে কেহ কেহ 'প্রাকৃত' বলিয়া মনে করিলেও প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃত সমস্ত বস্তু-পরিত্যাগী কৃষ্ণভক্তকেই অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ ও জীবের একমাত্র প্রার্থনীয় হিতৈষী জানিয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষু হইলেই প্রাকৃত ভোগ আর থাকে না এবং অপ্রাকৃত কৃষ্ণ সেবাধিকার লাভ হয়।'

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এবং আমাদের পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব প্রাকৃত সঙ্কল্প লইয়া অবান্তর মতলবযুক্ত ভাগবতসপ্তাহ কিংবা অষ্টমপ্রহর, চব্বিশপ্রহর কীর্ত্তন অনুমোদন করেন নাই। শুদ্ধভক্তরূপ সদ্‌বৈদ্যের ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষারূপ ভবব্যাধির নিরাময়ের কোনও সম্ভাবনা নাই। জগতে কোনও শুদ্ধভক্ত নাই, আমিই একমাত্র শুদ্ধভক্ত, এইপ্রকার দাম্ভিকতা ও মিথ্যাভিমান জীবের সমস্ত মঙ্গল প্রাপ্তির রাস্তা রুদ্ধ করে।

সনাতনধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিমাত্রই আষাঢ়ী পূর্ণিমা

তিথিতে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনির আবির্ভাব তিথি-বিচারে ব্যাসপূজা করিয়া থাকেন। মূলগুরু ব্যাসদেবকে সকলেই মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু যেভাবে শুদ্ধভক্তগণ ব্যাসদেবের—গুরুদেবের সহিত নিত্যসম্বন্ধ দর্শনে প্রগাঢ় প্রীতির সহিত তাঁহার পূজা বিধান করেন, তাহা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর চৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ড পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীব্যাসপূজা সম্বন্ধে যে বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

'সম্বিচ্ছক্ত্যধিষ্ঠিত অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের অভিজ্ঞান-বিগ্রহ 'বেদ' নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীভগবানের ত্রিবিধ শক্তির অন্তর্গত জীবশক্তিতে চেতনধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-বিলাসেই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন অবস্থিত। মূর্ত্ত বেদ ভগবান্ শব্দাদর্শরূপে অক্ষরাত্মক হইয়া অভিধেয় বেদশাস্ত্ররূপে প্রকটিত। সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বাত্মক বেদশাস্ত্র যেকালে নির্ব্বিশেষবিচারে স্তব্ধ হইয়া পড়ে, সেইকালে অদ্বয়জ্ঞান সবিশেষ ধর্ম্ম পরিহার করেন। জড়-বিশেষকেই যাঁহারা প্রাধান্যে স্থাপিত করেন, তাঁহাদের জড়তা-সিদ্ধিরূপ নির্ব্বিশিষ্ট বিচার তাঁহাদের অস্তিত্ব বিনাশ করে। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদকে ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আধ্যক্ষিকগণের জন্য ঋক্, সাম্ ও যজুঃ জীবকে কর্ম্মকাণ্ডে আবদ্ধ করিয়া বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য-লাভ-বিষয়ে বিবর্ত্ত আনয়ন করে। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতে গুরু, লঘু প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের নিত্যত্ব না থাকায় তাঁহারা শ্রীবেদব্যাসকে গুরুরূপে বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে বল-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অজ্ঞানধর্ম্মের মূল প্রচারক বলিয়া মনে করেন। শ্রীমদ্ব্যাসের তাৎপর্য্যজ্ঞানে অসমর্থ হইয়া যেসকল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ প্রকৃতিবাদ অবলম্বন-পূর্ব্বক পরমেশ্বরের সেবারহিত হন এবং আপনা-দিগকে 'স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত ব্রহ্ম' বলিয়া মনন করেন, তাঁহাদের সহিত মতবৈষম্য সংস্থাপনপূর্ব্বক প্রকৃত গুরুদাস্যে অবস্থিত শ্রীমদানন্দ-তীর্থ শ্রীব্যাসাধস্তনগণের সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সেই মধ্ব-পারম্পর্য্যে শ্রীমান্ লক্ষ্মী-পতি তীর্থের কথা অথবা শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের কথা আমরা সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাই। যদিও পঞ্চোপাসক বা মায়াবাদিগণের মধ্যে গুরুপূজা বা ব্যাসপূজার প্রথা প্রচলিত আছে, তথাপি তাদৃশ ব্যাসপূজনে অহ-মিকার বিচারই প্রবল। শুদ্ধভক্তির অভাব-নিবন্ধন তাহাদিগের দ্বারা শ্রীব্যাসপূজা কখনই সাধিত হইতে পারে না। মায়াবাদি-সম্প্রদায়ে আষাঢ়ী-পূর্ণিমা-দিবসে ব্যাসপূজাভিনয়ের বিধান পরিদৃষ্ট হয়। শ্রুতি বলেন,—যে মুহূর্ত্তে বিরাগ উপস্থিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই জড়ভোগে বিরাম লাভ করিয়া ভগবৎ-সেবায় রুচি হইবে। তাহার কালাকাল বিচার নাই। জড়ভোগনিবৃত্ত হইলেই জীব পরিব্রাজক হইয়া আচার্য্যের চরণাশ্রয় করেন। সেই আচার্য্য-চরণাশ্রয়-কেই ভাষান্তরে 'ব্যাসপূজা' কহে। শ্রীব্যাসপূজা চারি আশ্রমেই বিহিত অনুষ্ঠান; তবে তুর্য্যাশ্রমিগণ ইহা যত্নের সহিত বিধান করিয়া থাকেন। আর্য্যাবর্ত্তে শ্রীব্যাসদেবের অনুগত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ বেদা-নুগ-সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রতিবর্ষে স্ব-স্ব জন্মদিনে পূর্ব্বগুরুর পূজা বিধান করেন। পূর্ণিমা তিথিই যতিধর্ম্ম গ্রহণের প্রশস্তকাল। সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষবাদী নির্ব্বিশেষে সকলেই গুরু-দেবের পূজা করিয়া থাকেন। তজ্জন্য সাধারণতঃ আষাঢ়ী-পূর্ণিমাতেই গুর্ব্বাবির্ভাব-তিথিবিচারে ব্যাস-পূজার আবাহন হয়। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ বর্ষে বর্ষে মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে তাঁহাদের গৌর-বের পাত্রবোধে ব্যাসপূজার আনুকূল্য বিধান করেন। শ্রীব্যাসপূজার পদ্ধতি বিভিন্ন শাখায় ন্যূনাধিক পৃথক্। চারি আশ্রমে অবস্থিত সংস্কারসম্পন্ন দ্বিজগণ সকলেই শ্রীব্যাসগুরুর আশ্রিত বলিয়া প্রত্যহই স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রীব্যাসদেবের ন্যূনাধিক পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা বার্ষিক অনুষ্ঠানের বিচারে বর্ষকালব্যাপী স্ব-স্ব গুরুপূজার স্মারক দিবস। শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর শ্রীগুরুপাদপদ্মে পাদ্যার্পণ বা ইহাদ্বারা শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট যে সুষ্ঠু ভগবৎসেবন, তাহাই উদ্দিষ্ট হয়।'

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ত্রিপঞ্চাশত্তম প্রকটবাসরে আশ্রিতজনগণের প্রতি উপদেশ

[স্থান ঃ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা

সময় ঃ সায়ংকাল রবিবার মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী ৮ ফাল্গুন ১৩৩৩]

'চতুর্ম্মুখের হৃদয়োদ্ভাসিত তত্ত্বসমূহ শ্রীনারদ-চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়া বৈষ্ণবগুরু শ্রীবেদব্যাসের কৃপায় আমরা তদীয় অধস্তনসূত্রে আম্নায়সমূহের তথ্য লাভ করি। এই সুষ্ঠু পথই 'শ্রৌতপথ' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যাঁহারা শ্রীব্যাসানুগত্যে উদাসীন, তাঁহারা স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে প্রমত্ত হইয়া শ্রৌতপথ পরিহারপূর্ব্বক তর্কপথাশ্রয়ে আম্নায়ালোচনায় স্ব-স্ব-চেষ্টা প্রদর্শন করিতে গিয়া বিভিন্ন মত উদ্ভাবিত করিয়াছেন। সেইগুলিকে কেহ কেহ শ্রৌত-পথ বলিয়া গ্রহণ করিতে গিয়া বিবর্ত্ত আশ্রয় করেন। শ্রীব্যাস-কথিত পথের সৌন্দর্য্য ও সুষ্ঠুতা-প্রদর্শনকল্পে শ্রীগৌরসুন্দর যে মহাজনের অনুসরণের পন্থা জগৎকে দিয়াছেন, তাহাই গৌড়ীয়ের সকল সাধ্য ও সাধনের একমাত্র সম্বল। শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিতজনগণের সেবা-প্রণালীতে যে-প্রকার সাধন ও সাধ্যের তত্ত্ব লক্ষিত হয়, তাহা কালপ্রভাবে তর্কপন্থী আস্তিক-ব্রুবের সঙ্গে সেবাময়ী প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া অভক্তিমূলা চেষ্টার উদয় করাইয়া দিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, নারদ ও ব্যাসের পন্থা পরবর্ত্তিকালে ভাগবত ও পঞ্চরাত্র-নামক সাত্বতশাস্ত্রদ্বয়াবলম্বনে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নিরস্তকুহক বাস্তব সত্য আজ উপাধির চাঞ্চল্যে প্রপঞ্চে নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া আম্নায়-পথকে ন্যূনাধিক বিপন্ন করিতে উদ্যত। অনুসরণের পরিবর্ত্তে ঔপাধিক-জ্ঞানে বিচলিত হইয়া আজ অনুসরণপথ অনুকরণ-পথে পর্য্যবসিত।'—শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী তৃতীয় খণ্ড ৬৫ পৃষ্ঠা

পাশ্চাত্যদেশীয় ব্যক্তিগণও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ-ব্যাসের চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন, যদিও তাহা সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ ঃ—

"Vyasa (Sanskrit, 'Arranger' or Compiler also Called Krisna Dvaipayana or Vedavyasa legendary Indian sage who is traditionally credited with composing or compiling the Mahabharata, a collection of legendary and didactic poetry worked around a central heroic narrative.

According to legend, Vyasa was the son of the ascetic Parasara and the Dasa Princes Satyavati and grew up in forests living with hermits who taught him the Vedas. Thereafter he lived in the forests near the banks of the river Sarasvati, becoming a teacher and a priest, fathering a son and disciple, Suka and gathering a large group of disciples. Late in life, living in caves in the Himalayas, he is said to have divided the Vedas, composed Puranas and in a period of two and one half years, composed his great poetic work, 'Mahabharata', supposedly dictating it to his scribe 'Ganesa', the elephant God."—The New Encyclopædia Britannica Volume 12 page 440 column 3.

বদরিকাশ্রম—শম্যাপ্রাস আশ্রম ঃ—বদরীনারায়ণ মন্দির হইতে প্রায় এক হাজার ফিট উপরে সরস্বতী নদীর তটবর্ত্তী শম্যাপ্রাস আশ্রম, যেখানে ব্যাসদেব সমাধিস্থ হইয়া কৃষ্ণলীলা দর্শন করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত লিখিয়াছিলেন। পর্ব্বতের মধ্যে গুহায় বসিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন। পর্ব্বতটী দেখিতে বৃহৎ পুস্তকের ন্যায়। গুহাটীও বেশ বড়, ৬।৭ জন বসিতে পারেন।

'জগৎ'

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৯৪ পৃষ্ঠার পর]
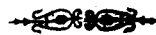
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—মৎপর হইতে হইবে অর্থাৎ আমাকেই পরম ঈশ্বর জ্ঞানে অথবা আমাকে পরম বস্তু ও পরম প্রাপণীয় বোধে আমার অনন্যভাবে ধ্যান করিতে করিতে চিত্তকে বিষয়ান্তরের চিন্তাপরিশূন্য করিয়া গঙ্গাস্রোতবৎ নিরন্তর আমারই চিন্তায় নিমগ্ন করিতে হইবে। এইরূপ অনন্যাসক্ত চিত্তে অর্থাৎ সর্ব্বাসক্তিপরিশূন্য ভাবে একান্ত মদ্ভক্তি-যোগ সহকারে আমার আরাধনা করিতে হইবে। এবম্বিধ ময্যাসক্ত চিত্তদিগের অর্থাৎ আমাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে সন্নিবিষ্টচিত্ত উপাসকগণের মৃত্যু-সংসার দুস্তর সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। এতাদৃশ সৌভাগ্যবান্ ভক্তগণের অশেষ জরামৃত্যু যন্ত্রণার স্থান স্বরূপ সংসার হইতে উদ্ধার করিতে কোনই বিলম্ব হয় না। অনায়াসে অতিশীঘ্রই তাহার মৃত্যুকবলিত ব্যাধিসংকুল জনমমরণ ধর্ম্মশীল এই সংসাররূপ দুরতিক্রম্য সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন—ভক্তানান্ত জ্ঞানং বিনৈব কেবলয়া ভক্ত্যেব সুখেন সংসারান্মুক্তিঃ ইত্যাহ যে ত্বিতি। ময়ি মৎ-প্রাপ্ত্যর্থং সংন্যস্য ত্যক্ত্বা সন্ন্যাসশব্দস্য ত্যাগার্থত্বাৎ অনন্যেনৈব জ্ঞানকর্ম্মতপাদিরহিতেনৈব যোগেন ভক্তি-যোগেন। যদুক্তং, —যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্য-তশ্চ যৎ'। ইত্যনন্তরং "সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গমদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌যদি বাঞ্ছ-তীতি। মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে চ।" "যা বৈ সাধন-সম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ।" ইতি ননু তদপি তেষাং সংসারতরণে কঃ প্রকার ইতি চেৎ ? সত্যং তেষাং সংসারতরণ প্রকারে জিজ্ঞাসা নৈব জায়তে সতস্তৎপ্রকারং বিনৈব অহমেব তাংস্তারয়ামীত্যাহ—তেষামিতি। তেন ভগবতো ভক্তেষ্বেব বাৎসল্যং ন তু জ্ঞানিষ্বিতিধ্বনিঃ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জ্জুন আমার ভক্ত জ্ঞান বিনাই কেবলাভক্তি দ্বারা অনায়াসে সংসার হইতে মুক্তি লাভ করে। আমাকে প্রাপ্তির জন্য সমস্ত কর্ম্মকে পরিত্যাগ করে। জ্ঞান, কর্ম্ম-তপস্যাদি রহিত হইয়া অনন্য ভক্তিযোগ দ্বারা যে আমার উপাসনা করে, তাহাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। যে প্রকার বলা হইয়াছে যে, কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, এবং বৈরাগ্য দ্বারা যাঁহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎ সমস্তই আমার ভক্তিদ্বারা আমার ভক্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এমন কি যদি আমার ভক্ত স্বর্গ, মোক্ষ অথবা আমার ধাম, যাহা কিছু চায় তৎসমস্ত আমার ভক্তিযোগে সহজে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নারদীয় মোক্ষধর্ম্মেও বলা হইয়াছে যে—পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের যতপ্রকারের সাধন-সম্পত্তি আছে, শ্রীনারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করিলে পর মানব তৎসমস্তই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ঠাকুরের টীকার ভাবার্থ।

এই শ্লোকদ্বয়ের শ্রীল বলদেববিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার ভাবার্থ এই যে, যাঁহারা আত্মসাক্ষাৎকারের প্রয়াসী না হইয়া কেবল মাত্র আমার ভক্তিদ্বারা ভজনাই পরমধর্ম্ম ও সারকর্ম্ম বোধে অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অনন্যভক্তির প্রভাবে অচিরকাল মধ্যে মৎপ্রাপ্তিরূপ পরম সৌভাগ্যোদয় হইয়া থাকে। যে একান্ত উপাসকগণ মৎপ্রাপ্তির অভিপ্রায়ে সকল কর্ম্ম আমাকে সমর্পণ করিয়া এবং ভক্তিবিক্ষেপাত্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ যে সকল জটিল ও কূটতর্ক দ্বারা বুদ্ধি সন্দেহে দোলায়মান হয়, তাদৃশ দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকেই সকল পুরুষার্থের সারভূতজ্ঞানে কেবল মাত্র মদ্বিষয়ক প্রসঙ্গাদি শ্রবণকীর্ত্তনাদি-যোগ-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপী আমার উপাসনা করিয়া থাকেন, এবং একনিষ্ঠচিত্তে আমার ধ্যান করিতে থাকেন, তাদৃশ আমা আবেশিত চিত্ত একান্ত ভক্তগণকে আমি মৃত্যুযুক্ত সাগরবৎ দুস্তর সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। এই উদ্ধার সম্বন্ধে কাল বিলম্ব হয় না। তাদৃশ ভক্তগণের উদ্ধারবিষয়ে বিলম্ব সহ্য করিতে পারি না, আমি অতিসত্বর স্বকীয় বাহন গরুড়স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া তাঁহাদিগকে নিজধামে আনয়ন করিয়া থাকি। তাঁহাদিগের মদ্ধাম প্রাপ্তি সম্বন্ধে অর্চ্চিরাদি গতির অপেক্ষা করিতে হয় না। বরাহ-পুরাণে কথিত আছে যে—

"নয়ামি পরমং স্থানং অর্চ্চিরাদি গতিং বিনা।
গরুড়স্কন্ধমারোপ্য যথেচ্ছমনিবারিত॥"

ভাবার্থ ঃ—গরুড়স্কন্ধে স্থাপন করিয়া অর্চ্চিরাদির

অপেক্ষা না রাখিয়া অবিরোধে যথেচ্ছভাবে পরম স্থানে তাহাদিগকে লইয়া যাই। তথাচ পদ্মপুরাণে, "সর্ব্বধর্ম্মোজ্‌ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ। সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেধা ধার্ম্মিকাঃ॥" সর্ব্ব-ধর্ম্ম পরিশূন্য অথচ কেবলমাত্র বিষ্ণুর নামমাত্র জল্পনাশীলগণ অনায়াসে যে গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণগণও তাহা প্রাপ্ত হন না। সুতরাং মানব অনন্য ভক্তিদ্বারা আমার ভজনা করিবেন।

জরা-মরণরূপ অতীব দুঃসহ যাতনা হইতে অব্যা-হতি লাভের নিমিত্ত গীতার সপ্তম অধ্যায়ে মনুষ্যগণকে উপদেশ দিয়াছেন—"জরামরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।"

করুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে—"মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥"
—গীতা ১৮।৫৮

হে অর্জ্জুন! তুমি মচ্চিত্ত অর্থাৎ অনন্যভাবে শরণাগত হইলে আমার অনুগ্রহে (কৃপায়) সকল সংসার-দুঃখকে অতিক্রম করিতে পারিবে; কিন্তু যদি তুমি আপনার (নিজের) পাণ্ডিত্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।

এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, আমাগত চিত্ত হইলে, সর্ব্বতোভাবে আমার বাক্যানুসারে চলিলে, তুমি আমার প্রসাদ (কৃপা) লাভ করিবে এবং সেই কৃপা-বলে সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার দুঃখদুর্দ্দশা অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারিবে। এ সংসার অতীব দুঃখের আলয়স্বরূপ, পদে পদে মনুষ্যকে দুঃখসহ নানাপ্রকারে দুর্গতিভারে প্রপীড়িত করে। এই দুঃখরাশি দূর করিবার নিমিত্ত, এই দুরবস্থারূপ অপার সংসারসমুদ্র অতিক্রম করিবার অভিপ্রায়ে, মানব ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া নিরন্তর বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে করিতে দুঃখময় সংসারে জীবনপাত করে। কিন্তু সব অব-লম্বনই নিষ্ফল হয়। কারণ সার ও সত্য উপায় তাহারা সহজে অবধারণ করিতে পারে না। শ্রীভগ-বানের প্রসন্নতাই একমাত্র অমোঘ উপায়। তাঁহারই প্রসাদে হেলায় দুঃখনাশ হইয়া থাকে। ভগবানকে প্রসন্নতা করা দুষ্কর নহে, ইহা মনুষ্য জানিয়াও জানে না। কেবল ভগবচ্চিত্ত হইতে পারিলেই অর্থাৎ মনকে নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীভগবানে অর্পণ করিতে পারিলেই অনায়াসে তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করা যায়। হে অর্জ্জুন! যদি তুমি অহঙ্কার-প্রমত্ত হইয়া আপ-নাকে জ্ঞানী বা পণ্ডিত বলিয়া মনে কর এবং যদি সেই অহঙ্কারহেতু আমার বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে তোমাকে বিনষ্ট হইতে হইবে, অর্থাৎ তুমি দুঃখময় সংসার হইতে মুক্তি না পাইয়া সংসারবন্ধনে বদ্ধ থাকিয়া চিরদিন অনন্ত তাপদগ্ধ হইতে হইবে। আমার বাক্য শ্রবণ না করা অধোগতির লক্ষণ। তাহাতে দুর্দ্দশার ভার বৃদ্ধি হইবে। ইহা তুমি নিশ্চিত জানিবে যে, আমি ভিন্ন অন্য কোন জ্ঞাতা বা শান্তিপ্রদাতা এ বিশ্বে আর দ্বিতীয় নাই। অতএব আমার কথায় নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্তে একান্ত মনে ভজন করাই আবশ্যক।

পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেব মহারাজ পরী-ক্ষিতকে বলিতেছেন যে—

"সংসার সিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারস নিষেবনমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্ বিবিধ দুঃখদবার্দ্দিতস্য॥"
—ভাঃ ১২।৪।৪০

যে লোক অত্যন্ত দুস্তর সংসারসাগর হইতে পার হইতে চান অথবা যে লোক অনেক প্রকারের অতীব দুঃখদাবানলে দগ্ধ হইতেছে তাহার পক্ষে ভগবান্ পুরুষোত্তমের লীলাকথারূপ সেবনের অতিরিক্ত আর অন্য কোন পথ নাই।

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপস্যসি শাশ্বতম্॥"
—গীতা ১৮।৬২

হে ভরতকুলপ্রদীপ! তুমি সর্ব্বতোভাবে সেই ঈশ্বরকে তোমার আশ্রয়রূপে গ্রহণ কর, তাহা হইলে নিশ্চিত তাঁহার প্রসাদ (কৃপা) প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ তাঁহার অনুগ্রহে পরমা শান্তি স্থান এবং শাশ্বত বৈষ্ণব-পদ (ধাম) প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর পরম ধাম-রূপ পরমপদ তুমি প্রাপ্ত হইবে।

নিউদিল্লী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা মহোৎসব ও দ্বাবিংশতিতম হরিনামসংকীর্ত্তন-সম্মেলন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে, প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে এবং প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় বিগত ১৫ বিষ্ণু (৫১০ শ্রীগৌরাব্দ) ৬ চৈত্র (১৪০২), ২০ মার্চ্চ (১৯৯৬) বুধবার নিউদিল্লী-পাহাড়গঞ্জ হরিমন্দিররোডস্থ শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্দির, চক্রধ্বজা ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাশ্যামসুন্দর শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব এবং দ্বাবিংশতিতম হরিনামসংকীর্ত্তন-সম্মেলন ৬ চৈত্র, ২০ মার্চ্চ বুধবার হইতে ৯ চৈত্র, ২৩ মার্চ্চ শনিবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীমঠ-কর্ত্তৃপক্ষ অতিথিগণের অবস্থানের ও প্রসাদের ব্যাপক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং তৎসমভিব্যাহারে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ ও শ্রীঅনন্ত রাম ব্রহ্মচারী এ-সি টু-টায়ারে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীভাগবতপ্রপন্ন ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী (আগরতলা) ও শ্রীগৌরগোপাল দাস—একাদশ মুর্ত্তি দ্বিতীয় শ্রেণী স্লিপারে ১৭ মার্চ্চ রবিবার পূর্ব্ব এক্সপ্রেসযোগে কলিকাতা হইতে পূর্ব্বাহ্নে যাত্রা করতঃ পরদিন পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় নিউদিল্লী ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণকর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সম্বৰ্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব এবং পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী এবং হায়দরাবাদের সেবক শ্রীকরুণাকর পাহাড়গঞ্জে ঘি-মণ্ডীস্থ মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীবালকিসন্‌জী আগরওয়ালের দ্বিতল বাসভবনে অবস্থান করেন। তন্নিকটবর্ত্তী পঞ্চায়তী ধর্ম্মশালায় ও শ্রীমঠে সাধুগণের, বহিরাগত অতিথিগণের বিভিন্ন ধর্ম্মশালায়-বরাতঘরে-গৃহস্থ-ভক্তগণের গৃহে অবস্থিতির ব্যবস্থা হইয়াছিল। বৃন্দাবন হইতে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ নিউদিল্লীতে পৌঁছিয়া শ্রীমঠেই অবস্থান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ পূর্ব্বেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পরমার্থী মহারাজ এবং শ্রীমায়াপুরের গোপাল দাসাধিকারী প্রভু ১৭ই মার্চ্চ তুফান এক্সপ্রেসে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া পরদিন রাত্রি ১২ টায় নিউদিল্লী ষ্টেশনে পৌঁছিয়া পঞ্চায়তী ধর্ম্মশালায় আসিয়া উপনীত হন। বৃন্দাবন হইতে শ্রীঅরবিন্দ-লোচন দাস ব্রহ্মচারী ও অজিত গোবিন্দ ব্রহ্মচারী এবং গোকুল মহাবন হইতে শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারীও অনুষ্ঠানে যোগ দেন। নিউদিল্লী-জনকপুরী হইতে রিজার্ভ বাসযোগে ভক্তগণ আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন।

১৯ মার্চ্চ শ্রীমঠের দ্বিতলে শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উৎসবের অধিবাসকৃত্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ সম্পন্ন করেন। তাঁহার সহায়করূপে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীকান্ত বনচারী ও শ্রীগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী ; রাত্রির সভায় ভাষণের পরে শ্রীমঠের আচার্য্য অধিবাসকৃত্যে তাঁহার করণীয় কৃত্য সম্পাদন করেন। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া অধিবাসকৃত্য সম্পূর্ণ হইতে রাত্রি ১২টা হয়।

৬ চৈত্র, ২০ মার্চ্চ বুধবার শুক্লপ্রতিপদ-তিথি শুভবাসরে প্রাতে শ্রীভাগবত ও পঞ্চরাত্র বিধানানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের

২০ মার্চ্চ প্রাতে নিউদিল্লী মঠে ধ্বজা-চক্র-প্রতিষ্ঠাপূজানুষ্ঠান
মন্দিরদাতা শ্রীপ্রহলাদ গোয়েলের পুত্র শ্রীঅশোক গোয়েল ধ্বজা-চক্র ধারণ করিয়া আছেন
তৎসন্নিধানে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ,
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ প্রভৃতি

পৌরে হিতো শ্রীমন্দির-চক্রধ্বজা-শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাশ্যামসুন্দর শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সংকীর্ত্তন-সহযোগে নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের ইচ্ছায় শ্রীল আচার্য্যদেব অষ্টোত্তরশত ঘটে শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ কর্ত্তৃক বৈষ্ণবহোম সম্পাদিত হয়। প্রতিষ্ঠাসেবাকার্য্যে উপস্থিত ছিলেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীযোগেশ ও শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, মঠরক্ষক শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীনরহরিদাস ব্রহ্মচারী (পূজারী), শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণে পূর্ণানুকূল্যকারী শ্রীপ্রহলাদ রায় গোয়েল, শ্রীঅশোক গোয়েল ও তাঁহাদের পরিজনবর্গ এবং শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (ওমপ্রকাশজী)। 'ভিডিও' এর মাধ্যমে দ্বিতল ও চতুর্থতলে উপবিষ্ট ভক্তগণকে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও মহাভিষেক কার্য্য প্রদর্শন করা হয়। প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পূর্ণ হইতে বেলা হয় প্রায় ৩-৩০টা। তৎপরে ভোগরাগান্তে ভক্তগণকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

চতুর্থতলের উপরে বহু ভক্ত উঠিয়া শ্রীমন্দিরের চূড়ায় চক্র-ধ্বজা সংস্থাপন দর্শন করেন। শ্রীমন্দিরের

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে নিউদিল্লী মঠে ২০ মার্চ্চ পূর্ব্বাহে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-শ্যামসুন্দর বিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা-উৎসবানুষ্ঠান
শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহার পূজাকৃত্য সম্পন্ন করিতেছেন

চূড়া-চক্র-ধ্বজা বহু দূর হইতে দৃষ্ট হয়। ইঞ্জিনিয়ার এম্-এল্ পাসি সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সৌজন্যে নক্সা তৈরী হয়। তদনুযায়ী শ্রীমন্দির ও গৃহাদি সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীমন্দির, সংকীর্ত্তনভবন, সাধুনিবাস নির্ম্মাণে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া ইঞ্জিনিয়ার শ্রীপ্রেমপ্রকাশ সেবাকুশল শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। চণ্ডীগঢ় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ প্রথমাবস্থায় মন্দির নির্ম্মাণে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন। শেষের দিকে জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্ত ভক্তিবিজয় দিনরাত্রি নিষ্কপটভাবে যত্ন করায় প্রতিষ্ঠা-কার্য্য নির্দ্দিষ্ট তারিখে করা সম্ভব হইয়াছে। শ্রীমদনলাল গুপ্ত অসুস্থ শরীর লইয়াও যত্ন করায় শ্রীল গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। এতদ্-ব্যতীত যাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্যামসুন্দর কাপুর, শ্রীরামনাথজী কাপুর, শ্রীঅশোক কুমার সাহ্নি, শ্রীসতীশ আগরওয়াল, শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (শ্রীওমপ্রকাশ), শ্রীবাল-কিসন্‌জী আগরওয়াল ও শ্রীমহাবীরপ্রসাদ আগর-ওয়াল।

৭ চৈত্র, ২১ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। অধিকাংশ নরনারী নিঃসঙ্কোচে মঠের সংলগ্ন বিভিন্ন রাস্তায় বসিয়া প্রসাদ পান এবং নিজেরাই স্থান পরিষ্কার করিয়া দেন। এইরূপ উৎসাহ পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই। সকলের চেহারায়

আনন্দোৎফুল্লভাব পরিস্ফুট।

পরদিন ২২ মার্চ্চ শুক্রবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাশ্যামসুন্দর জীউ শ্রীবিগ্রহগণ দুইটী সুসজ্জিত অশ্ব চালিত সুরম্য রথে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া পাহাড়গঞ্জের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে রাত্রি ৭ ঘটিকায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শোভাযাত্রার পুরোভাগে দুইটী সুসজ্জিত হস্তী, তৎপশ্চাতে পাঁচটী সুসজ্জিত ঘোড়া, আধুনিক বাদ্যভাণ্ড, সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা এবং সুরম্য রথ। এইরূপ বিরাট অভিনব শোভাযাত্রা পূর্ব্বে কখনও মঠের অনুষ্ঠানে দৃষ্ট হয় নাই। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে পরবর্ত্তিকালে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগেশ ও শ্রীরামপ্রসাদ।

২১ মার্চ্চ হইতে ২৩ মার্চ্চ রাত্রির বিশেষ অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীতে বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ। প্রাতের অধিবেশনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পরমার্থী মহারাজ।

নিউদিল্লী মঠের মঠরক্ষক শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী শ্রীঅনঙ্গমোহন বনচারী এবং মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা-মহোৎসবানুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

দিল্লীর বা নিউদিল্লীর বিভিন্ন স্থানে মঠের জন্য জমী সংগ্রহের চেষ্টা সত্ত্বেও পাহাড়গঞ্জবাসী মঠাশ্রিত ভক্তগণের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ও আর্ত্তি পূরণ করতঃ হরিমন্দিররোডস্থ মঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর বিগ্রহগণ প্রকটিত হইয়া ভক্তগণকে দর্শন ও সেবার সুযোগ প্রদান করতঃ ধন্য করিলেন। যাঁহারা শ্রীমন্দির, সৎসঙ্গভবন, সাধুনিবাস, ভোগ রন্ধনশালা নির্ম্মাণে, মহোৎসবে ও শ্রীরথযাত্রা অনুষ্ঠানে যথাসাধ্য আনুকূল্য বিধান করিয়াছেন, তাঁহারা মনুষ্যজীবনকে সার্থকতামণ্ডিত করিয়াছেন। তাঁহাদের সেবার ফল নিত্য।

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়াবাচা শ্রেয়ঃ আচরণং সদা।।

ভাঃ ১০।২২।৩৫

ইহলোকে প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্যের দ্বারা মঙ্গলময় শ্রীহরির সেবাবিধান মনুষ্য জন্মের সার্থকতা। ভগবদ্‌সেবাতেই জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল নিহিত।

বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণের প্রচুর মহিমা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—

'যঃ কারয়েন্মন্দিরং মাধবস্য
পুণ্যান্ লোকান্ স জয়েচ্ছাস্বতান্ বৈ।
দত্ত্বারামান্ পুষ্পফলাভিপন্নান্
ভোগান্ ভুঙক্তে কামতঃ স্বর্গসংস্থঃ।।'

—বামনপুরাণ

'শ্রীহরির মন্দির নির্ম্মাণ করাইলে বৈকুণ্ঠ এবং তত্রত্য পবিত্র ও নিত্যলোকসমূহ জয় করা যায়। যিনি ফলপুষ্প-শোভিত উপবন অর্পণ করেন, তিনি স্বর্গস্থ হইয়া প্রচুর ভোগে থাকিতে পারেন।'

'যে ধ্যায়ন্ত সদা বুদ্ধ্যা করিষ্যামো হরের্গৃহম্।
তেষাং বিলীয়তে পাপং পূর্ব্বজন্মশতোদ্ভবম্।।'

—অগ্নিপুরাণ

'যাঁহারা হরিগৃহ নির্ম্মাণ করাইব সর্ব্বদা এইরূপ বুদ্ধি দৃঢ়রূপে পোষণ করেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্বশতজন্মোত্থ পাতক ধ্বংস হয়।'

'আরম্ভে কৃষ্ণধিষ্ণ্যস্য সপ্তজন্মনি যৎকৃতম্।
পাপং বিলয়মাপ্নোতি নরকাদুদ্ধরেৎ পিতৃন্।।
প্রাসাদপাদে কৃষ্ণস্য যাবত্তিষ্ঠন্তি রেণুকাঃ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বসতে বিষ্ণুসদ্মনি।।
প্রাসাদে কৃষ্ণদেবস্য চিত্রকর্ম্ম করোতি যঃ।
বসতে বিষ্ণুলোকে তু যাবত্তিষ্ঠন্তি সাগরাঃ।।'

—স্কন্দপুরাণ

'কৃষ্ণমন্দির নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হওয়ামাত্র সপ্তজন্মকৃত পাতক বিনষ্ট হয় এবং তদীয় পিতৃগণ নরক

হইতে উদ্ধার পান। কৃষ্ণমন্দিরের মূলভাগে যত-সংখ্যক রেণু থাকে, তাঁহার তত সহস্র বর্ষ হরিধামে বাস হয়। যিনি কৃষ্ণমন্দিয়ে চিত্রকার্য্য করেন, যাবৎ সাগরসমূহ বিদ্যমান থাকে, তাবৎ তাঁহার হরিধামে স্থিতি হয়।'
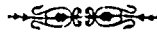
উত্তরভারত প্রচার-ভ্রমণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য এবং মঠের প্রচারকবৃন্দ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীমঠের প্রচারকবৃন্দ সমভিব্যাহারে চণ্ডীগড়, কর্ণাল, জলন্ধর, লুধিয়ানা, হোশিয়ারপুর, রোপর, সন্তোষগড়, কিরিতপুর ও দেরাদুনে বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারান্তে নিউদিল্লী হইয়া কলিকাতা মঠে ২৪ বৈশাখ, ৭ মে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। গত ৩ চৈত্র (১৪০২), ১৭ মার্চ্চ (১৯৯৬) রবিবার যাঁহারা শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে পূর্ব্ব এক্সপ্রেসযোগে যাত্রা করিয়াছিলেন নিউদিল্লী মঠের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগদানের জন্য তাঁহাদের মধ্যে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী (শ্রীঅমরেন্দ্র), শ্রীভাগবতপ্রপন্নদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপালদাস প্রভু (শ্রীমায়াপুর), শ্রীগৌরগোপাল দাস, শ্রীজ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী (আগরতলা), শ্রীযোগেশ (নিউদিল্লী) এবং শ্রীজগজ্জীবন দাস ব্রহ্মচারী (বৃন্দাবন) সর্ব্বত্র থাকিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, শ্রীঅজিত-গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী জলন্ধর পর্য্যন্ত ; শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ মদনমোহনদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীরামমণি ব্রহ্মচারী লুধিয়ানা পর্য্যন্ত ; হায়দরাবাদের শ্রীকরুণাকর চণ্ডীগড় পর্য্যন্ত প্রচারপার্টীর সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন। গোকুল মহাবন মঠের শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী হোশিয়ারপুরে প্রচারপার্টীর সহিত যোগ দিয়া শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া প্রচারানুকূল্য করিয়াছেন। শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, দেরাদুনের পূজারী শ্রীপ্রাণনাথদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন দাস (মনোজ) ও শ্রীরবীন্দ্র লুধিয়ানায়, হোশিয়ারপুরে, রোপরে এবং দেরাদুনে প্রচারসেবায় সাহায্য করেন। চণ্ডীগড় মঠের পূজারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী জলন্ধর হইতে রোপর পর্য্যন্ত প্রচারপার্টীর সঙ্গে ছিলেন। হায়দরাবাদের গৃহস্থ ভক্ত শ্রীনটরাজন শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া সেবা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ চণ্ডীগড়ে অবস্থান করিয়াছিলেন, মাঝে মাঝে চণ্ডীগড় হইতে প্রচার-পার্টীতে লুধিয়ানা, রোপর, দেরাদুনে আসিয়া যোগ দেন।

চণ্ডীগড় ঃ—অবস্থিতি ঃ ১০ চৈত্র, ২৪ মার্চ্চ রবিবার হইতে ১৭ চৈত্র, ৩১ মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত

শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী শতাব্দী এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০ ঘটিকায় চণ্ডীগড় ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তনসহ বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। অন্যান্য সকলে হিমালয়ান-কুইনে কিছু বিলম্বে আসিয়া পৌছেন। চণ্ডীগড় ষ্টেশন হইতে চণ্ডীগড় মঠে বহু মোটরযানে সকলে উপনীত হইলে ভক্তগণ কর্ত্তৃক শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিযতিগণ পুনরায় সম্পূজিত হন। চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ১০ চৈত্র, ২৪ মার্চ্চ হইতে ১৪ চৈত্র, ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে চণ্ডীগঢ় গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক শ্রীপি-ডি শাস্ত্রী, পাঞ্জাব বিধানসভার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী স্পীকার শ্রীনসীব সিং গিল, মেজর জেনারেল শ্রীরাজেন্দ্র নাথ এবং পাঞ্জাব বিধানসভার ডেপুটী স্পীকার শ্রীনরেশ ঠাকুর। বক্তব্যবিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল 'হরিনামই সাধন, হরিনামই সাধ্য', 'শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ', 'শ্রীবিগ্রহসেবা এবং পৌত্তলিকতা', 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন', 'চরিত্র ও রাষ্ট্র-নির্ম্মাণে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শ'। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, চণ্ডীগঢ় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পরমার্থী মহারাজ। সভার আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক নামসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

১২ চৈত্র, ২৬ মার্চ্চ মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীকান্ত বনচারী ও পূজারী প্রভুর সহায়তায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামাধবজীউ শ্রীবিগ্রহগণের পূজা-মহাভিষেক-কার্য্য সংকীর্ত্তনসহযোগে সুসম্পন্ন হয়। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকান্তে সর্ব্বসাধারণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। ২৭ মার্চ্চ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বাদ্যাদিসহ বাহির হইয়া ২০, ২১, ১৮, ১৯ সেক্টরসমূহে মুখ্য মুখ্য রাস্তাসমূহ পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকায় মঠে ফিরিয়া আসেন।

চণ্ডীগঢ় মঠের উৎসবানুষ্ঠানে পাঞ্জাব, হরিয়াণা, হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, রাজস্থান এবং অন্যান্য স্থান হইতেও বহুশত ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। চণ্ডীগঢ় মঠে অতিথিগণের থাকিবার ব্যাপক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও স্থানের সঙ্কুলান হয় নাই। মঠের প্রচারের বিস্তৃতি হওয়ায় লোক-সংখ্যা প্রতিবৎসরই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

২৮ মার্চ্চ শ্রীরামনবমী-তিথিবাসরে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমঠে বিশেষ অনুষ্ঠানে অগণিত ভক্তের সমাবেশ হয় শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য। প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও নূতন মুদ্রিত ভক্তিগ্রন্থ শ্রীঅরুণ মিত্তল, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী মঠের পক্ষ হইতে আচার্য্যদেবের শ্রীকরকমলে সমর্পণ করেন।

হরিয়াণার **কর্ণাল সহরে** অবস্থানকারী শ্রীমঠের গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসুরেশ গর্গের আহ্বানে ২৯ মার্চ্চ দুইটী রিজার্ভবাসে শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতি, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ শতাধিক ভক্তসহ বেলা ১১টায় মঠ হইতে যাত্রা করতঃ অপরাহ্নে পৌঁছিয়া শ্রীপ্রবীণ বাংশালের ব্যবস্থায় গণেশ ট্রেডিং কোম্পানীর সুবৃহৎ হলে ধর্ম্মসভায় যোগ দেন। ফলমূলমিষ্ট-প্রসাদের দ্বারা ভক্তগণের যথোচিত সেবার ব্যবস্থাও তাঁহারা করিয়াছিলেন। রাত্রি ১০ ঘটিকায় চণ্ডীগঢ়-মঠে সকলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

স্থানীয় ট্রিবিউন হিন্দী দৈনিক পত্রিকায় প্রায় প্রত্যহই শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণ-সহ সংবাদ প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত দৈনিক ইংরাজী ট্রিবিউন, দৈনিক ইংরাজী ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস এবং হিন্দী পাঞ্জাব-কেশরী পত্রিকায়ও সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে।

৩০ মার্চ্চ শনিবার মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত এড্ভোকেট শ্রীচন্দ্রপ্রকাশ সাপ্রার আহ্বানে রিজার্ভ বাস ও মটরকারযোগে শ্রীল আচার্য্যদেব সাধু ভক্তগণসহ ৩৮ সেক্টরস্থ তাঁহার গৃহে অপরাহ্নে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

৩১ মার্চ্চ বহু নরনারী ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীহরিনামাশ্রিত ও মন্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিত হন।

সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নার-

সিংহ মহারাজ, মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ এবং মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎসবটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হয়।

পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার

পাঞ্জাবে **জলন্ধরসহরে-লুধিয়ানাসহরে-হোশিয়ারপুরসহরে-রোপরসহরে-ঘনৌলিতে-নূহন কলোনিতে-সন্তোষগড়ে-কিরিতপুরে** প্রত্যেকস্থানে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক স্থানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে শ্রীল আচার্য্যদেব নৃত্য কীর্ত্তন যোগে অগ্রসর হইলে তৎপশ্চাৎ মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন লুধিয়ানা পর্য্যন্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ এবং সকল স্থানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগেশ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী। দেরাদুনে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, ১৪৪ ধারা জারি থাকায় নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হইতে পারে নাই। ধর্ম্মসম্মেলনে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

জলন্ধরসহর (পাঞ্জাব) ঃ— অবস্থিতি ঃ ১৮ চৈত্র, ১লা এপ্রিল সোমবার হইাত ২৭ চৈত্র, ১০ এপ্রিল বুধবার পর্য্যন্ত ; বার্ষিক উৎসব ৪ এপ্রিল হইতে ৭ এপ্রিল ; স্থান ঃ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-শ্রীরাধামাধব মন্দির, প্রতাপবাগ। প্রত্যহ প্রাতে, মহোৎসব-দিবসে পূর্ব্বাহ্ণে এবং রাত্রিতে শ্রীমন্দিরে ধর্ম্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব বিভিন্ন দিনে, বিভিন্ন সময়ে টাণ্ডারোডস্থ শ্রীমহেন্দ্র পাল বাংশাল, মহল্লা থাপরানস্থিত শ্রীনরেশকুমার, কৃষ্ণপুরস্থ শ্রীরজন শর্ম্মা, শারদাষ্ট্রীটস্থ শ্রীশশীভূষণ জিণ্ডেল, বস্তী-শেখরোডস্থ শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাসাধিকারী (শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাস), হরদেবনগরস্থ শ্রীঅশ্বিনীকুমার আগরওয়াল, সিভিল লাইন-জি-টি রোডস্থ শ্রীদীপক সুদের গৃহে সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী (শ্রীরামভজন পাণ্ডে) শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাসাধিকারী (শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাস), শ্রীবৃন্দাবন দাসাধিকারী (শ্রীবিপিন কুমার আগর-ওয়াল), শ্রীনরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল, শ্রীবিজয় কুমার শর্ম্মা, শ্রীরাজকুমার জিণ্ডেল প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নে জলন্ধরসহরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে বার্ষিক উৎসব নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়।

লুধিয়ানা-সহর (পাঞ্জাব) ঃ—অবস্থিতি ঃ ২৮ চৈত্র, ১১ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ৩ বৈশাখ, ১৬ এপ্রিল মঙ্গলবার পর্য্যন্ত। স্থান ঃ শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দির, নিউ মডেল টাউন, লুধিয়ানা। প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে এবং মহোৎসব-দিবসে (১৬ এপ্রিল) পূর্ব্বাহ্ণে ধর্ম্মসম্মেলনের ব্যবস্থা হয়। শ্রোতৃবৃন্দ রাত্রির সভায় বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন। এইবার লুধিয়ানায় দুইদিন নগর সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় নিউ মডেল টাউনে ১২ এপ্রিল প্রাতে ভক্তগণ সংকীর্ত্তনশোভা-যাত্রাসহ নগর ভ্রমণ করেন। বহু বৎসর বাদে এইবার পুরাতন সহরেও সীতামাতা মন্দির (দেরেসী গ্রাউণ্ড) হইতে ১৩ এপ্রিল অপরাহ্ণ ৪টায় বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া প্রতাপ বাজার, মাতারাণী চৌক, ঘণ্টাঘর, চওড়া বাজার, লালুমলগোলী, পুরাণা বাজার হইয়া দেরেসী গ্রাউণ্ডে ফিরিয়া আসে। স্থানে স্থানে ভক্তগণ হার্দ্দ্য সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। সহস্রাধিক নরনারী শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন। নৃত্য কীর্ত্তন দর্শনে নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব আহূত হইয়া মডেল টাউনে মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীরাকেশ কাপুরের বাসভবনে এবং গিলরোডস্থ তাঁহার অফিসে, নিউ মডেল টাউনে শ্রীসতীশ ভাটিয়া, অগরনগরে শ্রীবীরচান্দজী, লাজপত-নগরে শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারীর (শ্রীজায়গিরদাসজীর) গৃহে সাধুগণ ও ভক্তগণ সমভিব্যাহারে শুভপদার্পণ

করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

জলন্ধরে ও লুধিয়ানায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ভক্তি-সদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীহরিনামাশ্রিত হইয়াছেন।

শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী, শ্রীরাকেশ কাপুর, শ্রীঅনিল অরোরা, শ্রীঅনুপ অরোরা, শ্রীঅরুণ অরোরা প্রভৃতি স্থানীয় নিষ্ঠাবান্ ভক্তগণের নিষ্কপট প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

হোশিয়ারপুরসহর (পাঞ্জাব)ঃ—অবস্থিতি ঃ ৪ বৈশাখ, ১৭ এপ্রিল বুধবার হইতে ৮ বৈশাখ, ২১ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত। অবস্থিতি স্থান ঃ বোম্‌রা পবন হাউস, কৃষ্ণনগর। ধর্ম্মসভা ও মহোৎসব স্থান ঃ—স্বামী অনন্ত আশ্রম, কৃষ্ণনগর।

স্বামী অনন্ত আশ্রমে সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় বহু শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। প্রথমদিনের সান্ধ্য অধিবেশনে অনন্ত আশ্রমের সেক্রেটারী শ্রীজগদীশ কুমার শর্ম্মা এড্‌ভোকেট সভাপতিরূপে এবং শ্রীবিজয় সুদ প্রধান অতিথিরূপে বৃত হইয়াছিলেন। শ্রীরামপ্রকাশ শর্ম্মা, শ্রীদীপক কালিয়া ও শ্রীযশবন্ত রায় পারমল বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও বিভিন্ন দিনে সভাপতি হইয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের সুযুক্তিপূর্ণ রসদ তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ ভাষণ শুনিয়া তাঁহারা খুবই প্রভাবান্বিত হইয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে নিউকৃষ্ণনগরস্থ মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীসুশীল কুমার পরাশর, গোপালবাজারস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, কৃষ্ণনগরস্থ সর্দ্দার শ্রীসামসের সিং পারমার এবং কাচ্চা ডোবাস্থিত স্বধামগত শ্রীযোগেন্দ্র পালের গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ কৃষ্ণকথামৃত পরিবেশন করেন।

সস্ত্রীক শ্রীসুশীল কুমার পরাশর, সস্ত্রীক শ্রীঅশ্বিনী কুমার শর্ম্মা, সস্ত্রীক শ্রীবিদ্যাসাগর শর্ম্মা—মঠাশ্রিত ভক্তত্রয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় হোশিয়ারপুর সহরের বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন, নগর-সংকীর্ত্তন ও মহোৎসবাদি নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

স্বধামগত মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীমদনগোপাল আগরওয়ালার পুত্রদ্বয়—শ্রীইন্দ্রমোহন আগরওয়াল ও ডক্টর রাকেশ সিঙ্গলা ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারী সাধুগণকে বস্ত্র-ছত্রাদি অর্পণের দ্বারা সেবাবিধান করেন।

রোপর (পাঞ্জাব)ঃ—অবস্থিতি ঃ ৯ বৈশাখ, ২২ এপ্রিল সোমবার হইতে ১৪ বৈশাখ, ২৭ এপ্রিল শনিবার পর্য্যন্ত। স্থান ঃ শ্রীকৃষ্ণমন্দির, গান্ধী চৌক।

প্রত্যহ রাত্রি ৮ ঘটিকায় এবং ২৩ ও ২৪ এপ্রিল অপরাহ্নে শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণসহ জৈল সিং নগরস্থ মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীযশোদানন্দন দাসাধিকারী (শ্রীযোগরাজ শেখরি) এবং মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত সনাতনধর্ম্মসভার সেক্রেটারী শ্রীমূলরাজ শর্ম্মার ব্যবস্থায় তাঁহার বাসভবনের সন্নিকটে বিরাট প্যাণ্ডেলে 'শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তনের' মহিমা সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীযোগরাজ শেখ্‌রি জৈলসিং নগরে মহোৎসবেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

রোপরকে কেন্দ্র করিয়া রিজার্ভ বাস ও মোটরযানাদি যোগে নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী স্থানে প্রচারের ব্যবস্থা হয়। পাঞ্জাবে ছোটসহর বা গ্রামদেশেও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বাণী প্রচার প্রসারিত হইতেছে।

ঘনৌলিঃ—শ্রীল আচার্য্যদেব ২২ এপ্রিল অপরাহ্নে সাধু ও ভক্তগণসহ রিজার্ভবাস ও মটরযান সহযোগে রোপরস্থ শ্রীকৃষ্ণমন্দির হইতে রওনা হইয়া ঘনৌলিতে পৌঁছিয়া নগর-সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীঅশ্বিনী কুমার ভরদ্বাজের গৃহে উপনীত হইয়া বিপুলসংখ্যক নরনারীর সমাবেশে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন।

নূহন কলোনিঃ—২৪ এপ্রিল বুধবার শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণসহ নূহন কলোনিস্থিত হরিমন্দিরে বাস-মটরযানযোগে পৌঁছিয়া নগর-সংকীর্ত্তনসহ মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীরামগোপাল শুক্লার গৃহের সন্নিকটে বিরাট সভামণ্ডপে পৌঁছিয়া ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীরামগোপালজী মহোৎসবেরও আয়োজন করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd No WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No

Name & Address

Pin

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ —৭ম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৪০৩

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পলটন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (উড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

৩৬শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র ১৪০৩
৪ হৃষীকেশ, ৫১০ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ভাদ্র, রবিবার, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ { ৭ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১০৩ পৃষ্ঠার পর]

ভক্তগণ যে ধর্ম্মের কথা বলেন, তা'র সন্ধান ভাগবতে আছে। সে ধর্ম্ম লৌকিক ধর্ম্ম নয়—পার-লৌকিক ধর্ম্ম নয়—সে ধর্ম্ম কোন বর্ণ-বিশেষের কিম্বা আশ্রমবিশেষের পালনীয় ধর্ম্ম নয়—সে ধর্ম্ম জগতের কোন দেশ বিশেষের অধিবাসীর জন্য নির্দ্দিষ্ট নয়—সে ধর্ম্ম বালক-বৃদ্ধ-যুবা-স্ত্রী-পুরুষভেদে—পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গভেদে নয়, পরন্তু সে ধর্ম্ম সার্ব্বদেশিক, সার্ব্বকালিক এবং সার্ব্বজনীন—সে ধর্ম্ম দেহের নয়, মনের নয়—আত্মার। সেই ধর্ম্মই নিত্য ধর্ম্ম, সনাতন এবং জৈব ধর্ম্ম।

সে ধর্ম্ম—কৈতব-রহিত। কৈতব—ছলনা বা কপটতা। সে ধর্ম্মে ধর্ম্মযাজনকারীর দেহসুখ, মনঃসুখ অর্থাৎ ভুক্তি বা ভোগ, সিদ্ধি অথবা মুক্তি বা মোক্ষলাভের লোভ দেয় না। যে ধর্ম্মে ভোগা দিয়ে প্রথমে ধার্ম্মিককে, ধন-জন-অর্থাদি কামীকে ধন-জনাদি-প্রদানে সাময়িক সুখে প্রমত্ত ক'রে পরে পুন-রায় সেই সুখ-নেশার বস্তুগুলি ধার্ম্মিকের হাত হ'তে ছিনিয়ে নেয়, এধর্ম্ম সেরূপ কপট ধর্ম্ম নয়। আবার যে ধর্ম্ম সিদ্ধিকামীকে সিদ্ধি সংগ্রহের সুযোগ দিয়ে শেষে ঋদ্ধি-সিদ্ধি ভোগে প্রমত্ত করে এবং পরিশেষে ঋদ্ধি নেশার অবসানে পুনরায় পূর্ব্ব হ'তে অধিক দুঃখ প্রদান করে, এরূপ পরিণামে সিদ্ধিনাশক ধর্ম্ম—ভাগ-বত-ধর্ম্ম নয়। অথবা যে ধর্ম্ম আদিতে সাধককে 'নেতি নেতি' নীতিনিগড়ে আবদ্ধ ক'রে ভোগসিদ্ধির পরপারে ভগবান্ হ'বার ইচ্ছা প্রবল ক'রে ইচ্ছাময়েরই ইচ্ছায় —বৃক্ষপ্রস্তরাদি স্থাবরদেহ-লাভে লোভ-লাস্যের পরি-চারিণী করে, এ ধর্ম্ম ঐ প্রকার বিষকুম্ভ-পয়োমুখ-ধর্ম্ম নয় ; পরন্তু ইহা সেই মুক্তি-স্পৃহা-পিশাচি পরিত্যাগ-কারী একমাত্র পরমহংস গণের পরিপালনীয় পরম-পুরুষপ্রণীত পরম ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম শুধু তাপত্রয় ত্রাতা ন'ন উহা ত্রিতাপোন্মূলনকারী শিবদ বা নিত্য মঙ্গল-প্রদ। এ ধর্ম্মে ধার্ম্মিকগণ—সাধকগণ ভুক্তিমুক্তি

সিদ্ধি লোভে লুব্ধ না হ'য়ে লোভ-মোহের পরপারে পরমপুরুষের সেবা লাভ করেন ; আবার কেবলমাত্র সেই সর্ব্ব-স্বরূপের স্বরূপ ঈশ্বর স্বরূপের সেবায় সন্তুষ্ট না হ'য়ে—সংপ্রীত না হ'য়ে সেই সর্ব্বসেব্য ভগবান্ যে সেবা-বিগ্রহগণের সেবা-লোভে লুব্ধ হ'য়ে, বিমুগ্ধ হ'য়ে সেব্যপদবীর পরমোচ্চ হ'তে পদপ্রান্তে পতিত পতি-পরিজন-পরিত্যক্তা গোপললনাগণের ললিত-রমণ হ'য়ে, গোপ্য হ'য়ে, পাল্য হ'য়ে, লাল্য হ'য়ে, সেবক হ'য়ে সেবকের সেবক হন। সেই অহৈতুকী নির্ম্মলা-সেবাবাধ্য, ভক্তিবাধ্য, ভক্তের ভক্ত ভগবানের ভজন-রহস্য প্রদান ক'রে থাকেন।

সহজে এক কথায় ব'লতে গেলে আমরা মহা-প্রভুর মহোপদেশে দেখ্তে পাই—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।"

অতএব ভক্তসঙ্গে—সর্ব্বস্বের সেবায় সর্ব্বস্ব সমর্পণকারী ভাগবত স্বরূপ ভক্তগণের সঙ্গে ভাব স্ফূর্ত্তি ভাগবতের আলোচনা ও উভয়বিধ ভাগবত-সেবার দ্বারাই সহজে ভগবানের সেবা লাভ হয়।

'সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য' শ্লোকের ব্যাখ্যা

[প্রয়াগধামে য়্যাড্ভোকেট শ্রীযুত হরিমোহন রায় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রেরিত মোটরযানে তাঁহার আলয়ে গত ১১ই ভাদ্র (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) তারিখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পুত্র উকীল শ্রীযুত নীলমাধব রায় মহা-শয়ের "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" শ্লোকটির ব্যাখ্যা সম্বন্ধীয় পরিপ্রশ্নের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন—]

"গীতায় শ্রীভগবান্ সকল প্রকার ধর্ম্ম ছেড়ে তাঁ'র চরণে শরণ গ্রহণের কথা ব'লেছেন। যে ভগবান্ গীতার অন্যত্র স্বয়ং উপদেশ ক'রেছেন যে, স্বধর্ম্ম ছেড়ে পরধর্ম্ম গ্রহণ ক'রলে কোনও শুভোদয় হয় না—স্বধর্ম্মে থেকে নিহত হওয়া ভাল, তবুও ভয়াবহ পর-ধর্ম্ম যাজন করা উচিত নয়, সেই ভগবান্ আবার ব'লছেন, তোমাদের যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর। এই উভয়বিধ ভগদ্বাক্যের সামঞ্জস্য কোথায় ? দেখুন, মানব নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি, পারদর্শিতার প্রভাবে পুরু-ষোত্তম ভগবান্কে জানতে পারে না। ভগবানেরই কৃপায় লোকে ভগবান্কে জান্তে পারে। আমরা যদি সেই কৃষ্ণচন্দ্রের ঔদার্য্যময়-লীলা প্রকটকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর—যিনি কৃষ্ণ হ'য়ে কৃষ্ণের কথা—নিজের কথায় চৈতন্য বা জ্ঞান দিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন তাঁ'র কথা আলোচনা করি, তবে এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর সুষ্ঠুভাবে পেতে পারি। মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পর কাশীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে বাস ক'রছেন। বাংলার বাদশাহ হোসেনশাহের প্রধান মন্ত্রী সাকর মল্লিক বা শ্রীসনাতন প্রভু তথায় উপস্থিত হ'য়েছেন। মহাপ্রভুর নিকট তিনি প্রশ্ন ক'রলেন—

'কে আমি, কেন আমায় জারে তাপত্রয় ?
ইহা নাহি জানি—কেমনে হিত হয় ॥'

এ'র উত্তরে মহাপ্রভু কি ব'ললেন শুনুন,—

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ—প্রকাশ ॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার দুঃখ (বা সুখ) ॥'

শ্রীচৈতন্য দেব সম্মুখে উপস্থিত ব্যক্তিকে কর্ণাট-দেশীয় ব্রাহ্মণ দেখ্লেন—না, বাদশাহের প্রধান মন্ত্রী দেখলেন না—প্রৌঢ় পুরুষ ব'লে দেখলেন না—পণ্ডিত ব'লে বুঝলেন না। বাইরের কোনও কথা, কোনও বিচার গ্রহণ না করে তিনি "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস' ব'লে বক্তব্য বলতে আরম্ভ ক'রলেন। সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু—পরিপূর্ণ চৈতন্যের স্বরূপ মহাপ্রভু—সকল চেতনের চেতন মহাপ্রভু সনাতনকে বাহ্য অনিত্য দেশ, কাল ও পাত্র অর্থাৎ জড়ীয় দেহ মনের পরিচয়ে পরিচিত না ক'রে তাঁ'র নিত্যস্বরূপের—আত্মার পরিচয় প্রদান ক'রলেন। গীতায় যে দেহ ও মনকে ভগবান্ তাঁ'র অপরাপ্রকৃতি, জড়া প্রকৃতি, বিশ্ব প্রসবিনী মায়া-শক্তিজাত পদার্থ ব'লে বিজ্ঞাপিত ক'রেছেন এবং সেই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ে আবৃত পরা প্রকৃতির অচ্ছেদ্য অদাহ্য অক্লেদ্য অশোষ্য আত্মার কথা ব'লেছেন, জীব যদি অজ্ঞানাবৃত জ্ঞানে অর্থাৎ মোহবশে পুনরায় সেই নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি না ক'রে, নিত্যে উদাসীন হ'য়ে, বিমুখ হ'য়ে, অনিত্যকে নিত্য বুদ্ধি করে, তবে দোষ কা'র ? আবার যে ভগবান্ কৃপা ক'রে প্রাপ্তোদ্দেশ জীবকুলকে অনিত্য নিত্য-বুদ্ধি বিদূরিত ক'রে নিত্যবস্তুর—আত্মার আত্মা পরমাত্মার ভজনের কথা, এমন কি কতনা করুণা

ক'রে চরম ভজনের কথা ব'লেছেন তা'র পর অবশেষ বুঝবার কথা ভাববার কথা থাকে কি ? সব অজ্ঞান, অসুবিধা, মোহ দূর ক'রতেই এই শ্লোকের অবতারণা। (ক্রমশঃ)

শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্
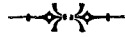
সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণম্—শক্তিমত্তত্ত্ব নিরূপণম্

[শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

ওঁ হরিঃ ॥ অথাত আম্নায়সূত্রং
প্রবক্ষ্যামঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১ ॥

ওঁ নমঃ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তয়ে ॥
ওঁ তৎসৎ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

নত্বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং জগদাচার্য্যবিগ্রহম্।
কেন ভক্তি বিনোদেন বৈষ্ণবানাং প্রসাদতঃ ॥
প্রমাণৈরষ্টভিঃ ষড়্‌ভির্লিঙ্গৈর্বেদার্থনির্ণয়ম্,
অভিধাবৃত্তিমাশ্রিত্য শব্দানাঞ্চ বিশেষতঃ ॥
ত্রিংশোত্তর শতং সূত্রং রচিতং মহদাজ্ঞয়া।
পঠন্তু বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে চৈতন্যপদসেবিনঃ ইতি ॥ ১ ॥

সর্ব্বশাস্ত্র আলোচনাপূর্ব্বক এবং শ্রুতিপ্রমাণকে সর্ব্বোত্তম জ্ঞান করিয়া আমরা শ্রীআম্নায়সূত্র বলিতেছি।

জগতের আচার্য্যবিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বৈষ্ণবদিগের প্রসাদে ভক্তিবিনোদ উপাধিক কোন ব্যক্তি এই ১৩০ সংখ্যক সূত্র রচনা করিলেন। অষ্টপ্রকার প্রমাণ, বেদার্থনির্ণয়ের জন্য নির্দিষ্ট ছয় প্রকারের লিঙ্গ অবলম্বন করতঃ সমস্ত বেদবাক্যের অভিধাবৃত্তি আশ্রয়পূর্ব্বক মহদাজ্ঞাক্রমে ইহা প্রস্তুত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যপদাশ্রিত বৈষ্ণবসকল ইহা স্বচ্ছন্দে পাঠ করুন। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, ঐতিহ্য, অনুপলব্ধি, অর্থাপত্তি ও সম্ভব এই অষ্টবিধ প্রমাণ এবং উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতাফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই ছয়টি তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের লিঙ্গ। অভিধা, লক্ষণা প্রভৃতি শব্দের বৃত্তি। তন্মধ্যে অভিধাবৃত্তিই মুখ্যা। যে স্থলে অভিধা অসম্ভব, সে স্থলে লক্ষণাদির প্রয়োগ। ॥ ১ ॥

যাহা দ্বারা কোন বিষয়ে জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাই প্রমাণ। প্রমাণ দ্বারাই অর্থোপলব্ধি করিয়া কোন্‌টী গ্রহণীয়, কোন্‌টী বা পরিত্যাজ্য, তাহা নির্ণীত হয়। যদিও দশবিধ প্রমাণ প্রচলিত আছে; আম্নায় সূত্রকার আর্ষ ও চেষ্টা এই দুইটীর স্বতন্ত্রত্ব অস্বীকার করিয়া প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, ঐতিহ্য, অনুপলব্ধি অর্থাপত্তি সম্ভব—এই অষ্টবিধ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণও এই অষ্ট প্রকারই স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ শব্দের সাধারণ অর্থে, বিষয় সন্নিকর্ষে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ। অনুমান অর্থাৎ অনুমিতির কারণ, কোন প্রত্যক্ষ বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া তদ্রূপ অপ্রত্যক্ষ বস্তুর জ্ঞান, যুক্তি বা পরামর্শ দ্বারা যাহা প্রস্তুত হয়। উপমান প্রসিদ্ধ কোন পদার্থের সাদৃশ্য দ্বারা সাধ্যের সাধন বা অন্য পদার্থের পরিচয়। শব্দ,—আপ্তবাক্য অথবা ভগবৎ কথিত অপৌরুষেয় বাক্যসমূহ অথবা স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় দ্বারা প্রাপ্ত আত্মজ্ঞান। ঐতিহ্য—প্রচলিত জনশ্রুতিই ঐতিহ্য; ইহা পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত ইতিহাসাদি জ্ঞান। অনুপলব্ধি অথবা অভাব অর্থাৎ দর্শনে অনুপলব্ধি; যাহা পাওয়া যায় না, তাহার অভাব। অর্থাপত্তি—কার্য্য বা পরিণামের দর্শন দ্বারা তাহার মূল কারণের বিচার কল্পনা যাহা করা যায়, তাহাই অর্থাপত্তি সম্ভব—সহস্রের মধ্যে শতের সম্ভাবনাকে সম্ভব বলে।

বেদার্থ নির্ণয়ের পদ্ধতি যথা,-

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তীচ লিঙ্গং তাৎপর্য্য নির্ণয়ে ॥

(প্রাচীন ভাষ্যকারগণকৃত শ্লোক)

সূত্রাকারে নিবদ্ধ ব্রহ্মসূত্রাদির তাৎপর্য্য নির্ণয়ে

অন্তরায় বিহীনতার জন্য প্রাচীন ভাষ্যকারগণ প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিবার জন্য এই প্রকৃষ্ট পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন।

বিবেচনাপূর্ব্বক আরম্ভই উপক্রম ; যে বিষয় লইয়া গ্রন্থারম্ভ হয়, তাহাকে উপক্রম বলে। গ্রন্থের সমাপ্তি বা যে বিষয়ে গ্রন্থ পর্য্যবসিত হয়, তাহাকে উপসংহার বলে। উপক্রম ও উপসংহারের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। প্রণিধানযোগ্য বিষয়ের আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ কথনকে অভ্যাস বলে, যাহা দ্বারা প্রতিপাদিত বিষয় পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। অপূর্ব্ব অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে ছিল না ও বর্ণিত বিষয়ের নাবীন্যতাই অপূর্ব্বতা। গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়-বস্তুটি গ্রন্থ প্রমাণ দ্বারাই বোধগম্য হইয়া অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় নিজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার নাম অপূর্ব্বতা ফল। সাধারণতঃ বৈদিক বিধিবাক্যের তাৎপর্য্যব্যাখ্যাকে অর্থবাদ বলে। গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের যে প্রশংসা বা তদিতর বিষয়ের গর্হণকে বলা হয় অর্থবাদ। এই অর্থবাদরূপ উপায় আবার তিন প্রকার যথা,—গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ। বিষয়বস্তুর সঙ্গতি, সিদ্ধি অথবা যুক্তিযুক্ততাকে উপপত্তি বলা যায় ; অর্থাৎ শাস্ত্রতাৎপর্য্য বা ব্যাখ্যা সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত এবং ন্যায়সঙ্গত হওয়া চাই।

শব্দবৃত্তি বা শব্দের অর্থপ্রকাশিকা যোগ্যতা তিন প্রকার যথা, মুখ্যা (অভিধা), লক্ষণা ও গৌণী। মুখ্যাবৃত্তিও আবার রূঢ়ি ও যোগ ভেদে দ্বিবিধা। প্রকৃতি প্রত্যয়ের অপেক্ষা না করিয়া যে বৃত্তি শব্দের অর্থবোধ করায়, তাহাই রূঢ়ি। যোগ অর্থাৎ যোগ-রূঢ়বৃত্তি, ইহার উদাহরণ যেমন পঙ্কজ অর্থে পদ্ম। ইহা যৌগিক বৃত্তিতে প্রকৃতি প্রত্যয় নিষ্পন্নার্থ বুঝায়, যেমন 'মৃগাঙ্ক' শব্দে নিশাকর চন্দ্রকে বুঝায়। মুখ্য অর্থের বাধা ঘটিলে লক্ষণাবৃত্তিযোগে শব্দের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া অন্য অর্থ বোধ হয়—যেমন 'গঙ্গায় ঘোষ' অর্থে গঙ্গাতটে ঘোষ পল্লী। এই লক্ষণাও তিন প্রকার যথা,—জহৎ স্বার্থা, অজহৎ স্বার্থা, জহদজহৎ-স্বার্থা। আর গৌণীবৃত্তিতে কথিত অর্থের লক্ষিত গুণযুক্ত সাদৃশ্য বুঝায়, যেমন 'সিংহ দেবদত্ত' বলিলে সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী দেবদত্তকে বুঝায়। যখন অভিধা-লক্ষণাদি বৃত্তি স্ব স্ব অর্থবোধ করিয়া স্তব্ধ হয়, তখন যে বৃত্তির বলে উদ্দিষ্ট অর্থের বোধ হয়, তাহা ব্যঞ্জনা (বা গূঢ়ার্থবোধিকা) বৃত্তি। এই সকল শব্দবৃত্তিগুলি পদ ও বাক্যত্ব প্রাপ্ত শব্দ সমূহের অর্থপ্রকাশে প্রযুক্ত।

প্রাচীন ভাষ্যকারগণ কি প্রকার সতর্কতার সহিত এবং নিষ্ঠার সহিত শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন ॥ ১ ॥

ওঁ হরিঃ ॥ তত্ত্বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ২ ॥

ছান্দোগ্যে। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। বৃহদারণ্যকে। পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ শ্রীমদ্ভাগবতে। অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুঃ। কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২ ॥

তত্ত্ববস্তু এক বই দুই নয় ॥ ২ ॥

ছান্দোগ্য ৬।২।১ শ্লোকে, উদ্দালক স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—বৎস এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে একমাত্র নিত্যসত্তাবিশিষ্ট অদ্বয় বস্তুই বর্ত্তমান ছিলেন। বৃহদারণ্যকে ৫।১ শ্লোক,—ঐ পূর্ণ অবতারী ও এই পূর্ণ অবতার—উভয়ই পূর্ণ অর্থাৎ সর্ব্বশক্তি সমন্বিত। পূর্ণ অবতারী হইতে পূর্ণ অবতার লীলা বিস্তারার্থ প্রাদুর্ভূত হন। লীলাপূর্ত্তির পরে পূর্ণ অবতারের পূর্ণস্বরূপকে আপনাতে গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ণ অবতারী অবশেষরূপে বর্ত্তমান থাকেন, পরমেশ্বরের পূর্ণত্ব কোনক্রমে হানিপ্রাপ্ত হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসারে, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত সনাতন শাস্ত্র প্রতিপাদিত পরাৎপর পরতত্ত্ব। তাঁহার গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর স্বরূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাধুর্য্যময় রূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোকে,—সৃষ্টির আদিতে আমিই একমাত্র ছিলাম, জড়ব্রহ্মাণ্ডাদি আমা হইতে পৃথক্ কিছু ছিল না। সৃষ্টির পরেও আমি পূর্ণরূপে অবস্থান করি, এবং প্রলয়ান্তেও সচ্চিদানন্দরূপ আমিই একমাত্র থাকিব। আমার কোনকালে ক্ষয় নাই ॥ ২ ॥

ওঁ হরিঃ। নিত্যং অচিন্ত্য শক্তিকম্ ॥
হরিঃ ওঁ ॥ ৩ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। বিচিত্র শক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশস্যুঃ। একো বশী সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মা সর্ব্বান্ দেবানেক এবানুবিষ্টঃ ॥ হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে। পরমাত্মা হরিদেবস্তচ্ছক্তিঃ শ্রীবিহোদিতা। শ্রীদেবী প্রকৃতিঃ প্রোক্তা কেশবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥ শ্রীজীবগোস্বামী,—সর্ব্বেষাং ভাবানাং পাবকস্যোষ্ণতা-বদচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব। ব্রহ্মণস্তা স্বরূপভূতাঃ স্বরূপাদভিন্ন শক্তয়ঃ ॥ ৩ ॥

সেই তত্ত্ব নিত্য, এবং অচিন্ত্য শক্তি সম্পন্ন ॥ ৩ ॥

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন,—ভগবানের অচিন্ত্য স্বরূপশক্তি বিভিন্ন প্রকার, এবং তাহা জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া অর্থাৎ সম্বিৎশক্তি, সন্ধিনী শক্তি এবং হ্লাদিনী শক্তি নামে বিভক্ত হইয়া বেদাদিশাস্ত্রে শ্রুত হইয়া থাকে। এই এক পরমেশ্বরই সমস্ত দেবতাদের স্বতন্ত্র প্রভু এবং সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র বলেন,—শ্রীহরিই সেই শক্তিমান, পরমপুরুষ এবং শ্রীই তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি। ভগবান্ কেশবই পরমপুরুষ এবং শ্রীদেবী তাঁহার পরমাপ্রকৃতি বলিয়া জানিবে। শ্রীজীবগোস্বামী বলেন, অগ্নি ও তার উত্তাপ যেমন, শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তিসমূহ বর্ত্তমান; যাহা কেবল স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হয়। পর-ব্রহ্মের শক্তি তাঁহার স্বরূপভূত তত্ত্ব এবং তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্নভাবে বর্ত্তমান। কেবল লীলার জন্য শক্তি ও শক্তিমান্ নিত্যকাল দ্বিধা প্রকটিত ॥ ৩ ॥

(ক্রমশঃ)

চ্যবন ঋষি

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(পুং) চ্যবতে মাতুরুদরাৎ চ্যু-কর্ত্তরি ল্যু।

চ্যবনের পিতা ভৃগুঋষি, জননী পুলোমা।

মহাভারতে আদিপর্ব্ব ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে চ্যবনঋষির জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে:— ভৃগুর পুত্র কিরূপে চ্যবন নামে বিখ্যাত হইল, শৌনক ঋষি উহা জানিতে ইচ্ছা করিলে, উগ্রশ্রবা সূতগোস্বামী প্রসঙ্গটি বর্ণন করিয়াছেন। মহর্ষি ভৃগুর ত্রিলোক বিশ্রুতা 'পুলোমা' নাম্নী এক ভার্য্যা ছিল। ভৃগুঋষি যেরূপ ধর্ম্মপরায়ণ ও যশস্বী, তাঁহার পত্নীও তদ্রূপ ছিলেন। পুলোমা গর্ভবতী হইলে একদিন ভৃগু ঋষি স্নানার্থ গমন করিলেন। সেই অবসরে এক রাক্ষস তথায় আসিয়া আশ্রমে প্রবিষ্ট হইল। আশ্রমের মধ্যে অতিশয় রূপবতী ভৃগুপত্নীকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইল। ভৃগুপত্নী পুলোমা বন্যফল-মূলাদির দ্বারা অতিথির সৎকার বিধান করিলেন। রাক্ষস কামাভিভূত হইয়া ভৃগুর পত্নীকে হরণ করিবার জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করিল। রাক্ষস পূর্ব্বে পুলোমাকে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিল, কিন্তু পুলোমার পিতা শাস্ত্রবিধানানুসারে কন্যাকে ভৃগুর নিকট সমর্পণ করেন। এই সেই পুলোমা কিনা জানিবার জন্য রাক্ষস প্রজ্বলিত হুতাশনকে দর্শন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি সত্য করিয়া বলুন এই নির্জ্জনস্থানবাসিনী কি ভৃগুর ভার্য্যা? আমি পূর্ব্বে যাহাকে ভার্য্যারূপে বরণ করিয়াছিলাম, পরে ভৃগু অন্যায়ভাবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। আপনি সর্ব্বদা সর্ব্বভূতের অন্তরে পাপ-পুণ্যের সাক্ষীস্বরূপ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। অতএব আপনি সত্য করিয়া বলুন আমি যাহাকে পূর্ব্বে বরণ করিয়াছিলাম ভৃগু তাহাকে হরণ করিয়া-ছেন কি না?' রাক্ষসের বাক্য শুনিয়া হুতাশন চিন্তিত হইলেন, মিথ্যা কথা বলাও ঠিক নয়, আবার ভৃগুর অভিশাপেরও ভয় আছে। হুতাশন বলিলেন —'হে দানবনন্দন! তুমি পূর্ব্বে পুলোমাকে বরণ করিয়াছিলে ঠিক, কিন্তু বেদবিধানানুসারে মন্ত্র পূর্ব্বক বরণ কর নাই। পুলোমার পিতা সৎপাত্র লাভের আকাঙ্ক্ষায় কন্যাকে ভৃগু ঋষির নিকট সম্প্রদান

করিয়াছেন। ভৃগুও বেদবিধানানুসারে আমাকে সাক্ষী করিয়া মন্ত্র পূর্ব্বক তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। আমি জানি তুমি পূর্ব্বে যাহাকে বরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, ইনি সেই পুলোমা। আমি মিথ্যা কথা বলি না, কারণ কেহই মিথ্যা কথার সমাদর করে না।' সেই রাক্ষস অগ্নির বাক্য শুনিয়া বরাহ-রূপ ধারণ করিল এবং বায়ুর ন্যায় দ্রুতবেগে পুলোমাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। রাক্ষসের উক্ত গহিত কার্য্যে পুলোমার গর্ভস্থ সন্তান ক্রুদ্ধ হইয়া জননীকে রক্ষার জন্য গর্ভ-শয্যা হইতে চ্যুত হইলেন। এইহেতু ভৃগু বা পুলোমার পুত্রের নাম 'চ্যবন' হইল। মাতৃগর্ভ হইতে নির্গত সূর্য্যসম তেজস্বী বালকের ক্রোধদৃষ্টিতে রাক্ষস ভস্মসাৎ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। দুঃখিতা ভৃগুপত্নী পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া আশ্রমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা পুত্রবধূকে রোদন-পরায়ণা দেখিয়া তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। ভৃগুপত্নী পুলোমার অশ্রুবর্ষণে নদী উৎপন্ন হইল। অশ্রুবিন্দু-দ্বারা সেই নদী বধূর সহিত আশ্রমাভিমুখগামিনী হইতেছে দেখিয়া ব্রহ্মা তাহার নাম রাখিলেন 'বধূসরা'। ভৃগুর প্রভাবশালী পুত্র এইরূপে চ্যবন নামে বিখ্যাত হইলেন। ভৃগুঋষি পত্নী পুলোমাকে রোষ পরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'রাক্ষস জানিত না তুমি আমার ভার্য্যা। তোমার পরিচয় কে তাহাকে দিল? তুমি যথার্থ করিয়া বল, আমার অত্যন্ত ক্রোধ হইতেছে। আমি তাহাকে অভিসম্পাত করিব।' পুলোমা কহিলেন, 'অগ্নি রাক্ষসের নিকট আমার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে রাক্ষস কুররীর ন্যায় রোদনপরায়ণা আমাকে লইয়া প্রস্থান করিল। পুত্রের তেজ-প্রভাবে রাক্ষস ভস্মীভূত হইলে আমি দুরাত্মার হাত হইতে মুক্ত হইয়াছি।' পত্নী পুলোমার বাক্যে ভৃগুমুনি ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিকে অভিশাপ প্রদান করিলেন—'তুমি সর্ব্ব ভক্ষক হইবে।'

মহাভারতের বন পর্ব্বে ১২১ অধ্যায় হইতে ১২৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত চ্যবন ঋষির অলৌকিক প্রভাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বকোষে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ—'চ্যবন ঋষি কোন সময়ে অরণ্য মধ্যে একটি সরোবরের তীরে তপস্যা করিতেছিলেন। দিন দিন ইঁহার সমস্ত শরীর বল্মীকে ঢাকিয়া গেল, কেবল উজ্জ্বল চক্ষু দুইটী বাহিরে ছিল। এক দিন রাজা শর্য্যাতির কন্যা 'সুকন্যা' চক্ষু দুইটী দেখিতে পাইয়া উজ্জ্বল কোন অপূর্ব্ব পদার্থ জ্ঞানে কণ্টক-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া দেন। তাহাতে মহর্ষি রোষাবিষ্ট হইয়া যোগপ্রভাবে রাজা শর্য্যাতির সৈন্যসামন্তগণের মল-মূত্র বন্ধ করিয়া দিলে, রাজা অনেক অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়া চ্যবনের নিকট ক্ষমা চাহিলে তিনি রাজকন্যা সুকন্যার পাণিগ্রহণের অভিলাষ জানাইলেন। রাজা বিপদে পড়িয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সুকন্যাও বৃদ্ধ জরাতুর মহর্ষি চ্যবনকে পতিত্বে বরণ করিতে আপত্তি করিলেন না। বিবাহের কিছুদিন পরে পরম সুন্দর অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবনের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া পরমাসুন্দরী রূপ-লাবণ্যবতী নবযৌবনা রাজবালা সুকন্যাকে বৃদ্ধ জরাতুর পতি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে বরণ করিতে অনুরোধ করেন। চ্যবনপত্নী তাহাতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার ব্যবহারে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সন্তুষ্ট হইয়া চ্যবন ঋষিকে সুন্দর যুবক করিয়া দিলেন। ইহার প্রত্যুপকারে মহর্ষি চ্যবন শর্য্যাতির যজ্ঞে ব্রতী হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমরস দান করেন। তাহাতে স্বর্গরাজ ইন্দ্র প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু মহর্ষি তাঁহার কথায় কাণ দিলেন না। ইন্দ্র রোষাবিষ্ট হইয়া ইহার উপর বজ্র নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে ইনি মন্ত্রবলে তাঁহার বাহু স্তম্ভিত করিয়া তাঁহাকে নিহত করিবার জন্য তপোবলে একটা বিকটাকার অসুর সৃষ্টি করেন। ইন্দ্র ভয়ে চ্যবনের শরণাগত হইলে মহর্ষি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমভাজন করিয়া ইন্দ্রকে মুক্তি দান করিলেন এবং সেই অসুরটিকে স্ত্রীজাতি, মদ্যপান, অক্ষক্রীড়া ও মৃগয়াতে বিভক্ত করিয়া দিলেন।'

বৈদ্যকশাস্ত্রমতে যে ঔষধ সেবনে চির যৌবন লাভ হয়, তাহা 'চ্যবনপ্রাশ' নামে বিদিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে নবম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে চ্যবন ঋষির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের প্রমাণাবলম্বনে বিশ্বকোষে চ্যবন ঋষি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা প্রায় একই

প্রকারের। শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনায় জানা যায় শর্য্যাতির কন্যা দৈববশতঃ কণ্টকদ্বারা জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দুইটীকে বিদ্ধ করিলে তাহা হইতে রক্তনির্গত হইয়াছিল।

'সা সখীভিঃ পরিবৃতা বিচিন্বন্ত্যঙ্ঘ্রিপান্ বনে।
বল্মীকরন্ধ্রে দদৃশে খদ্যোতে ইব জ্যোতিষী।।
তে দৈবচোদিতা বালা জ্যোতিষী কণ্টকেন বৈ।
অবিধ্যন্মুগ্ধভাবেন সুস্রাবাসৃক্ ততো বহিঃ।।'

ভাঃ ৯।৩।৩,৪

'সেই সুকন্যা সখীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া বনস্থিত বৃক্ষসকলের ফল-আহরণ করিতে করিতে বল্মীকগর্তে খদ্যোতের ন্যায় দুইটী জ্যোতিঃ দেখিতে পাইলেন।

দৈবপ্রেরণাবশতঃই যেন ঐ কন্যা মুগ্ধা হইয়া কণ্টকদ্বারা ঐ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দুইটী বিদ্ধ করিলেন, বিদ্ধ হইবামাত্র ঐ স্থান হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল।'

শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনায় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়—'চ্যবন মুনি অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন। একদিন তাঁহার আশ্রমে চিকিৎসকবর অশ্বিনীকুমারদ্বয় উপস্থিত হইলে মুনি তাঁহাদের নিকট যৌবনত্ব প্রার্থনা করিলেন এবং তদ্বিনিময়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে যজ্ঞীয় সোমরস পানাধিকার প্রদান করিবেন বলিলেন। চ্যবন মুনির প্রার্থনায় অশ্বিনীকুমারদ্বয় মুনিকে লইয়া একটি হ্রদে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা তিনজনেই সমানরূপ ও যৌবনতা লাভ করিয়া হ্রদ হইতে বাহির হইলেন। শর্যাতির কন্যা 'সুকন্যা' স্বামীকে চিনিতে না পারিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্বামী মনে করিয়া তাঁহাদের শরণাপন্ন হইলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুকন্যার পাতিব্রত্যধর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন।'

পরীক্ষিৎ মহারাজ ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া পুত্র জন্মেজয়ের উপর রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক যখন গঙ্গার তটে শুকরতলে প্রায়োবেশনব্রত ধারণ করিয়াছিলেন এবং শুকদেব গোস্বামী ভাগবত শ্রবণের ব্যবস্থা দিয়া সাতদিন ভাগবত শুনাইয়াছিলেন সেই সময় যে সকল মুনিঋষিগণ উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে অন্যতম চ্যবন ঋষি।

সেবাই আনন্দজননী

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

সৎ চিত্ত ও আনন্দবৃত্তিকে যিনি বিশেষ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ বলে। একমাত্র শ্রীভগবানই ঐ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-শব্দবাচ্য, অন্যে নহে।

বৃহৎ অগ্নিস্তূপ হইতে যেমন অণুপরিমিত স্ফুলিঙ্গসমূহ অংশরূপে নির্গত হয়, বৃহৎ বা পূর্ণতত্ত্ব-ভগবান্ হইতে সে রূপ পৃথক্ পৃথক্ সত্তাবান্ অনন্ত-কোটী স্বতন্ত্র চিদণুতত্ত্ব জীব উৎপন্ন হইয়াছে। একটী কেশের অগ্রভাগকে সহস্র অংশে বিভক্ত করিলে প্রত্যেক অংশটী যেরূপ ধারণাতীত সূক্ষ্মাকারে পরিণত হয়, জীবের স্বরূপ তদ্বৎ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও অপরিমেয়। ক্ষুদ্রত্ব বিধায় জীবের স্বরূপ যেমন সসীম মানব-বুদ্ধির দ্বারা পরিমেয় নহে, বৃহত্ব-হেতু ভগবানের স্বরূপও তদ্বৎ সসীম বুদ্ধির দ্বারা গ্রহীতব্য নহে। যদিও সসীম বুদ্ধির দ্বারা অণুতত্ত্ব জীব ও বৃহত্তত্ত্ব ভগবানের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর হয় না অর্থাৎ উভয়েই অপরিমেয় ও জাতীয়ত্বে এক, তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে অণুত্ব ও বৃহত্ত্বরূপ ভেদ বর্ত্তমান আছে। যাঁহারা ভগবৎকৃপায় দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন. তাঁহারা এই জীবেশ্বরগত ভেদদর্শনে সমর্থ। ভগবৎকৃপা-বঞ্চিত সসীমবুদ্ধিবিশিষ্ট অজ্ঞমায়াবাদিগণ জীবেশ্বরগত ভেদ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ ও ভ্রান্তিবশতঃ "আমি ব্রহ্ম" ইত্যাকার অপরাধজনক সিদ্ধান্ত-স্থাপনে প্রয়াসী।

অগ্নিস্তূপে সংলগ্ন অংশে সমগ্র অগ্নির প্রভাব বর্ত্তমান; কিন্তু অগ্নিস্তূপ হইতে বিভিন্ন স্ফুলিঙ্গরূপ অংশে অগ্নির গুণ আংশিকরূপে অবস্থিত অর্থাৎ তাহা

বৃহৎ অগ্নিস্তূপগত সমগ্র প্রকাশ ও দাহিকাধর্ম্মযুক্ত নহে। জাতীয়ত্বে এক হইলেও ভেদ প্রদর্শনের জন্য যে নিয়মে বৃহৎ অগ্নিস্তূপে অভিন্নভাবে অবস্থিত অংশকে স্বাংশ ও সেই অগ্নিস্তূপ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে স্থিত অংশকে বিভিন্নাংশ কহে, ঠিক সেই নিয়মে ভগবানের সহ অভিন্ন—তদীয় অবতারাদিরূপ প্রকাশকে স্বাংশ ও তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্নবৎ অবস্থিত জীবকে অণুচিৎ বলা হয়। সুতরাং স্পষ্টীকৃত হইতেছে যে, স্বয়ং ভগবানে কিম্বা তাঁহার স্বাংশ বিভূতিতে সৎ, চিৎ ও আনন্দগুণ যেরূপ পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান থাকে, বিভিন্নাংশগত জীবে তাহা সেই মাত্রায় অবস্থান করিতে পারে না অর্থাৎ তাহা অণুপরিমাণে অবস্থান করে।

সৎ চিৎ ও আনন্দবৃত্তিকে কেহ জ্ঞান, বল ও ইচ্ছাশক্তিও কহেন। ইংরেজী ভাষায় এই শক্তিত্রয়কে willing, knowing ও feeling faculty বলা হয়। যখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে কোন না কোন বিষয় জ্ঞাত হইতে, কোন না কোন বিষয় প্রাপ্ত হইবার জন্য ইচ্ছা করিতে ও কোন না কোন লব্ধ বিষয়োৎপন্ন সুখ বা দুঃখকে উপভোগ করিতে দেখা যায়, তখন মানবগণে যে জানিবার ইচ্ছা ও উপভোগ করিবার শক্তি বর্ত্তমান আছে, ইহা কে না স্বীকার করিবে? জানিবার ইচ্ছা ও অনুভব করিবার শক্তি সত্ত্বেও দেখা যায় যে, অনেক সময় মানবগণ যাহা যাহা জানিবার ও উপভোগ করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা জানিতে বা উপভোগ করিতে পারেন না। জানিতে বা উপভোগ করিতে পারিলেও নিত্যকাল সেই বৃত্তিকে পোষণ করিতে সমর্থ হন না এবং অনেক সময় জ্ঞাত বা লব্ধ বিষয়কে পূর্ণমাত্রায় জানিতে বা উপভোগ করিতে সমর্থ হন না। অপরগ হইবার তথ্য অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, জীবতত্ত্বগত শক্তির অণুত্বই তাহার মূলীভূত নিদান।

মৃণ্ময় ঘটকে মৃত্তিকার পরিণাম কহে, তদ্বৎ ভগবানের ইচ্ছাক্রমে তদীয় শক্তিপ্রভাবজাত জীবসমূহকেও শক্তির পরিণতি বলিয়া বুঝিতে হইবে। জলের ভিতর চন্দ্রের যে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, সেই জলান্তর্গত চন্দ্রের সত্তায় যে জলাতিরিক্ত কোন পদার্থের সদ্ভাব নাই এবং মনঃকল্পিত বস্তু যেমন মনোময় ধাতু ব্যতীত পদার্থান্তরের দ্বারা গঠিত হয় না, তদ্রূপ ভগবচ্ছক্তিজাত জীব নামক তত্ত্বের সত্তায় শক্তি ব্যতীত অন্য পদার্থের সদ্ভাব অসম্ভব। সুতরাং জীবতত্ত্বকে শক্তিজাতীয় পদার্থ ভিন্ন শক্তিমৎতত্ত্ব বা তজ্জাতীয় অন্য কোন পদার্থ মনে করা অনুচিত।

সূর্য্যকে প্রকাশ করা যেমন কিরণসমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং অন্যান্য পদার্থনিচয়কে ব্যক্ত করা যেমন উহাদিগের অবান্তর বা গৌণ উদ্দেশ্য মধ্যে গণ্য, তদ্রূপ শক্তিজাতীয় জীবসমূহ কর্ত্তৃক শক্তিমান্ ভগবত্তত্ত্বের উপলব্ধি ও তাঁহার সেবারূপ কার্য্যই তাহাদিগের মুখ্য কৃত্য এবং ভগবদিতর পদার্থের অনুভূতি ও সেই সমুদয় বস্তু দ্বারা নিজ তৃপ্তিসাধনাত্মক ক্রিয়া তাহাদিগের গৌণ বা অবান্তর উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ভগবদ্ অনুভূতিমূলক সেবাকার্য্য যে কালে সাধিত হয়, সেই সময় জীবগণ আপনাদিগকে শক্তিজাতীয় সেবক অভিমান করেন ও শ্রীভগবান্‌কে আপনাদিগের একমাত্র নিত্যপ্রভু বা সেব্যতত্ত্ব বলিয়া অবগত হন অর্থাৎ সেব্য-সেবক বা আশ্রয়-আশ্রিত-ভাব-সম্পুটিত এক অখণ্ড দ্বিতীয়সেব্যবস্তু-রহিত অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। যেহেতু অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন, তন্নিমিত্ত তাঁহারা ভগবত্তত্ত্বগত পূর্ণ চিদ্‌বলে বলীয়ান্ ও অবাধে বিমল সেবানন্দসুখ চিরকাল আস্বাদন করিতে সমর্থ হন।

যে সময় জীবগণ আপনাদিগকে অখণ্ড অদ্বয়জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্নবৎ অনুভব করে সেইকালে তাহারা আপনাদিগকে ও অন্যান্য পদার্থসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডাকারে অবস্থিত মনেকরে ও শক্তিজাতীয় তত্ত্বের পরিবর্ত্তে আপনাদিগকে শক্তিমৎ-তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। এই খণ্ডজ্ঞান হইতে দ্বৈতবুদ্ধি সংস্থাপিত হয়। দ্বৈতবুদ্ধি সংস্থাপিত হইলে মানবগণ হেয় ও উপাদেয় ভাবকে লক্ষ্য করে, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে-

"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম॥"

অখণ্ড ও অদ্বয়জ্ঞানে সমুদয় পদার্থে ভগবৎসেবোপকরণবুদ্ধি প্রস্ফুটিত থাকায় প্রত্যেক বস্তুই সদা পরমোপাদেয় ভাবকে আস্বাদন করাইয়া থাকে, অর্থাৎ কোন প্রকার হেয় ভাবকে প্রকাশ করে না। অতএব

স্বীকৃত হইতেছে যে, খণ্ডদর্শন হইতে হেয় ভাব আবির্ভূত হয় ও তাহার মূল চিদ্বলের সাহায্য ব্যতিরেকে জীবতত্ত্বগত অণুশক্তির দ্বারা দূরীভূত হইবার নহে।

জীবের স্বরূপে সুখাস্বাদনের যোগ্যতা আছে ও তদ্ধেতু জীবগণ সুধান্বেষী হয়। অজ্ঞানতানিবন্ধন মূঢ় ব্যক্তিসকল জানিতে পারে না যে, তাহাদের অনুসন্ধিৎসাটী কোন্‌জাতীয় সুখকে লক্ষ্য করিতেছে। সুখ দ্বিবিধ উপায়ে লভ্য, যথা বাহ্যবিষয়ে উপভোগমুখে ও ভগবৎসেবাভিমুখে। বাহ্যবিষয়োপভোগ হইতে নিজতৃপ্তি সিদ্ধ হয় আর সেবামুখে ভগবানের প্রীতিই লক্ষিতব্য বিষয়। যাহারা সুশিক্ষার অভাবে আত্মপ্রীতি-সাধনোদ্দেশে বাহ্যবিষয়-সংগ্রহে তৎপর, তাহারা অনেক সময় অণুশক্তিমত্তাহেতু বিফলমনোরথ হয় ও সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের আবাহন করিয়া থাকে। সুকৃতিবলে যে সমস্ত ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হয়, কেবল সেই সমুদয় ভাগ্যবান্ জীব ভগবৎকৃপায় অর্থাৎ পূর্ণ চিদ্বলের সাহায্যে ভগবৎসেবানিষ্ঠ হন ও পরমাদ্ভুত বিমলানন্দপ্রদ সেবামাধুরী নিত্যকাল সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

সৎ চিৎ ও আনন্দবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় শ্রীভগবানে ক্রিয়াশীল বলিয়া তিনি সদা পূর্ণানন্দে মগ্ন থাকেন। জ্ঞানশক্তির উৎকর্ষহেতু অজ্ঞান দুঃখপ্রদ কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত হইতে হয় না। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়া করিতে সমর্থ ও তন্নিমিত্ত তিনি যাহা সঙ্কল্প করেন তৎক্ষণাৎ পরিতৃপ্ত হয়। তাঁহাতে সঞ্চারিণী বা সত্তাবিস্তারিণী শক্তির প্রাচুর্যহেতু চরাচর যাবতীয় পদার্থ তাঁহা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য পদার্থসমূহ তাঁহা হইতে সত্তা বা অস্তিত্ব লাভ করায় তাহাদিগের দ্বারা তাঁহার সত্তার অনস্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। যেহেতু তিনি সর্ব্বকারণের কারণ, তন্নিমিত্ত তিনি ইচ্ছা করিলেই অন্যান্য পদার্থের সত্তাকে অনস্তিত্বে পরিণত করিতে পারেন। সুতরাং যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে উদ্যত, তাহারা অজ্ঞাতসারে নিজ নিজ অস্তিত্ব ধ্বংস করিবার প্রয়াসী। সেবার দ্বারা তাঁহার প্রীতিবিধানে যাঁহারা উৎসুক, কেবলমাত্র সেই সেবকবৃন্দই নিত্যকাল নিজ সত্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ।

যাঁহারা পরতত্ত্বের আলোচনাহীন, তাঁহারা সংসারে বারংবার যাতায়াত করিতে করিতে কোনওকালে ভগবৎকৃপায় সাধুসঙ্গ লাভ করিলে সেই সঙ্গপ্রভাবে সেবাবুদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারেন ; কিন্তু যাঁহারা আমি ব্রহ্ম ইত্যাকার অসৎসিদ্ধান্তে আস্থাবান্ তাঁহারা দিবালোকে খদ্যোতের ন্যায় প্রভাহীন হইয়া যান ও নিজ সত্তা অনুভব করিতে সমর্থ হন না। শত্রুভাববশতঃ দেহান্তে যেমন কংসাদির সত্তা ভগবজ্জ্যোতিতে বিলীন হওয়ার কথা পুরাণাদি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, বহু কঠোর সাধনাদির সাহায্যে 'আমি ব্রহ্ম' ইত্যাকার কুসিদ্ধান্তপর মানবগণ সেইরূপ গতি লাভ করেন। অতএব যত্নসহকারে 'সোঽহংবাদ' রূপ বিসূচিকাব্যাধির হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত।

পরকল্যাণের আকর ও নিত্যানন্দময় শ্রীভগবানের সেবাবুদ্ধি লাভ করা নিজ কল্যাণ ও যথার্থ সুখলাভেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই উচিত। শুদ্ধভক্তের চরণাশ্রয় ব্যতীত সেবাবুদ্ধি লাভ করিবার গত্যন্তর নাই। জগতে অনেক প্রকার কপট ভক্ত বিচরণ করেন। কলির চরজ্ঞানে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করা বিধেয়। নরদেহ ক্ষণভঙ্গুর। সুতরাং দেহের পতন হইতে না হইতেই সদগুরুর চরণে বিক্রীত হওয়া প্রয়োজন। বৃথা কালহরণ করিলে দেহান্তে ভীষণ নরকযন্ত্রণা অনিবার্য্যরূপে ভোগ করিতে হইবে। অতএব হে নশ্বর-সুখান্বেষি ভ্রাতৃবৃন্দ ! আপনারা অজ্ঞানান্ধকার পরিহারের জন্য উদ্‌গ্রীব হউন। দুঃখের বীজরূপ ভোগসুখের আশাকে বিসর্জ্জন দিয়া বিমল কৃষ্ণসেবানন্দসুখের জন্য লালায়িত হউন। তাহা হইলে ত্রিতাপজ্বালা আর আপনাদিগকে ভ্রূকুটী প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে না। ইহাই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য ও প্রাপ্য বিষয়।

উত্তরভারত প্রচার-ভ্রমণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য এবং মঠের প্রচারকবৃন্দ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১২০ পৃষ্ঠার পর]

সন্তোষগড়ঃ—শ্রীল আচার্য্যদেব সাধু, ভক্তগণ সমভিব্যাহারে রিজার্ভ বাস ও মটরযান সহযোগে ২৫ এপ্রিল প্রাতে রোপর হইতে রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্নে সন্তোষগড়ে পৌঁছিয়া মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীপবনকুমার শেখ্‌রির ঔষধের দোকানের উদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠান সংকীর্ত্তন ও গুরু-পূজাসহ সম্পন্ন করেন। সমুপস্থিত সকলকেই মিষ্ট প্রসাদ দেওয়া হয়। তথা হইতে নগরসংকীর্ত্তনসহযোগে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে সাধুগণ এবং তৎপশ্চাতে ভক্তগণ মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীশ্যামলাল পুরীর বাসভবনে উপনীত হন। বাস-ভবনের সম্মুখে বিরাট প্যাণ্ডেলে শ্রীল আচার্য্যদেব 'জাহ্নবীপূজা' শুভতিথিতে গঙ্গার মহিমা কীর্ত্তনমুখে হরিকথা বলেন। শ্রীশ্যামলাল পুরীর গৃহে কএক ঘণ্টা সকলে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। তথায় মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বহু ব্যক্তি বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

কিরিতপুর-সাহিব ঃ—শ্রীল আচার্য্যদেব পূর্ব্বের ন্যায় সদলবলে বাস ও মোটরযানাদি যোগে ২৬ এপ্রিল শুক্রবার কিরিতপুর-সাহিবে পূর্ব্বাহ্নে শুভ পদার্পণ করতঃ নগরসংকীর্ত্তনসহ নির্দ্দিষ্ট সভা-মণ্ডপে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীমন্দিরের ব্যবস্থাপক উদ্বোধন-ভাষণে বলিলেন গুরু নানক এইস্থানে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম 'কীর্ত্তনপুর' হইয়াছিল। পরবর্ত্তিকালে 'কিরিতপুর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। শ্রীল আচার্য্যদেব বিবিধ শাস্ত্রপ্রমাণসহ হরিনাম-সংকীর্ত্তনের মহিমা বিশদভাবে বুঝাইয়া বলেন। কিরিতপুরনিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসুরজিৎ রায় কোরের গৃহে সকলে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। শ্রীসুরজিৎ রায় মধ্যাহ্নে মহোৎসবের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শ্রীযশোদানন্দন দাসাধিকারী (শ্রীযোগরাজ শেখ্‌রি) মঠের দীক্ষিত তাঁহার পুত্রত্রয়—শ্রীহরিদাস শেখ্‌রি, শ্রীপুরুষোত্তম শেখ্‌রি ও শ্রীগৌরাঙ্গ দাস শেখ্‌রি, শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী (শ্রীকস্তুরীলাল ভরদ্বাজ), শ্রীমূলরাজ শর্ম্মা, শ্রীবেচনপ্রসাদ, শ্রীবাবুলাল প্রভৃতি মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত এবং শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরের সভাপতি শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মা, উক্ত মন্দিরের প্রচারাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী প্রভৃতির ঐকান্তিক সেবা-প্রচেষ্টায় রোপরে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

১৫ বৈশাখ, ২৮ এপ্রিল রবিবার অপরাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টীসহ রিজার্ভ বাস-যোগে রোপর হইতে চণ্ডীগড় মঠে আসিয়া পৌঁছেন। বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপনের জন্য রোপরে বিপুল সংখ্যক নর-নারীর সমাবেশ হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেরাদুন (উত্তরপ্রদেশ) ঃ—অবস্থিতি ঃ ১৬ বৈশাখ, ২৯ এপ্রিল সোমবার হইতে ২০ বৈশাখ, ৩ মে শুক্রবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব ২৯ এপ্রিল সোমবার প্রাতঃ ৬-৩০ ঘটিকায় চণ্ডীগড় হইতে রিজার্ভবাসে প্রচার-সঙ্ঘ ও ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে রওনা হইয়া দেরা-দুনে ডি-এল্-রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পূর্ব্বাহ্ন ১১-৩০ ঘটিকায় আসিয়া উপনীত হন। শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণনাথ ব্রহ্মচারী ও শ্রীআনন্দ-লীলাময় বিগ্রহ ব্রহ্মচারী (শ্রীআশিস) পূর্ব্বেই দেরা-দুনে পৌঁছিয়াছিল প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ চণ্ডীগড় হইতে ১লা মে অপরাহ্নে দেরাদুন মঠে শুভাগমন করেন।

শ্রীমঠে দ্বিতলে শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ সংকীর্ত্তন-ভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব 'শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন-সম্মেলনে'র তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ-মুখে প্রত্যহ ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ প্রাতের অধিবেশনে হরিকথা বলেন। ভাষণের আদি ও

অন্তে ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক ভজনকীর্ত্তন ও নাম-সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯ বৈশাখ ২মে বৃহস্পতিবার 'শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী-ব্রত' শ্রীমঠে উপবাস-সহযোগে যথাবিধি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে, চণ্ডীগড় ও জম্মু হইতেও ভক্তগণ ব্রত পালনের জন্য দেরাদুন মঠে পৌঁছেন। স্থানীয় নরনারীগণেরও বিপুল সমাবেশ হয়। শ্রীমঠে অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধ হইতে ধারাবাহিকভাবে প্রহলাদচরিত্র-বর্ণনমুখে শ্রীনৃসিংহ-দেবের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যায় নৃসিংহদেবের আবির্ভাবকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা-অভিষেক-ভোগরাগ অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহার সহায়করূপে ছিলেন শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী ও পূজারী শ্রীপ্রাণনাথ ব্রহ্মচারী। শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধারমণ বিগ্রহগণের সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে ভক্তিবিঘ্নবিনাশনকারী শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপা-প্রার্থনামুখে ভক্তগণ দীর্ঘসময় উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তনে প্রমত্ত হইয়া উঠেন। রাত্রি ৯ ঘটিকায় সমুপস্থিত ভক্তগণকে ব্রতানুকূল ফলমূল প্রসাদ এবং পরদিন প্রাতে পারণের জন্য পরমান্ন প্রসাদ দেওয়া হয়।

৩ মে শুক্রবার মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে বিপুল সংখ্যক নরনারী মহোৎসবে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

শ্রীল আচার্য্যদেব আহূত হইয়া বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে সাধুগণ সমভিব্যাহারে ডি-এল্ রোডস্থ শ্রীললিতা প্রসাদজী (শ্রীছজ্জু লালজীর), ডি-এ-ভি কলেজ রোডস্থ শ্রীসঞ্জীব বাংশাল এবং হাথিবরকলা-স্থিত শ্রীনিমাই সিংহ রায়ের বাসভবনে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের দেরাদুনে অবস্থিতি স্বল্প সময়ের জন্য হওয়ায় ভক্তগণ পুনঃ পুনঃ দুঃখ প্রকাশ করেন।

মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিভুচৈতন্য দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, পূজারী শ্রীপ্রাণনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীআনন্দলীলাময়বিগ্রহ ব্রহ্মচারী, ভক্ত জয়গোবিন্দ প্রভৃতি মঠের ও প্রচারপার্টীর সেবকগণ এবং গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেরাদুন মঠের ধর্ম্মসম্মেলন, মহোৎসব ও শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশীব্রতানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

৪ মে রিজার্ভ বাসযোগে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে প্রাতেঃ ৮ ঘটিকায় দেরাদুন হইতে রওনা হইয়া অপরাহ্নে পাহাড়গঞ্জে নিউদিল্লী মঠে আসিয়া পৌঁছেন।

নিউদিল্লী ঃ—নিউদিল্লী মঠের মঠরক্ষক শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারীর আগ্রহে পূর্ব্ব ব্যবস্থানুসারে শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণ সহ ৫ মে রবিবার পূর্ব্বাহ্নে পটপরগঞ্জস্থিত শ্রীবীরসিংজীর বাসভবনে এবং মধ্যাহ্নে গণেশ-নগরস্থ মন্দিরে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। নিকটস্থ মঠাশ্রিত মহিলা ভক্ত শ্রীসিদ্ধিদেবীর গৃহে বৈষ্ণব সেবার ব্যবস্থা হয়। ৬ মে প্রাতে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচার-সঙ্ঘসহ কালকামেলে কলিকাতা যাত্রা করেন।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীসতী রায় চৌধুরী এস্-কে দেব রোড, লেক-টাউন, কলিকাতা-৪৮ ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজের অনুকম্পিতা দীক্ষিতা শিষ্যা শ্রীমতী সতী রায় চৌধুরী বিগত ১ ফাল্গুন (১৪০২), ১৪ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৬) বুধবার কৃষ্ণাদশমী-তিথি-বাসরে প্রাতঃ ৬টা ৪০ মিনিটে ৬৩ বৎসর বয়সে স্বধামপ্রাপ্তা হইয়াছেন। ইনি পূর্ব্ববঙ্গে টাঙ্গাইলে আলিসাকান্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পতির নাম শ্রীসুনীল রায় চৌধুরী। পূর্ব্বে কলিকাতায় বরাহনগরে নিবাসস্থান ছিল, পরে লেকটাউনে গৃহ নির্ম্মিত হইলে ১৯৬৮ সাল হইতে তথায় আসিয়া

অবস্থান করিতে থাকেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই দক্ষিণ কলিকাতায় ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ২০ আষাঢ় (১৩৮৭ বঙ্গাব্দ), ৪ জুলাই (১৯৮০ খৃষ্টাব্দ) শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্যের নিকট শ্রীহরিনামাশ্রিত হন। প্রায় ৮॥ মাস বাদে শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ৬ চৈত্র (১৩৮৭), ২০ মার্চ্চ (১৯৮১) শ্রীগৌর-পূর্ণিমা তিথিবাসরে ইঁহারা মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। ইঁহার পতির দীক্ষানাম শ্রীসত্যগোবিন্দ দাসাধিকারী। উভয়েই সদাচারসম্পন্ন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব। শ্রীসতী রায় চৌধুরী তাঁহার পতির সহিত মঠের বিভিন্ন ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

ইঁহাদের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীসহ লেকটাউনস্থ গৃহে কএকদিন অবস্থান করতঃ পাঠকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

২৭ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার তাঁহার পারলৌকিককৃত্য গৃহে সুসম্পন্ন হয়। ২২ জ্যৈষ্ঠ, ২৬ মে রবিবার শ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে দক্ষিণ কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীমঠে শ্রীসত্যগোবিন্দ দাসাধিকারী এবং তাঁহার পুত্র শ্রীসলিল রায় চৌধুরী স্বধামগত আত্মার কল্যাণের জন্য বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করেন। শ্রীসত্যগোবিন্দ দাসাধিকারী পুত্র-পরিজনবর্গসহ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। পুত্র শ্রীসলিল রায় চৌধুরী (সুনিত্য) জননীর অসুস্থাবস্থায় আন্তরিকতার সহিত তাঁহার সেবার জন্য যত্ন করিয়া সৎপুত্রের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীসতী রায় চৌধুরীর স্বধামগত আত্মার আত্যন্তিক কল্যাণ বিধানের জন্য করুণাময় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

আগরতলা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথমন্দিরে জগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা উৎসব এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্‌ঘাটন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে শ্রীমঠের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় এবং প্রতিষ্ঠানের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজের ব্যবস্থায় শ্রীজগন্নাথদেবের ২১ দিনব্যাপী চন্দনযাত্রা-মহোৎসব পূর্ব্বের ন্যায় এই বৎসরও ৭ বৈশাখ (১৪০৩), ২০ এপ্রিল (১৯৯৬) শনিবার অক্ষয়তৃতীয়া তিথিবাসর হইতে ২৭ বৈশাখ, ১০ মে শুক্রবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

'বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞিকা।
তত্র মাং লেপয়েৎ গন্ধলেপনৈরতিশোভনম্ ।।'
—পদ্মপুরাণ (উৎকলখণ্ড)

শ্রীজগন্নাথদেব ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজকে আদেশ করিয়াছিলেন—'বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে অক্ষয়-তৃতীয়া নাম্নী তিথিতে চন্দনদ্বারা আমার অঙ্গ লেপন করিবে।' পুরুষোত্তমধামে অক্ষয়তৃতীয়া হইতে ২১ দিনব্যাপী চন্দনযাত্রা-উৎসব হইয়া থাকে। শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিনিধিরূপে মদনমোহন লক্ষ্মী সরস্বতীর সহিত একটি শিবিকায় এবং অপর শিবিকায় কৃষ্ণ বলরাম প্রত্যহ জগন্নাথমন্দির হইতে শিবিকাবহনের জন্য নির্দ্দিষ্ট সেবকগণের সেবা গ্রহণ করিয়া চন্দন-পুকুরে (নরেন্দ্রসরোবরে) শুভবিজয় করেন। তৎপশ্চাৎ ৫টি পৃথক্ বিমানে পঞ্চ মন্ত্রী—পঞ্চ মহাদেব লোকনাথ, যমেশ্বর, কপালমোচন, মার্কণ্ডেয়েশ্বর ও নীলকণ্ঠেশ্বর চন্দনপুকুরে উপনীত হন। একটি নৌকায় লক্ষ্মী-সরস্বতীর সহিত মদনমোহন ও অপর নৌকায় কৃষ্ণবলরামের সহিত পঞ্চশিব চন্দনপুকুরে বিহার করেন। চন্দনপুকুরের (দৈর্ঘ্যে ৮৭৩ ফিট, প্রস্থে ৭৪৩ ফিট) অভ্যন্তরে দুই প্রকোষ্ঠযুক্ত মদনমোহন

মন্দির বিরাজিত। নৌকাবিহারান্তে মদনমোহন লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সহিত তথায় অবগাহন স্নানলীলা করিয়া থাকেন। মদনমোহনের শৃঙ্গার, পূজা, ভোগরাগের পর পুনরায় নৌকাবিহার হয়। মদনমোহনের জগন্নাথমন্দিরে ফিরিয়া আসিবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই।

আগরতলা জগন্নাথমন্দির হইতে রাধামদনমোহন প্রত্যহ বৈকাল ৫ ঘটিকায় সুসজ্জিত শিবিকায় সৌভাগ্যবান্ সেবকগণের সেবা গ্রহণ করতঃ সঙ্কীর্ত্তন-সহ চন্দনপুকুরে উপনীত হইয়া নৌকায় বিরাজিত হন। রাধামদনমোহনের আরতির পরে চন্দনপুকুরে নৌকাবিহার হয়। একটি নৌকায় রাধামদনমোহন ও তাঁহার কতিপয় সেবক, অপর নৌকায় কীর্ত্তনকারী সাধু-ভক্তগণ অবস্থান করেন। এইবার শেষ দিন অভিনব রাজহংস তরীতে রাধামদনমোহনের নৌকা বিহার হয়। নৌকাবিহারান্তে সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাধামদনমোহন ফিরিয়া আসিয়া চন্দন পুকুরের অভ্যন্তরস্থ সুরম্য শ্রীমন্দিরে শুভবিজয় করেন। তথায় রাধামদন-মোহনের অবগাহন-স্নানলীলা সম্পাদিত হয়, প্রায় ১ ঘণ্টা পরে তাঁহাদের আরাত্রিক অনুষ্ঠান। রাত্রি ১০ ঘটিকায় রাধামদনমোহন শিবিকারোহণে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে সংকীর্ত্তনসহ প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

রাধামদনমোহনের নৌকাবিহারকালে ভক্তগণ উল্লাসভরে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন-সহ চন্দনপুকুর পরিক্রমা করেন। বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থী নরনারীরও সমাবেশ হয়। মদনমোহনের নৌকাবিহারহেতু চন্দন-পুকুর তীর্থে পরিণত হওয়ায় দর্শনার্থিগণ পবিত্র জলস্পর্শ প্রার্থনা করিলে নৌকায় অবস্থিত বৈষ্ণবগণ চন্দন পুকুর হইতে জল নিক্ষেপের দ্বারা তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ত্তির চেষ্টা করেন। চন্দনযাত্রাকালে আনন্দ-বাজার হইতে জগন্নাথের খাজা প্রসাদও বিক্রয় হয়। এই ২১ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে সন্ধ্যাকালে মঠের বাহিরে প্রত্যহ মেলা বসে।

মঠরক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ এবং ভক্তগণের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব শিম্‌লার প্রোগ্রাম বাতিল করিয়া উত্তর ভারত প্রচার-ভ্রমণান্তে ৭ই মে কলিকাতায় ফিরিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজসহ ২৬ বৈশাখ, ৯ই মে বৃহস্পতিবার বিমানযোগে পৌনে এগারটায় আগরতলা বিমানবন্দরে শুভপদার্পণ করিলে সমুপস্থিত শতাধিক ভক্ত কর্ত্তৃক পুষ্প মাল্য ও সংকীর্ত্তন-সহযোগে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব এবং সাধুগণ কয়েকটি মটরযানে এবং ভক্তগণ রিজার্ভ বাসে সমস্ত রাস্তা কীর্ত্তন করিতে করিতে বেলা ১২টার পরে জগন্নাথ মন্দিরে আসিয়া পৌঁছেন। শ্রীমঠেও সেবকগণ কর্ত্তৃক শ্রীল আচার্য্যদেব ও সন্ন্যাসিগণ পুনরায় সম্পূজিত হন।

উত্তর ভারতে প্রচারে থাকাকালে আগরতলা হইতে মঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী ও সাহায্যকারী ডাক্তার উষা গাঙ্গুলীর স্পীড পোষ্টে প্রেরিত কয়েকটি জরুরী পত্র শ্রীমঠের দাতব্যচিকিৎসালয় উদ্‌ঘাটনের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব পাইয়া আগরতলা পৌঁছানো সমীচীন মনে হওয়ায় উত্তর ভারতের অন্য প্রোগ্রাম বাদ দিয়াও আগরতলা মঠে চলিয়া আসেন।

২৭ বৈশাখ, ১০ মে শুক্রবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শুভ মুহূর্ত্তে চন্দন যাত্রার শেষ দিবস শ্রীল আচার্য্যদেব তুলসী, শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীল গুরুদেবের আলেখ্যদ্বয় অগ্রবর্ত্তী করিয়া সঙ্কীর্ত্তন ও শঙ্খধ্বনি মুখে দ্বারোদ্ঘাটন কার্য্য সম্পন্ন করেন। দ্বিতল অতিথি ভবনের পূর্ব্বদিকে সদর রাস্তার পার্শ্বে দাতব্য-চিকিৎসালয়ের গৃহাদি ডাক্তার ঊষারঞ্জন গাঙ্গুলীর পূর্ণানুকূল্যে সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইতে দেখিয়া অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ভক্তগণ পরমানন্দিত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ দাতব্যচিকিৎসালয়ের প্রথম কক্ষে যথাবিহিতভাবে গুরুপূজা ও গুরুদেবের আরতি সম্পাদন করেন। দাতব্য চিকিৎসালয়ের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত স্থানে সভা-মণ্ডপে ডঃ সুমঙ্গল সেনের সভাপতিত্বে বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার প্রধান অতিথিরূপে এবং ত্রিপুরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীযমুনাধর পাণ্ডে ও সিনিয়র এড্‌ভোকেট শ্রীকল্যাণ নারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ ভাষণে জনহিতকর কার্য্যের জন্য মঠের কর্ত্তৃপক্ষকে ও ডাক্তার ঊষা গাঙ্গুলীকে প্রশংসা এবং মঠের ক্রমোন্নতিতে আনন্দ

প্রকাশ করেন। ডাঃ উষা গাঙ্গুলী শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীজগন্নাথদেবের আশীর্ব্বাদপ্রার্থনামুখে দৈনোক্তিসহ কিছু কথা বলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং প্রতিষ্ঠানের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে যথার্থ পরোপকার কাহাকে বলে তদ্বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ ও যুক্তিসহ ভাষণ প্রদান করতঃ সকলকে ভগবদ্-প্রেমানুশীলনে উদ্বুদ্ধ করেন। নরনারীগণের দর্শন সৌকর্য্যার্থে চন্দনপুকুরের চতুষ্পার্শ্ব বাঁধাইবার জন্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদারের স্থূল আনুকূল্যের কথা উল্লেখ করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেব অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। ধন্যবাদ প্রদান করেন শ্রীবনমালি সিংহ। শ্রীঅগ্নিকুমার আচার্য্য সভা সংগঠনে আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

১০মে চন্দনযাত্রার শেষ দিন শ্রীরাধামদনমোহন শিবিকারোহণে সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রাসহ নগর ভ্রমণ করিলে নরনারীগণের মধ্যে উল্লাস বর্দ্ধিত হয়। পূজারী শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী শ্রীমন্দিরে ও চন্দন-পুকুরের মন্দিরে নিষ্ঠার সহিত সেবা করিয়া গুরু-দেবের ও বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ৯ মে রাত্রিতে এবং তাঁহার অবস্থিতি কাল ১২ মে পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে শ্রীমঠে এবং সহরের বিভিন্ন স্থানে আহূত হইয়া শ্রীমথুরামোহন দেব, শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক, স্বধামগত শ্রীভূপেন্দ্র পালের গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা-মৃত পরিবেশন করেন। তিনি ১৩ মে প্রাতে শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজসহ বিমানযোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ এবং মঠের ত্যাক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ সেবক-গণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

হায়দ্রাবাদস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক-উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের উপস্থিতিতে, গভর্নিং বডির পরিচালনায়, মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব অরণ্য মহারাজের ব্যবস্থায় অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ-ধানী হায়দ্রাবাদ দেওয়ানদেউড়ীস্থিত প্রতিষ্ঠানের দক্ষিণাঞ্চল-প্রচারকেন্দ্র শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক-উৎসব উপলক্ষে 8 জ্যৈষ্ঠ, ১৮ মে শুক্রবার হইতে ৬ জ্যৈষ্ঠ, ২০ মে রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়-ব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রচার-সংঘ সমভিব্যাহারে ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৫ মে বুধবার কলিকাতা হইতে ইষ্টকোষ্ট এক্স-প্রেসে রওনা হইয়া পরদিন রাত্রি ১০-১৫ মিঃ-এ সেকেন্দ্রাবাদ ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলে শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব অরণ্য মহারাজ মঠের ত্যাক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ (শ্রীসন্তোষ কুমার আগরওয়াল, শ্রীমহেন্দ্র আগরওয়াল প্রভৃতি) পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করেন। দুইটী মটরযান ও দুইটী জীপগাড়ীতে রাত্রি পৌনে বারটায় সকলে দেওয়ানদেউড়ীস্থ মঠে নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া পৌঁছেন। ইষ্টকোষ্ট এক্সপ্রেস হাওড়া ষ্টেশন হইতে প্রায় ৫ ঘণ্টা বিলম্বে ছাড়ে। শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারসেবায় সহায়তার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আগমন করেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-জীবন অবধূত মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল দাস,

শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী ও শ্রীমুরারিমোহনদাস ব্রহ্মচারী (মাণিক)। এইবার হায়দ্রাবাদে গ্রীষ্মের প্রখরতায় ভক্তগণ তাপক্লিষ্ট হইয়াছিলেন।

শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ পুরী হইতে হায়দ্রাবাদ মঠে ১৬ মে বৃহস্পতিবার শুভপদার্পণ করেন।

৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৮ মে শনিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদজীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বাদ্যাদিসহ প্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া হায়দ্রাবাদ সহরের পাথরঘাটি অঞ্চলে মুখ্য মুখ্য রাস্তাসমূহ পরিভ্রমণ করেন। শ্রীমঠের নূতন স্থায়ী রথ কিছু উঁচু হওয়ায় উর্দ্দুগলিস্থিত মঠের পুরাতন স্থান দিয়া এইবার রথ যাইতে পারে নাই।

পরদিবস শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদজীউর বার্ষিক প্রকটতিথিতে পূর্ব্বাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজের পৌরোহিত্যে এবং শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, পূজারী শ্রীহলধর ব্রহ্মচারীর সহায়তায় শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক ও পূজা সুসম্পন্ন হয়। মহাভিষেককালে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে থাকিলে সমুপস্থিত মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণও সঙ্কীর্ত্তনে মাতিয়া উঠেন। উক্তদিবস পূর্ব্বাহ্নে সঙ্কীর্ত্তন-ভবনে ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে সভাপতি ও প্রধানঅতিথিরূপে বৃত হন যথাক্রমে বদ্রুকা কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীকৃষ্ণবল্লভ দবি এম, এ, পি-এইচ্-ডি ও স্বামী চতুর্ভুজ প্রপন্নাচারিয়াজী। সভার বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিলঃ 'হিংসা প্রবণতার প্রতিকারে ভগবদ্ প্রেমানুশীলন'। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, সেক্রেটারী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও শ্রীবেদপ্রকাশ শাস্ত্রী বক্তব্য বিষয়ের বিশ্লেষণমুখে ভাষণ প্রদান করেন। বেলা ১-৩০ ঘটিকার পর শ্রীবিগ্রহগণের ভোগরাগান্তে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। প্রত্যহ রাত্রির সভায় শ্রীমঠের আচার্য্য ও মঠের সেক্রেটারী শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রাবলম্বনে জীবের আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ প্রাতের সভায় হরিকথা বলেন। সভার আদি অন্তে ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক ভজন-কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

সহরের বিভিন্নস্থানে নাম-সংকীর্ত্তন ও হরিকথামৃত পরিবেশনের জন্য আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে গৌলীপুরায় জি ভিঙ্কটেশ্বরলুর গৃহের সন্নিকটে সভামণ্ডপে, প্যাটেল মার্কেটস্থ স্বধামগত মদনলাল আগরওয়ালের গৃহে, রেকাবগঞ্জস্থ শ্রীঅশোককুমার আগরওয়ালের আলয়ে কার্বণ এলাকায় মার্কণ্ডেয়-ভবনে, কোটাপেটস্থ এস্ মল্লেসামের গৃহে, শ্রীসন্তোষ কুমার আগরওয়ালের গৃহে, সেকেন্দ্রাবাদে ডি-ভি-কলোনীস্থ হনুমান দাস গোয়েলের গৃহে, উর্দু গলিস্থ ডাক্তার চন্দ্রপ্রকাশ গুপ্তের বাসভবনে এবং গৌলীপুরাস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহে শুভ পদার্পণ করেন। গৌলীপুরায় ও কার্বাণ এলাকায় নগরসঙ্কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। গৌলীপুরায় বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীমধুমঙ্গল দাস, শ্রীকৃষ্ণশরণ দাস (করুণাকর), শ্রীহলধর দাস (পূজারী), শ্রীগোপাল দাস, শ্রীজগদ্দাসজী, শ্রীসন্তোষকুমার আগরওয়াল এবং প্রচার-পার্টির ব্রহ্মচারিগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব একাদশমূর্ত্তিসহ ২৩ মে বৃহস্পতিবার প্রাতে ইস্টকোস্ট এক্সপ্রেসে কলিকাতা যাত্রা করেন।

যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীজগন্নাথমন্দিরে—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা-প্রার্থনামুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ-উপস্থিতিতে, শ্রীমঠের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায়, মঠরক্ষক শ্রীমদ্‌নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারীর ব্যবস্থায় ও সাক্ষাৎ-তত্ত্বাবধানে ১৮ জ্যৈষ্ঠ (১৪০৩), ১ জুন (১৯৯৬) শনিবার নদীয়া জেলান্তর্গত যশড়াস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখা শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে—শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব নির্ব্বিঘ্নে যথাবিহিতভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। যশড়া শ্রীপাটের সেবকগণ গ্রীষ্মের প্রখর তাপেতে সন্তপ্ত হইয়া চিন্তান্বিত ছিলেন পূজনীয় মহারাজগণ এবং বহিরাগত অতিথিগণ কিভাবে মঠে অবস্থান করিবেন। কিন্তু ভক্তার্তিহর শ্রীজগন্নাথদেব অনুষ্ঠানের প্রারম্ভেই প্রবল বর্ষণের দ্বারা আবহাওয়া শীতল করিয়া দিলে সকলেই নিশ্চিন্ত হইলেন। শ্রীমঠের আচার্য্য এবং তৎসমভিব্যাহারে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র মহোদয় ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ৩০ মে বৃহস্পতিবার সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীমঠ হইতে প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় মারুতিভ্যানযোগে যাত্রা করতঃ পূর্ব্বাহ্ন ১০টার পরে যশড়া শ্রীপাটে আসিয়া শুভপদার্পণ করেন। রাস্তায় দুইবার মারুতি গাড়ী বিকল হওয়ায় যশড়া শ্রীপাটে পৌঁছিতে বিলম্ব হয়। পরদিন আসিয়া পৌঁছেন কলিকাতা হইতে মঠরক্ষক শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীজীবেশ্বর দাস, শ্রীহরিদাস, ও শ্রীহৃষীকেশ দাস। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ স্নানযাত্রার পূর্ব্বদিন এবং কৃষ্ণনগর মঠ হইতে শ্রীগোবিন্দ দাস কয়েকদিন পূর্ব্বে পৌঁছিয়াছিলেন। স্নানযাত্রাদিবসে কলিকাতা হইতে শ্রীবৃন্দাবন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী, শ্রীগৌতম দাস, শ্রীশিবনারায়ণ ঝা, শ্রীগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিজনবর্গসহ, দেবপ্রসাদবাবুর পরিচিত শ্রীঅহিন্ সিন্‌হা ও শ্রীমানিক কুণ্ডু, বারাসত হইতে পরিজনবর্গসহ শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী, কৃষ্ণনগর মঠ হইতে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ একজন সেবকসহ; শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ দাস, শ্রীকানাই ব্রহ্মচারী, শ্রীসুজয় দাস; শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবুধ বোধায়ন মহারাজ পাশ্চাত্যদেশীয় ভক্তগণসহ উপনীত হন এবং বিভিন্নস্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হয়। শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী যশড়া শ্রীপাটের নির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সম্মুখস্থ গৃহের দ্বিতলে পেরাপেট-প্রাচীরের কার্য্য উৎসবের পূর্ব্বেই সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের ও বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। তিনি মঠের অন্যান্য সেবাকার্য্যও দায়িত্বশীলতার সহিত সম্পন্ন করেন।

১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১লা জুন শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-তিথি শুভবাসরে শ্রীজগন্নাথদেবের পূজা ও ভোগ-রাগান্তে পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় শ্রীমন্দির হইতে সেবকগণের সেবা স্বীকার করতঃ সঙ্কীর্ত্তন ও বাদ্যাদি সহযোগে ভক্তগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া মেলা ময়দানস্থ স্নানবেদীতে শুভবিজয় করতঃ সিংহাসনে সমাসীন হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে, শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্য সহায়তায় এবং মঠের অন্যান্য সেবকগণের সাহচর্য্যে অষ্টোত্তর শত ঘটে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাভিষেক কার্য্য অতি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ১০০ পৃষ্ঠার পর]

মহারাজ আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবায় উৎসর্গীকৃত আদর্শ চরিত্র সন্ন্যাসী মহাপুরুষ ছিলেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। বর্ত্তমান হিংসার যুগে তাঁহার আদর্শ চরিত্রকে অনুসরণ করিতে পারিলে আমাদের সকলেরই কল্যাণ হইবে।'

জীবের প্রতি করুণাপরবশ হইয়াই ভগবানের নিজজন শুদ্ধভক্তের বা সদ্‌গুরুর যাবতীয় লীলা। তাঁহাদের জগতে আবির্ভাব, জগতে অবস্থান এবং জগৎ হইতে অন্তর্ধান সবটার মধ্যেই জীবের আত্যন্তিক কল্যাণ নিহিত আছে। তাঁহাদের অসুস্থতা-লীলাভিনয় জীবের আত্যন্তিক কল্যাণের জন্য। অসুস্থতা-লীলাভিনয়ের দ্বারা তাঁহারা নিশ্চেষ্টের ন্যায় অবস্থান করতঃ সেবার সুযোগ প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধে কপিল-দেবহূতি-সংবাদে সাধুর স্বরূপলক্ষণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে—

"ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্। মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ ॥
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ। তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্ মদ্‌গতচেতসঃ ॥"

—ভাঃ ৩।২৫।২২-২৩

কপিল ভগবান্ সাধুগণের স্বরূপলক্ষণ বা মুখ্যলক্ষণসমূহের মধ্যে একটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আধ্যাত্মিকাদি বিবিধ তাপে ক্লিষ্ট হইতে দেখা গেলেও তাঁহাদের তাপ নাই, যেহেতু তাঁহারা ভগবদ্‌গতচিত্ত। সুখদুঃখানুভব মনের ধর্ম্ম। আনন্দময় ভগবানে চিত্তনিবিষ্ট থাকায় সাধুগণের দুঃখানুভব হয় না। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ টীকাতে লিখিয়াছেন—'অমায়িকীঃ এতান্ ভক্তান্ তাপা আধ্যাত্মিকাদয়ো ন তপন্তি, ন ব্যথয়ন্তি। এতে তাপৈর্নাভিভূয়ন্তে চেন্মদ্‌গতচেতসঃ স্মরণদার্ঢ্যবন্তো জ্ঞেয়াঃ।'

ব্যাসাভিন্নবিগ্রহ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৈষ্ণবগণের ব্যবহার-দুঃখকে পরানন্দ সুখরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

'যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ। নিশ্চয়ই জানিহ সেই পরানন্দসুখ ॥
বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে। বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে ॥'

—চৈঃ ভাঃ ম ৯।২৪০-২৪১

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর দুইটী পয়ারের গৌড়ীয় ভাষ্যে লিখিয়াছেন—'ভজনপরায়ণ ভক্তের বাহিরে ঐশ্বর্য্যের পরিবর্ত্তে অভাব, স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তে অস্বাস্থ্য, ধনের পরিবর্ত্তে দারিদ্র্য, পাণ্ডিত্যের পরিবর্ত্তে মূর্খতা দেখিয়া কর্ম্মফলবাদীর ন্যায় বৈষ্ণবও নানাবিধ অভাবপীড়িত এবং ব্যবহারিক কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-বিশিষ্ট মনে করিয়া যাঁহারা বৈষ্ণবগণকে দুঃখী জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে মতিভ্রষ্ট জানিতে হইবে।'

অসুস্থতালীলাভিনয়কালে শ্রীল গুরুদেবকে নির্ব্বিকার অবস্থায় অবস্থান করিতে দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইয়াছিলেন। আবার কাহারও নিকট দুঃখের বাহ্যানুভব অভিব্যক্ত করিয়া দেহের পরিণাম বিষয়ে শিক্ষা ও প্রদান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের শুভানুধ্যায়ী শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীল গুরুদেবকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি গুরুদেবের কুশল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীল গুরুদেব মৃদু হাস্য করিয়াছিলেন। জয়ন্তবাবু প্রায়ই বলিতেন সেই হাস্যটি খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ।

শ্রীল গুরুদেব প্রকটকালে এক সময়ে কলিকাতা মঠে তাঁহার অনুগত ত্যক্তাশ্রমী শিষ্যগণকে ডাকাইয়া বৈষ্ণবগণের ব্যাধি কেন হয় তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীমঠের সেক্রেটারী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তৎকালে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল গুরুদেব তাঁহার কনিষ্ঠ সতীর্থ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রবোধ মুনি মহারাজ (পূর্ব্বনাম ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী) বিশেষ অসুস্থ হইলে তাঁহার শুশ্রূষার জন্য একজন মঠবাসী ব্রহ্মচারীকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীল গুরুদেব প্রচার ব্যপদেশে বাহিরে যাইয়া পুনঃ দুইমাস

বাদে মঠে ফিরিয়া আসিলে জানিতে পারিলেন যে সেবককে তিনি মুনি মহারাজের সেবায় নিয়োগ করিয়াছিলেন, সে তাহার কর্ত্তব্য করে নাই। তাহাতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া সেবকগণকে নিজকক্ষে ডাকাইয়া আনিয়া বৈষ্ণবের ব্যাধি কেন হয়, তাহা বুঝাইয়াছিলেন। বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত জীবের উদ্ধার নাই। 'ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা উদ্ধার পেয়েছে কে বা'। বৈষ্ণব কখনও নিজেকে বৈষ্ণব মনে করেন না। তাঁহারা অপর কোনও বৈষ্ণবের সেবা গ্রহণে সঙ্কুচিত হন। কিন্তু বৈষ্ণবের সেবা ছাড়া জীবের গতি নাই, এইজন্য করুণাময় শ্রীহরির ইচ্ছায় জীবগণের উদ্ধার সাধনের জন্য বৈষ্ণবগণের মধ্যে ব্যাধির প্রকাশ দেখা যায়। ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় বৈষ্ণব কিছু করিতে অপারগ হইলে ভাগ্যবান্ জীবগণের সেবার সুযোগলাভ ঘটে। কপালমন্দ দুর্ভাগা হইলে বৈষ্ণবসেবাতে রুচি হয় না। তাহারা অজ্ঞতাবশতঃ বৈষ্ণবকে কর্ম্মফলবাধ্য জীবের ন্যায় দেখিয়া অশ্রদ্ধা করে।

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের মধ্যে একটি অদ্ভুত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—তিনি যাহা মুখে বলিতেন কার্য্যেও তাহা করিতেন। তিনি নিজেকে বৈষ্ণবদাস বলিয়া পরিচয় প্রদান করতঃ সর্ব্বদা বৈষ্ণবের আজ্ঞা পালনে অগ্রণী হইতেন এবং বৈষ্ণবগণ কোন অসুবিধায় পড়িলে নির্ভয়ে তাঁহার সম্মুখীন হইতেন, কখনও নিজের সুবিধার চিন্তা করিয়া পশ্চাৎপদ হন নাই। শ্রীল গুরুদেবের শিষ্যস্থানীয় সেবকগণ বার বার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসার জন্য প্রার্থনা করিতে থাকিলে তিনি তাহাদিগকে বৈষ্ণব মনে করিয়া তাহাদের আজ্ঞা পালনের জন্য নিজ সঙ্কল্পও পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীল গুরুদেব কলিকাতা মঠে শেষ উপদেশবাণী প্রদানের পর ডাক্তারগণের চিকিৎসাধীনে দুইমাসকাল অসুস্থলীলাভিনয়ের দ্বারা সেবকগণকেও সাক্ষাৎ সেবার সুযোগ দিয়া তাহাদের আত্যন্তিক কল্যাণ বিধান করিয়াছেন।

শ্রীল গুরুদেবের অন্তিমবাণী—

[স্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা-২৬ ; তারিখ—১৪ পৌষ ১৩৮৫, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭৮ শনিবার ; সময়—প্রাতঃকাল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিবেদন করিলেন, 'শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ পশ্চিমদেশীয় একজন ভক্ত চণ্ডীগড় মঠ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন আপনার উপদেশ-বাণী শ্রবণের জন্য। কিন্তু ডাক্তার আপনাকে অধিক কথা বলিতে নিষেধ করায় এতদিন উক্ত ভক্তের আপনার নিকট হইতে উপদেশ শ্রবণের সুযোগ হয় নাই, আপনি কিছু উপদেশ দিলে ভাল হয়।']

পরমারাধ্য শ্রীল গুরু মহারাজ তদাশ্রিত উক্ত পশ্চিমদেশীয় ভক্তকে উপলক্ষ্য করিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন—"আমি অসুস্থ, ডাক্তার আমাকে অধিক কথা ব'লতে বারণ করেছেন। হয়তঃ অধিক দিন এ জগতে নাও থাক্‌তে পারি। আমি তোমাকে বল্‌ছি সাধন ভজনের জন্য নিজের আরাধ্যদেবকেই ভজনা কর্‌বে। স্ত্রী যখন পতিপরায়ণ না থাকে—অন্যে প্রীতি করে, তখন সে পতির সেবায় নিজেকে দিতে পারে না। কেননা, এতে ব্যভিচার দোষ আসে, নিষ্ঠার অভাব হয়। এজন্য একান্ত পতিভক্তির জন্য সতী স্ত্রী পতির স্থানে অন্য কাহাকেও বসাবে না এবং অন্যের নিন্দাও কর্‌বে না। পতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত দেবর, শ্বশুর, শাশুড়ী কাহাকেও নিন্দা কর্‌বে না, সকলকে যথাযোগ্য সম্মান কর্‌বে। এই প্রকার সাধন ভজনের ব্যাপারেও নিজের আরাধ্য যিনি তাঁরই পূজা কর্‌বে এবং যে-সকল দেব-দেবী আছেন তাঁদিগকে অবজ্ঞা না করে কৃষ্ণের সেবক বিচারে যথাযোগ্য সম্মান কর্‌বে। কিন্তু নিজের আরাধ্যদেবের উপরে যেন তাঁদের স্থান দেওয়া না হয়। আমার এই কথা তোমার উপর। তুমি এইদিকে একটুকু ধ্যান দিবে। তুমি কাজের লোক, তোমার যোগ্যতা আছে, কিন্তু নিজের সম্প্রদায়ের কথা বুঝ নাই। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়, শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়—কৃষ্ণভক্তির সম্প্রদায়—একান্ত কৃষ্ণভক্তির জন্য। অনন্য কৃষ্ণভক্তগণ একমাত্র কৃষ্ণকেই ভজনা করেন। অন্যান্য দেবদেবীর সহিত কৃষ্ণকে সমান বিচার কর্‌লে ঠিক হবে না,

একথা মনে রাখবে। সকল দেবতা সমান নয়, সকল অবতারও সমান নয়। "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥" —ভাঃ ১।৩।২৮। মৎস্য, কূর্ম্ম, রাম, নৃসিংহাদি অবতারের কথা ব'লে উপসংহারে বেদব্যাস বলছেন এঁরা কেহ অংশ, কেহ অংশের অংশ—কলা ; এঁরা কৃষ্ণ নহেন, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। "যাঁ'র ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥" কৃষ্ণের সমান কেহ নাই, এইসব মনে রেখে সকলে ভজন কর্‌বে, নতুবা নিষ্ঠা হবে না। বাহিরে হট্টগোল কর্‌লে ভক্তি বাড়বে না। সাধনভজনের জন্য সকলকে এ কথা মনে রাখ্‌তে হবে। আমরা কোনও দেবদেবীর নিন্দা কর্‌ব না, কিন্তু নিজের আরাধ্যদেবতাকে নিষ্ঠার সহিত ভজন করবার জন্য তাঁদের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করব।

আমি মঠকে রেজিষ্ট্রী করেছি। মঠ কাহারও ব্যক্তিগত (personal) সম্পত্তি নয়। কিন্তু তা' ব'লে মঠে থেকে সকলে মাতব্বরী কর্‌ব, উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে যাব ইহা নহে, ঐরূপ কর্‌লে জীবন নষ্ট হ'য়ে যাবে। এই হেতু মঠ পরিচালনের জন্য একটা management scheme (কার্য্যনির্ব্বাহ কর্‌বার পরিকল্পনা) তা'তে আবশ্যক। একজন মঠের আচার্য্য হবেন। আচার্য্যকে প্রধান বা প্রেসিডেণ্ট বলে।

আমি চলে গেলে আমার স্থানে একজন বস্‌বে। সে কে বস্‌বে ? এই পদ ভোট দিয়ে ঠিক করা হউক—এটা আমার গুরুদেবের বিধান নহে। ভোট দিয়ে আচার্য্য নির্ণয় করা হরিভক্তি নয়। আচার্য্য নির্ণয় হবে ভগবানের দ্বারা, আচার্য্য—ভগবৎপ্রিয়। এটা কে বল্‌বে ? ভগবান্ বল্‌বেন—'এই ব্যক্তি আমার প্রিয়তম।' এই ব্যবস্থাই—হ'ল সঠিক। এজন্য গুরুপরম্পরাতে যে বাক্য—সেটাই আচার্য্য নির্ণয়ের নিয়ম। উপর থেকে যে orderটা আসে সেটাই ঠিক। এদিক থেকে কিছু লোক ভোট দিয়ে আচার্য্য ঠিক করা অপেক্ষা ভগবানের দিক হ'তে ভগবৎপ্রেমিক ভক্ত যাঁকে আচার্য্য ব'লে নির্দ্দেশ কর্‌বেন সেটাই ঠিক, তাঁকেই আচার্য্য ব'লে মান্‌তে হবে। এটাই হ'ল শাস্ত্রের বিধান।

শ্রীল প্রভুপাদের অসুস্থলীলাভিনয়কালে তিনি Mr. J. N. Basu Solicitorকে একটা constitution কর্‌তে বলেছিলেন। আমরা তখন শুনেছিলাম constitution দুইভাবে হ'তে পারে—By nomination or By election, শেষোক্ত পন্থায় Mr. Basu একটা constitution লিখে দিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ উহা পছন্দ কর্‌লেন না, বাতিল করে দিলেন। আমি এবং আরও ২।৪ জন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। বহু লোক বল্‌বে—এটা হবে, এটা ঠিক নয়, ওটা হবে, ওটা ঠিক নয় ইত্যাদি। Election দ্বারা সাধু নির্ণয়, আচার্য্য নির্ণয়, মহাপুরুষ নির্ণয় ঠিক নহে। এজন্য উপর থেকে ভগবানের দিক হ'তে যে ব্যক্তির প্রতি আচার্য্যপদ লাভের নির্দ্দেশ আসে, তাঁকে মান্য করাটাই শাস্ত্রীয় বিধান।

উপর থেকে যে নির্দ্দেশ আস্‌ছে তাঁকে মান্য করার বিধান কেবল গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে নহে ; রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক সকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েই এই প্রথা। অতএব গুরুপরম্পরায় উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিহিত। এখন আমাদের যে গোষ্ঠী আছে, সেই গোষ্ঠীতে আমার senior গুরুভাই যাঁরা আছেন, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এটা নির্ণয় করেছি—আমার অভাবে শ্রীমান্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ next President (আচার্য্য) হবে * * *।

আমি চলে গেলাম—গুরুমহারাজজী চলে গেছেন—অতএব আমরা স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে যাব—এটা ঠিক নয়।

বৈষ্ণবতা হ'লো ভক্তের আনুগত্য। ভক্ত কে, ভক্তের আনুগত্যে ভগবানের প্রীতির জন্য যিনি আছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। এইজন্য ঐ ভক্তের আনুগত্য করাই ভক্তি প্রাপ্তির রাস্তা। ভগবৎ-কৃপা ভক্তকৃপানুগামিনী। ভক্তের কপা যাঁর উপর, ভগবানের কৃপাও তাঁর উপর। এই বিচার নিয়ে আপনারা চল্‌বেন, সংক্ষেপে আমার এই নিবেদন। আমি আরও detail ক'রে লিখে দিয়েছি।

মঠে কাহারও সঙ্গে বনিবনা হ'লো না, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তা'কে 'মঠ থেকে চলে যাও'—এটা বলা ঠিক নয়। এতে chaotic হ'য়ে যাবে। তা'কে প্রথমে বুঝাতে হবে, তা'তে না বুঝলে—চিঠি দিয়ে, টাকাপয়সা দিয়ে তা'কে অন্য মঠে পাঠিয়ে দিতে হবে। উচ্ছৃঙ্খল হ'লে চল্‌বে না—শ্রেষ্ঠের আজ্ঞা বা leader এর আজ্ঞা যেটা সেটা মানতেই হবে। কথা না শুনা, ইচ্ছামত চলা ঠিক নহে। মঠরক্ষকের কথা মান্‌তেই হবে। তিনি ভগবৎসেবার জন্য বলেন—সেটা মনে রাখা উচিত।

আরও একটী কথা বল্‌ছি। আমরা হরিভজন কর্‌তে এসেছি। এর মধ্যে তিনটি অন্তরায়—

১। বিষয়-স্পৃহা—কনক—টাকাপয়সার লোভ হরিভক্তির প্রথম অন্তরায়। নিজের অভিনিবেশটা, আসক্তিটা শ্রীহরির পাদপদ্মে থাক্‌বে, এর পরিবর্ত্তে অন্য বিষয়ে আসক্তি হ'লে আমি পতিত হ'য়ে যা'ব। বাহিরের লোক ত' বুঝ্‌বে না, অতএব এখন টাকাপয়সা রেখে দেই, পরে ঠেকা-কাজে চল্‌বে—এটা ঠিক নয়। যারা ভিক্ষুক তারা ভিক্ষা ক'রে, অর্থ নিয়ে এসে রোজ মঠে জমা দিবেন। মঠরক্ষকদের সম্বন্ধে বল্‌ছি—তারা মনে রাখ্‌বেন, মঠসেবক কাহারও অসুখ-বিসুখ হ'লে তার চিকিৎসার জন্য যত্ন কর্‌বেন। প্রয়োজন হ'লে টাকা না থাক্‌লে ধার ক'রে চিকিৎসার ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। এই মঠে এমন এক সময় গেছে, যখন বাজার করার পয়সাও ছিল না। তখন কাহাকেও না জানিয়ে গোপনে টাকা ধার ক'রে বাজার কর্‌তে দিয়েছি ; কেহ জানে না, জানত কেবল উদ্ধারণ প্রভু। উদ্ধারণ প্রভু গৃহস্থের বাড়ী থেকে টাকা ধার ক'রে নিয়ে আসত। সেই গৃহস্থ হলেন—গোবিন্দবাবু। তাঁর কাছে না থাক্‌লে তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে নিয়ে আস্‌ত। পরে আবার সেই টাকা পরিশোধ করেছি। এইসব ব্যাপার ক'টা লোক জানে ?

শ্রীপাদ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীপাদ নেমি মহারাজ ও আমি—আমরা সমস্ত collection করেছি। আমি ত' প্রথমে ফতুয়া গায়ে দিতাম, সমস্ত টাকাই ভিক্ষা থেকে ফিরে এসে মঠে জমা দিতাম। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ যাযাবর মহারাজ ও শ্রীমদ্ শ্রীধর মহারাজ থাকতেন। তাঁ'দের যখন যা দরকার হ'তো তা' কিনে দিয়েছি, কিন্তু আমার নিজের জন্য ভিক্ষার টাকা থেকে কিনি নাই। কলিকাতা মঠে যখন আস্‌তাম তখন শ্রীযুক্ত কুঞ্জদা'র কাছে বল্‌তাম—"কাপড় কি মঠে আছে ? তা' হ'লে একটা দিন", কিন্তু অনাবশ্যক ভোগের জন্য বল্‌তাম না। ভিক্ষা করার টাকা তোমরা কেহ জমাবে না—এতে হরিভক্তি হবে না। ভিক্ষা করার টাকা গোপনে রেখে দিলে মঠের কিছু যাবে আস্‌বে না—কিছু ক্ষতি হবে না। মঠ রক্ষা কর্‌বেন কৃষ্ণ—ভক্তগণ—বৈষ্ণবগণ। কিন্তু ভিক্ষার টাকা থেকে যে জমাবার চেষ্টা করে তা'র পরমার্থ চুলায় যাবে—হরিভজন হবে না। পয়সা জমাতে হবে না—যা আছে তা' মঠরক্ষককে দিতে হবে। অসুবিধা হলে মঠরক্ষকের নিকট বল্‌তে হবে। কনক-স্পৃহা হরিভক্তির অন্তরায়।

২। আর একটী অন্তরায়—স্ত্রীসঙ্গ। স্থূল সূক্ষ্ম দুই প্রকার স্ত্রীসঙ্গই হরিভক্তির অন্তরায়। সাক্ষাৎ স্ত্রীসঙ্গ ত' কর্‌বেই না, এমনকি মনে মনেও চিন্তা কর্‌বে না। কারণ আমরা সব ছেড়ে হরিভজন কর্‌তে এসেছি।

৩। আরও একটী অন্তরায়—প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। গুরুদেব বল্‌তেন—

"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব ॥"

তিনি কনক, কামিনী আর প্রতিষ্ঠাকে বাঘিনীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রতিষ্ঠা সাংঘাতিক, কিন্তু

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address
....
....
....
....
Pin ....

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

আশ্বিন, ১৪০৩

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪২১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৬শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন ১৪০৩
৫ পদ্মনাভ, ৫১০ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আশ্বিন, বুধবার, ২ অক্টোবর ১৯৯৬ | ৮ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১২৩ পৃষ্ঠার পর]

জীব পরম চৈতন্যের ভেদাংশ চৈতন্য— একথা গীতায়ও গীত হ'য়েছে। সেই ভেদাংশ চৈতন্য বা অণুচৈতন্য জীব বৃহচ্চৈতন্য সেব্য-ভগবানের সেবক-সম্বন্ধে নিত্য সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রভু ও দাস-সম্বন্ধ উভয়ের অন্তরে বিদ্যমান্। সেই চৈতন্য বস্তুর কথা, আত্মার কথা ভুলে যখন আমরা দেহ ও মনকে 'আমি' বা 'জীব' ব'লে বিবেচনা করি, সেই কালে যত অসুবিধা, যত বিভ্রাট্। তখন আমরা দেহের উৎপত্তি যে কুলে, যে দেশে সেই কুল ও দেশকে আমার বলি। তখন আমি নিজেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অন্ত্যজ বা ম্লেচ্ছ, পুরুষ, স্ত্রী অভিমান করি। আবার দেহের পরিবর্ত্তন বা অবস্থা ভেদে আপনাকে বালক, বৃদ্ধ যুবা ব'লে জেনে থাকি। সেই দেহকে 'আমি' জেনে 'আমি ভারতবাসী', আমি 'ল্যাপল্যাণ্ডবাসী' বা 'আমি বাঙ্গালী' 'আমি হিন্দুস্থানী', 'আমি পাঞ্জাবী' ব'লে অভিমান করি। আবার আশ্রমীর অভিমানে আপনাকে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী ব'লে অভিমান করি। দেখুন, এই অবস্থায় ধর্ম্মভেদ বা বহুধর্ম্মের অবতারণা—কল্পনা বা সৃষ্টি।

গীতার বক্তা ভগবান্। তিনি কোন গানই বাকী রাখেন নাই—সবই গেয়েছেন। তিনি ব'লেছেন, আত্মা নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয় ; দেহ—অনিত্য এবং হ্রাস বৃদ্ধি যুক্ত। যা'রা দেহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তনশীল আত্মার পরিবর্ত্তন বা জন্ম মৃত্যু স্বীকার করে, তা'রা মূর্খ ! সুতরাং 'সর্ব্বধর্ম্ম' শব্দে বদ্ধজীবের দেহ-মনকে আত্মবুদ্ধি ক'রে যতপ্রকার ঔপাধিক ধর্ম্ম স্বীকৃত হ'য়েছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র বর্ণধর্ম্মসমূহ, ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ-বানপ্রস্থ—

সন্ন্যাসী আশ্রম-ধর্ম্মসমূহ এবং তদ্ব্যতিরিক্ত অন্ত্যজাদি ধর্ম্ম; লৌকিক নিজ ভোগ বা ত্যাগপর পারলৌকিক ধর্ম্ম এবং সবিশেষ ভাবে ব'লতে গেলে চতুর্দ্দশ-ভুবনান্তর্গত ধর্ম্মসমূহ।

দেখুন, ধর্ম্ম—বস্তুর নিত্যসহচর। ধর্ম্মকে ছেড়ে বস্তু এবং বস্তুকে ছেড়ে ধর্ম্ম থাকতে পারে না। তবে বস্তু অর্থাৎ নিত্য সত্তা বা আত্মার উপর অনিত্য, পরিণামী আদি মধ্য অন্ত্যবিশিষ্ট সত্তা বা দেহ ও মন—যা' বর্ত্তমানে এসে পড়েছে। উহার ধর্ম্ম—অনিত্য ধর্ম্মকে ত্যাগ ক'রে নয় পরিত্যাগ ক'রে অর্থাৎ দেহ—মনের স্মৃতিতে বিস্মৃতি এনে—(যা' গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ে যত্নের সঙ্গে আলোচনা ক'রতে ক'রতে আপনিই এসে যায়)—নিত্যাত্মার নিত্যধর্ম্ম পরমাত্মা অর্থাৎ আমার ভজনা কর,—এই কথা শ্রীভগবান্ ব'লেছেন। কিন্তু এই সহজ সত্যের কথা ভ্রান্ত জীব হঠাৎ গ্রহণ ক'রতে পারে না। তা'র প্রমান দেখুন, পরবাক্যে ভগবান ব'লছেন,—অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি'। অনিত্য জড় দেহ মনোধর্ম্ম ছেড়ে নিত্য ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রতে হ'লে জীব পূর্ব্বাসক্তির বশে—মোহাবেশে যে বস্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছে'ড়ে যা'বে—চ'লে যা'বে—বিনাশ প্রাপ্ত হ'বে সেই অনিত্য ধর্ম্মত্যাগে পাপ হ'বে ব'লে বিচার করে। হায়! হায়! যে নিত্য ধর্ম্মের অপালনই মহদপরাধ, আজ সেই নিত্যে উদাসীন, অনিত্যে নিত্যবুদ্ধিকারী বদ্ধজীব অনিত্যধর্ম্মের অপালনকে পাপ বলে বুঝছে। আবার শুধু পাপে বুদ্ধি ক'রে উদ্ধার নাই—শোক ক'রছে। তাই 'মা শুচঃ' ভগবদুক্তি।

শোক—শূদ্রের স্বভাব বা ধর্ম্ম। বেদ বিদ্যাদি সুপারঙ্গত' পরব্রহ্ম-জ্ঞান বিজ্ঞান নিষ্ণাত' গুরুসেবা, ব্রহ্মচর্য্যাদি পালন, শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে অনধিকারী ব্যক্তিগণই শূদ্র। কিন্তু আবার যদি বেদাদি শাস্ত্রপাঠী বর্ণ শ্রেষ্ঠ, আশ্রম-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ দেহে আত্মবুদ্ধি করেন, তা'হলে তাঁ'রাও শূদ্র ব্যতীত অপর কিছুই ন'ন। অতএব জড় দেহাভিমানী পাপ পরায়ণ জনগণকে আত্মাভিমানে পরমাত্মা ভগবানের সেবার উপদেশ ভগবানই স্বয়ং প্রদান ক'রেছেন। কিন্তু আমাদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গীতার এত বড় বাক্যকেও "এহো বাহ্য আগে কহ আর" ব'লে রায় রামানন্দ প্রভুকে ব'লেছেন। কেননা ভক্তি আত্মার সহজ বৃত্তি; তা'তে ভগবান্ ব'লে ক'য়ে প্রতিজ্ঞাপত্র দিয়ে ভক্ত ক'রবার জন্য চেষ্টা ক'রতে হয় না।

পিতাকে যদি সাধনা ক'রে পুত্রকে স্বভক্ত করা'তে হয়, তবে পুত্রের মহিমা বা পুত্রের কৃতিত্ব বুঝতে সাধারণের বাকী থাকে কি? কোথায় ভক্ত আপনা হ'তে আপন ভাবে আপন প্রভুর সেবা ক'রবে, তা' না হ'য়ে বিপরীত হ'চ্ছে না কি? এস্থলে ভক্ত শুধু ভগবান্‌কে ভুলে নাই নিজেকে ভুলেছে, নিজের নিত্য স্বরূপ—নিত্য অস্তিত্বের কথা ভুলে অনিত্যের প্রভু হ'য়ে অনিত্যের সেবায় নিযুক্ত হ'য়েছে। আবার নিজের নিত্য প্রভু এসে হাতে ধ'রে টেনে এনে আদর করে গুহ্যতম উপদেশ ব'ললেও জীব শুনছে না—বুঝছে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব এতবড় ধারণাকে খুব ছোট দেখিয়ে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ধারণা বাহ্য জগদনুভূতির কথা জানিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের পর বিরজা, বিরজার পর ব্রহ্মলোক ব্রহ্মলোকের পর বৈকুণ্ঠ এবং বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধোর্দ্ধ লোকের কথা—নিজ নিত্য-বিহারস্থলীর ভক্তগণের কথা জানিয়েছেন। পূর্ব্বে অদত্ত প্রেমার কথা, অদ্ভুত প্রেমার সন্ধান দিয়ে জীব চৈতন্যের চেতনার পরাকাষ্ঠা—চেতনতার পরমোচ্চ পদবীতে উঠবার সুযোগ দিয়েছেন।

'আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু
মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপর ॥'

শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্

সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণম্—শক্তিমত্তত্ত্ব নিরূপণম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১২৫ পৃষ্ঠার পর]

ওঁ হরিঃ ॥ নিত্যং সবিশেষম্ ॥
হরিঃ ওঁ ॥ ৪ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। স বৃক্ষ কালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ম্। ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং জ্ঞাত্বাত্মস্থং অমৃতং বিশ্বধাম ॥ জ্ঞান শক্তি-বলৈশ্বর্য্য বীর্য্য তেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥ শ্রীরূপ গোস্বামী। সদা স্বরূপ সম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্য নূতনঃ। সচ্চিদানন্দ সান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধি নিষেবিতঃ ॥ ৪ ॥

সেই পরতত্ত্ব সর্ব্বদা সবিশেষ ॥ ৪ ॥

সেই পরমাত্মা সংসার বৃক্ষের ফল শোক-মোহ-সুখ-দুঃখাদি রহিত, ত্রিবিধ কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ তিনি মায়িক দেশ-কালের অতীত এবং তাঁহা হইতেই এই বিশ্বপ্রপঞ্চ যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু তিনি প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন। তিনি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, বিশ্বের আশ্রয়, সর্ব্বজ্ঞ, শাশ্বতপুরুষ, জীব হৃদয়ে বিরাজমান, ইহা জ্ঞাত হইলে জীব অমৃতত্ব লাভ করে। সেই ভগবান্ পূর্ণৈশ্বর্য্যরূপ সমগ্র—জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, তেজ দ্বারা সর্ব্বদা যুক্ত; তাঁহার সমস্ত গুণ সংপূর্ণ হেয়ত্ববর্জিত। ভগবানের গুণাবলী বর্ণনায় শ্রীরূপগোস্বামী বলেন,—তিনি সর্ব্বদা স্ব-স্বরূপে অবস্থিত, ত্রিকালসত্য বলিয়া তিনি সর্ব্বক্ষণ নিত্যনূতন পুরুষ, তাঁহার আকার সচ্চিদানন্দময় মহানন্দ-স্বরূপ এবং তিনি সমস্ত অচিন্ত্য সিদ্ধি দ্বারা সর্ব্বকাল সেবিত হইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

ওঁ হরিঃ ॥ নিত্যং নির্ব্বিশেষঞ্চ ॥
হরিঃ ওঁ ॥ ৫ ॥

কঠে। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসন্নিত্য-মগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ হরিবংশে। ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং মহদ্‌যদ্দৃষ্টবানসি। অহং স ভরতশ্রেষ্ঠমভজেস্তৎ সনাতনম্। শ্রীমন্মহাপ্রভু। নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ। প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন ॥ ৫ ॥

সেই তত্ত্ব নিত্য সবিশেষ হইয়াও নিত্য নির্ব্বিশেষ ॥৫॥

সেই পরমাত্মা দুর্ব্বোধ্য কেন? শ্রুতিতে দেখা যায়,—প্রাকৃত শব্দ ভগবানকে নির্দ্দেশ করিতে পারে না, তিনি প্রাকৃত স্পর্শের অগোচর, তিনি প্রাকৃত রূপবিহীন অতএব চক্ষুর বিষয় নহেন, তিনি প্রাকৃত রসনেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং প্রাকৃত গন্ধহীন বলিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণীয় নহেন, তিনি নিত্য; কিন্তু সেই পরমপুরুষকে, শাশ্বত পরমাত্মাকে 'তত্ত্ববিদ্ আচার্য্যের কৃপায় জানিয়া অপ্রাকৃত ভগবন্নামাদির শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা সেবা করিলে জীব মৃত্যুপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। হরিবংশেও শ্রীভগবদুক্তি যথা,—ব্রহ্মতেজরূপ দিব্যজ্যোতি দ্বারা উদ্ভাসিত বিশ্ব সৃষ্টি-কর্ত্তা সনাতন পুরুষ আমিই, যাঁহার ভজনাই জীবের কর্ত্তব্য। সেই পরমপুরুষের অঙ্গজ্যোতিরূপ সর্ব্ব-ব্যাপী ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষরূপে জ্ঞান দ্বারা দৃষ্ট হয়। প্রাকৃতত্ব নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃতত্ব স্থাপনের জন্যই শ্রুতিসমূহ ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ বলিয়া সূচিত করেন ॥ ৫ ॥

ওঁ হরিঃ ॥ বিরুদ্ধধর্ম্ম সামঞ্জস্যং তদচিন্ত্য শক্তি-ত্বাৎ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৬ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ॥ স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥ কৌর্ম্মে। ঐশ্বর্য্যযোগাদ্-ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে। তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কদাচনঃ ॥ শ্রীজয়তীর্থ মুনিঃ। ন কেবলং সামান্যতো বিচিত্র শক্তিরীশ্বরঃ কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বদা বিদ্যমান বিচিত্রশক্তিঃ ॥ শ্রীজীবঃ। ধর্ম্ম এব ধর্ম্মিত্বং নির্ভেদ এব নানা ভেদ-বত্বং অরূপিত্ব এব রূপিত্বং ব্যাপকত্ব এব মধ্যমত্বং ইতি পরস্পর বিরুদ্ধানন্ত গুণ নিধিঃ ॥ ৬ ॥

সেই তত্ত্বের অচিন্ত্য শক্তিপ্রযুক্ত সবিশেষ-নির্ব্বি-

শেষরূপ বিরুদ্ধধর্ম্ম সমঞ্জসরূপে বর্ত্তমান ॥ ৬ ॥

সেই পরম পুরুষ অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন ; যেহেতু তিনি প্রাকৃত পদরহিত হইয়াও দ্রুত গমন করেন এবং প্রাকৃত হস্তহীন হইয়াও সমস্ত বস্তু গ্রহণ করেন, তাঁহার প্রাকৃত চক্ষুঃ না থাকিলেও তিনি সর্ব্বদ্রষ্টা, প্রাকৃত শ্রবণেন্দ্রিয়রহিত হইয়াও সকল কথা শ্রবণ করেন। জগতে যাহা কিছু জ্ঞেয়, তাহা তিনি জানেন অর্থাৎ তিনি সর্ব্বজ্ঞ, কিন্তু তাঁহাকে জগতে কেহ জানেন না ; তিনি অবাঙ্‌মনসগোচর, ভক্তগণ প্রেমাঞ্জনযুক্ত ভক্তিনেত্র দ্বারাই তাহাকে দেখেন। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে আদিপুরুষ, পূর্ণপুরুষ, ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া থাকেন। কূর্ম্মপুরাণে যথা,—ঐশ্বর্য্য-যোগযুক্ত ভগবান্ সচ্চিদানন্দ লীলাময় পুরুষ বলিয়া পরস্পর বিরুদ্ধার্থসূচক গুণগণ দ্বারা অভিহিত হন। তথাপি পরমপুরুষের সমস্ত গুণসমূহ মঙ্গলময়, যেহেতু কোনপ্রকারের দোষ তাঁহাতে কদাচ দৃষ্ট হয় না। শ্রীজয়তীর্থ মুনি বলেন,—ঈশ্বরের শক্তি কেবল বিচিত্র বা আশ্চর্য্যকর নহে কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে অর্থাৎ পরমেশ্বরের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ধাম, পরিকর ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারে সর্ব্বদা তাঁহার অচিন্ত্য পরমাদ্ভুত শক্তিমত্তা বর্ত্তমান। শ্রীজীবগোস্বামীর উক্তি অনুসারে—ভগবান্ পরস্পর বিরুদ্ধরূপে প্রতীয়মান অনন্ত গুণসমূহের সমুদ্র। তাঁহার বিরুদ্ধগুণের উদাহরণ যথা,—একই পুরুষে ধর্ম্মের এবং ধর্ম্মিত্বের অবস্থান, ভেদবিহীনতা এবং ভেদময়তা, রূপরাহিত্য এবং সচ্চিদানন্দ সুন্দররূপ, সর্ব্বব্যাপিত্ব এবং মধ্যমাকার কৃষ্ণবিগ্রহত্ব, এই সকল যুগপৎ এবং পরস্পর অবিরুদ্ধভাবে নিত্যকাল তাঁহাতে বর্ত্তমান ॥ ৬ ॥

ওঁ হরিঃ ॥ সবিশেষত্বমেব বলবদিতরানুপলব্ধেঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৭ ॥

ঋগ্বেদ সংহিতায়াং। তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদাপশ্যন্তি সুরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥ মহাবরাহে। সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাদ্‌যস্য পরাত্মনঃ। হেয়োপাদেয়রহিতাঃ নৈব প্রকৃতিজাঃ কৃচিৎ ॥ পরমানন্দ সন্দোহ জ্ঞানমাত্রা চ সর্ব্বতঃ দেহ দেহি ভিদা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে কৃচিৎ ॥ শ্রীজীবঃ। অখণ্ডতত্ত্বরূপো ভগবান্ সামান্যাকারস্য স্ফূর্ত্তি লক্ষণত্বেন স্ব প্রভাকারস্য ব্রহ্মণোঽপ্যাশ্রয় ইতি যুক্তমেব ॥ ৭ ॥

নির্ব্বিশেষ অবস্থা উপলব্ধ হয় না বলিয়া সবিশেষ অবস্থা বলবান ॥ ৭ ॥

ঋগ্বেদসংহিতা ও আরণ্যোপনিষৎ বলেন, আকাশে অবস্থিত সূর্য্যকে চক্ষু যেমন অবাধে দর্শন করে, তদ্রূপ বিষ্ণুর যে পরমপদ দিনমণি সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ, সেই পরমপদ দিব্যসূরি বৈষ্ণবগণ নিত্যকাল দর্শন করিতেছেন। সেই বিষ্ণুপদ চিচ্চক্ষুর দর্শনীয় শ্রীকৃষ্ণরূপ পরমতত্ত্ব। মহাবারাহ পুরাণ বলেন,—বিষ্ণুর স্বাংশভূত অবতার সকলই নিত্যকাল শাশ্বতরূপে বর্ত্তমান আছেন। প্রকৃতিজাত ত্রিগুণাত্মক কোন প্রকার হেয় বা উপাদেয় গুণ তাঁহাতে নাই। চিন্ময় পরমানন্দ পরিপূর্ণ সর্ব্বজ্ঞান স্বরূপ ভগবানে দেহ এবং দেহীর মধ্যে কোনরূপ ভেদ নাই, যাহা জীবে কিন্তু বিদ্যমান। শ্রীজীবগোস্বামী বলেন,—অখণ্ডতত্ত্বস্বরূপ ভগবান্ নিজের সর্ব্বব্যাপী প্রভাবলয়রূপ ব্রহ্মজ্যোতির আশ্রয় স্বরূপেই সামান্যভাবে ভক্তের দৃষ্টিতে গোচরীভূত হন। ভক্তিনেত্রবিহীন অর্থাৎ ভক্ত্যন্ধ জনের নিকটেই ভগবান্ উপলব্ধ না হইয়া নির্ব্বিশিষ্টরূপে বিচারিত হন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি চিন্ময় সবিশেষ, এবং অধিকারী ভক্তগণের নিকট সর্ব্বদা ওই রূপেই অনুভূত হইয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

(ক্রমশঃ)

পুলস্ত্য ঋষি

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

'সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। ইনি ব্রহ্মার একজন মানসপুত্র (মনু ১।৩৫) ও প্রজাপতি মধ্যে গণ্য। বিষ্ণুপুরাণ মতে, ইহা হইতেই ব্রহ্মকথিত আদিপুরাণ নরলোকে প্রচারিত হয়। ইনি ব্রহ্মার নিকট

বিষ্ণুপুরাণ লাভ করিয়া পরাশরকে প্রদান করেন। এই পুলস্ত্যই বিশ্রবার পিতা এবং কুবের ও রাবণের পিতামহ। এই পুলস্ত্য হইতেই রাক্ষসবংশ বিস্তৃত হইয়াছে।

পুলস্ত্যের রচিত একখানি ধর্ম্মশাস্ত্রও পাওয়া যায়। কমলাকরের শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বে পুলস্ত্যস্মৃতির বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।'—বিশ্বকোষ।

শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধে ১ম অধ্যায়ে ৩৪ হইতে ৩৬ শ্লোকে পুলস্ত্যঋষির পূর্ব্ব পুরুষ ও পর পুরুষের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়—স্বারোচিষ মন্বন্তরে অঙ্গিরা ঋষির দুইটী পুত্র হইয়াছিল। তন্মধ্যে একটি সাক্ষাৎ ভগবদবতার উতথ্য নামে এবং অপরটি বৃহস্পতি নামে খ্যাত হইয়াছিল। মহর্ষি পুলস্ত্যের পত্নী হবির্ভূ। পুলস্ত্য ঋষি ও হবির্ভূকে অবলম্বন করিয়া অগস্ত্যঋষির* জন্ম হয়। সেই অগস্ত্যঋষি জন্মান্তরে জঠরাগ্নিরূপে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। পুলস্ত্যঋষির অপর পুত্র মহাতপপরায়ণ বিশ্রবা। বিশ্রবার দুই পত্নী—ইলবিলা ও কেশিনী। ইলবিলার গর্ভে যক্ষপতি কুবেরের এবং কেশিনীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের জন্ম হয়।

'পুলস্ত্যঋষি সুমেরু শিখরের নিকটে তপস্যা করিতেন। তথায় অপ্সরা প্রভৃতি গীতবাদ্যে তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন ঘটিত। সেইজন্য তিনি এই অভিশাপ দেন যে, যে রমণী তাঁহার নয়নপথে আসিবে তাহার গর্ভ হইবে। তিনি তৃণবিন্দু ঋষির আশ্রমের নিকটে থাকিতেন। তৃণবিন্দুর কন্যা হবির্ভূ তাঁহার নয়ন গোচর হইলে তিনি গর্ভবতী হন। তখন তিনি তৃণবিন্দুর ঋষির অনুরোধে হবির্ভূকে বিবাহ করেন। এই হবির্ভূর গর্ভে তাঁহার একটি পুত্র হয়। তাহার নাম বিশ্রবা। এই বিশ্রবা রাবণের পিতা।'—আশুতোষদেবের নূতন বাংলা অভিধান।

শ্রীগর্গাচার্য্য গর্গসংহিতায় গোবর্দ্ধনের আবির্ভাব প্রসঙ্গে পুলস্ত্যঋষির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসঙ্গটির সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত—শ্রীকৃষ্ণ ভূভারহরণের জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিলে নিজধাম চৌরাশীক্রোশ ভূমি, গোবর্দ্ধন ও যমুনাকে পৃথ্বীতলে প্রেরণ করিলেন।

গোবর্দ্ধন দ্রোণপর্ব্বতের পুত্ররূপে ভারতের পশ্চিমপ্রদেশে শাল্মলী-দ্বীপে† অবতীর্ণ হইলেন। গোবর্দ্ধনের আবির্ভাবে দেবতাগণ প্রসন্ন হইয়া পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হিমালয়, সুমেরু আদি পর্ব্বতরাজগণ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন সম্পূজিত হইলেন। পর্ব্বত রাজগণ গোবর্দ্ধনের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন গোবর্দ্ধন পরিপূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গোলোকস্থ বিহারস্থল, গোবর্দ্ধন গিরিসমাজের রাজা, গোলোকের মুকুট, পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণের ছত্রস্বরূপ। পর্ব্বত রাজগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া গোবর্দ্ধন 'গিরিরাজ' নামে খ্যাত হইলেন।

একদিন ব্রহ্মার মানসপুত্র সপ্তর্ষির অন্যতম পুলস্ত্যমুনি তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে শাল্মলীদ্বীপে আসিয়া বিচিত্র পুষ্পফলের বৃক্ষ-নির্ঝরাদি-সমন্বিত পরমরমণীয় দ্রোণাচলনন্দন গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে দেখিয়া বিস্মিত ও মোহিত হইলেন। পুলস্ত্যমুনি দ্রোণাচলের সমীপে আসিলে দ্রোণাচল মুনিসত্তমকে যথোচিত পূজাবিধান করিলেন। পুলস্ত্যমুনি দ্রোণাচলকে বলিলেন—'আমি কাশীবাসী মুনি। কাশী

---

* অগস্ত্য ঋষি—বেদের প্রমাণানুসারে এই মহর্ষি মিত্রাবরুণের পুত্র।

† শাল্মলী দ্বীপ=সপ্তদ্বীপান্বিতা (সপ্তমহাদেশযুক্ত) পৃথিবীর একটী দ্বীপ। সপ্তদ্বীপ=জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর।

'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণপাঠে জানা যায় যে এই দ্বীপে প্রচুর শাল্মলী বৃক্ষ (শিমুলগাছ) ছিল, এইজন্য উহা শাল্মলী দ্বীপ নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই দ্বীপ দ্বারা ইক্ষু সমুদ্র পরিবেষ্টিত। এখানে শ্বেতবর্ষে কুমুদপর্ব্বত, লোহিতবর্ষে উত্তমপর্ব্বত, জীমুতবর্ষে বলাহকপর্ব্বত, হরিতবর্ষে দ্রোণপর্ব্বত, বৈদ্যুতবর্ষে কঙ্কপর্ব্বত, মানসবর্ষে মহিষপর্ব্বত এবং সুপ্রভবর্ষে কুমুদপর্ব্বত বিদ্যমান। এই সপ্তবর্ষে যোনী, তোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুক্লা, বিমোচনী ও নিবৃত্তি নামে সাতটী প্রধানা নদী। এইসকল নদী হইতে অসংখ্য শাখা-প্রশাখাও প্রসৃত হইয়াছে। ইহার আকার প্লক্ষদ্বীপের দ্বিগুণ।' —বিশ্বকোষ

গঙ্গার তটবর্ত্তী। বিশ্বেশ্বর মহাদেব তথায় আছেন। পাপিগণ সেখানে গেলে সদ্য মুক্তি লাভ করে। আমি কাশীতে থাকিয়া তপস্যা করি। আমার ইচ্ছা তোমার পুত্র গোবর্দ্ধনকে কাশীতে স্থাপন করি। সুতরাং তুমি তোমার পুত্র গোবর্দ্ধনকে আমাকে দান কর।' দ্রোণাচল পুত্রস্নেহে কাতর হইলেও মুনিদ্বারা অভিশপ্ত হইবার ভয়ে পুত্রকে মুনির সহিত ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে যাইতে নির্দ্দেশ দিলেন। গোবর্দ্ধনপর্ব্বত অষ্ট যোজন দীর্ঘ (৬৪ মাইল), পঞ্চ যোজন বিস্তৃত (৪০ মাইল), দুইযোজন উচ্চ (১৬ মাইল)। এই বিশাল পর্ব্বতকে পুলস্ত্যমুনি কিভাবে লইয়া যাইবেন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন গোবর্দ্ধনকে অনায়াসে তিনি তাঁহার হাতে রাখিয়া লইয়া যাইবেন। গোবর্দ্ধন মুনির সহিত যাইতে স্বীকৃত হইলেন একটি সর্ত্তে—'মুনি ভারীবোধে তাঁহাকে কোথায়ও নামাইয়া রাখিলে তিনি সেখানেই থাকিয়া যাইবেন, অন্যত্র যাইবেন না।' পুলস্ত্য মুনি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—'আমি গোবর্দ্ধনকে কাশীতে লইয়া যাইবই। রাস্তায় কোথায়ও নামাইয়া রাখিব না।' মহাবল গোবর্দ্ধন পিতাকে প্রণাম করিয়া মুনির করতলে আরোহণ করিলে মুনিবর গোবর্দ্ধনকে দক্ষিণ করে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ মুনিবর ব্রজমণ্ডলে আসিয়া উপনীত হইলেন। ব্রজমণ্ডলের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া—শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, কৈশোরলীলা, যমুনা, গোপগোপী, রাধিকাসহ যাবতীয় লীলা ও কৃষ্ণের পার্ষদগণের স্মৃতি উদ্দীপিত হওয়ায় গোবর্দ্ধন ব্রজ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিলেন না। গোবর্দ্ধন এইরূপ ভূরিভার হইলেন যে পুলস্ত্যমুনি সেই ভারে পীড়িত হইয়া নিজ প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত হইয়া গোবর্দ্ধনকে ব্রজভূমিতে নামাইয়া রাখিলেন। মুনিবর শৌচ-জপাদি সমাপন করতঃ পুনরায় গোবর্দ্ধনের নিকট আসিয়া তাঁহাকে হাতের উপরে বসিতে বলিলেন, কিন্তু গোবর্দ্ধন হাতে উঠিয়া বসিতে ইচ্ছা করিলেন না। পুলস্ত্যমুনি ক্রুদ্ধ হইয়া নিজবলে গোবর্দ্ধনকে উঠাইবার চেষ্টা করিলেও উঠাইতে পারিলেন না। বার বার বলা সত্ত্বেও গোবর্দ্ধন যাইতে ইচ্ছা না করায় পুলস্ত্যমুনি ক্রোধে অভিশাপ দিলেন—'তুমি যখন আমার মনোরথ পূরণ করিতে পারিলে না, তখন প্রতিদিন একতিল করিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হও।' তদবধি গোবর্দ্ধন গিরি এক তিল করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছেন। যৎকাল পর্য্যন্ত ভূতলে ভাগীরথী গঙ্গা ও গোবর্দ্ধন গিরি বিদ্যমান থাকিবেন, তৎকাল পর্য্যন্ত কলির প্রভাবের কুত্রাপি প্রাবল্য হইবে না।

ভাগবত ৫ম স্কন্ধে ৮ম অধ্যায়-পাঠে জানা যায় ঋষভদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র তপস্যাকালে মৃগশিশুর চিন্তা করিতে করিতে মৃগত্ব প্রাপ্ত হইলে তিনি নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া মৃগী মাতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কালঞ্জর পর্ব্বত হইতে মুনিগণপ্রিয় ভগবৎক্ষেত্র-পুলস্ত্যাশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

ভাগবত ১২শ স্কন্ধে ১১শ. অধ্যায় পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় কালরূপী ভগবান্ লোকযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য দ্বাদশগণের মধ্যে পুলস্ত্য নামক ঋষিকে চৈত্রমাস নির্ব্বাহের জন্য নিয়োগ করেন।

ভাগবত ১০ম স্কন্ধের শেষে সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে কৃষ্ণ সমভিব্যাহারে দ্বারকাবাসিগণ, কৃষ্ণের মহিষীগণ, কুন্তী-দ্রৌপদী-সুভদ্রা প্রভৃতি রাজপত্নীগণ এবং ব্রজের গোপীগণ আসিয়া মিলিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের জন্য নারদাদি যে সকল মুনিগণ তথায় আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন পুলস্ত্যমুনি।

ভাগবত ৩য় স্কন্ধ পাঠে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় মৈত্রেয় ঋষির ও বিদুরের মধ্যে কথোপকথন-প্রসঙ্গে ভগবান্ সঙ্কর্ষণদেব সনৎকুমার মুনির নিকট ভাগবত কীর্ত্তন করেন। সনৎকুমারের নিকট সাংখ্যায়ন মুনি, সাংখ্যায়ন মুনির নিকট পরাশর মুনি এবং বৃহস্পতি ভাগবত শ্রবণ করেন। পরম কারুণিক পরাশর ঋষি পুলস্ত্যমুনি কর্ত্তৃক উক্ত হইয়া সনাতন ভাগবত-পুরাণ মৈত্রেয় ঋষিকে বলেন।

শরদ্বান

পরীক্ষিৎ মহারাজ ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক জাহ্নবীর তটে যখন প্রায়োপবেশনব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, তৎকালে ভুবনপাবন তপঃপ্রভাবশালী মুনিগণ নিজ নিজ শিষ্যসমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্থানটী শুকরতল নামে প্রসিদ্ধ, মুজঃফরনগর হইতে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে। মুজঃফরনগর হইতে যাইবার জন্য বাসের রাস্তা আছে। আজও স্থানটি নির্জ্জন ও মনোরম। শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধে একোনবিংশ অধ্যায়ে ভুবনপাবন মুনিগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

'অত্রির্বশিষ্ঠশ্চ্যবনঃ শরদ্বান-
রিষ্টনেমির্ভৃগুরঙ্গিরাশ্চ।
পরাশরো গাধিসুতোহথ রাম
উতথ্য ইন্দ্রপ্রমদঃ সুবাহুঃ ॥'

—ভাঃ ১।১৯।৯

*　　*　　*　　*

'অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান্, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, গাধিতনয় বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, সুবাহু।'

*　　*　　*　　*

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি ভুবনপাবন মুনিগণের মধ্যে শরদ্বান্ ঋষির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শরদ্বান্ ঋষির বিস্তৃত পূতচরিত্র অপরিজ্ঞাত।

'গোতমগোত্রস্য শরদ্বতোহপত্যং গোতম-অণ্।'

—বিশ্বকোষ

'শরদ্বান্ ঋষির পিতার নাম গৌতম। তাঁহার কৃপ ও কৃপী নামে একটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল।' —(আশুতোষদেবের বাংলা অভিধান)। গোতমগোত্রীয় শরদ্বানের পুত্র বলিয়া কৃপও গৌতম নামে অভিহিত।

'মহর্ষি গোতম ঋক্‌বেদের মন্ত্ররচয়িতা।'

—আশুতোষদেবের বাংলা অভিধান

'বৈবস্বত মন্বন্তরে কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গোতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন।'—ভাগবত

'মহাভারতে গোতম নামের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিত আছে যে, ইঁহার শরীরের তেজে সমস্ত অন্ধকার নষ্ট হয় বলিয়া ইঁহার নাম 'গোতম' হইয়াছে। বায়ুপুরাণে লিখিত আছে যে, শ্বেতবরাহকল্পে ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।'—বিশ্বকোষ

আশুতোষদেবের বাংলা অভিধানে চরিতাবলীতে শরদ্বানের পুত্র কৃপ সম্বন্ধে লিখিত বৃত্তান্তঃ—'শরদ্বান্ ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই বিদ্যায় তাঁহার পারদর্শিতা দেখিয়া ইন্দ্র 'জানপদী' নামে এক দেবকন্যাকে তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে পাঠান। এই জানপদীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। জন্মের পর পিতা ও মাতা উভয়েই উহাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। পরে মহারাজ শান্তনু উহাদের কৃপাপূর্ব্বক প্রতিপালন করেন। সেইহেতু উহাদের নাম কৃপ ও কৃপী। কৃপ ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন ও পরে কৌরবপক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেন। কৌরবকুল ধ্বংসের পর তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে যোগ দেন। তিনি পরীক্ষিৎকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন।'

হরিবংশে শরদ্বানের বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছেঃ—'শরদ্বানের পুত্র শতানন্দ, শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি। কোনও এক অপ্সরাকে দেখিয়া সত্যধৃতির তেজ শরবণে পড়ে, তাহা হইতে যমজ পুত্রকন্যা জন্মে। পরে শান্তনু তাহাদের লালনপালন করেন।'

শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধ ২১শ অধ্যায়ের ৩৪ হইতে ৩৬ শ্লোকে শরদ্বানের পূর্ব্বপুরুষের এবং পরবর্ত্তী বংশের কথা বর্ণিত আছে—

'মিথুনং মুদ্গলাদ্ভার্ম্যাদ্দিবোদাসঃ পুমানভূৎ।
অহল্যা কন্যকা যস্যাং শতানন্দস্তু গোতমাৎ ॥
তস্য সত্যধৃতিঃ পুত্রো ধনুর্বেদবিশারদঃ।
শরদ্বাংস্তৎসুতো যস্মাদুর্বশীদর্শনাৎ কিল।
শরস্তম্বেহপতদ্রেতো মিথুনং তদভূৎ শুভম্ ॥
তদ্দৃষ্ট্বা কৃপয়াগৃহ্ণাৎ শান্তনুর্মৃগয়াং চরন্।
কৃপঃ কুমারঃ কন্যা চ দ্রোণপত্ন্যভবৎ কৃপী ॥'

—ভাঃ ৯।২১।৩৪-৩৬

'ভর্ম্যাশ্বপুত্র মুদ্গল হইতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই উৎপন্ন হন। পুরুষ দিবোদাস এবং কন্যা অহল্যা। এই অহল্যার গর্ভে তাহার স্বামী গোতমের ঔরসে শতানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি, ইনি ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। সত্যধৃতির পুত্র শরদ্বান্, উর্ব্বশী দর্শনে ইহার রেতঃ স্খলিত হইয়া শরস্তম্বে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে শুভ নর-মিথুন উৎপন্ন হইয়াছিল। শান্তনুরাজা মৃগয়া করিতে গিয়া কৃপাপরবশ হইয়া সেই নরমিথুনকে লইয়া আসেন। (তজ্জন্য) কুমারের নাম হইল কৃপ এবং কুমারীর নাম হইল কৃপী। এই কৃপী দ্রোণাচার্য্যের পত্নী হইয়াছিলেন।'
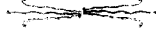
আমরা কাহার কিঙ্কর ?

[দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

কিং করোমি ইতি জিজ্ঞাসয়তি যঃ সঃ কিঙ্করঃ—ইহাই কিঙ্করের প্রকৃতার্থ। যেখানে ক্ষুদ্রবস্তু কোন বৃহদ্বস্তুর অধীনতা স্বীকার করে, নিজের ভালমন্দ বিচার ছাড়িয়া নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠের উপদেশ বা ইচ্ছা-কেই স্বেচ্ছা বলিয়া বরণ করে, প্রত্যেক কার্য্যই যেখানে প্রভু-ইচ্ছানুগত্যে অনুষ্ঠিত, সেইখানেই কিঙ্ক-রের কিঙ্করত্ব। আমরা জীব—আমরা চেতন—পূর্ণ-চেতনের বিভিন্নাংশ ক্ষুদ্রচেতন। সুতরাং আমাদের অস্তিত্ব যখন বৃহচ্চেতনাধীন বা বৃহচ্চেতন হইতে, তখন আমরা যে কাঁহার কিঙ্কর বা অধীন তাহা বোধ হয় বেশী করিয়া-বলিতে হইবে না। কিন্তু বরাভয়-প্রদ ভগবান্ কৃষ্ণের কিঙ্কর হইয়াও আমরা বর্ত্তমানে নিজেকে তাঁহার কিঙ্করত্বে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চাহি না বলিয়াই কৃষ্ণমায়া উচ্ছৃঙ্খল আমাদিগকে অশান্তি-রাণীর ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত করিয়া শান্তির প্রলোভন-প্রদর্শন-মুখে কেবল কষ্টই দিতেছে। যেখানে পিতা-পুত্র বা প্রভু-ভৃত্যের নিত্যসম্বন্ধ স্থিরীকৃত সেখানে ভয়াদির কোন কথা নাই বা থাকিতে পারে না। যেখানে প্রভু নিত্য, প্রভু-ভৃত্যগণ নিত্য এবং প্রভু-সেবাও নিত্যা বা অনন্তমুখিনী সেখানে অনিত্যত্বের অবস্থান না থাকায় তাহা পরমানন্দপ্রদ এবং নিত্য নবনবায়মানভাবে উল্লাসময়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ
ঈশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

যেখানে অদ্বয়জ্ঞানের অভাব—কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু ও সেব্য এবং আর বাদবাকী সকলেই তাঁহার সেবক, এবং দৃশাদৃশ্য বস্তুমাত্রেই তাঁহার সেবোপকরণ, এইরূপ কৃষ্ণকার্ষ্ণ-সম্বন্ধ-দর্শনের অভাব পরিলক্ষিত সেইখানেই ভয়োৎপত্তির সম্ভাবনা। যখনই আমরা অসহায়—কৃষ্ণসম্বন্ধবিচ্যুত তখনই আমরা ভয়ের দ্বারা আক্রান্ত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমরা যখন জানিতে পারি যে, আমরা ভয়েরও ভয় যিনি সেই সর্ব্বশক্তিমান্ বিপদ্বারণ মধুসূদন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের একান্ত-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের অনুগত বা তিনিই আমা-দের একমাত্র সহায়, রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা তখনই আমরা নির্ভয় হইতে পারি। যখন আমরা সর্ব্বশক্তি-মান বলদেবের বা গুরু-কৃষ্ণের অনুগত বা কৃপাবর্ম্মে রক্ষিত, লালিত ও পালিত তখন আর ভয় কিসের ? কিন্তু এই আনুগত্য-ভাবের অভাব যখন হৃদয়ে পরি-লক্ষিত হয় অর্থাৎ যখন আমরা গুরু-কৃষ্ণের কৃপা-লাভে পরাঙ্মুখ হই বা কৃষ্ণবিস্মৃত হই তখনই কৃষ্ণাস্মৃতিহেতু আমাদের বিপর্য্যয় অর্থাৎ দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই তখন আমরা নিজদিগকে এদেশের অধিবাসী মনে করিয়া প্রাকৃত অভিমান-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে পিষ্ট হই। আমরা যে দুঃখ ভোগ করি তাহার মূল কারণ অনু-

সন্ধান করিতে পারি না বলিয়া আমরা বিহ্বল হইয়া দুঃখনিবৃত্তির জন্য ইতস্ততঃ প্রধাবিত হই; কিন্তু তাহাতে আমাদের কোন ফল হয় না। কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা ত্রিতাপজ্বালা নিরাকরণের জন্য সদ্বৈদ্য সাধুর নিকট গমন করেন এবং তাঁহার আদেশ ও উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। কৃষ্ণসেবাবিস্মৃতি কৃষ্ণসেবক জীবের ভবরোগের মূল কারণ—একথা তাঁহারা পরমমুক্ত নিত্যসিদ্ধ শ্রীগুরু-দেবের শ্রীমুখে অবগত হইয়া সতত অব্যভিচারিণী বা ঐকান্তিকী ভক্তির দ্বারা ভগবানের সেবা সতত করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'ন, সেবা-নৈরন্তর্য্যে আত্ম-নিয়োগ করেন। এই ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণই গুরুদেব-তাত্ম বা গুরুদাস, অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবই তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। তাই বলিতেছিলাম, আমরা গুরুর কিঙ্কর,—গুরুকিঙ্করগণের নিত্য কিঙ্কর বা কৃষ্ণকার্ষ্ণগণের নিত্যকৈঙ্কর্য্যভিক্ষু ব্যতীত আর কি?

কৃষ্ণই আমার একমাত্র নিত্য-প্রভু এবং আমি তাঁহার ভৃত্য, তাঁহার সেবা ছাড়া আমার কোন কৃত্য নাই, তাঁহার সেবা ব্যতীত আমি যে কোন কার্য্যই করি না কেন তাহা অন্যায় কার্য্য, এ জগতের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই, এ জগতে গুরু এবং গুরু-প্রেষ্ঠগণ ব্যতীত আমার বলিতে আর কেহ নাই—এতাদৃশ নিখুঁত সত্য কথায় আমরা যখন আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত হই তখনই আমরা মায়াকবলিত হইয়া সেবকাভিমান বিস্মৃত হই এবং তৎফলে অকৃষ্ণগণকে—মায়ার মূর্ত্তি পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধবগণকে আত্মীয় মনে করিয়া নিজেকে তাঁহাদের সেবক বা কিঙ্করত্বে স্থাপন করিতে অভি-লাষী হইয়া পিতৃ-অভিমান-মুখে পুত্রের কিঙ্করত্ব, পুত্রাভিমানমুখে মাতাপিতার কিঙ্করত্ব, পতি-অভিমানে স্ত্রীর কৈঙ্কর্য্য, মানব-বন্ধুঅভিমানে জনৈক মানবাভি-মানী বন্ধুর গুপ্তকৈঙ্কর্য্য প্রভৃতি করিতে যাই; কিন্তু আমাদের এই কৈঙ্কর্য্য প্রভুত্বের আসনগ্রহণ করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু আমরা যদি স্থিরচিত্তে সাধুসঙ্গে এসব কথা বিচার করি তাহা হইলে আমরা জানিতে পারি যে, আমরা এ জগতের কোন বস্তু নই আমাদের গৃহ—শ্রীগুরুপাদপদ্মে—শ্রীকৃষ্ণাবাস গো-লোক বৃন্দাবনে—আনন্দরসময়ধাম নিত্য চিজ্জগতে এবং আমরা কৃষ্ণের নিত্য কিঙ্কর। তাই শ্রীমন্মহা-প্রভু বলিয়াছেন—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য-দাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কেহ মানে, কেহ না মানে সবে কৃষ্ণদাস।
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ॥
একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যা'রে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥"

তাই বলি, আমরা বুঝি আর নাই বুঝি, আমরা স্বীকার করি আর নাই করি আমরা কৃষ্ণের কিঙ্কর—তাঁহার নিত্যভৃত্য। সুতরাং কৃষ্ণসেবা ছাড়া—"তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন" ছাড়া আমাদের আর দ্বিতীয় কোন কর্ত্তব্য নাই। এতদ্ব্যতীত আমরা যে কোন কার্য্যই করি না কেন, সবই অল্পবিস্তর অন্যায়, অধর্ম্ম বা পাপ। আর ভগবানের জন্য আমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম যে কোন কার্য্যই করি না কেন সবই পরম ন্যায়সঙ্গত। শাস্ত্র বলেন,—"মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে। মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যাৎ মৎ প্রভাবতঃ।" —পদ্মপুরাণ

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥'

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এসকল বিষয় স্থিরচিত্তে আলোচনা করিয়া 'আমরা কাহার কিঙ্কর' এ প্রশ্নের সমাধান করিবেন, নচেৎ দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃ-তির আর উপায় নাই। "জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥" এই জ্বলন্ত শাস্ত্রবাণী আমাদিগকে পুনরায় অল্পাক্ষরে পূর্ব্বোক্ত কথারই মীমাংসা করিয়া দিতেছে। সুত-রাং আমরা যখন অমৃতের পুত্র, তখন আমরা কেহই যাহাতে মরজগতের সেবায় ব্যস্ত না থাকিয়া কৃষ্ণকে পুত্র-স্থানে, পতি-স্থানে, প্রভু-স্থানে, বন্ধু-স্থানে বসাইয়া তাঁহার কিঙ্করত্বে নিত্যকাল অতিবাহিত করিতে পারি তজ্জন্য হরিগুরুবৈষ্ণবচরণে প্রার্থনা জানাইতেছি এবং বন্ধুবর্গকেও অনুরোধ করিতেছি—

'কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥'

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৪০ পৃষ্ঠার পর]

প্রতিষ্ঠা না চাইলেও হরিভজন যে করে, তাঁর প্রতিষ্ঠা আপনা হ'তেই আসে, লোকে স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে সম্মান করে। ভক্তি যে কর্‌বে, তাঁর সম্মান লোকে কর্‌বেই। "প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পলাঞা। কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াঞা ॥"

সুতরাং ঐ তিনটি অন্তরায়কে তোমরা ত্যাগ কর্‌বে। এগুলি সহজে যাবার নয়। এগুলি চিত্তকে আকর্ষণ করে। অর্থ, স্ত্রীলোক আর যশ—এগুলি বদ্ধজীবের আকাঙ্ক্ষা। এই অনর্থগুলি সাধকের মধ্যে থাকে, কিন্তু এগুলিকে আমরা প্রশ্রয় দিব না, বর্জ্জন কর্‌ব, কখনও সমাদর কর্‌ব না।

তীর্থ মহারাজের পক্ষে সব সময়ে এখানে থাকা সম্ভব হয় না। এজন্য জগমোহন প্রভুকে সব দেখাশুনা কর্‌তে হয়। আমার কর্কশ কথায় তোমরা চট্‌বে না—আমাকে ক্ষমা কর্‌বে। বৈষ্ণব—আমার সেব্য। আমি সকলেরই সেবা কর্‌তে চাই।

তোমরা সকলেই নিষ্ঠার সহিত হরিভজন কর্‌বে। যে কোনও অবস্থার মধ্যে হরিভজন কখনও ছাড়বে না—এই হ'লো তোমাদের কাছে আমার প্রার্থনা, অনুরোধ বা উপদেশ। সর্ব্বাবস্থায় তোমরা হরিনাম কর্‌বে, সর্ব্বত্র হরিভজন কর্‌বে। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে সর্ব্বদাই সম্মান কর্‌বে—এতে কোনও ইতস্ততঃ কর্‌বে না। তোমাদের মঙ্গল হবে।"

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ। পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥"

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের মহাপ্রয়াণে

আজি কুক্ষণে পোহাল রজনী
শুনিনু দুখের কথা।
শ্রীগুরুদেব ইহলোকে নাই,
পাইনু মর্ম্ম-ব্যথা ॥
অশ্রুসজল নয়নে নোয়ানু
মম অপরাধী শির।
তদীয় চরণ কমল স্মরিয়া
ক্রমশঃ হইনু স্থির ॥
যখন দেখিনু নধরকান্তি
মহাপ্রয়াণের পরে।
বিদীর্ণ হ'ল হৃদয় তখন
ধৈরয নাহিক ধরে ॥
করিনু প্রার্থনা চরণে তাঁহার
শোকভরা অন্তরে।
কেন বা মোদের ছাড়িয়া চলিলে
ভাসায়ে শোকের নীরে ॥
অসুস্থতার লীলা-অভিনয়ে
চলিলে বৈদ্যাগারে।
স্বেচ্ছায় নহে, বন্ধুজনের
সুখদান করিবারে ॥

সেথায় ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল
তোমার অসুস্থতা।
সেবকগণের চঞ্চল চিত
মুখে নাহি সরে কথা ॥
অপ্রাকৃত অঙ্গে তোমার
প্রাকৃত ভেষজ দিয়া।
প্রাকৃত বৈদ্য কিছু না পারিল
প্রাণ, মন অর্পিয়া ॥
হতাশ হইয়া পুনরায় মঠে
আনিল সেবকগণ।
শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনে
দিবানিশি দিল মন ॥
কিন্তু হায়! মহা অপরাধিজন-
সকাতর প্রার্থনা।
কেন পৌঁছিবে শ্রীহরি সকাশে,
ইহা সকলের জানা ॥
আপন সকাশে লইলেন হরি
নিজজনে আপনার।
সকলে সভয়ে রহিল চাহিয়া
কোন কথা নাহি আর ॥

কেন নিজজনে কারণ বিহীনে
দিবেন এ হেন ক্লেশ।
যাহা দিয়াছেন তাহাও মোদের
এক মহা উপদেশ ॥
শ্রীগুরুদেবের অভীষ্ট পূরণে
শিষ্যের নিরবধি।
প্রয়াস হইবে অকপটভাবে
ইহা ত' শাস্ত্রবিধি ॥
তব ইচ্ছার বিরোধী-কার্য্য
করিয়া এখন মোরা।
কাঁদিয়া মরিনু মরম ব্যথায়
তোমারে হইয়া হারা ॥
এখন আমরা কোথায় দাঁড়াই
কোথায় পাইব স্থান।
তব উপদেশে কেমনে চলিব
করিয়া অনুধ্যান ॥
তোমার স্নেহের ছত্র ছায়ায়
সংসার তাপ ভুলি।
শ্রীহরিভজনে হ'য়েছিনু রত
তব উপদেশে চলি ॥
এখন মোদের ভ্রম-প্রমাদাদি
শোধন করিবে কেবা।
ভজনোৎসাহ কেবা দিবে সদা
ডাকিয়া রাত্রি দিবা ॥
জনসভা মাঝে বসিয়া যখন
ভাষণ করিতে দান।
যে শুনিত সেই মুগ্ধ হইত
হ'রে নিত মন প্রাণ ॥
নিজাসনে যবে বসিয়া থাকিতে
কতশত সজ্জন।
আসিয়া নোয়াত তাহাদের শির
ভক্তিপূরিত-মন ॥
সবারেই তুমি দিতে উপদেশ
করিবারে হরিনাম।
হরিনামে কেহ নহে বঞ্চিত
হইবে পূর্ণ কাম ॥
এইমত সদা হরি কথা বলি
কতশত দীন জনে।
জীবন তাদের সফল করেছ
নিজ পদসেবা দানে ॥

ভারতের এক প্রান্ত হইতে
অপর প্রান্তে ঘুরি।
শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রচার
করিয়াছ শ্রম করি ॥
তোমার সঙ্গ যখনই ল'ভেছি
পেয়েছি বিমল সুখ।
তাহা হ'তে আজ বঞ্চিত হ'য়ে
পাইনু অতীব দুঃখ ॥
ভেষজ আগারে যাইবার কালে
তব উপদেশ বাণী।
এখনও ধ্বনিছে কর্ণকুহরে
স্পষ্ট করিয়া মানি ॥
কেমনে সহিব তোমার বিরহ
কেমনে ভুলিব স্নেহ।
তোমার মতন কল্যাণকামী
আর কি হইবে কেহ ॥
দোষত্রুটি কেবা দেখিয়া শোধিবে,
বল দিবে মনে প্রাণে।
স্নেহদানে কেবা সমতা রাখিয়া
সদা উপদেশ দানে ॥
কাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া
শুনিব শ্রীহরিকথা।
যাহাতে ঘুচিবে সংসার জ্বালা
দূরে যাবে ভবব্যথা ॥
এইসব কথা ভাবিতে ভাবিতে
নয়নে অশ্রু আসে।
বিষাদ অনলে তাপিত চিত্ত
মন যেন রাহু গ্রাসে ॥
যদিও মোদের স্থূল চক্ষুর
গোচর নহগো তুমি।
মোদের মাঝারে রহিবে সতত
ওগো অন্তরযামী ॥
দাও চরণের ধূলি আমাদের
অপরাধী মস্তকে।
যাহাতে তোমার দেখান' সুপথে
সদা চলি ইহলোকে ॥

দাসাধম—
শ্রীবিভুপদ পণ্ডা

একাদশী-মাহাত্ম্য

[সংশোধন]

শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত

২৫। শ্রীপুরুষোত্তমমাস শুক্লপক্ষীয়া পদ্মিনী একাদশী

২৬। শ্রীপুরুষোত্তমমাস কৃষ্ণপক্ষীয়া পরমা একাদশী

এই দুই একাদশীতে মঠ হইতে প্রকাশিত 'একাদশী-মাহাত্ম্য' গ্রন্থে যেখানে 'মলমাস' লেখা হইয়াছে উহা পরিবর্ত্তন করিয়া 'পুরুষোত্তমমাস' লিখিতে হইবে।

"স্মার্ত্ত-পরমার্থভেদে বৈদিক শাস্ত্র দুইভাগে বিভক্ত। যাঁহারা স্মার্ত্ত-বিভাগের অধিকারী, তাঁহারা স্বভাবতঃ পরমার্থ-শাস্ত্রে রুচিপ্রাপ্ত হন না। নিজ নিজ রুচি অনুসারেই মানবের বিচার-সিদ্ধান্ত-ক্রিয়া ও জীবনের উদ্দেশ্য গঠিত হয়। স্মার্ত্তগণ নিজ নিজ রুচিসম্মত শাস্ত্রে অধিকতর বিশ্বাস করেন, পারমার্থিক শাস্ত্রে তাঁহাদের সেরূপ অধিকার না থাকায় সেরূপ অবস্থাও প্রকাশ করেন না। এরূপ বিভাগের কর্ত্তা—বিধাতা। সুতরাং ইহাতে জগৎপাতার একটী গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, সন্দেহ নাই। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, সে উদ্দেশ্য এই যে, স্বীয় স্বীয় অধিকারে স্থির থাকিতে পারিলেই জীবের ক্রমোন্নতি হয়। অধিকার চ্যুত হইলেই পতন হয়। মানবগণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে কর্ম্মাধিকার ও ভক্ত্যধিকার-বলে বিবিধ অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। যে-পর্য্যন্ত মানবের কর্ম্মাধিকার থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার স্মার্ত্ত-পথই শ্রেয়ঃ। কর্ম্মাধিকার অতিক্রমপূর্ব্বক যখন তিনি ভক্ত্যধিকারে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার পারমার্থিক-পথে স্বভাবতঃ রুচি জন্মে। এতন্নিবন্ধন বিধাতা স্মার্ত্ত-পরমার্থ-ভেদে দ্বিবিধ শাস্ত্র করিয়াছেন।

স্মার্ত্ত-শাস্ত্র মানবগণকে সর্ব্বদা কর্ম্মাধিকারে নিষ্ঠা লাভ করাইবার চেষ্টায় অনেক প্রকার বিধি-বিধান করিয়াছেন। এমন কি, সেই সকল বিধি-বিধানে বিশেষ নিষ্ঠা দিবার জন্য পরমার্থ-শাস্ত্রের প্রতি অনেকস্থলে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শাস্ত্র এক হইলেও লোকের নিকট ইহার দুই প্রকার ভাব। অধিকারনিষ্ঠা ব্যতীত জীবের মঙ্গল হয় না। তাই শাস্ত্র স্মার্ত্ত-পরমার্থ-ভেদে দ্বিবিধ বলিয়া প্রতীত।

স্মার্ত্ত-শাস্ত্র বৎসরকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া দ্বাদশ মাসে সর্ব্ব সৎকর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। বর্ণাশ্রমগত সমস্ত কর্ম্মই যখন দ্বাদশ মাসে বিভক্ত হইল, তখন 'অধিমাস' কর্ম্মহীন মাস হইয়া গেল। অধিমাসে কোন সৎকর্ম্ম নাই। **চান্দ্রমাস ও সৌরমাসে মিল রাখিবার জন্য ৩২ মাসে একটী করিয়া মাস বাদ দিতে হয়। এই মাসটীর নাম 'অধিমাস'।** স্মার্ত্তগণ অধিমাসকে 'মলমাস' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। 'মলিম্লুচ', 'মলিনমাস' ইত্যাদি নাম দিয়া অধিমাসকে ঘৃণিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এদিকে পরমারাধ্য **পরমার্থশাস্ত্র অধিমাসকে পরমার্থ-কার্য্যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ** বলিয়া প্রকাশ করেন। জীবন অনিত্য। জীবনের কোন অংশই বৃথা যাপন করা উচিত নয়। সর্ব্বক্ষণ হরিভজনে থাকাই জীবের কর্ত্তব্য। সুতরাং প্রত্যেক তৃতীয় বৎসরে যে অধিমাস হয় তাহাও হরিভজনের উপযোগী হউক,—ইহাই পরমার্থ-শাস্ত্রের নিগূঢ় চেষ্টা। * * *। এমন কি এই মাস কার্ত্তিক, মাঘ, বৈশাখাদি মহা-পুণ্যমাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই মাসে বিশেষ ভজনবিধির সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের অর্চ্চন কর। সমস্ত লাভ হইবে।

বৃহন্নারদীয়-পুরাণে অধিমাসের মাহাত্ম্য এক-ত্রিংশৎ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। * * *। কৃষ্ণ যেরূপ এই জগতে পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত, এই অধিমাসও তদ্রূপ লোকে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া বিখ্যাত হইবে। কৃষ্ণেতে যে সমস্ত গুণ আছে, সেই সমস্তই এই মাসে অর্পিত হইল। কৃষ্ণের সদৃশ হইয়া এই 'অধিমাস' অন্য সকল মাসের অধিপতি হইল। এই মাস জগৎ-পূজ্য ও জগদ্বন্দ্য।

পুরুষোত্তমমাসের মুখ্য বিধি-বিধান ঃ—ভক্তি-পূর্ব্বক ভাগবত শ্রবণ; শালগ্রাম শিলার অর্চ্চন

(শ্রীরাধাকৃষ্ণের অর্চ্চন), পুরুষোত্তমের তুষ্টির জন্য দীপদান। বৈভব থাকিলে ঘৃতপ্রদীপ নতুবা তিল-তৈল প্রদীপ। কৌণ্ডিন্যমুনি-কৃত মন্ত্র জপ—

'গোবর্দ্ধনধরং বন্দে গোপালং গোপরূপিণম্।
গোকুলোৎসবমীশানং গোবিন্দং গোপিকা-প্রিয়ম্॥'

*　　*　　*

পরমার্থী তিন প্রকার স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। * * * নিরপেক্ষ ভক্তগণ ঐকান্তিকী প্রবৃত্তিদ্বারা শ্রীভগবৎপ্রসাদ সেবন, নিয়মের সহিত অহরহঃ সাধ্যানুসারে শ্রীহরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা সমস্ত পবিত্র মাস যাপন করিয়া থাকেন।—হরিভক্তি-বিলাসে বিষ্ণুরহস্যবাক্য।"—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

বিরহ-সংবাদ

শ্রীহরিপ্রসাদ দাসাধিকারী (শ্রীহীরালাল রায়), কলিকাতা ঃ—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পিত বনচারী শিষ্য শ্রীহরিপ্রসাদ বনচারী বিগত ১১ চৈত্র (১৪০২), ২৫ মার্চ্চ (১৯৯৬) সোমবার দক্ষিণ কলিকাতায় প্রাতঃ ৮টা ১০ মিঃ-এ ৮৪ বৎসর বয়সে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। আসামে কামরূপ জেলায় (বর্ত্তমানে বরপেটা জেলায়) বরপেটা সহরে তাঁহার পূর্ব্বনিবাস-স্থান ছিল। তাঁহার পূর্ব্বনাম শ্রীহীরালাল রায়। তাঁহার স্বধামগত পিতৃদেবের নাম শ্রীরমণীমোহন রায়। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে ১৩ ফাল্গুন ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে, ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি হরিনামাশ্রিত হন। প্রায় দুই বৎসর বাদে ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ কলিকাতা মঠে ইনি ১৩ মাঘ (১৩৭০), ২৭ জানুয়ারী (১৯.৪) মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। ইনি পূর্ব্বাশ্রমে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং বহুবার কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। স্বাধীনতার পরে ইনি মুক্তিযোদ্ধারূপে (freedom fighter রূপে) সরকারী সাহায্য পাইতেন প্রতি মাসে। ইনি কলিকাতা মঠে থাকিয়া প্রথমে প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহা রোডে, পরে মহিম হালদার ষ্ট্রীটে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেসের তত্ত্বাবধান-সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে কিছুদিন ইনি অন্যত্র থাকিয়া শেষসময়ে কলিকাতা মঠে আসিয়া অবস্থান করেন। ইনি সরকারী সাহায্য যাহা পাইতেন, তাহা বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবায় নিয়োগ করিতেন। মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রতি ইনি শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব উত্তর ভারত প্রচারভ্রমণ হইতে কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ইঁহার বিরহোৎসব সম্পন্ন হয় ২৫ বৈশাখ (১৪০৩), ৮ মে (১৯৯৬) বুধবার।

ইঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে কলিকাতা মঠের ভক্তগণ বিরহ-সন্তপ্ত।

যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীজগন্নাথমন্দিরে—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৩৬ পৃষ্ঠার পর]

মহাভিষেককালে শ্রীবিগ্রহের অগ্রে প্রথমে শ্রীমঠের আচার্য্য, পরে শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅচিন্ত্যকৃষ্ণ দাস নৃত্য কীর্ত্তন করেন। আবহাওয়া ভাল থাকায় অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হয়। মেলা-ময়দানে মেলাও খুব জমজমাট হইয়াছিল রাত্রি ৯-৩০ টা পর্য্যন্ত। মধ্যাহ্নে মহোৎসবে

মঠ-প্রাঙ্গণে নীচের আচ্ছাদনে, দ্বিতলে এবং ছাদে অসংখ্য নরনারীর ভীড় হওয়ায় প্রসাদ বিতরণে বিশৃঙ্খলা হয়। ভীড়ের চাপে দূর হইতে আগত অভ্যাগতগণ কোন প্রকারে প্রসাদ পাইয়া নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে চলিয়া যান। পূর্ব্বে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসবে সর্ব্বসাধারণে প্রসাদ বিতরণ প্রবর্ত্তিত ছিল না, কেবলমাত্র শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভুর তিরোভাব তিথিতে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইত। স্নানযাত্রার দিন মেলার দর্শনার্থিগণের ভীড়ের জন্য অতিরিক্ত লোক-সংঘট্টে বিভ্রাট উপস্থিত হয়। প্রসাদসেবনকারী ও পরিবেশনকারী সকলেরই দুর্ভোগ হয়। এজন্য অনেকের অভিমত স্নানযাত্রা দিবসে মহোৎসবের অনুষ্ঠান না করাই শ্রেয়ঃ। পূর্ব্বের ব্যবস্থাই সমীচীন ছিল।

শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার অবস্থিতিকালে একদিন অপরাহ্নে এবং প্রত্যহ রাত্রিতে ধর্ম্মসভায় যশড়া শ্রীপাটের মহিমা এবং শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-লীলার তাৎপর্য্যাবলম্বনে ভাষণ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ প্রাতে ও অপরাহ্নে পানিহাটীতে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রদত্ত মহোৎসব এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ আলোচনা-মুখে হরিকথা বলেন।

মঠরক্ষক শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীনিমাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল দাস, পূজারী শ্রীনীলমাধব ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচ্যুতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীমোহিনীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম দাস, শ্রীনন্দনন্দন দাসাধিকারী প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও প্রযত্নে উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

২ জুন রবিবার শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৎসমভিব্যাহারে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী পূর্ব্বের মারুতিকারে প্রাতঃ ৭-৩০ টায় জগন্নাথ মন্দির হইতে যাত্রা করেন, কিন্তু পথে দুইবার গাড়ীটী বিকল হইয়া পড়ে, বারাসতের নিকটে গাড়ীটী খারাপ হয়। উক্ত গাড়ীতে যাইতে অনেকে নিষেধ করায়, গাড়ীটীকে ধীরে ধীরে বারাসতের মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারীর গৃহের সম্মুখে আনা হয়। অদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী (অতুলবাবু) এবং তাঁহার পরিজনবর্গ হঠাৎ সাধুগণকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি দৈব মনে করিয়া অবস্থানের জন্য অনুরোধ করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে তাঁহার বাড়ীতে কএক ঘণ্টা অবস্থান করেন এবং মধ্যাহ্নে প্রসাদও সেবা করেন। পরে অতুলবাবুর ব্যবস্থায় তাঁহার মারুতি গাড়ীতে এবং একটী ট্যাক্সি-যোগে সকলে অপরাহ্নে কলিকাতা মঠে আসিয়া পোঁছেন।

খারাপ বিকল গাড়ীর ব্যবস্থার দ্বারা সময় ও অর্থ দুইই নষ্ট হয়।

তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠে ভগবল্লীলা-প্রদর্শনী

শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকা ৩৬শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় ৭৬ পৃষ্ঠায় ভারতের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের আসাম-প্রদেশে তেজপুরস্থ শাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠে ভগবল্লীলার স্থায়ী প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন-সংবাদ সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রদর্শনীর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক এবং প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডির সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-ভূষণ ভাগবত মহারাজ তেজপুর মঠের সংস্কার-সাধন করতঃ সমুন্নতি বিধান করিয়াছেন। জীবের অশেষ ক্লেশ ও দুঃখের কারণ ভগবদ্বিস্মৃতি। জীবদুঃখকাতর সাধুগণ সর্ব্বদা নানাভাবে জীবের মধ্যে ভগবৎস্মৃতির উদ্দীপনা করিবার প্রযত্ন করেন। মূর্ত্তির সাহায্যে ভগবানের বিভিন্ন লীলা

প্রদর্শনের দ্বারা অতি সহজে সাধারণ ব্যক্তিগণের মধ্যে ভগবল্লীলার স্মৃতি উদ্দীপিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ ক্রমাগত কয়েক বৎসর যাবৎ সংস্কার-নির্ম্মাণকার্য্য সাক্ষাৎভাবে দেখাশুনা এবং ভিক্ষা-সংগ্রহে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। মনোরম মূর্ত্তির সাহায্যে ভগবানের বিবিধলীলার অতীব চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া তিনি উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে নরনারীগণের মধ্যে ভগবৎস্মৃতির ভাব উদ্দীপনা করাইয়া তাঁহাদের আত্যন্তিক কল্যাণ বিধান করিয়াছেন। মঠের সম্মুখে দ্বারদেশে, ভিতরে দুইপার্শ্বে, শ্রীমন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে এবং ভিতরে, নাট্যমন্দিরের ভিতরে স্থায়ী মূর্ত্তির সাহায্যে ও চিত্রাঙ্কনের দ্বারা যে সব লীলা প্রদর্শিত হইয়াছে তন্মধ্যে মুখ্য কয়েকটী লীলার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ তাঁহার এই সেবায় মুখ্যভাবে সহায়করূপে পাইয়াছেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজকে। তিনি কলিকাতা হইতে তথায় যাইয়া দীর্ঘদিন অবস্থান করতঃ আন্তরিকতার সহিত বহু পরিশ্রম ও যত্ন করায় প্রদর্শনীসমূহ দ্রুত প্রকটন সম্ভব হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রত্যহ প্রাতে নগরকীর্ত্তনে, ভাগবত-পাঠে এবং বিভিন্নস্থানে যাইয়া সেবানুকূল্য সংগ্রহে যত্ন করিয়া মহারাজের চিন্তা লাঘব করিয়াছেন।

কতিপয় মুখ্য ভগবদ্-লীলা প্রদর্শনীর বিবরণ

১) শ্রীমঠের সম্মুখে সিংহদ্বারের দুইপার্শ্বে মর্য্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান রামচন্দ্রের পার্ষদ ভক্তগণ সঙ্কটমোচনরূপে বিরাজিত আছেন হনুমান্ (বজ্রাঙ্গজী, মহাবীর), জাম্বুবান্, সুগ্রীব, অঙ্গদ, সুষেণ, নল ও নীল।

২) সিংহদ্বারে দুইদিকে জয়-বিজয় দ্বাররক্ষকদ্বয়।

৩) সিংহদ্বারের প্রবেশ পথে (ক) পতিতপাবন জগন্নাথ, (খ) ভক্তিবিঘ্নবিনাশনকারী শ্রীনৃসিংহদেব, (গ) বেদোদ্ধারলীলায় মৎস্য-ভগবান্, (ঘ) উত্তানপাদের জ্যেষ্ঠপুত্র ধ্রুবের হরিনামেতে তন্ময়তা প্রাপ্তি; বনের সিংহ, ব্যাঘ্র, অজগর সর্পাদি হিংস্র জানোয়ার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া থাকিলেও ধ্রুবকে হিংসা করিতেছে না, ভগবান্ নারায়ণ রক্ষা করিতেছেন, (ঙ) পাঁচ বৎসরের শিশু হরিভক্ত প্রহলাদকে পিতা হিরণ্যকশিপুর নির্দ্দেশে অসুরগণ পর্ব্বত হইতে নিক্ষেপ করিলেও তাঁহার মৃত্যু হইল না, ভগবান্ তাঁহাকে রক্ষা করিলেন, উহা দেখিয়া সকলেই আনন্দিত, অসুরগণ বিস্মিত।

৪) সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশের পর দ্বিতীয় দ্বারের ঊর্দ্ধপ্রদেশে দর্শনীয় কপিধ্বজ রথে বিরাজমান্ শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনকে গীতোপদেশ।

৫) শ্রীমন্দিরে প্রবেশের দ্বিতীয় দ্বারের ঠিক উপরে (ক) গুণাবতারত্রয়—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, (খ) দ্বিতীয় প্রবেশদ্বারের দক্ষিণে বিনায়ক গণপতি। (গ) দ্বিতীয় প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বে হনুমান্।

৬) দ্বিতীয় দ্বারের ভিতরে উপরে সুন্দর কারুকার্য্যযুক্ত মন্দিরের ন্যায় দেবগৃহের নিম্নে শ্রীবলদেব, সুভদ্রা, শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহগণ বিরাজিত আছেন।

৭) (ক) শ্রীমন্দিরের বাহিরে দশাবতার—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, ভগবান্ রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। (খ) গর্ভ মন্দিরের প্রাচীরের বাহিরে (বারান্দা-সংলগ্ন) চার কোণে চার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ—মধ্বাচার্য্য, নিম্বার্কাচার্য্য, আচার্য্য বিষ্ণুস্বামী ও রামানুজাচার্য্য।

৮) পরিক্রমার রাস্তার সংলগ্ন নাট্যমন্দিরের প্রাচীরের বাহিরে উপরে—বসুদেব ও দেবকীর বাসুদেব কৃষ্ণের স্তব।

৯) পরিক্রমা রাস্তার সংলগ্ন রন্ধনশালার প্রাচীরের বাহিরে উপরে—(ক) পঞ্চতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর ও শ্রীবাস; (খ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঝাড়িখণ্ড পথে বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সহিত কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত অবস্থায় বৃন্দাবন যাত্রা, পথে মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া হস্তী, ব্যাঘ্র, সর্পাদি হিংস্র পশুগণ এবং হরিণ প্রভৃতির মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের প্রাকট্যহেতু হিংসা-স্বভাব পরিত্যাগ; (গ) শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, হরিদাস ঠাকুর ও জগাই-মাধাই; (ঘ) শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু—জগাই-মাধাই উদ্ধারলীলা।

১০) পরিক্রমার রাস্তার সংলগ্ন পূর্ব্বদিকের

প্রাচীরের উপরে (ক) বকাসুর বধ, (খ) অঘাসুর বধ, (গ) পূতনা বধ, (ঘ) গজেন্দ্র-মোক্ষণ।

চিত্রাঙ্কন ঃ—

১১) শ্রীমন্দিরের সম্মুখভাগে (দক্ষিণপার্শ্বে) গর্ভমন্দিরের প্রাচীরের বাহিরে উপরে অনন্ত-শয্যায় শায়িত গর্ভোকদাশায়ী মহাবিষ্ণু (১৬´×৮´) শ্রীলক্ষ্মী-দেবী সেবা করিতেছেন, নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার জন্ম।

১২) শ্রীমন্দিরের পশ্চিমপার্শ্বে গর্ভমন্দিরের প্রাচীরের বাহিরে উপরে (১৬´×১০´) কালীয়দমন-লীলা কালীয় নাগের মস্তকে শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য, নাগপত্নী-গণের স্তব।

১৩) শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বে গর্ভমন্দিরের প্রাচীরের বাহিরে (১৬´×১০´) মন্দার পর্ব্বতের দ্বারা বাসুকীকে রজ্জুরূপে গ্রহণ করিয়া দেবাসুরের ক্ষীরসাগর মন্থন।

১৪) শ্রীমন্দিরের পশ্চাতে উত্তরপার্শ্বে গর্ভ-মন্দিরের প্রাচীরের বাহিরে (১৬´×১৫´) মোহিনী-মূর্ত্তির অমৃত বণ্টন।

ঈশোদ্যান

[শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী]

বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধভক্তিমন্দাকিনী-প্রবাহের মূল-পুরুষ এবং শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠাদি প্রতিষ্ঠানের মূল প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর তাঁহার রচিত 'শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ' গ্রন্থে 'ঈশোদ্যানে'র মহিমা কয়েকটি স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন এবং স্বয়ং ঈশোদ্যানে অবস্থান করতঃ ভজনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। 'ঈশোদ্যান' সম্বন্ধে নবদ্বীপভাবতরঙ্গে লিখিত পয়ারগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"মায়াপুর-দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে।
সরস্বতীসঙ্গমের অতীব নিকটে॥
ঈশোদ্যান নাম উপবন সুবিস্তার।
সর্ব্বদা ভজন স্থান হউক আমার॥
যে বনে আমার প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
মধ্যাহ্নে করেন লীলা লয়ে ভক্তজন॥
বনশোভা হেরি' রাধাকুণ্ড পড়ে মনে।
সে সব স্ফুরুক্ সদা আমার নয়নে॥
বনস্পতি কুঞ্জলতা নিবিড় দর্শন।
নানা পক্ষী গায় তথা গৌর-গুণ-গান॥
সরোবর শ্রীমন্দির অতি শোভা তায়।
হিরণ্য-হীরক-নীল-পীত-মণি ভায়॥
বহির্ম্মুখ-জন মায়ামুগ্ধ আঁখিদ্বয়ে।
কভু নাহি দেখে সেই উপবনচয়ে॥
দেখে মাত্র কণ্টক-আবৃত ভূমিখণ্ড।
তটিনী-বন্যার বেগে সদা লণ্ডভণ্ড॥"

'যে দ্রুম সমানক্ষেত্র নাহি ত্রিভুবনে।
মার্কণ্ডেয় গৌরকৃপা পায় যেই বনে॥
যেমন সংলগ্ন সরস্বতীনদীতটে।
ঈশোদ্যান রাধাকুণ্ড জাহ্নবী-নিকটে॥'

'পূর্ব্ব দক্ষিণেতে এক সরস্বতী ধার।
নিরবধি রহে ঈশোদ্যান তটে যার॥'

নবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের মূলমঠ সংস্থাপনের পূর্ব্বে সরস্বতী নদীর ঘাটের সন্নিকটে একটি বড় সাইনবোর্ড টাঙ্গাইয়া শাস্ত্রদৃষ্টে গঙ্গা-সরস্বতী সঙ্গমের নিকটবর্ত্তী স্থান 'ঈশোদ্যান' ও তাহার মহিমা তাহাতে লিখিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তৎকালে সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সকলেই উহা যথার্থ হইয়াছে বলিয়া সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠান, শ্রীগৌড়ীয়সংঘাদি তথায় সংস্থাপিত হইলে ঐ স্থানের মহিমা ব্যাপক-ভাবে সর্ব্বত্র প্রচার হইতে থাকিলে মাৎসর্য্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ (কে বা কাহারা বিজ্ঞব্যক্তির পরিজ্ঞাত) উক্ত উৎকর্ষতা সহ্য করিতে না পারিয়া সাইনবোর্ডটি অপসারিত করিলেন এবং উহা 'ঈশোদ্যান' নয়, উহা 'হুলোরঘাট' প্রচার করিতে ব্যস্ত হইলেন। তাঁহারা সরকারপক্ষকে বুঝাইয়া রাস্তার দূরত্ব মাপিবার জন্য

মাইল নির্দ্দেশক পাথরে 'হুলোরঘাট' লেখাইলেন। গভর্ণমেণ্ট পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টে গিয়াও তাঁহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন 'ঈশোদ্যান' নাম দিয়া যাহাতে পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে কোন চিঠিপত্র আদান প্রদান না হয়। সরকারপক্ষ হইতে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুসন্ধানের জন্য মায়াপুর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ কলিকাতা মঠে আসিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের নিকট তাঁহারা সব বিষয় আলোচনা করিয়া স্থির নিশ্চয় করিলেন শ্রীমায়াপুরে যে স্থানে চৈতন্য গৌড়ীয় মঠাদি প্রতিষ্ঠা হইয়াছে উহাই 'ঈশোদ্যান', মাৎসর্য্যপরায়ণ ব্যক্তি-গণের কথা তাঁহারা বহুমানন করেন নাই। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—বহির্ম্মুখ ব্যক্তি মায়ামুগ্ধ নেত্রে ধামকে গ্রাম দেখে, ততটুকুই তাহা-দের যোগ্যতা।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে' লিখিয়াছেন—'ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে হয় মায়াপুর।' 'মায়াপুর শ্রীপুলিন মধ্যে ভাগীরথী। সব লয়ে গৌর-ধাম জান মহামতি ॥' ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা স্পষ্ট-ভাবে নির্দ্দেশিত হয় যে মায়াপুর আর নবদ্বীপসহরের মধ্যে ভাগীরথী নদী। ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে মায়া-পুর ছাড়া অন্য কিছুর অধিষ্ঠান নাই। মায়াপুরকে সঙ্কোচনের দ্বারা মায়াপুরের মহিমাকেই খর্ব্ব করা হয়। 'পুলিন' শব্দে নির্দ্দেশিত হয়—বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ।

বিশ্বকোষে মায়াপুরের স্থান নির্দ্দেশ এইভাবে করিয়াছেন—'মায়াপুর নবদ্বীপের অন্তর্গত একটি স্থান, জলঙ্গী ও ভাগীরথীর সঙ্গমের নিকট অবস্থিত।'

শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানের চতুর্দ্দিক—সরস্বতী নদীর অপর পারে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ, গঙ্গার অপর পারে কোল-দ্বীপ, অন্যান্য দিকে রুদ্রদ্বীপ ও সীমন্তদ্বীপ দ্বারা বেষ্টিত। শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার যাত্রিগণ ঈশো-দ্যান দিয়াই সরস্বতী পার হইয়া গোদ্রুমদ্বীপাদিতে এবং গঙ্গা পার হইয়া কোলদ্বীপাদিতে যান এবং ঐ পথে ফিরিয়া আসেন। 'ঈশোদ্যান' বাদ দিয়া কেহ যাইতে বা আসিতে পারেন না। সুতরাং ঈশোদ্যানকে 'হুলোরঘাট' ইত্যাদি নাম দিয়া অধামে পরিণত করার অপচেষ্টা নিতান্ত অবাস্তব ও গর্হণীয়। যাহাদের এই প্রকার দুর্মতি, তাহারা কেবল ধামের চরণে এবং ধামের মহিমা-প্রচারকারী ভক্তগণের চরণে অপরাধ করিয়া স্ব-পর অকল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন।

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর চৈতন্যমঠে থাকিয়া তীব্র বৈরাগ্যের সহিত ভজন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রকটকালে শ্রীচৈতন্য মঠের স্থানটি 'ঈশোদ্যান' নামে প্রচারের কোন কথা শ্রুত হয় নাই এবং তৎপরেও তথায় ঈশোদ্যান আছে, ইহা কেহই জানিত না। মহাভাগবতবৈষ্ণব প্রেমনেত্রে ভগ-বল্লীলাদি যে কোন স্থানে দর্শন করিতে পারেন। তাহাকে প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়া হঠাৎ উহা প্রচা-রের জন্য ব্যস্ত হইলে সাধারণবুদ্ধির লোকেও উহা মতলবযুক্ত বলিয়া বুঝিবেন। মাৎসর্য্যভাব হইতে এইপ্রকার প্রবৃত্তি আসে, ধামের মহিমাকে খর্ব্ব করিয়া উহাকে হেয় করতঃ অন্যভাবে প্রচারের চেষ্টাও হয়। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাব দর্শন করতঃ উহারই উদ্দীপনা অন্য সকলকে করান। তাঁহারা ভগবদিতরভাব উদ্দীপনা করাইবার জন্য ইচ্ছাযুক্ত হন না। ধামকে 'হুলোরঘাট' ইত্যাদি নামে প্রচারের জন্য ব্যস্ত হন না।

প্রকৃত বিষয়টি না জানিয়া যাঁহারা এইসব বিষয়ে মন্তব্য করিতে যান, তাঁহারা নিজেরা বৈষ্ণবাপরাধী হইয়া পরমার্থ হইতে চ্যুত হন এবং অপরকেও বৈষ্ণবাপরাধী করিয়া তাঁহাদের আত্যন্তিক মঙ্গলের রাস্তাকেও রুদ্ধ করেন। আধুনিক নবাগত ব্যক্তি-গণকে সাবধান করিবার জন্য একটি বিষয়ের প্রসঙ্গ সংক্ষেপে লিখিতে বাধ্য হইতেছি।

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় পরমা-রাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে এবং তাঁহার নিজজনগণের নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহাই সংক্ষিপ্তভাবে লিখিতেছি। শ্রীল গুরুদেবের পূত-চরিতামৃত পাঠেও উহার উল্লেখ দেখিয়াছি।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠাতা

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব এবং পরমগুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রিয় বিশিষ্ট পার্ষদগণ বহুদিনের অব্যাহত প্রচেষ্টার পর শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ-সমূহের সেবাসৌকর্য্য বিধানের জন্য ট্রাষ্টিগণকে বুঝাইয়া তাঁহাদের মধ্যে বিরোধ এবং দীর্ঘদিনের মামলার নিষ্পত্তি হইলে মঠগুলির পরিচালনভার দুই ভাগে বিভক্ত হয়। শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠকে মূল করিয়া কতকগুলি মঠ এবং কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠকে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি মঠের সেবার পরিচালনভার তদানীন্তন প্রভুপাদের ট্রাষ্টিগণ ও শিষ্যগণ দুইভাগে গ্রহণ করিবেন স্থির হয়। শ্রীচৈতন্য মঠকে মূল করিয়া কতকগুলি মঠের সেবাপরিচালনভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত হইল তাঁহারা প্রথমে সকলে নবদ্বীপসহরে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজের মঠে কোলের-গঞ্জে আসিয়া একত্রিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই শ্রীমায়াপুরে যাইয়া শ্রীচৈতন্য মঠের তৎকালীন ট্রাষ্টির নিকট হইতে সেবা বুঝিয়া লইতে সাহসী হইলেন না। পূজনীয় বৈষ্ণবগণ আমাদের পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবকে উক্তকার্য্য করিতে অনু-রোধ করিলে বৈষ্ণবগণের ইচ্ছা পূর্ত্তির জন্য সর্ব্ব-প্রকার বিপদের ঝুঁকি লইয়াই তিনি উক্তকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীল গুরুদেবের সান্নিধ্যে অবস্থান-কারী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বৈষ্ণব-সেবার জন্য তাঁহার জীবন সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত ছিল। শ্রীল গুরুদেবের মধ্যে এইরূপ অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস ছিল, তিনি যাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা তিনি করি-বেনই।

অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে পৌঁছলে অপর ট্রাষ্টিদল-ভুক্ত বৈষ্ণবগণ সকলেই শ্রীল গুরুদেবকে দণ্ডবৎ প্রণতির সহিত স্বাগত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। উক্ত মঠের সেবকগণ শ্রীল গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা-যুক্ত ছিলেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারী প্রভু তৎকালে উক্ত ট্রাষ্টিগণের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবকে শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীযোগ পীঠ শ্রীমন্দির, শ্রীবাস অঙ্গনাদির সেবা বুঝাইয়া দিলে তিনি সমুদয় মঠের সেবা ভার ইং ১৯৪৭-৪৮ সনে গ্রহণ করিলেন। মঠগুলির সেবার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তিনি তাঁহার নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থ মুদ্রণের দরুণ প্রদত্ত অর্থ নিয়োগ করিলেন। দীর্ঘদিন তথায় থাকিয়া মঠগুলির সেবার সুশৃঙ্খলতা বিধান হইলে শ্রীল গুরুদেব জ্যেষ্ঠ সতীর্থ ট্রাষ্টিগণকে মঠ-গুলির সেবার দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় কিছুদিন বাদেই, যিনি সর্ব্বপ্রকার বিপ-দের ঝুঁকি ও দায়িত্ব লইয়া মঠগুলির সেবা গ্রহণ করতঃ সুশৃঙ্খলতা বিধান করিলেন, ট্রাষ্টিগণের মধ্যে একজন তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের প্রতি ব্যবহারে বিষমতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তৎসত্ত্বেও শ্রীল গুরুদেব তাঁহার অনুগত সেবকগণকে উহা বুঝিতে না দিয়া তাঁহাদিগকে সেবা-বিষয়ে প্রোৎসাহিত করিতে থাকি-লেন। চৈতন্য মঠের সেবা প্রাপ্তির পরেই ট্রাষ্টিগণের মনোভাবের আমূল পরিবর্ত্তন ও প্রাতিকূল্য ভাব দর্শন করিয়া শ্রীল গুরুদেবের জ্যেষ্ঠ সতীর্থগণ পরম-পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহা-রাজ, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, পরম-পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ প্রভৃতি সক-লেই মর্ম্মান্তিকরূপে ব্যথিত ও হতাশ হইলেন। তাঁহারা প্রথমে খুব উৎসাহের সহিত শ্রীচৈতন্য মঠে আসিয়াছিলেন, পরে হতাশ হইয়া শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে একে একে সরিয়া পড়িলেন। পূজনীয় বৈষ্ণবগণের প্রতি এইরূপ ব্যবহার কি সমীচীন হইয়াছে? বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য তাঁহারা যে দুঃখ পাইয়াছেন, তাহার প্রতিক্রিয়া হইবেই।

কিন্তু পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব সকল প্রকার বিষম ব্যবহার সহ্য করিয়াও শ্রীল প্রভুপাদের স্থানের সেবা ছাড়িয়া গেলেন না। তৎকালে কলিকাতা-কালীঘাটে ৫০বি, নেপাল ভট্টাচার্য্য ফার্ষ্ট লেনে এক-জন ভক্তের বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যমঠের ট্রাষ্টিগণের ব্যবস্থায় একটি অস্থায়ী মঠ ইং ১৯৫০ সনে স্থাপিত হয়। শ্রীচৈতন্যমঠের সাধুগণ যখন কলিকাতায় আসিতেন, নেপাল ভট্টাচার্য্য ফার্ষ্ট লেনের মঠেই

আসিয়া উঠিতেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব কলিকাতায় আসিলেও বেশীদিন কলিকাতা মঠে থাকিতেন না। অধিকাংশ সময় তিনি উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম প্রভৃতি স্থানে প্রচারে থাকিতেন। কলিকাতাবাসী তদাশ্রিত ভক্তগণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিপুল প্রচারের সংবাদ শুনিয়া উল্লসিত হইতেন, কিন্তু দুঃখ করিতেন কেন শ্রীল গুরুদেব কলিকাতায় থাকিয়া প্রচার করেন না। শ্রীল গুরুদেব মঠের আভ্যন্তরীণ প্রতিকূল পরিস্থিতির কথা সঙ্কোচবশতঃ কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই। শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাসাধিকারী কলিকাতায় প্রচারের জন্য শ্রীল গুরুদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা ও পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে গুরুদেব তদ্বিষয়ে শেষ পর্য্যন্ত স্বীকৃতি প্রদানে বাধ্য হইলেন। শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাসাধিকারীর উদ্যোগে সাতদিন রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণমন্দিরে এবং সাতদিন তাঁহার ৮৮।১এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ ফার্নিচার দোকানে বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। উক্ত চৌদ্দদিন ধর্ম্মসভায় শ্রীল গুরুদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত অদ্ভুত বীর্য্যময়ী হরিকথা শ্রবণ করিয়া বহু বিশিষ্ট ও শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। মঠের সুনাম সর্ব্বত্র বিস্তৃত হওয়ায় মঠাশ্রিত ভক্তগণের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল। শ্রীল গুরুমহারাজের জ্যেষ্ঠ সতীর্থ ট্রাষ্টি মহারাজ তৎকালে কলিকাতার বাহিরে ছিলেন। তিনি নেপাল ভট্টাচার্য্য ফার্ষ্ট লেনস্থ মঠে ফিরিয়া শ্রীল গুরুদেবের প্রচার সাফল্যের কথা শুনিতে পাইলেন। তিনি সুখী হইতে পারিলেন না, বরং ক্ষুব্ধ হইলেন। শ্রীল গুরুদেবের আশ্রিত জনগণ তখন বুঝিতে পারিলেন কেন গুরুদেব অধিকদিন কলিকাতায় থাকেন না। শ্রীল গুরুদেব ট্রাষ্টিগণকে জ্যেষ্ঠ সতীর্থরূপে প্রচুর মর্যাদা প্রদর্শন করিলেও এবং মঠের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিলেও, উহা ট্রাষ্টিগণের উৎসাহের কারণ না হইয়া ক্ষোভের কারণ হইল। তাঁহার মহাপুরুষোচিত দীর্ঘ তেজোময় দিব্যকান্তি, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভাব, পারমার্থিক গূঢ় বিষয়-গুলি শাস্ত্রযুক্তিমূলে অতি সহজ ও সরলভাবে বুঝাই-বার অলৌকিক ক্ষমতা, সকলের প্রতি সুস্নিগ্ধ সুমিষ্ট স্নেহপূর্ণ ব্যবহার নরনারীমাত্রেরই হৃদয়কে আকর্ষণ ও শ্রদ্ধাযুক্ত করিত। এই অসাধারণ গুণগুলি ঈশ্বর-প্রদত্ত। ঐ গুণগুলি যদি কাহারও ঈর্ষার কারণ হইয়া উঠে তিনি তৎপ্রতিকারে কি করিতে পারেন?

নেপাল ভট্টাচার্য্য ফার্ষ্ট লেনস্থ কলিকাতা মঠের পরিস্থিতি অধিক প্রতিকূল দেখিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক মনে করিয়া শ্রীল গুরুদেব মেদিনীপুর মঠে গেলেন। মেদিনীপুর মঠে থাকাকালে ট্রাষ্টি মহোদয় শ্রীল গুরুদেব যাহাতে পুনরায় নেপাল ভট্টাচার্য্য ফার্ষ্ট লেনস্থ কলিকাতা মঠে না আসেন, এই-রূপ একটি রেজিষ্ট্রীপত্র নেপাল ভট্টাচার্য্য ফার্ষ্ট লেনস্থ মঠগৃহের অধিকারী তাঁহার গৃহস্থশিষ্যের স্বাক্ষর দিয়া শ্রীল গুরুদেবের নিকট প্রেরণ করিলেন। শ্রীল গুরুদেব উক্ত পত্র পাইয়া মর্ম্মাহত হইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন তাঁহার সেবকগণও শীঘ্রই শ্রীচৈতন্য-মঠাদি হইতে অপসারিত হইবে। শ্রীল গুরুদেব কলিকাতায় আসিয়া বেহালায় সিদ্ধিনাথ চ্যাটার্জ্জি রোডস্থ শ্রীনরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে এক পক্ষ-কাল এবং তৎপরে টালিগঞ্জে তদাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাসাধিকারীর গৃহে বেশ কিছুদিন অবস্থান করিলেন। শ্রীগোবিন্দ দাসাধিকারী প্রভু উক্ত মর্ম্মান্তিক ঘটনার কথা অবগত হইয়া তাঁহার ত্রিতল বসতবাড়ীটি মঠের জন্য দান করিতে শ্রীল গুরুদেবের নিকট প্রস্তাব করিলেন। শ্রীল গুরুদেব গোবিন্দপ্রভুর সেবাপ্রবৃত্তির প্রশংসা করিলেও তাঁহার বাড়ীটি মঠের জন্য লইতে ইচ্ছা করিলেন না। কিছুদিন বাদেই গুরুদেবের নিকট সংবাদ আসিল তাঁহার আশ্রিত সেবকগণ একে একে সমস্ত মঠ হইতে বিতাড়িত হইতেছেন। তাহাদের মধ্যে অনেকেই চাকদহে শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে আসিয়া উঠিয়াছেন। শ্রীল গুরুদেব তদাশ্রিত শিষ্যগণকে কোথায় রাখিবেন চিন্তান্বিত হইয়া গোবিন্দ দাসাধিকারীকে মাসিক ভাড়ায় একটি বাড়ীর ব্যবস্থা দ্রুত করিয়া দিতে বলিলেন। গোবিন্দ বাবুর সহিত ৮৬ এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ বাড়ীর মালিক শ্রীহৃষীকেশ দাসের বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। শ্রীহৃষীকেশ দাস গোবিন্দ বাবুর অনুরোধকে উপেক্ষা করিতে না

পারিয়া বাড়ীর ত্রিতলটি মাসিক ভাড়ায় মঠকে দিলেন।

নিজগুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত মঠের সেবা হইতে বঞ্চিত হওয়ায় শ্রীল গুরুদেব মর্ম্মান্তিকরূপে ব্যথিত হইয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের জ্যেষ্ঠ সতীর্থগণও উক্ত প্রকার ঘটনার সংবাদে ব্যথিত হইলেন। তাঁহারাও তাঁহাদের গুরুদেবের স্থানের কোন প্রকার সেবার সুযোগ না পাইয়া স্বাভাবিক ভাবেই মর্ম্মাহত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ কি? তাঁহারা যদি তাঁহাদের গুরুদেবের সেবা প্রাপ্তির জন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে?

যদিও আপাতদৃষ্টিতে উহা অতীব দুঃখকর, তথাপি মঙ্গলময় শ্রীহরির ইচ্ছায় যাহা হয়, তাহা মঙ্গলের জন্যই হয়, ইহা বুঝিতে পারিলে দুঃখের কোন কারণ থাকে না। শ্রীগুরুদেব যখন শ্রীচৈতন্য মঠে ছিলেন তখন তাঁহাকে অনেক সঙ্কুচিতভাবে থাকিতে হইত। বোধহয় গুরুদেবের মাধ্যমে ব্যাপক-ভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ঐ প্রকার বিষম ব্যবহারের সংঘটন। বস্তুতঃ শ্রীল গুরুদেব শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে শেষ বয়সে আসিয়া ভারতের সর্ব্বত্র অল্প সময়ের মধ্যে যে ব্যাপক প্রচার করিলেন, তাহা অলৌকিক বলিতে হইবে। তাঁহার ব্যক্তিত্বে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু বড় বড় মঠ সংস্থাপিত হইল। পুরুষোত্তমধামে পরমগুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব স্থানের প্রকাশ প্রবল বাধা সত্ত্বেও তাঁহার অলৌকিক ব্যক্তিত্ব-প্রভাবেই সম্পাদিত হইতে পারিয়াছে। উহা সুস্পষ্টরূপে শ্রীল গুরুদেবের অসমোর্দ্ধ ব্যক্তিত্বকে নির্দ্দেশ করে। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝিতে অসুবিধা হয় না মঙ্গলময় শ্রীহরির ইচ্ছায়, যাহা হয়, মঙ্গলের জন্যই হয়। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে অশরণাগত অনর্থযুক্ত সাধক উহা বুঝিতে না পারিয়া নিজ অধিকার বহির্ভূত বিষয়ের সমালোচনা করিতে গিয়া তাহাদের আত্যন্তিক মঙ্গল লাভের রাস্তাকে চিরতরে রুদ্ধ করিয়া ফেলে।

আমাদের শিক্ষাগুরু পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদপুরী গোস্বামী মহারাজ ঈশোদ্যানের মহিমা বলিতে গিয়া এইরূপ বুঝাইয়াছেন, ঈশা+উদ্যান='ঈশোদ্যান'। 'ঈশা'শব্দে রাধারাণী, তাঁহার উদ্যান; অর্থাৎ রাধাকুণ্ড। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ঈশোদ্যানের মহিমা বর্ণনে, যাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এইরূপ লিখিয়াছেন—'বনশোভা হেরি রাধাকুণ্ড পড়ে মনে। সে সব স্ফুরুক সদা আমার নয়নে।।' শ্রীল রূপ-গোস্বামী তাঁহার রচিত শ্রীউপদেশামৃতে রাধাকুণ্ডকে ভজনবিজ্ঞ কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ ভজন স্থানরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্ বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ। রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতা-প্লাবনাৎ কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ।।' শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ও শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের আরাধ্য রাধা-গোবিন্দ হইলেও, নিম্বার্ক সম্প্রদায় বৃন্দাবনে রাধা-গোবিন্দের নৈশ-রাসলীলাকে সর্ব্বোত্তম, শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায় রাধাকুণ্ডে রাধাগোবিন্দের মাধ্যাহ্নিকলীলাকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণ মিলিততনু শ্রীগৌরহরি ঈশোদ্যানকে রাধাকুণ্ড দর্শনে তথায় ভক্তগণকে লইয়া মাধ্যাহ্নিক লীলা করিয়াছেন। 'যে বনে আমার প্রভু শ্রীশচীনন্দন। মধ্যাহ্নে করেন লীলা লয়ে ভক্তগণ।।' স্বয়ং ভগবান্ অবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিন্নস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধাম। নবধাভক্তির যজনস্থল নয়টী দ্বীপ লইয়া শ্রীনবদ্বীপ-ধাম। সমস্ত তীর্থ নবদ্বীপধামে স্বরূপে বিরাজিত। গৌরাঙ্গের নিজজন অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব সেই সর্ব্বোত্তম স্থান ঈশোদ্যানে মঠ স্থাপন করিয়া সর্ব্বজীবের প্রতি অশেষ করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমি শ্রীল গুরুদেবের অতি নগণ্য অযোগ্য কিঙ্করা-নুকিঙ্কর, কিন্তু শ্রীল গুরুদেবের নিজজনগণের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি তাঁহারা যদি রাধাকুণ্ডের স্মৃতি উদ্দীপনার জন্য রাধাকুণ্ডের প্রকাশ বিধান করেন তাহা হইলে আমাদের সকলেরই খুব আনন্দের বিষয় হইবে। আমি শুনিয়াছিলাম শ্রীল গুরুদেবের ইচ্ছা হইয়াছিল অষ্ট সখীর অষ্টঘাট প্রকাশের জন্য। শ্রীল গুরুদেবের নিজজনগণই শ্রীগুরু-মনোহভীষ্ট সেবা সম্পাদনে সমর্থ। আমার বিশ্বাস তাঁহারা নিশ্চয়ই ভক্তগণের এই ইচ্ছা পূর্ত্তি করিবেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No. W.B./SC-258

Sree Chaitanya Bani

35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

Pin

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার স্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ষট্ত্রিংশৎ বর্ষ —৯ম সংখ্যা

কার্ত্তিক, ১৪০৩

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

সচিত্রব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

১৮ পৃষ্ঠায় ভ্রম-সংশোধন

৫ নারায়ণ, ১৩ পৌষ, ২৯ ডিসেম্বর রবিবারের পরিবর্ত্তে

৪ নারায়ণ, ১২ পৌষ, ২৮ ডিসেম্বর শনিবারে হইবে

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের

তিরোভাব তিথিপূজা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৬শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক ১৪০৩ | ৯ম সংখ্যা
৬ দামোদর, ৫১০ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১ নভেম্বর ১৯৯৬

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

প্রয়াগ তত্ত্ব

এই প্রয়াগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন। তিনি দশাশ্বমেধ ঘাটে দশদিন ধ'রে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। প্রয়াগ---প্রকৃষ্ট যজ্ঞের স্থান। পূর্ব্বে ব্রহ্মা এখানে প্রতিষ্ঠানপুর স্থাপন ক'রে দশটী অশ্ব অর্থাৎ দশটী ইন্দ্রিয়ের বিলোপসাধন দ্বারা মেধ বা যজ্ঞ ক'রেছিলেন। লোকে তিন ভাবে যজ্ঞ করে। পারলৌকিক লাভের বা স্বর্গ পাবার জন্য অথবা স্বর্গের রাজা ইন্দ্র হওয়ার জন্য। যে যজ্ঞে পশুহননাদির কথা আছে, সে যজ্ঞ প্রয়াগ নহে—নিকৃষ্ট যজ্ঞ। আর এক প্রকার যজ্ঞ, সেও দশ ইন্দ্রিয় দ্বারে। সেটা হ'য়েছিল—কাশীতে। সে যজ্ঞে যাজ্ঞিকেরা নিজের সুবিধার জন্য যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর সেবাসুখে উদাসীন হ'লো। নিজেদের ইন্দ্রিয়াদি বধ ক'রে, নিজেদের সবিশেষভাব নষ্ট ক'রে নির্ব্বিশিষ্ট হ'য়ে সবিশেষ বিষ্ণুর নির্ব্বিশেষভাব-প্রাপ্তি উদ্দেশ্য ক'রেছিল। সেই স্বরূপে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে সম্বন্ধ জ্ঞান দিবার জন্য কাশীর দশাশ্বমেধ-তীর্থ-সন্নিধানে মহাপ্রভু শ্রীসনাতন প্রভুকে সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা ব'লেছিলেন। আর এখানে ব্রহ্মা ইন্দ্রিয়াদি বিনষ্ট না ক'রে অথবা ইন্দ্রিয়বর্গকে যথেচ্ছ বিহার ক'রতে না দিয়ে ইন্দ্রিয়পতি হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত ক'রেছিলেন। এই ইন্দ্রিয় যজ্ঞ দশাশ্বমেধের কথা আমরা মহারাজ অম্বরীষের চরিত্রে দেখ্‌তে পাই। মহাপ্রভু দশদিন ধ'রে দশ ইন্দ্রিয়ের যজ্ঞ শিক্ষা দিলেন। শুধু ইন্দ্রিয়-যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বরের যাজন জানান নাই—আত্মার দ্বারা আত্মার পরমোচ্চ অবস্থায় পরমোচ্চ ভাবে ভগবানের পরমোচ্চ অবস্থার ভজনের কথা ব'লেছিলেন।

দশাশ্বমেধ ঘাট ত্রিবেণীর উপর ছিল। এখন যমুনা সরিয়া যাওয়ায় ত্রিবেণীও দূরে গিয়েছে। ব্রহ্মার দ্বারা দশাশ্বমেধ যজ্ঞ ক'রে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি

যেমন ব্রহ্মাকে বেদবাণী ব'লেছিলেন, আজ সেই বেদ-পতি, বাণী-বিনোদ মহাপ্রভু, শ্রীরূপপ্রভুকে বেদ-গুহ্যাতিগুহ্য ভক্তির কথা ব'লে ভোগরাজ্যে—ভগবানের সেবাবিমুখ-রাজ্যে ভক্তিরস-সমুদ্র প্রবাহিত ক'রলেন। গোমুখীর দ্বারে গঙ্গা যেমন প্রবাহিত হ'য়ে সর্ব্বদেশ পবিত্র ক'রছেন, শ্রীরূপপ্রভুর দ্বারে সেইরূপ প্রেমভক্তিরস-সমুদ্র বিষয়-মরুতে প্রবাহিত হ'য়ে অমর জগতের পরমামৃতের সন্ধান দিচ্ছেন।

"প্রভু কহে,—শুন রূপ, 'ভক্তিরসের লক্ষণ'।
সূত্ররূপে কহি, বিস্তার না যায় বর্ণন ॥
পারাপার-শূন্য গভীর ভক্তিরস-সিন্ধু।
তোমায় চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৯।১৩৬-১৩৭

ভক্তিরস-সিন্ধুর বিন্দু পানে প্রমত্ত হ'য়ে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' রচনা ক'রেছেন। সেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর একবিন্দু পান ক'রলে জীব—ধন্য, ধন্য-ধন্য, ধন্যাতিধন্য হ'য়ে যাবে। জগতে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, কবি, সাহিত্যিকের অভাব নেই। এমন কি, ধার্ম্মিকগণেরও (?) অভাব নেই; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ আলোচনা করার সৌভাগ্য অনেকেরই নেই। আলোচনা করা ত' দূরে থাক্, তাঁর সন্ধানও অনেকে রাখেন না। এই অমূল্য-গ্রন্থ আলোচনার অভাবে মঞ্জুষাবদ্ধ হ'য়েছেন, আবার দুষ্প্রাপ্যও হ'য়েছেন। অনেক ধনী ভারতে আছেন। তাঁ'রা বাজে কাজে, সখে অনেক অর্থ উড়িয়ে দেন; কিন্তু এমন একটী অমর—অপার্থিব গ্রন্থের প্রকাশ করেন না, যা' প্রকাশ ক'র্‌লে, পাঠ ক'র্‌লে, রসিক ভক্তের সঙ্গে প'ড়লে তিনিও ধন্য হ'বেন, বাকী বহুলোক ধন্য হ'বার সুযোগ পাবে।

পৌত্তলিকতা ও শ্রীবিগ্রহ-সেবা

নিরাকার ও সাকার প্রভৃতি প্রচলিত পরিভাষা সকলই অতৎ বা পৌত্তলিকতা-ব্যঞ্জক। নিরাকার-বাদী অবকাশ বা আকাশের কিম্বা নিজের কল্পনা-গঠিত জ্যোতিঃ প্রভৃতি পুত্তলের পূজা করেন ব'লে তাঁ'রাও তথাকথিত সাকারবাদীর ন্যায় পৌত্তলিক। যাঁ'রা ব্যুৎপরস্ত, তাঁ'রা স্থূল পৌত্তলিক, আর যাঁ'রা অবকাশ বা নিজের কল্পনার পূজা করেন, তাঁ'রা সূক্ষ্ম পৌত্তলিক, এইমাত্র ভেদ। বৈষ্ণবগণ—শ্রীমদ্ভাগবতের সেবকগণ এইরূপ পুত্তল পূজার আদর করেন না। [এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে" শ্লোকের বিচার কীর্ত্তন করেন।] আপনারা সকলে শ্রীবিগ্রহ দেখ্‌বেন, পুত্তল দেখ্‌বেন না। বদ্ধজীবের ন্যায় শ্রীবিগ্রহের দেহ-দেহীতে ভেদ নাই। শ্রীবিগ্রহ—সচ্চিদানন্দাকার পরম কৃপাময় ভগবদবতার।

উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবত

কৃত্রিম ভাষ্যের দ্বারা বেদান্ত বুঝ্‌বার যে চেষ্টা আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হ'য়েছে, তদ্দ্বারা বেদান্তের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গমের পক্ষে বিশেষ অনর্থ উপস্থিত হ'চ্ছে। শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বপাদ ঋক্ সংহিতার ৩ অধ্যায়ের ভাষ্য লিখেছেন। * * * এখন পর্য্যন্ত ভক্তিবিরোধিসম্প্রদায় ছান্দোগ্যোপনিষৎ নষ্ট ক'রতে পারেন নাই—একায়ন নষ্ট ক'রতে পারেন নাই, শ্বেতাশ্বতর নষ্ট ক'রতে পারেন নাই, 'নিত্যো নিত্যানাং' শ্রুতি, 'দ্বা সুপর্ণা' শ্রুতি, 'ঈশাবাস্যমিদং' শ্রুতি, 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া' শ্রুতি, 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ' শ্রুতি, 'শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ' শ্রুতি, 'শ্রদ্ধৎস্ব সৌম্যেতি', 'তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত', 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে', 'যস্য দেবে পরাভক্তিঃ' প্রভৃতি অসংখ্য শ্রুতি নষ্ট ক'রতে পারেন নাই। যদি পারতেন, তা' হ'লে কেবলাদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হ'ত। ভাগবত যে কৃষ্ণপদারবিন্দের অবিস্মৃতির কথা ব'লেছেন, সেই কৃষ্ণস্মৃতি বিনষ্ট ক'রবার জন্য অসংখ্য কংস, জরাসন্ধ উদিত হ'তে পারেন, কিন্তু তা ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে—শ্রীরূপ প্রভুর দাসগণের কৃপায়। * * * বৈষ্ণবধর্ম্ম—সনাতনধর্ম্ম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্

সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণম্—শক্তিমত্তত্ত্ব নিরূপণম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৪৪ পৃষ্ঠার পর]

ওঁ হরিঃ ॥ স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধান—রূপেণ তচ্চতুর্দ্ধা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৮ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ। প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ পতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥ ভাগবতে। ভক্তিযোগেন মনসা সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥ যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥ শ্রীজীবঃ। একমেবং পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্য শক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ তদ্রূপবৈভব জীব প্রধান রূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে ॥ ৮ ॥

সেই বলবান্ সবিশেষতত্ত্ব স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান—এই চতুর্ব্বিধরূপে নিত্য বর্ত্তমান ॥৮

সেই পরমেশ্বর বিশ্বস্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ, স্বপ্রকাশ ও সর্ব্বকারণ-কারণ, তিনি কালেরও কাল, ঐশ্বর্য্য, কারুণ্য, ঔদার্য্য, মাধুর্য্য প্রভৃতি অসংখ্য দিব্য কল্যাণগুণের আশ্রয়, নানাবিধ বস্তুরচনাকুশল ও সর্ব্বজ্ঞাতা, তিনি প্রকৃতির ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মার অধীশ্বর, তিনিই ভক্তিমার্গের সাধককে মুক্তি প্রদান করেন ও বহির্ম্মুখ জীবের সংসার-বন্ধন প্রদান করেন, সমস্ত জগতের তিনি পালনকর্ত্তা। ভাগবতে যথা,—ব্যাসদেবের চিত্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সমাধিস্থ হইলে তিনি পূর্ণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন, কৃষ্ণের দূরাশ্রিত মায়াতত্ত্বকে দর্শন করিলেন। পরিপূর্ণ কৃষ্ণস্বরূপে যে চিচ্ছক্তি নিত্য অবস্থিত, তাঁহার ছায়াস্বরূপ দূরস্থিত মায়াকে দেখিলেন। চিচ্ছক্তির অনুপ্রকাশরূপ জীব জীবশক্তিপ্রসূত চিৎকণ; মায়া অপেক্ষা পরতত্ত্ব এই জীবকে ব্যাসদেব দেখিলেন। বহির্ম্মুখ জীবগণ মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া আপনাদিগকে মায়ার ত্রিগুণাত্মক তত্ত্ব বলিয়া মনে করিতেছেন। মায়াকৃত কার্য্যসকলকে অভিমান দ্বারা নিজকৃত বলিয়া মনে করিতেছেন। শ্রীজীব গোস্বামীর উক্তি অনুসারে,—একমাত্র যে পরমতত্ত্ব ভগবান্ তাঁহার স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা সর্ব্বদা—স্বরূপ, তদ্রূপ-বৈভব (অন্তরঙ্গা শক্তি), জীব ও প্রধান (মায়াশক্তি) এই প্রকার চতুর্ব্বিধভাবে অবস্থান করেন। [৮]

ওঁ হরিঃ ॥ অচিন্ত্য ভেদাভেদাত্মকম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥৯॥

ইতি শ্রীআম্নায়-সূত্রে সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণে
শক্তিমত্তত্ত্ব প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

কঠে। একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ভাগবতে। যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু। প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্ ॥ পাদ্মে। অচিন্ত্যয়ৈব শক্ত্যৈব একোঽবয়ববর্জ্জিতঃ। আত্মানং বহুধা কৃত্বা ক্রীড়তে যোগ সম্পদা ॥ শ্রীজীবঃ। স্বমতেত্বচিন্ত্য ভেদাভেদাবেব। ইতি শক্তিমত্তত্ত্ব প্রকরণ সূত্রভাষ্যং সমাপ্তং ॥ ৯ ॥

এই চতুর্ব্বিধ প্রকাশ নিত্য হইলেও অচিন্ত্যরূপে যুগপৎ পরস্পর অভেদ ও ভেদাত্মক ॥ ৯ ॥

যিনি সকল প্রাণীর হৃদয়াকাশে বর্ত্তমান, এক, সর্ব্বনিয়ন্তা, অদ্বিতীয়, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-ঘনস্বরূপ নিজেকে বিভিন্নাংশে দেব-তির্য্যক্ মনুষ্যাদি অনেক প্রকারে অভিব্যক্ত করিয়াছেন, হৃদয়াকাশে অবস্থিত সেই পরমেশ্বরকে যে সকল বিবেকী ব্যক্তি শ্রবণকীর্ত্তন-মননাদি উপায়ে নিরন্তর সাক্ষাৎকার করেন, সেই পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারের ফলে তাঁহাদের নিত্য সুখ হইয়া থাকে, অনাত্মদর্শী বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের সেই শাশ্বত সুখ হয় না। চতুঃশ্লোকীতে শ্রীভগবদুক্তি যথা,—এই জগতে মহাভূত-সকল সমস্ত উচ্চ ও নীচ বস্তুসমূহে প্রবিষ্ট হইয়াও মহাভূতরূপে (পৃথ্বি, বায়ু, আকাশ ইত্যাদিরূপে) অপ্রবিষ্টরূপে বর্ত্তমান। সেইরূপ আমিও শক্তিপরিণামরূপী জগতে পরমাত্মরূপে সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও আমার চিদ্ধাম গোলোক বৃন্দাবন ও পরব্যোমাদিতে ভক্তগণের প্রেমাস্পদ

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপ পূর্ণ-স্বরূপে নিত্যকাল অবস্থিত আছি। পদ্মপুরাণে যথা,—আমি সর্ব্বদা এক অদ্বিতীয় এবং অবয়বাদি বর্জ্জিত হইয়াও অর্থাৎ অখণ্ড স্বরূপ হইয়াও আমার অচিন্ত্য পরাশক্তির প্রভাবে নিজেকে বহুধা বিভক্ত করিয়া যোগৈশ্বর্য্যদ্বারা বিচিত্র ক্রীড়াসকল অনুষ্ঠিত করিয়া থাকি। শ্রীজীব-গোস্বামীর উক্তি যথা,—নিজ মতের শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ এই সমস্ত শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হয়। [৯]

ইতি শক্তিমতত্ত্বপ্রকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

শক্তিপ্রকরণম্

ওঁ হরিঃ ॥ হলাদিনী-সন্ধিনী সম্বিদিতি পর শক্তেঃ প্রভাবত্রয়ম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১০ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। নতস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচ ॥ বিষ্ণুপুরাণে। হলাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হলাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে। সচ্চিৎ আনন্দময় ঈশ্বর স্বরূপ। তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিনরূপ॥ আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সম্বিৎ যারে কৃষ্ণ জ্ঞান মানি ॥ ১০ ॥

হলাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিৎ এই তিনটী এক পরা-শক্তির তিনটী প্রভাব ॥ ১০ ॥

সেই পরমেশ্বরের কোন প্রাকৃত শরীর নাই, প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও নাই, তাঁহার সমান অথবা তাঁহা হইতে অধিকও কেহ নাই। তাঁহার পরাশক্তি বিভিন্ন প্রকার। তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে স্বরূপশক্তি —জ্ঞান, বল, ক্রিয়া রূপা অথবা সম্বিৎ, সন্ধিনী ও হলাদিনীরূপে বেদাদি শাস্ত্রে শ্রুত হইয়া থাকে। ভগবানের স্বরূপশক্তিগত হলাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ —এই ত্রিবিধ বৃত্তিও পূর্ণ চিন্ময়। মায়াবদ্ধ জীবের সত্তায় এই ত্রিবিধ ব্যাপার গুণসন্মিশ্রণ দ্বারা হলাদ-করী, তাপকরী ও মিশ্রা—এই ত্রিবিধ ভাব পাইয়াছেন কিন্তু সর্ব্বগুণাতীত পরমেশ্বরে ঐ শক্তি নির্ম্মল ও নির্গুণভাবে অবস্থিত। [১০]

ওঁ হরিঃ ॥ সৈব স্বতোঽন্তরঙ্গা-তটস্থা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১১ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্ম শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং ॥ অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং ॥ সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ ॥ বিষ্ণুপুরাণে। বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাঽপরা। অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ শ্রীজীবঃ। শক্তিশ্চ সা ত্রিধা অন্তরঙ্গা তটস্থা বহিরঙ্গা চ॥ শ্রীকবিরাজঃ। চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়া-শক্তি ॥ ১১ ॥

সেই পরাশক্তিই স্বভাবতঃ অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা ॥ ১১ ॥

শ্বেতাশ্বতরে,—নানাবিচারের পর ব্রহ্মবিদ্গণ ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া পরমেশ্বরের আত্মভূতা অচিন্ত্য শক্তিকে সৃষ্টির কারণরূপে দর্শন করিলেন, ঐ ভগবচ্ছক্তি ভগবানের স্বকীয় সার্ব্বজ্ঞ্যাদি প্রভাবের দ্বারা আচ্ছাদিতা। বহিরঙ্গা প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী যাহা অগ্নিরূপে লোহিতবর্ণা রজোগুণাত্মিকা, জলরূপে শুক্ল-বর্ণা সত্ত্বগুণাত্মিকা এবং পৃথিবীরূপে কৃষ্ণবর্ণা তমো-গুণাত্মিকা। একই দেহরূপ বৃক্ষে থাকিয়া বিমুখ জীব ভোগাসক্ত হইয়া দেহাত্মবোধবশতঃ সংসারে ডুবিয়া যায় এবং মায়ায় মুহ্যমান হইয়া উদ্ধারের উপায় না পাইয়া দীনতাবশতঃ দুঃখ করিতে থাকে। বিষ্ণুপুরাণে,—বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার,—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা সংজ্ঞাবিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরা শক্তিই 'চিচ্ছক্তি', ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তিই জীবশক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কর্ম্মসংজ্ঞারূপা অবিদ্যাশক্তির নাম মায়া। শ্রীজীব গোস্বামীও বলেন যে পরমেশ্বরের শক্তি— অন্তরঙ্গা, তটস্থা এবং বহিরঙ্গা ভেদে ত্রিবিধা। [১১]

(ক্রমশঃ)

পুলহ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধের বর্ণনায় জানা যায় ব্রহ্মা ভগবানের নিকট শক্তিলাভ করিয়া লোকসৃষ্টির জন্য মরীচি আদি দশটী পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া দশটী পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহারা ব্রহ্মার মানসপুত্র নামে বিখ্যাত হইলেন। উক্ত মানসপুত্রগণের মধ্যে অন্যতম পুলহ। ব্রহ্মার বিভিন্ন অঙ্গ হইতে ঋষিগণ প্রাদুর্ভূত হন, ব্রহ্মার নাভিদেশ হইতে পুলহের আবির্ভাব। পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় পুলস্ত্য ঋষির চরিত্র বর্ণনে ভাগবতের প্রমাণ শ্লোক দুইটী উল্লেখ করা হইয়াছে। 'পুলহ' ব্রহ্মার মানসপুত্র সপ্তর্ষির মধ্যেও অন্যতম। (মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ)।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কর্দ্দম ঋষি উপরি উক্ত ৯ জন বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতিগণকে যথাবিহিত তাঁহার ৯টি কন্যা সম্প্রদান করিলেন। পুলহের সহিত তাঁহার যোগ্যা 'গতি' নাম্নী কন্যার বিবাহ সম্পাদিত হইল। পুলহের তিনটী পুত্র হয়। তাঁহাদের নাম কর্ম্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়ান্ ও সহিষ্ণু।

'পুলহস্য গতির্ভার্য্যা ত্রীনসূত সতী সুতান্।
কর্ম্মশ্রেষ্ঠং বরীয়াংসং সহিষ্ণুঞ্চ মহামতে ॥'
—ভাঃ ৪।১।৩৭

'হে মহামতে (বিদুর), পুলহের গতি নাম্নী পতিব্রতা ভার্য্যা তিনটী পুত্র প্রসব করেন। তাঁহাদের নাম কর্ম্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়ান্ ও সহিষ্ণু।'

শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধ ২৯শ অধ্যায়ে প্রাচীনবর্হির প্রতি নারদ ঋষির উপদেশ বর্ণনে লিখিত হইয়াছে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং এমনকি প্রজাপতিগণেরও পতি পরম ঐশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মা, মহাদেব, মনু, দক্ষ প্রভৃতি তপস্যা, বিদ্যা, সমাধি দ্বারা সতত অনুসন্ধান করিয়াও আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে জানিতে পারেন নাই। ইহাদ্বারা ভগবজ্জ্ঞানের দুর্জ্ঞেয়ত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত ১২শ স্কন্ধে ১১শ অধ্যায়ে কালরূপী ভগবান্ লোকযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য চৈত্রাদি দ্বাদশ মাসের মধ্যে বৈশাখ মাস নির্ব্বাহের যে সকল ঋষি আছেন তন্মধ্যে পুলহ অন্যতম।

বিশ্বকোষ পাঠে জানা যায় মতান্তরে পুলহের পত্নীর নাম ক্ষমা। কর্দ্দম, অর্ব্বরীবৎ ও সহিষ্ণু এই তিন পুত্র।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৭৯ অধ্যায়ে পাঠে জানা যায় বলদেব প্রভু মুষল আঘাতে আকাশচারী ব্রহ্মদ্রোহী বল্বলকে নিধন করতঃ মুনিগণের অনুমতি লইয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত কৌশিকী নদীতে যাইয়া স্নান করিলেন এবং যে স্থান হইতে সরযূ নদী উৎপন্ন হইয়াছে সেই সরোবরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমশঃ তথা হইতে প্রয়াগে যাইয়া স্নান এবং দেবতাগণের তর্পণ করতঃ পুলহাশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় পুলহ মুনির আশ্রম বলদেব প্রভুর কত প্রিয় ছিল।

মরীচি

'মরীচির্মনসস্তস্য জজ্ঞে তস্যাপি কশ্যপঃ।
দাক্ষায়ণ্যাং ততোঽদিত্যাং বিবস্বানভবৎ সুতঃ ॥'
—ভাঃ ৯।১।১০

'সেই (পরমপুরুষের নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত) ব্রহ্মার মন হইতে মরীচি, মরীচির ঔরসে দাক্ষায়ণীর গর্ভে কশ্যপ এবং কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে বিবস্বান্ জন্মগ্রহণ করিলেন।'

নবম স্কন্ধ ভাগবতে দুর্ব্বাসার প্রতি মহাদেবের উক্তি হইতে জানা যায় সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণের মধ্যে অন্যতম মরীচি।

ভাগবত ৩য় স্কন্ধে ১২শ অধ্যায়ে সৃষ্টি প্রকরণে ভগবানের শক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মা লোকবিস্তারের জন্য দশটি পুত্র উৎপাদন করিলেন। তাঁহারা যথাক্রমে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু,

বশিষ্ঠ, দক্ষ, নারদ।

উপরিউক্ত তৃতীয় স্কন্ধ দ্বাদশ অধ্যায়ে ২৩ ও ২৪ শ্লোকে বিদুর-মৈত্রেয় প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে ব্রহ্মার ক্রোড় হইতে নারদ, অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ, প্রাণ হইতে বশিষ্ঠ, ত্বক্ হইতে ভৃগু, কর্ণদ্বয় হইতে পুলস্ত্য, মুখ হইতে অঙ্গিরা, চক্ষুযুগল হইতে অত্রি এবং মন হইতে মরীচি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।

'ম্রিয়তে পাপরাশির্যস্মিন্নিতি মৃ (মৃকনিভ্যামীচিঃ। উণ্ ৪।৩০) ইতি ঈচি, তপঃপ্রভাবাদস্য তথাত্বং।' মুনিবিশেষ। ইনি ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ মানসপুত্র। ইঁহার ভার্য্যা কর্দ্দমমুনি-কন্যা কলা, পুত্র কশ্যপ ও পূর্ণিমাস।

প্রতিদিন ইঁহার উদ্দেশ্যে তর্পণ করিতে হয়। সপ্তর্ষিদিগের মধ্যে ইনি সর্ব্বপ্রধান। —বিশ্বকোষ

'পত্নী মরীচেস্তু কলা সুষুবে কর্দ্দমাত্মজা।
কশ্যপং পূর্ণিমানঞ্চ যয়োরাপুরিতং জগৎ॥'

—ভাঃ ৪।১।১৩

'মরীচির পত্নী কর্দ্দমদুহিতা কলা,—কশ্যপ ও পূর্ণিমা নামে দুই পুত্র প্রসব করেন, এই দুইজনের বংশ দ্বারাই জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে।'

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কর্দ্দম ঋষি শাস্ত্রানুসারে মরীচি প্রভৃতি বিশ্বস্রষ্টৃগণকে নয়টি কন্যা নম্প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি মরীচিকে নিজকন্যা কলাকে (অত্রিকে অনসূয়া, অঙ্গিরাকে শ্রদ্ধা, পুলস্ত্যকে হবির্ভূ, পুলহকে গতি, ক্রতুকে ক্রিয়া, ভৃগুকে খ্যাতি, বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী, অমর্ককে শান্তি) সমর্পণ করেন।

—ভাঃ তৃতীয় স্কন্ধ ২৪শ অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়ে প্রজাপতি মরীচি ভগবানের অংশের অংশরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছেন।

ভাগবত ৮ম স্কন্ধ ১২শ অধ্যায়ে মহাদেব মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন এবং মোহিনীমূর্ত্তির স্তবেতে বলিয়াছেন সত্ত্বগুণের দ্বারা সৃষ্ট মরীচি প্রমুখ ঋষিগণও ভগবানের মায়ারচিত এই বিশ্বকেই অবধারণ করিতে পারিতেছেন না, দৈত্য ও মর্ত্ত্যজীবগণের কথা আর কি বলিব।

উক্ত স্কন্ধ ২১শ অধ্যায়ে ভগবান্ বামনদেব বলি মহারাজের নিকট ত্রিপাদভূমির যাচঞার ছলে দুই পদেতে ত্রিলোককে প্রসারিত করিয়া সত্যলোকে প্রবিষ্ট হইলে ব্রহ্মা মরীচি আদি ঋষিগণ স্তব এবং ভগবান্ বামনদেবের পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক বিবিধ উপচারে পূজা করিয়াছিলেন।

দেবকী কৃষ্ণের নিকট হৃদয়ের বেদনা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন—'আমার ছয়টী পুত্রকে জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে কংস নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে, আমি পুত্রগণকে স্তন্যদুগ্ধ পর্য্যন্ত পান করাইতে পারি নাই, আমি মর্ম্মান্তিক বেদনাহত। ছয়টী পুত্রকে আমার নিকট আনিয়া দিলে আমার বেদনা দূর হইবে। তুমি সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্, তুমি সবই করিতে পার। তুমি তোমার গুরু সান্দীপনি মুনির ইচ্ছা পূর্ত্তির জন্য যমপুরী হইতে তাঁহার মৃত পুত্রকে আনিয়া দক্ষিণাস্বরূপ তাঁহাকে দিয়াছিলে।' জননী দেবকীর অভিলাষ শুনিয়া কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিলেন। দেবকীর ছয় পুত্র বস্তুতঃ দেবকীর পুত্র নহেন, মরীচির পুত্র, ব্রহ্মা যে সময়ে তাঁহার দ্বারা নির্ম্মিতা কন্যার পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছিলেন তাহার তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে না পারিয়া মরীচির পুত্রগণ কটাক্ষ করায় সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্যকশিপুর অধীন কালনেমির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। কালনেমি হিরণ্যকশিপুর অনুমোদন না লইয়া পুত্রগণকে তপস্যায় প্রেরণ করিলে নীতিবিগর্হিত কার্য্য করায় হিরণ্যকশিপু অভিশাপ প্রদান করিলেন কালনেমি তাহার পুত্রগণকে নিজহস্তে হত্যা করিবে। হিরণ্যকশিপুর অভিশাপে কালনেমি অসুর দ্বাপরযুগে 'কংস'রূপে জন্মগ্রহণ করেন। কংসের পূর্ব্বজন্মের পুত্রগণই দেবকীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলে কংস নিজের পুত্রগণকেই নিজে হত্যা করিলেন। কিন্তু দেবকী মনে করিতেছেন তাঁহারই পুত্র। তাঁহার পুত্রগণ বর্ত্তমানে সুতলপুরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ জননীর ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য সুতলপুরীতে যাইয়া বলি মহারাজের নিকট হইতে পুত্রগণকে আনিয়া দেবকীকে সমর্পণ করিলেন। দেবকী স্নেহবশতঃ পুত্রগণকে ক্রোড়ে করিয়া স্তন পান করাইলেন। কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট স্তন পান করায় মরীচির পুত্রগণের অভিশাপ হইতে মুক্তি হইল। তাঁহারা পূর্ব্বের দেবদেহ ধারণ করিয়া দেবকীকে প্রণাম করতঃ পিতৃ সন্নিধানে মরীচির নিকট গমন করিলেন।

অত্রি

ব্রহ্মার মানসপুত্র সপ্তর্ষির অন্যতম 'অত্রি' ঋষি। শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধে ১২শ অধ্যায়ে বিদুরের প্রতি মৈত্রেয়ের উক্তি হইতে পরিজ্ঞাত হওরা যায় ভগবানের নিকট শক্তি লাভ করিয়া ধ্যানপরায়ণ ব্রহ্মা লোক-বিস্তারের জন্য সৃষ্টি করিবার মানসে মরীচি, অত্রি আদি দশটী পুত্র উৎপাদন করিলেন। ব্রহ্মার চক্ষুদ্বয় হইতে অত্রির জন্ম। শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় পুলস্ত্য ঋষির চরিত্র বর্ণন-প্রসঙ্গে ভাগবতের শ্লোক তিনটী উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রহ্মার নির্দ্দেশক্রমে কর্দ্দম ঋষি বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতিগণকে যে নয়টি কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে দ্বিতীয়া কন্যা অনুসূয়াকে অত্রি ঋষির নিকট সমর্পণ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে অত্রি ঋষির তিনটী মহাযশস্বী পুত্রের জন্মকথা বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির জন্য আদেশ করিলে ব্রহ্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ মহর্ষি অত্রি সহধর্ম্মিণী অনুসূয়াকে লইয়া ঋক্ষ নামক পর্ব্বতে যাইয়া ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন। ঋক্ষ পর্ব্বতটি পুষ্পশোভিত পলাশ ও অশোক বৃক্ষাদি দ্বারা সমাকীর্ণ ছিল। নির্ব্বিন্ধ্যা নাম্নী তটিনীর জলপ্রপাতের জলপতন-শব্দে স্থানটী নিনাদিত ছিল। মহর্ষি অত্রি প্রাণায়াম দ্বারা চিত্ত সংযম করতঃ বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া সেই পর্ব্বতে একশত বৎসর একপদে দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। তপস্যায় তাঁহার মনোভাব এইরূপ ছিল 'আমি এই জগতের অধীশ্বর শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করিতেছি, তিনি আমাকে তাঁহার ন্যায় পুত্র প্রদান করুন।' প্রাণায়ামফলে অত্রি ঋষির শিরোদেশ হইতে অগ্নিশিখা উদ্ভূত হইল। সেই যোগাগ্নি দ্বারা ত্রিভুবন সন্তপ্ত হইতে থাকিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন প্রভু অপ্সরাগণ, মুনিগণ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও নাগগণের সহিত অত্রি ঋষির আশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলেন। সর্ব্বলোকপূজ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের শুভাগমনে অত্রি ঋষি উৎফুল্ল হইয়া দেবশ্রেষ্ঠগণকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তিনি দেখিলেন রুদ্র বৃষারোহণে, ব্রহ্মা হংসারোহণে, বিষ্ণু গরুড়পৃষ্ঠে যথাক্রমে ত্রিশূল, কমণ্ডলু, চক্র ধারণ করতঃ বিরাজিত আছেন। তাঁহারা সকলেই প্রসন্ন এবং তাঁহার প্রতি করুণার্দ্র নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন। অত্রি মুনি তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ পুষ্পাঞ্জলি-দ্বারা তাঁহাদের যথোচিত পূজাবিধান করিলেন। অত্রি মুনি দেবতাত্রয়ের জ্যোতিঃদ্বারা অভিভূত হইয়া নিমীলিত নেত্রে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। অত্রি ঋষি স্তবে বলিলেন,— 'আপনারা বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্ররূপে প্রকট হইয়া থাকেন। আমি পরমেশ্বরকেই আরাধনা করিয়াছিলাম। এই তিনের মধ্যে তিনি কে? আমি পুত্রোৎপত্তির জন্য ষড়ৈশ্বর্য্য-শালী ভগবানের আরাধনা বহুবিধ উপচারে করিয়াছি, কিন্তু আপনারা তিনজনে এককালে কেন উপস্থিত হইলেন? আমি অত্যন্ত বিস্মিত। আপনারা কৃপা-পূর্ব্বক ইহার কারণ কি বলুন।' মহর্ষি অত্রির এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সহাস্যবদনে বলিলেন—'হে ব্রহ্মন্! আপনার সঙ্কল্প উত্তম, উহা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ভগবান্ হইতে আমাদের স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই। আপনি যে জগদীশ্বরকে ধ্যান করিয়াছেন তাহা হইতে আমাদের পৃথক্ অধিষ্ঠান নাই, আমরা তাঁহারই আশ্রিত-তত্ত্ব। আপনার মঙ্গল হউক। আমাদের তিনজনেরই অংশে আপনার ত্রিলোক বিখ্যাত তিনটী পুত্র হইবে। তাঁহারা আপনার যশোরাশি সর্ব্বত্র বিস্তার করিবেন।' সুরেশ্বরত্রয় অত্রিকে বর প্রদান করতঃ অন্তর্ধান করিলেন। ব্রহ্মার অংশে 'সোম' নামক পুত্র, বিষ্ণুর অংশে যোগবিৎ দত্তাত্রেয় এবং রুদ্রের অংশে দুর্ব্বাসা—এই তিনটী পুত্র উৎপন্ন হইল।

'অত্রেঃ পত্ন্যনসূয়া ত্রীন্ জজ্ঞে সুযশসঃ সুতান্।
দত্তং দুর্ব্বাসসং সোমমাত্মেশব্রহ্মসম্ভবান্॥'

—ভাঃ ৪।১।১৫

'মহর্ষি অত্রির সহধর্ম্মিণী অনসূয়া দত্তাত্রেয়, দুর্ব্বাসা ও সোম নামে তিনটী মহাযশস্বী পুত্র প্রসব করেন। সেই তিনপুত্র ক্রমান্বয়ে বিষ্ণু, রুদ্র ও ব্রহ্মার অংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।'

৪র্থ স্কন্ধ ভাগবতে ১৯ অধ্যায়ে অত্রি ঋষির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। পৃথু মহারাজ বিশেষ আড়ম্বরের সহিত যজ্ঞ আরম্ভ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র কপটবেশ ধারণ করতঃ যজ্ঞ হইতে অশ্বকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। অত্রি ঋষির প্রেরণায় পৃথুপুত্র মহারথ ইন্দ্রের পশ্চাৎ ধাবিত হইলে অশ্বকে রাখিয়া ইন্দ্র পলায়ন করিলেন। পৃথুপুত্রের এইহেতু বিজিতাশ্ব নাম হয়। ইন্দ্র অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ অশ্বটী পুনরায় অপহরণ করিলে অত্রি কর্ত্তৃক পুনর্বার উৎসাহিত হইয়া পৃথুপুত্র আকাশপথে পলায়নপর ইন্দ্রের প্রতি শর নিক্ষেপ করেন। ইন্দ্র ভীত হইয়া কপটবেশ ও অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। ইন্দ্রের কপট ধাম্মিকবেষ নগ্ন জৈনগণ, রক্তাম্বর বৌদ্ধগণ ও কাপালিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। পৃথু মহারাজ ইন্দ্রের কপটতা বুঝিতে পারিয়া যজ্ঞাহুতির দ্বারা ইন্দ্রবধে প্রবৃত্ত হইলে ব্রহ্মা নিবারণ করিয়াছিলেন।

বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ।

'কশ্যপোঽত্রির্বশিষ্ঠশ্চ বিশ্বামিত্রোঽথ গৌতমঃ।
জমদগ্নির্ভরদ্বাজ ইতি সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ।'

—ভাঃ ৮।১৩।৫

'সহস্রশিরসঃ পুংসো নাভীহ্রদসরোরুহাৎ।
জাতস্যাসীৎ সুতো ধাতুরত্রিঃ পিতৃসমো গুণৈঃ॥'

—ভাঃ ৯।১৪।২

'সহস্রশীর্ষা পুরুষের নাভিহ্রদপদ্ম হইতে বিধাতার জন্ম হয়। তাঁহার পুত্র অত্রি, ইনি গুণে পিতৃতুল্য ছিলেন।'

'তস্য দৃগ্‌ভ্যোঽভবৎ পুত্রঃ সোমোঽমৃতময়ঃ কিল।
বিপ্রৌষধ্যুড়ুগণানাং ব্রহ্মণা কল্পিতঃ পতিঃ॥'

—ভাঃ ৯।১৪।৩

'সেই অত্রির আনন্দাশ্রু হইতে অমৃতময় সোমনামক পুত্রের আবির্ভাব হয়। ব্রহ্মা তাঁহাকে বিপ্র, ওষধি ও নক্ষত্রগণের অধিপতি করিয়াছিলেন।'

শ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক পাঠে জানা যায়—অত্রি ঋষি সন্তান কামনা করিয়া ভগবানের আরাধনা করিলে ভগবান্ তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া—'আমি আমাকেই তোমার পুত্ররূপে দান করিলাম।' এইরূপ বলিলে ভগবানের নাম 'দত্তাত্রেয়' হয়।'

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতি ব্যক্তিগণ দত্তাত্রেয় হইতে যোগসম্পত্তি লাভ করিয়াও বশিষ্ঠ জমদগ্নি প্রভৃতি ঋষিগণের তপস্যাতে বিঘ্ন করায় মহতের চরণে অপরাধহেতু পরশুরাম কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।

'ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোঽনসূয়য়া।
আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহলাদাদিভ্য উচিবান্॥'

—ভাঃ ১।৩।১১

'অত্রিপত্নী কর্ত্তৃক যাচিতা হইয়া ষষ্ঠাবতারে অত্রি ঋষির দত্তাত্রেয় নামক পুত্ররূপে প্রকট হইয়া অলর্ক নামক ব্রাহ্মণকে এবং প্রহলাদ ও হৈহয়াদি রাজগণকে আত্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন।'

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত শ্লোকের তথ্য-বিচার—'যে সময়ে শূলবিদ্ধ অণীমাণ্ডব্য ঋষির অভিশাপে সূর্য্যোদয়ে কুষ্ঠী বিপ্রের প্রাণবিয়োগের আশঙ্কা হয়, তখন কুষ্ঠী বিপ্রের পতিব্রতা ভার্য্যা 'সূর্য্য উদয় হইবে না'—এইরূপ বলায় আর সূর্য্যোদয় হয় নাই। সূর্য্যোদয় না হইলে সৃষ্টি নাশ হইবে বুঝিয়া ব্রহ্মাদি দেবতাগণ মহর্ষি অত্রির মহাসাধ্বী সহধর্ম্মিণী অনসূয়াদেবীর সাহায্যে পতিব্রতা ব্রাহ্মণীকে বুঝাইয়া সূর্য্যোদয়ের আদেশ লইলে সৃষ্টি রক্ষা হয়।

কুরুক্ষেত্রে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের দর্শন ও কৃপালাভের জন্য যুধিষ্ঠির মহারাজের সহিত যে সকল মহর্ষিগণ তথায় গিয়াছিলেন তন্মধ্যে, গঙ্গার তটে শুকরতলে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত পরীক্ষিৎ মহারাজকে ভাগবত কীর্ত্তনের জন্য যেকালে শুকদেব গোস্বামী তথায় উপনীত হইয়াছিলেন তৎকালে মহর্ষি দেবর্ষিগণের মধ্যে এবং পিণ্ডারকক্ষেত্রে যে মুনিগণের দ্বারা যাদবগণ অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, উক্ত মুনিগণের মধ্যেও অন্যতমরূপে উপস্থিত ছিলেন অত্রি মুনি।

বিশ্বকোষে লিখিত মনুসংহিতা ও মহাভারতের (শান্তিপর্ব্বের) প্রমাণ উল্লেখ করতঃ—'মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার দেহকে দুইখণ্ড করিয়া তাহার অর্দ্ধাংশে একজন পুরুষ ও অপর অর্দ্ধাংশে একজন নারী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই বিরাট পুরুষ বহুকাল তপস্যা করিয়া মনুকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অতঃপর মনু হইতে দশজন প্রজাপতি উৎপন্ন হন।

অত্রি ইঁহাদের মধ্যে একজন প্রজাপতি।' যথা—

'মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ॥'

—মনু ১।৩৫

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বের বর্ণনা এইরূপ—'ব্রহ্মা প্রথমে সপ্তর্ষিগণকে সৃষ্টি করেন, তন্মধ্যে অত্রি মুনি অন্যতম। ঋগ্বেদে কথিত হইয়াছে অত্রি মুনি পঞ্চজাতিদের ঋষি ছিলেন। যথা—(১।১১৭।৩) 'ঋষিং নরাবংহসঃ পাঞ্চজন্যমৃবীসাদত্রিং মুঞ্চথো গণেন'। এই পঞ্চজাতির লোক কাহারা, সেকথা ঠিক বলা যায় না। তবে ঋগ্বেদে আরও একটি মন্ত্র দেখিয়া এই অনুমান হয় যে পঞ্চজাতি শব্দে যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, অনু ও পুরু এই পাঁচ বংশের লোকদিগকে বুঝাইতেছে। অনুমান হয় যে অত্রি ঋষি এই পাঁচ বংশের পৌরোহিত্য করিতেন, তজ্জন্য তাঁহাকে পঞ্চজাতির ঋষি বলা হইয়াছে।

অত্রিমুনি অনেকগুলি বেদমন্ত্রও রচনা করিয়াছিলেন।'

আশুতোষদেবের নূতন বাংলা অভিধানে রামায়ণের প্রমাণ উল্লেখ করতঃ অত্রিমুনির সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—'ভগবান্ রামচন্দ্র বনবাসকালে অত্রির আশ্রমে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। অত্রির পত্নী অনুসূয়া সীতাদেবীকে নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কার দিয়াছিলেন। রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলে অত্রি মুনি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে তাঁহার সমীপে গিয়াছিলেন।'

পাগলের ডাক কৃষ্ণ শুনেন না

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

পাগল হইলে বা মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে মনশ্চাঞ্চল্যাতিশয্য উপস্থিত হয়, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, ভালমন্দের বিচার করিবার ক্ষমতা লুপ্ত হয় এবং সেই ব্যক্তি আবোল তাবোল বকে। অসংখ্য চিন্তাস্রোত তরঙ্গায়িত হইয়া তাহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করে বলিয়া শান্তির লেশমাত্রও তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না। মানুষ পাগল হইলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়, চিত্তস্থৈর্য্য একেবারেই হারায় এবং অজ্ঞানতা-প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহার বন্ধু-বান্ধবগণ বা অন্য কেহই তাহার কথায় বিশ্বাস করিতে পারে না বা সেই পাগলের প্রলাপোক্তি অনুযায়ী কার্য্য করে না, পাগলের প্রলপিত বাক্যের কোনও মূল্য নাই বলিয়া তাহার কথায় কেহ কাণ দেয় না, তাহার ডাক কেহ শুনিয়াও শুনে না। কিন্তু এই মস্তিষ্ক-বিকৃতি-রোগ কৃষ্ণেচ্ছায় যখন দূরীভূত হয়, তখন আর কেহ সে ব্যক্তির উপর উদাসীন থাকে না; পরন্তু তাহার কথা বা আদেশ পালন করিতে যত্নপর হয়। রোগ না সারিলে বা প্রকৃতিস্থ না হইলে—পূর্ব্বজ্ঞান বা পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত পাগলের সমস্ত চেষ্টা বা কাতর আহ্বান যেমন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়, ভবরোগ-আক্রান্ত ঘরপাগলা বা বিষয়পাগলা আমাদের অবস্থা কৃষ্ণবিস্মৃতি-হেতু অজ্ঞান-অভিভূত হওয়ায় সেইরূপ হইয়াছে। কৃষ্ণের সেবক আমরা বিকারপ্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমানে শান্ত্যাগার কৃষ্ণপাদপদ্মে মতি বা সেবাজ্ঞান হারাইয়া দুঃখের সাগরে কাম-ক্রোধাদি-নক্র-মকরের কবলে কবলিত হইয়া কষ্ট পাইতেছি এবং বিষয়োন্মত্ত হইয়া রূপ, রসাদি বিষয়ের প্রতিস্তরে বিচরণ করিবার জন্য লুব্ধ হইতেছি, স্বরূপের কথা ভুলিয়া দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়াছি, পাগলের ন্যায় কত কি প্রলাপ বকিতেছি—কখন নিজকে দেহ বা মন বলিতেছি, কখনও স্ত্রী বা পুরুষ অভিমান করিতেছি আবার কখনও নিজকে পিতার পুত্র, স্ত্রীর স্বামী, পুত্রের পিতা এবং পরিবারবর্গের পালক ও রক্ষাকর্ত্তা মনে করিয়া তত্তৎকার্য্যে প্রধাবিত হইতেছি, দেহসম্বন্ধীয় বন্ধুবান্ধবের সন্ধান ব্যতীত বা তাঁহাদের প্রীতিবিধান ব্যতীত নিজের খবর কিছুই রাখিতেছি না এবং আমি যাঁহার, সেই ভগবানের প্রতি প্রীতি ত' দূরের কথা, কেহ দয়া করিয়া তাঁহার সন্ধান দিলেও

তৎপ্রতি বিরক্তি বা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছি।

আমরা চেতন, আমরা আত্মা। আমাদের নিত্য-কৃত্য—কৃষ্ণসেবা করা, ইহাই শুদ্ধজ্ঞান। যেদিন হইতে আমরা অপহৃত-জ্ঞান হইয়াছি সেই দিন হইতে আমাদের চিত্তবৈক্লব্য বা স্বরূপবিভ্রান্তি আসিয়া আমা-দিগকে অস্থিরচিত্ত করিয়া তুলিয়াছে, আমাদিগকে পাগল বানাইয়াছে। তাই আমরা মঙ্গলামঙ্গল বা ভালমন্দ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। মতি-বিভ্রম বা স্বরূপবিস্মৃতিরূপ দুর্দ্দৈবের দ্বারা আক্রান্ত হইলে জীবের মহাদুঃখের উদয় হয় এবং জীব ত্রিতাপজ্বালায় অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া ক্লিষ্ট হইতে থাকে, এই পাগলাবস্থায় জীবের মঙ্গলের পথ ঠিক করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সদ্বৈদ্যরূপে আমাদের নিকট আগমন করিয়া প্রথমতঃ আমাদের রোগ সারাইবার যত্ন করেন এবং এই ভব-রোগ বা পাগলামী নিবারণের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ-স্বরূপ শ্রীনাম-মন্ত্র ও পথ্যস্বরূপ শ্রীমহা-প্রসাদাদি অকাতরে অযাচিতভাবে দাতব্য চিকিৎসা-লয় খুলিয়া বিতরণ করেন। সেই ভগবৎ-প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে গিয়া প্রথমে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ঔষধ পান করিলে রোগ ক্রমশঃ সারিয়া যায়, গুরুবৈষ্ণব-সেবারূপ বা সাধুসঙ্গরূপ মহোপকারী ও আশুফলপ্রদ ঔষধ-সেবন-ফলে ভবরোগী বা আত্মবিস্মৃত পাগলা জীব প্রকৃতিস্থ হইয়া স্ব-স্বরূপের সন্ধান পাইয়া আত্ম-মঙ্গলের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়। তখনই জীব ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার—ভক্তিপথে স্থিরচিত্ত হইয়া চলিবার সুযোগ পায় এবং ভগবান্‌কে কাতর-প্রাণে ডাকা ছাড়া তাহার আর কোন কৃত্য নাই—একথা বুঝিতে পারিয়া ভগবানের সেবার জন্যই সতত ভগবান্‌কে ডাকিয়া থাকে অর্থাৎ গুরুমুখশ্রুত বাণীর কীর্ত্তনে রত হইয়া নিজ ও পরের মঙ্গলসাধনে রত হয়।

কোন পাগল যদি তাহার কোন আত্মীয়কে ডাকে তাহা হইলে আত্মীয়স্বজন তাহার বাক্যের দিকে নজর দেয় না। বদ্ধাবস্থায় ভোগী বা ত্যাগী হইয়া দুঃখ ভোগ করিতে করিতে যখন আমরা কৃষ্ণকে ডাকি, কৃষ্ণ তখন আমাদের ন্যায় পাগলের কথার কোন মূল্য নাই বলিয়া উদাসীনভাবে থাকেন; সুতরাং প্রকৃতিস্থ না হইলে—সেবোন্মুখ বা শরণাগত না হইলে আমাদের কথা কৃষ্ণ শুনিয়াও শুনিবেন না; পরন্তু তাঁহাকে ডাকিয়া—তন্নামকীর্ত্তনাদি করিয়া চীৎকারাদি দ্বারা কেবল পিত্তবৃদ্ধি করা হইবে; সুত-রাং পাগলের চীৎকারের ন্যায় বৃথা চীৎকার বা রক্তক্ষয় না করিয়া সাধুসঙ্গে অর্থাৎ আত্মবৃত্তি সেবায় সতত প্রতিষ্ঠিত ভবরোগনির্ম্মুক্ত সাধুর সঙ্গে থাকিয়া ভগবান্‌কে ডাকাই উচিত বা সাধু বা গুরুর পাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তি বা আর্ত্তি-নিবেদন দ্বারা হৃদয়-কথা কৃষ্ণের নিকটে পাঠাইবার যত্ন করা দরকার।

শরণাগত না হইলে—শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্ম-সমর্পণ না করিলে কৃষ্ণ আমাদের এই উত্তেজনা ও কণ্ঠপ্রসূত স্বেন্দ্রিয়তৃপ্তিবিধায়ক ডাক শুনিয়া আমা-দের তাঁবেদারী করিতে প্রস্তুত নহেন। সেইজন্য আমাদিগকে প্রথমে তাঁহার তাঁবেদার হইবার জন্য যত্ন করিতে হইবে, গুরুর বিশ্রম্ভ সেবালাভ করিবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে হইবে। ভবরোগ বা পাগলামী ঘুচাইয়া বদ্‌রক্তগুলিকে জল করিতে হইবে ও আত্মসমর্পণ-মুখে চিদ্‌রক্ত-সঞ্চয়প্রয়াসী হইয়া গুরুকৃপালাভে জীবনকে ধন্য করিতে হইবে। আগে গুরুর হইয়া কৃষ্ণের কাছে ক্রন্দন করিলে কৃষ্ণ আমা-দের ডাক শুনিয়া আমাদের প্রতি শুভদৃষ্টি করিবেন। সুতরাং পাগলামী ছাড়িয়া সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে, সেবায় সতত নিযুক্ত থাকিতে হইবে; নতুবা কৃষ্ণ ডাক শুনিবেন না। পরের কথায় কৃষ্ণ কর্ণপাত করিবেন না। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়া-ছেন,—

> "দৈন্য আত্মনিবেদন গোপ্তৃত্বে বরণ।
> অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন ॥
> ভক্তি-অনুকূল মাত্র কার্য্যের স্বীকার।
> ভক্তি-প্রতিকূল ভাব বর্জ্জনাঙ্গীকার ॥
> ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার।
> তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার ॥"

শরণাগত না হইলে কৃষ্ণ আমাদের কোন কথাই শোনেন না, তাই আমরা তাঁহাকে এত ডাকিয়াও পাই না, তাঁহার জন্য এত ক্রন্দনের অভিনয় করিয়াও বা তাঁহার সেবা-পূজা করিয়াও তাঁহার কোন সাড়া পাই না, তিনি অত্যন্ত বাগ্মী হইয়াও শ্রীমন্দিরে মূকের

ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকেন, সর্ব্বগামী হইয়াও অচলের ভাণ করেন। নিজের আত্মীয় বা পরম বন্ধু যিনি তাঁহাকে এত করিয়া ডাকিতে হয় না। একবার ডাকিলেই চলে। কিন্তু আমরা শরণাগত না হইয়া নিজকে জগতের একজন মনে করিয়া সম্বন্ধচ্যুতাবস্থায় কৃষ্ণকে ডাকি বলিয়াই আমাদের এত দুরবস্থা! এত কষ্ট! তাই কৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী ও পরম প্রেষ্ঠ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণ তোমার হঙ্ যদি বলে একবার।
সর্ব্ববন্ধ হইতে কৃষ্ণ তা'রে করে পার॥"

তাই বলি, হে আমার বন্ধুবর্গ, আপনারা অনর্থ-নির্ম্মুক্ত হইয়া—স্বরূপবিভ্রান্তরূপ পাগলামী হইতে মুক্ত হইয়া ভগবান্‌কে ডাকুন—মুক্তকুলোপাস্য শ্রীনামের সেবায় আত্মনিয়োগ করুন। তৎপূর্ব্বে গুরুসেবার ছলনা না করিয়া শ্রীগুরুদেবের বিশ্রম্ভ সেবাদ্বারা রোগনির্ম্মুক্ত হইতে চেষ্টা করুন, কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠের অনুগত হউন, তাহা হইলে কৃষ্ণ আপনাদের ডাক শুনিবেন এবং গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণভজনই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য—'তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন' প্রভৃতি বাক্য আপনাদের উপলব্ধি হইবে।

আগরতলা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথমন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা উৎসব

'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক-পত্রিকা ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ ৭ম সংখ্যায় ১৩২-১৩৩ পৃষ্ঠায় আগরতলা মঠের শ্রীজগন্নাথদেবের ২১ দিনব্যাপী চন্দনযাত্রা-উৎসবের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজের উদ্যোগে, স্থানীয় ভক্তগণের সাহচর্য্যে ও আনুকূল্যে 'চন্দনপুকুরে' শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহনের নৌকা বিহারের জন্য অতীব সুন্দর চিত্তাকর্ষকরূপে অভিনব 'রাজহংসতরী' নিম্মিত
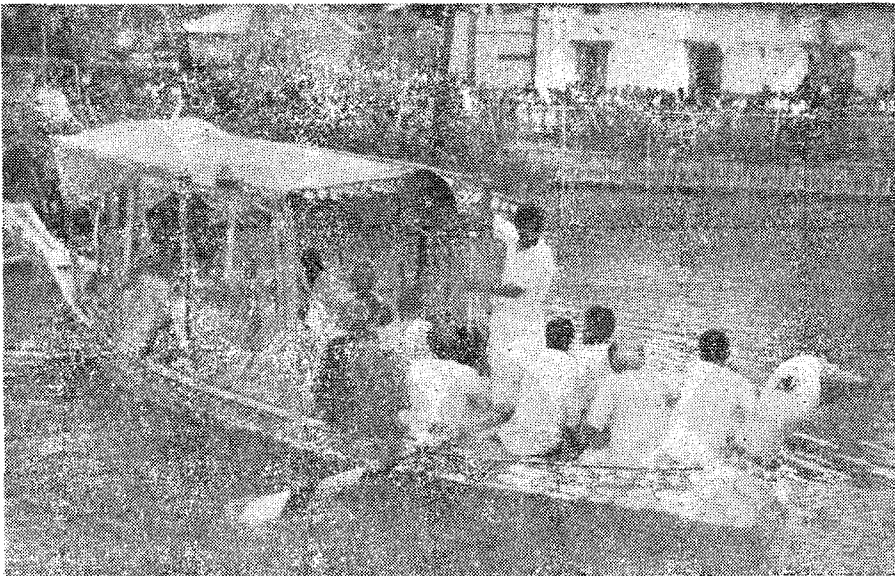
হইয়াছে। মঠের সেবকগণের এবং স্থানীয় ভক্ত-গণের শ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় উৎসাহময়ী আগ্রহ শ্রীজগন্নাথমন্দিরের আকর্ষণ ও সৌন্দর্য্যকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করিতেছে, ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। বাহিরের দর্শনার্থিগণের নিকট এখন শ্রীজগন্নাথমন্দির প্রধান দর্শনীয় স্থানরূপে পরিণত হইয়াছে।

যাঁহারা 'রাজহংসতরীর' ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহারা উপযুক্ত চালকের এবং ভক্তগণের নিরাপত্তার বিষয়টীও বিশেষভাবে চিন্তা করিবেন। সরকার হইতে যে দুইটী নৌকার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, উহা ছোট হইলেও নিরাপদ।

পুরুষোত্তমধামে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাবপীঠস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ-উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরি-চালনায় শ্রীপুরুষোত্তমধামে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-পীঠে বড়দাণ্ডস্থ শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান ২৯ আষাঢ় (১৪০৩), ১৪ জুলাই (১৯৯৬) রবিবার হইতে ১ শ্রাবণ, ১৭ জুলাই বুধবার পর্য্যন্ত মহাসমারোহে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এইবার উত্তর ভারতের শিমলা, চণ্ডীগড়, জম্মু, পাঞ্জাব, নিউ-দিল্লী ও উত্তরপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ভারতের হায়দ্রা-বাদাদি স্থান হইতে দুই শতাধিক ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। ভারতের অন্যান্য স্থান হইতেও বহু ভক্ত আসিয়াছিলেন। অধিকাংশ ভক্ত মঠেই অবস্থান করিয়াছিলেন বহু কষ্টে। এক একটি কক্ষে ২৫।৩০ জন করিয়া ভক্ত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত মঠে সঙ্কুলান না হওয়ায় মঠের নিকটবর্ত্তী লজ ভাড়া করা হয়। গোয়েঙ্কা ধর্ম্মশালায় একটিমাত্র কক্ষ পাওয়া গিয়াছিল। ১৯ বৎসর পরে শ্রীজগন্নাথদেবের নবকলেবর হওয়ায় পুরীতে রথযাত্রা উপলক্ষে অত্যধিক নরনারী দর্শ-নার্থীর ভীড় হইয়াছিল। সুখের ও উৎসাহের বিষয় যাত্রিগণ কষ্ট হইলেও অম্লানবদনে উহা মানিয়া লইয়াছেন।

শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কলিকাতা হইতে ৯ মূর্ত্তি সমভি-ব্যাহারে ৮ জুলাই সোমবার শ্রীজগন্নাথ এক্সপ্রেসে পুরী রেলষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব-সঙ্গে আসিয়াছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্ম-চারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীআনন্দলীলাময়-বিগ্রহ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌরগোপাল দাসাধিকারী। পরবর্ত্তিকালে শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠ হইতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহা-রাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, চাঁপাহাটী হইতে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ নয়নানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ, দীনহাটা হইতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ সাধু মহারাজ, চণ্ডীগড় হইতে চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, গৌহাটী হইতে গৌহাটী মঠের মঠরক্ষক শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারী (ত্রিদণ্ডবেষ গ্রহণান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন যাচক মহারাজ) ও দেরাদুন মঠের মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, হাইলাকান্দি হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পর-

মার্থী মহারাজ এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ হায়দ্রাবাদ মঠের বার্ষিক উৎসবের পরে পূর্ব্বেই পুরীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-ভবনে দিবসত্রয়ব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অধিবেশনে পুরীর শ্রীজগন্নাথমন্দিরের ভূতপূর্ব্ব প্রশাসক ও ওড়িষ্যা সরকারের অতিরিক্ত সচিব শ্রীশরৎ চন্দ্র মহাপাত্র, ওড়িষ্যার বিধানসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ এড্‌ভোকেট শ্রীহরিহর বাহিনীপতি এবং ওড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব অর্থ ও আইনমন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র যথাক্রমে সভাপতি-পদে বৃত হন। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন তৃতীয় অধিবেশনে ভারতের সুপ্রীম কোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র। উক্ত দিবস মহামান্য অতিথি হন ওড়িষ্যার উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীহেমনন্দ বিশোয়াল। পুরীর শ্রীজগন্নাথ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক শ্রীকে-সি আচার্য্য বিশিষ্ট অতিথিরূপে দ্বিতীয় অধিবেশনে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে বিশিষ্ট বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন পুরীর পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান এড্‌ভোকেট শ্রীবামদেব মিশ্র এবং সদাশিব কেন্দ্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীফকির মোহন পণ্ডা। সভায় বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার তাৎপর্য্য', 'সাধুসঙ্গের উপকারিতা' ও 'বিশ্বশান্তির উপায়—ভগবদ্‌প্রেম'। সভাপতি, প্রধান অতিথি, মহামান্য অতিথি ও বিশিষ্ট বক্তাগণের ভাষণ ব্যতীত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন। ১৬ জুলাই মঙ্গলবার তৃতীয় অধিবেশনে **প্রধান অতিথি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র** সকলের বোধসৌকর্য্যার্থে ইংরাজী ভাষায় অভিভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন—'বর্ত্তমান দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী এইজাতীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা আছে। ধর্ম্মালোচনা সভায় পবিত্র ভগবদ্ভাবের উদ্দীপনা হয়। মনুষ্যের মধ্যে পশুত্ব ও দেবত্ব দুইপ্রকার ভাবই আছে। দেবত্বভাবের প্রাধান্য হইলে মনুষ্যত্বের বিকাশহেতু মানুষ সুখী ও সুস্থ হইতে পারে। অনুশীলনের দ্বারাই দেবত্বের সমৃদ্ধি ঘটিতে পারে। সার্ব্বজনীন বিশ্বপ্রেমই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী, তাহার দ্বারাই বিশ্বশান্তি সম্ভব। পূর্ব্বে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে পৃথিবীর এক অংশের সহিত অন্য অংশের মিলন সম্ভব ছিল না। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক যুগে তাহার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার সৌকর্য্যে বহু দূরদেশ নিকট হইয়াছে। সমগ্র পৃথিবী একটী রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। It has become global covering the whole world. যদি পৃথিবীর কোনও অংশে সমস্যা ও দুঃখ দেখা যায় পৃথিবীর অন্য অংশেতেও তাহার প্রভাব পড়ে। সমগ্র পৃথিবী একই পরিবারে পরিণত হইয়াছে। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। পৃথিবীর সমস্ত দেশের নরনারীর মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হইলে পৃথিবীতে শান্তি আসিবে। পৃথিবীর দেশগুলি ভিন্ন ভিন্ন এইরূপ সঙ্কীর্ণ চিন্তাস্রোতের দর্শন অতিক্রান্ত হইয়াছে। পৃথিবীর মনুষ্য এখন এক পরিবারভুক্ত, ভ্রাতা-ভগিনীরূপে সম্বন্ধযুক্ত। ব্যক্তিগত ও সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীগত স্বার্থের চিন্তাকে বহুমানন করিলে পৃথিবীতে শান্তি আসিবে না, সংঘাত হইবে। ভগবদ্-প্রেমানুশীলনের অত্যাবশ্যকতা আছে বিশ্বশান্তির জন্য। মঠের আচার্য্য মনুষ্যের মধ্যে সম্প্রীতি আনয়নের জন্য সর্ব্বক্ষণ পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতেছেন। সেই শিক্ষা যদি আমরা গ্রহণ না করি তাহা হইলে এই সভার কোনও সার্থকতা থাকে না। সকল আচার্য্যগণই সম্প্রীতির জন্য শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। যে শিক্ষাপদ্ধতি এখন প্রবর্ত্তিত আছে, তাহাতে চরিত্রগঠন এবং পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতি বিধানের প্রচেষ্টার অভাব। অন্যায় প্রবৃত্তি ও ন্যায় প্রবৃত্তির মধ্যে কোনও রফা হইতে পারে না।'

শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র সভাপতির অভিভাষণে বলেন—'ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং ভারতের বাহির হইতেও বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছে। পুরীর পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথদেবের সর্ব্বজীব উদ্ধারলীলা পৃথিবীর সর্ব্ব প্রান্তের লোককে আকর্ষণ করতঃ সার্ব্বজনীন প্রেমের নিদর্শন প্রখ্যাপন করিতেছেন। বহু ব্যক্তি জগন্নাথদেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া আসিয়াছেন, আবার অনেকে পাপপ্রবণতার

মনোবৃত্তি লইয়াও আসিয়াছে। উজ্জয়িনীতে ও হরিদ্বারে কি ঘটনা হইল আপনারা শুনিয়াছেন। ভীড়ের চাপে পদদলিত হইয়া কত মানুষ প্রাণ হারাইল। ধর্ম্মের উত্তেজনায় এইরূপ কার্য্য হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। এইরূপ অমানুষিক ঘটনার প্রতিকারের চিন্তা করা উচিত। কেহই এই বিষয়টী চিন্তা করেন না। এই প্রকার তথাকথিত ভক্তি আচরণের দ্বারা কখনই বিশ্ব-শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে না। বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য আণবিক যুদ্ধ বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা আণবিক যুদ্ধের বন্ধের কথা বলেন, তাঁহারাই আবার আণবিক বোমা, ভীষণ ভীষণ মারণাস্ত্র তৈরী করেন। জগতে শুধু শান্তির কথার ফুলঝুরি। প্রকৃতপক্ষে কাহারও কথার মধ্যে সততা নাই। যতদিন পশুত্ব ভাব প্রবল, দেবত্ব ভাবের অভাব থাকিবে, ততদিন বিশ্বশান্তি-সমস্যার সমাধান সুদূরপরাহত।'

শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"বৈষ্ণবগণ আজকের বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন 'বিশ্বশান্তির উপায়—ভগবদ্প্রেম'। আমার প্রতি আদেশ হইয়াছে এই বিষয়ে বলিবার জন্য। আমি নিজেই শান্তি লাভ করিতে পারি নাই, 'ভগবদ্প্রেম' যে কি তাহাও সম্যকপ্রকারে উপলব্ধির বিষয় হয় নাই। আমি কি করিয়া এই বিষয়ে বলিব ? পূজনীয় বৈষ্ণবগণ উপদেশ প্রদানে অধিকারী। অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব আমার পক্ষে বলিতে যাওয়া অধিকার-বহির্ভূত কার্য্য হইবে। যদিও আমি যথার্থতঃ বৈষ্ণবদাস হইতে পারি নাই, তথাপি বৈষ্ণবের দাস্য করিবার অভিপ্রায়ে মঠে আসিয়াছি, গুরুপদাশ্রয়ের অভিনয় করিয়াছি। দাসের পক্ষে বৈষ্ণবগণের আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য। 'আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া।' বিনা বিচারে গুরুবর্গের আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য, অধিকার বা অনধিকারের অপেক্ষা রাখে না। বৈষ্ণবগণের আজ্ঞা পালনের দ্বারাই বদ্ধজীবের মঙ্গল হয়। বক্তৃতা করিবার মত যোগ্যতা আমার নাই, বা বক্তৃতা করিয়া প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিব এইরূপ যদি মনোবৃত্তি হয়, তাহা হইলে যে পরমার্থের জন্য সংসার ত্যাগ অথবা সংসারের আপেক্ষিক কর্ত্তব্য বাহ্যতঃ ত্যাগ করিয়াছি, তাহাতে দোষ আসিবে, আমি পরমার্থপথ হইতে চ্যুত হইব। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশ যেখানে তুমি যাইবে তুমি তোমার গুরুদেবের নিকট, বৈষ্ণবগণের নিকট যে কথা শুনিয়াছ—যাহা শ্রৌতবাণী, তাহা কীর্ত্তন করিবে, তাহাতে তোমার চিত্তের মালিন্য দূরীভূত হইবে, কৃষ্ণেতে ভক্তি হইবে। এইজন্য যেখানেই যাই না কেন গুরু-বৈষ্ণব ও শাস্ত্রবাক্য যতটা মনে আছে তাহা কীর্ত্তনের চেষ্টা করি নিজের নিত্য-কল্যাণ বিধানের আশায়, অপরকে উপদেশ দিবার জন্য নহে। শ্রীল গুরুদেবের উপদেশবাণী যতটা স্মরণে আছে, তাহা কীর্ত্তন করিবার যত্ন করিব। বক্তব্যবিষয়ের মধ্যে তিনটী বিষয় আলোচ্য—বিশ্বশান্তি, ভগবদ্প্রেম এবং বিশ্বশান্তির উপায় ভগবদ্প্রেম। বিষয়টী খুবই ব্যাপক, সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি। প্রথমে 'বিশ্বশান্তি' বলিতে আমরা কি বুঝি। বিশ্বেতে নদী, নালা, পর্ব্বত, সমুদ্র বহু পদার্থ আছে। শান্তি ও অশান্তিবোধ চেতনের, জড়ের নহে। এইজন্য বিশ্বশান্তি বলিতে বিশ্বে যত চেতন প্রাণী আছে তাহাদের শান্তিই উদ্দিষ্ট। আমরা মানুষ হিসাবে যখন বিশ্বশান্তির কথা বলি, তখন বিশ্বের অন্যান্য প্রাণীর শান্তির কথা চিন্তা করি না। আমরা বিশ্বশান্তি বলিতে বিশ্বে নিবাসকারী মনুষ্যগণের শান্তি বুঝিয়া থাকি। পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে তন্মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। নিত্যানিত্য বিবেক থাকায় অনিত্যকে পরিহার করিয়া নিত্যকে গ্রহণ করিবার যোগ্যতা মনুষ্যেতে আছে। এতন্নিবন্ধন বিশ্বে নিবাসকারী মনুষ্যগণের শান্তির চিন্তা করা অসমীচীন নহে। একজন মনুষ্যের কিভাবে শান্তি লাভ হইতে পারে, তাহার অভিজ্ঞান হইতে সমষ্টিগত মনুষ্যজাতির শান্তি কিভাবে হইতে পারে তাহা নির্ণীত হইতে পারিবে। শ্রীল গুরুদেব সনাতনধর্ম্মের আর্য্য ঋষিগণের এবং কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ও তাঁহার পার্ষদগণের উপদেশ বিশ্লেষণমুখে বিষয়টী বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া বলিতেন। সর্ব্বাগ্রে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা না হইলে জীবের প্রয়োজন বা স্বার্থ (স্ব+অর্থ), কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম কোনটাই সঠিকভাবে নির্ণীত হইতে পারে না। স্থূলদৃষ্টিতে দেহটাকেই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় আস্তিক,

নাস্তিক—কেহই বস্তুতঃ দেহটাকে ব্যক্তি বলিয়া মানে না। দেহের অভ্যন্তরে যতক্ষণ বোধসত্তা থাকে, ততক্ষণ তাহার ব্যক্তিত্ব। বোধসত্তারহিত মৃতদেহকে কেহই ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। পৃথিবীর কোনদেশেই মৃতদেহকে পোড়াইলে, কবর দিলে অথবা পশু পক্ষী দিয়া খাওয়াইলে রাজদণ্ড হয় না, বরং মৃতদেহের সৎকার সর্ব্বত্র সমর্থিত। যে চেতন সত্তার অস্তিত্বে ব্যক্তি ব্যক্তি এবং অনস্তিত্বে অব্যক্তি সেই চেতনসত্তাই ব্যক্তির প্রকৃত স্বরূপ। তাহাকে শাস্ত্রীয় পরিভাষায় 'আত্মা' বলা হয়। কেহ 'রুহ' বা 'Soul' বলিতে পারেন, ভাষা লইয়া ঝগড়া নাই। সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বিগণ সকলেই গীতাকে মানেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র গীতা সমাদৃত। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥'

—গীতা ২।২০

'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥'

—গীতা ২।২৩-২৪

উপরিউক্ত শ্লোকত্রয়ে জীবাত্মাকে সনাতন ও নিত্য বলা হইয়াছে, দেহের নাশেতে আত্মার নাশ হয় না। অনেকেই গীতাপাঠ এবং গীতার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাও জ্ঞাপন করেন, কিন্তু গীতার শিক্ষানুসারে কতজন বিশ্বাস করিয়া চলেন তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। গীতাতে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে আরও প্রমাণ আছে। জীবের স্বরূপকে কৃষ্ণের পরাপ্রকৃতির অংশ বলা হইয়াছে। জীব কৃষ্ণের অংশ নহে, কৃষ্ণের প্রকৃতির অংশ। যথা—

'ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥'

—গীতা ৭।৪-৫

'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥'

—গীতা ১৫।৭

শাস্ত্র মানিতে হইলে পুরাপুরি মানিতে হইবে। নিজের ইচ্ছামত কোনটি মানিলাম, কোনটি মানিলাম না, ইহাকে শাস্ত্র মানা বলে না। গীতার উপরিউক্ত শ্লোকত্রয়ের তাৎপর্য্য—জীবের স্থূল সূক্ষ্মদেহদ্বয় ভগবানের অপরা-প্রকৃতিজাত এবং জীবের স্বরূপ 'আত্মা' পরা-প্রকৃতিজাত। পুনঃ বলা হইয়াছে জীব কৃষ্ণের অংশ। উভয়ের সঙ্গতির তাৎপর্য্য এই জীব ভগবানের অংশ নহেন, ভগবানের প্রকৃতির অংশ। ভগবানের অংশকে ভগবান বলা হয়। কিন্তু ভগবানের শক্ত্যংশ জীব ভগবানের, ভগবান্ হইতে, ভগবানেতে, ভগবানের দ্বারা, ভগবানের জন্য, কিন্তু ভগবান্ নহে। ভগবান্ নিত্য, ভগবানের শক্ত্যংশ জীবও নিত্য। শক্তি শক্তিমানের পরিচর্য্যা করে, এইজন্য জীব শক্ত্যংশ হওয়ায় ভগবানের নিত্য পরিচর্য্যাকারী দাস অথবা দাসানুদাস। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা ২২শ পরিচ্ছেদে ৮ হইতে ১৩ পয়ার পর্য্যন্ত এবং মধ্যলীলা বিংশ পরিচ্ছেদে ১০৮, ১০৯ পয়ারদ্বয়ে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, মুণ্ডক উপনিষদ ও নারদপঞ্চরাত্রে এই বিষয়ে প্রমাণ আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমস্ত উপদেশ শাস্ত্রের দ্বারা সমর্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের স্বরূপকে কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

জীবের দুঃখের ও অশান্তির কারণ কৃষ্ণবিস্মৃতি। জগতের তথাকথিত মনীষিগণ জীবের দুঃখের কারণ বহুবিধ বলিয়া থাকেন—অর্থনৈতিক সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, গৃহ সমস্যা, শিক্ষা সমস্যা, বেকার সমস্যা, চিকিৎসা সমস্যা প্রভৃতি। সমস্যাসমূহের সমাধানের উপরেই জীবের শান্তি ও সুখলাভ নির্ভর করে এইরূপ তাঁহারা বলেন। কিন্তু সমস্যাসমূহের মূল কারণ কি তাহা তাঁহারা চিন্তা করেন না।

জাগতিক সমস্যা সমাধানের দ্বারা প্রকৃত শান্তিলাভ হয় না। পুরী মঠের সংকীর্ত্তন-ভবন উদ্ঘাটন-

কালে ওড়িষ্যার গভর্ণর শ্রীবিশ্বম্ভর নাথ পাণ্ডে তাঁহার অভিভাষণে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা, বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বিশ্বম্ভর পাণ্ডে মহোদয় বিশ্বপর্য্যটনে সুইডেনের রাজধানী স্টকহলমে গিয়াছিলেন। সেখানকার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি শুনিলেন প্রতিটী ব্যক্তি যত পরিমাণ অর্থ উপার্জ্জন করেন ও খরচা করেন (per capita income and expenditure-এ) পৃথিবীর মধ্যে ষ্টকহলমের স্থান শীর্ষে। স্থূলতঃ ষ্টকহলমে কোনও প্রকার সমস্যাই নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ষ্টকহলমের অধিবাসিগণ বলেন তাঁহারাই নাকি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী, তাঁহাদের দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিবাহ বিচ্ছেদ ও আত্মহত্যার সংখ্যা। স্থূলভাবে সমস্ত সমস্যার সমাধানের দ্বারা বিশ্বশান্তি সমস্যার সমাধান হইবে না, তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ষ্টকহলম। ভারতীয় ঋষিগণের, বিশেষভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদেশ এতৎসম্পর্কে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

জীবের স্বরূপভ্রম থাকাকাল পর্য্যন্ত জীবের প্রকৃত প্রয়োজন কি নির্দ্ধারিত হইতে না পারায় শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি বৃদ্ধি হয়। জীব স্বরূপতঃ আত্মা। আত্মার পক্ষে অনাত্মবস্তু প্রয়োজন নহে। অনাত্মবস্তুতে অভিনিবেশের দ্বারা জীবের অভাবই বৃদ্ধি হয়। যতদিন শরীর থাকে, ততদিন শরীরের প্রয়োজনের প্রতিও ধ্যান দিতে হয়, কিন্তু উহা একমাত্র প্রয়োজন নহে। আত্মার স্বার্থের অনুকূলে শরীর ধারণ, তাহার প্রতিকূলে নহে। শ্রীল গুরুদেব বলিতেন—'To make the best of a bad bargain.' পূর্ণবস্তু প্রাপ্তি ব্যতীত কাহারও যথার্থ স্থায়ী শান্তি লাভ সম্ভব নহে। পূর্ণবস্তু ভগবানই জীবের প্রয়োজন। জীবের অভিনিবেশ ভগবানের দিকে প্রবর্ত্তিত হইলে জগতের অশান্তির দাবানল মুহূর্ত্তকাল মধ্যে দূরীভূত হইবে। পূর্ণ হইতে পূর্ণ বাদ দিলে পূর্ণই অবশেষ থাকে। অনন্তজীব পূর্ণকে পাইলে পূর্ণই থাকিয়া যায়। এইজন্য সেক্ষেত্রে অস্তিমান ও নাস্তিমান ব্যক্তির (haves and have-nots) এর মধ্যে ঝগড়া হইবে না। স্বার্থের কেন্দ্র এক হওয়ায় সংঘর্ষের সম্ভাবনাও থাকে না। স্বার্থের কেন্দ্র বহু হইলে সংঘর্ষ হইবেই। স্বরূপবিস্মৃতিবশতঃ জগতের নাশবান্ বস্তুই একমাত্র প্রয়োজন এইরূপ বোধ হইতেই অস্তিমান্ ও নাস্তিমান্ ব্যক্তির মধ্যে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগে ভগবৎস্মৃতি লাভের সহজ ও সুগম পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন। শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনরূপ পতাকার নীচে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেই একত্রিত হইতে পারেন। সাধুসঙ্গে নিরপরাধে হরিকীর্ত্তনের দ্বারা হরিভক্তি লাভ হইলে শ্রীহরির শক্ত্যংশ কোন জীবকে হিংসা করিবার প্রবৃত্তি আসিবে না। ভগবান্ প্রিয় হইলে ভগবানের শক্ত্যংশ জীবও প্রিয় হইবে। অহিংসা অপেক্ষাও ভগবৎপ্রেমানুশীলনের মহিমা অধিক। অহিংসা শব্দে হিংসা হইতে নিবৃত্ত হওয়া। ভগবৎপ্রেমানুশীলনে জীবকে ভালবাসার প্রবৃত্তি থাকায় উহা অহিংসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জীবের প্রতি সম্বন্ধ দর্শনে প্রীতি হয়, নতুবা হয় না। এইজন্য সিদ্ধান্তিত হয় বিশ্বশান্তির উপায় ভগবৎপ্রেম।"

উপ-মুখ্যমন্ত্রী **শ্রীহেমনন্দ বিশোয়াল** তাঁহার অভিভাষণে বলেন—'আজকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমি কি বলিতে পারি। আপনারা পূর্ব্বে সবই মঠের আচার্য্যের এবং স্বামীজীর নিকট শ্রবণ করিয়াছেন। আমরা সকলেই ভগবান্ হইতে আসিয়াছি। বহু লোক বলেন, তাঁহারা ভগবানকে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু আমি মনে করি সকলেই ভগবানকে বিশ্বাস করেন। জগতে সাক্ষাৎভাবে অনেক কিছু আমরা দেখি না, কিন্তু কার্য্যের দ্বারা তাহার অস্তিত্ব অনুভব করি। যেমন দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ইলেক্ট্রিক পাওয়ারকে আমরা দেখি না, কিন্তু যখন কারেণ্ট লাগে তখন তাহার অস্তিত্ব অনুভব করি। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানকে বিশ্বাস করিলে আমরা তাঁহার কৃপার দ্বারা সমৃদ্ধ হইব। আগামীকল্য শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা। তদুপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে, এমনকি বিদেশ হইতেও বিভিন্ন জাতির মানুষ এখানে সমবেত হইয়াছেন। এই স্থান সকল ধর্ম্মের ব্যক্তিগণের মিলনস্থলী। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন, বিদ্যাপতি, বিশ্বাবসু ও তাঁহার কন্যা ললিতার ভক্তিপ্রভাবে শ্রীজগন্নাথদেবের আবির্ভাব। বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানুষের মধ্যে হিংসাপ্রবণতা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে। বিশ্বশান্তির জন্য অনেকে

অনেক কথা বলিলেও আণবিক অস্ত্রাদির প্রসারতা এইরূপভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে যে, যে কোন সময় বিশ্ব ধ্বংস হইতে পারে। যতদিন অস্ত্রের প্রতিযোগিতা থাকিবে, ততদিন পৃথিবীতে শান্তি আসিবে না। পৃথিবীর যেরূপ পরিস্থিতি তাহাতে কেবল ভগবানই আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন।'

ভক্তগণ ত্রিদণ্ডী যতিগণের অনুগমনে প্রত্যহ প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় সংকীর্ত্তনসহযোগে ২৯ আষাঢ়, ১৪ জুলাই রবিবার শ্রীনরেন্দ্রসরোবর (চন্দনপুকুর), আঠারনালায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ মন্দির ; ১৫ জুলাই সোমবার শ্রীজগন্নাথমন্দির পরিক্রমান্তে শ্বেত-গঙ্গা, গঙ্গামাতা মঠ (শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের স্থান), শ্রীরাধাকান্ত মঠ (গম্ভীরা) এবং নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলী সিদ্ধবকুল এবং ১৬ জুলাই গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন তিথিতে শ্রীরায় রামানন্দের স্থান শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠ দর্শনান্তে গুণ্ডিচামন্দিরে পেঁ ৗছিয়া শ্রীমন্দির পরিক্রমা ও মন্দির-মার্জ্জনসেবা, শ্রীনৃসিংহমন্দির, শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর ও শ্রীনীল-কণ্ঠেশ্বর মহাদেব দর্শন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ আঠারনালায় পাদপীঠ মন্দিরের পূজা ও আরতি এবং প্রত্যেক স্থানের মহিমা এবং গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন তিথিতে চৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করিয়া গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন-রহস্য বাংলা ও হিন্দী ভাষায় বুঝাইয়া দেন। আঠারনালায় ভক্তগণ সকলেই মহাপ্রভুর পাদপদ্মে যথারীতি অঞ্জলি প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব অসুস্থ হইয়া পড়ায় এইবার নগরসংকীর্ত্তনে যোগদান এবং দর্শনীয় স্থান-সমূহ দর্শন করিতে পারেন নাই। বিশেষ সভায় চেয়ারের ব্যবস্থা থাকায় শ্রীল আচার্য্যদেব সভায় সমাসীন হইয়া ভাষণ প্রদান এবং রথযাত্রার দিন কিছু সময় ভক্তগণের সহিত কীর্ত্তনও করিয়াছেন।

(১) পুরীর পাণ্ডা শ্রীগোপীনাথ খুঁটিয়া (মহা-প্রসাদের দ্বারা) কৃপা করিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তমধামে উৎসবকালে যাঁহারা ভক্ত-গণের সেবা বিধান করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ—

(২) শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস (শ্রীবিমলেন্দু পরুয়া), কলিকাতা

তিনি দুইদিন—গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন তিথিতে রাত্রিতে শ্রীজগন্নাথদেবের বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা এবং শ্রীরথযাত্রার দিন মধ্যাহ্নে।

(৩) শ্রীমতী মীরা রায়, গৌহাটী (আসাম)

তিনিও দুইদিন—গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন তিথিতে মধ্যাহ্নে এবং ২০ জুলাই শ্রীজগন্নাথদেবের মহা-প্রসাদের দ্বারা।

(৪) জম্মুর শ্রীমদনমোহন মিশ্র

(৫) ১৩ জুলাই মধ্যাহ্নে হায়দরাবাদের (অন্ধ্র-প্রদেশের) ভক্তগণ

(৬) ১৯ জুলাই মধ্যাহ্নে ভাটিণ্ডা ও শিমলার ভক্তগণ

(৭) ব্রহ্মপুর (ওড়িষ্যার) শ্রীসদানন্দ সাহু

(৮) বারিপদার শ্রীপ্রহলাদ মোদীর স্ত্রী শ্রীমতী বাসন্তী মোদী

(৯) শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ দাসাধিকারী ও দেরাদুনের মঠাশ্রিত ভক্তগণ

(১০) ভাটিণ্ডার শ্রীপার্থসারথি দাসাধিকারী (শ্রী-ওমপ্রকাশ লুম্বা)

(১১) শ্রীধনঞ্জয় দাসাধিকারী ও চণ্ডীগড়ের ভক্তবৃন্দ

(১২) শ্রীব্রহ্মানন্দচারী (হায়দরাবাদ)

(১৩) শ্রীমতী অহল্যা দাসী (বৃন্দাবন)

প্রতি বৎসরের ন্যায় শ্রীবনোয়ারীলাল সিংহানিয়া মহোদয় রথযাত্রার দিন সর্ব্বসাধারণকে খিচুড়ী প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করেন।

ধর্ম্মসম্মেলনের ব্যবস্থার জন্য বিশেষভাবে যত্ন ও পরিশ্রম করেন শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী ও শ্রীললিত-মাধব দাসাধিকারী।

মঠরক্ষক শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদীশ দাস (শ্রীজয়দেব প্রভু), শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্য-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযশোদাজীবন দাস বনচারী, পূজারী শ্রীমুকুন্দবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীদয়ালদাস বন-চারী, শ্রীরাধানাথ বনচারী, শ্রীযশোদানন্দন দাস, শ্রীসৎপ্রসঙ্গানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ব্রহ্মচারী, শ্রীললিতমাধব দাসাধিকারী (শ্রীলোকনাথ নায়ক), শ্রীমোহিনীমোহন দাসাধিকারী (মণীন্দ্রবাবু), শ্রী-করুণাকর (হায়দরাবাদ), শ্রীরামচন্দ্র কাশী, শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র, শ্রীশুভেন্দু দাস ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের

অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অন্যান্য শাখা হইতে আসিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅজিতগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দন দাস (শ্রীযোগেশ), শ্রীসুভাষ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিভুচৈতন্য দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসনন্দন দাস, শ্রীমধুমঙ্গল দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিদাস, শ্রীশুকদেব দাস, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুত দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সেবকবৃন্দ।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য মঠ হইতে যাঁহারা আসিয়াছেন ও যাঁহারা সেবায় সহায়তা করিয়াছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রপন্ন কেশব মহারাজ (হাওড়া), শ্রীমুকুন্দমুরারি দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমাধব দাস ও শ্রীশুকদেব দাস ব্রহ্মচারী (উদালা), শ্রীবৃন্দাবন দাস ও শ্রীজনার্দ্দন দাস ব্রহ্মচারী (কেঞ্জেকুড়া, বাঁকুড়া), শ্রীননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগুরুচরণ দাস ও শ্রীসাক্ষিগোপাল দাস (বৃন্দাবন)।

এইবার শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেবের অহৈতুকী কৃপার নিদর্শনস্বরূপ রথযাত্রার দিন শ্রীসুভদ্রাদেবী মঠের ঠিক সম্মুখে আসিয়া আর যান নাই এবং কিছু অগ্রে শ্রীবলদেব প্রভু এবং কিছু পশ্চাতে শ্রীজগন্নাথদেব পরদিন পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা পর্য্যন্ত অবস্থান করায় ভক্তগণ সকলে পরিতৃপ্তির সহিত দর্শন ও দৃষ্টিভোগ প্রদান করিয়াছেন। মঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী শ্রীদামোদর পণ্ডা মহোদয় শ্রীমঠের আচার্য্যদেবের সহিত সাক্ষাতের জন্য রথযাত্রার পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে মঠে আসিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবকে লইয়া সুভদ্রার রথ ও শ্রীজগন্নাথদেবের রথের সম্মুখে আসেন। শ্রীল আচার্য্যদেব কৃতকৃতার্থ হইয়া প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ প্রদীপের দ্বারা শ্রীজগন্নাথদেবের আরতির পরেই রথ চলা আরম্ভ হয়। তাহা দেখিয়া উপস্থিত সকলেই জয়ধ্বনি করেন।
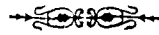
ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ

শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে—শ্রীপুরুষোত্তমধামে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শেষলীলাস্থানে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী এবং বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাব-পীঠে বড়দাণ্ডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাভিষিক্ত শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবৈকনিষ্ঠ গৌহাটী মঠের মঠরক্ষক শ্রীগোবিন্দসুন্দর দাস ব্রহ্মচারী জীবনের অবশিষ্টকাল একান্তভাবে মুকুন্দসেবায় আত্মনিয়োগের জন্য বিগত ২ শ্রাবণ (১৪০৩), ১৮ জুলাই (১৯৯৬) বৃহস্পতিবার প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকট সতীর্থ ত্রিদণ্ডিযতিগণ-সমক্ষে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-বেষ গ্রহণ করতঃ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন যাচক মহারাজ নামে খ্যাত হইয়াছেন।

"চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গ বিচারে বৈষ্ণবচিহ্নধারণের অন্তর্গত তুর্য্যাশ্রমোচিত বেষ। যাঁহারা এই তুর্য্যাশ্রমোচিত বেষ ধারণ করেন, তাঁহাদেরই মুকুন্দসেবায় সংসার হইতে উদ্ধার হয়। পরাত্মনিষ্ঠগণ ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর বেষ ধারণ করিয়া থাকেন।"—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর।

আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথমন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উপলক্ষে বার্ষিক-উৎসব ও ধর্ম্মসম্মেলন

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থিত মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ (রেজিষ্টার্ড) প্রতিষ্ঠানের ও ভারতব্যাপী শাখামঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে, প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজের কৃপানির্দ্দেশে ও শুভ উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের পরিচালক-সমিতির পক্ষে সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ এবং মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজের পরিচালনায় ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলাস্থিত শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথমন্দিরে—গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন, শ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা এবং তদুপলক্ষে দিবস-চতুষ্টয়ব্যাপী বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন বিপুল উৎসাহে মহাসমারোহে বিগত ৩১ আষাঢ়, ১৬ জুলাই মঙ্গলবার হইতে ৯ শ্রাবণ, ২৫ জুলাই বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিটী অনুষ্ঠানে ভক্তগণের বিপুল সমাবেশ হইয়াছিল।

১ শ্রাবণ, ১৭ জুলাই বুধবার অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীবলদেব, সুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথজিউ শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীজগন্নাথমন্দির হইতে ভক্তগণের সেবা গ্রহণ করতঃ নবরূপে প্রকাশিত রমণীয় রথে সমাসীন হইলে বিশাল সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ লক্ষ্মীনারায়ণ-বাড়ী রোড, গণরাজ চৌমুহনী, মোটর ষ্ট্যাণ্ড, কামান-চৌমুহনী, সূর্য্য-চৌমুহনী, পোষ্টাফিস-চৌমুহনী, প্যারাডাইস্-চৌমুহনী, হাসপাতাল-চৌমুহনী, আর-এম্-এস্-চৌমুহনী, বিদুরকর্ত্তা-চৌমুহনী ও রবীন্দ্র-ভবন-চৌমুহনী পথে ভ্রমণ করতঃ ভক্তগণ কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আবহাওয়া অনুকূল থাকায় মঠের প্রচার-প্রসরতায় যোগদানকারী ভক্তগণের সংখ্যা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এইবার সর্ব্বাধিক হয়। কেহ কেহ বলেন প্রায় একলক্ষ নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। রাজ্যসরকারের পক্ষ হইতে রথযাত্রার পুরোভাগে ইংলিশ ব্যাণ্ডপার্টি এবং ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্য বহু পুলিশ নিয়োজিত হয়।

শ্রীরথযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ ধর্ম্মসম্মেলনে এবং পুনর্যাত্রায় যোগদানের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব চারি মূর্ত্তি ত্রিদণ্ডী যতি ও ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে পুরুষোত্তমধাম হইতে ২০ জুলাই কলিকাতায় পৌঁছিয়া পরদিবস ২১ জুলাই বিমানযোগে পূর্ব্বাহ্নে আগরতলা বিমান-বন্দরে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় শতাধিক ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্য ও সংকীর্ত্তন-সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। অগ্রে সংকীর্ত্তন-সহ রিজার্ভবাস এবং তৎপশ্চাতে কএকটী মোটরযানে শ্রীল আচার্য্যদেব ও সাধুগণ বিমানবন্দর হইতে শ্রীজগন্নাথমন্দিরে শুভপদার্পণ করিলে পুনঃ ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্পূজিত হন।

শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী (শ্রীঅমরেন্দ্র)। আগরতলা মঠের প্রচার-প্রসারতা ও ক্রমোন্নতির কথা শুনিয়া সুদূর পাঞ্জাব হইতে ভাটিণ্ডা-নিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-বিষয়ে পারঙ্গত শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী ভক্তিপ্রাণ (শ্রীরাজকুমার গর্গ) সস্ত্রীক এবং শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে নিউদিল্লীর অন্যতম প্রধান সেবক মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীস্বরূপ দামোদর দাসাধিকারী (শ্রীসতীশ আগরওয়াল) স্ত্রী ও কন্যাসহ আগরতলা মঠ দেখিতে ও উৎসবে যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহারা আগরতলা মঠের পবিত্র পরিবেশ, মন্দিরের সেবা-সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য, সেবকগণের সেবা-প্রচেষ্টা দর্শন করিয়া বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব পুরী হইতে অসুস্থ শরীর লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কলিকাতার ভক্তগণের নিষেধ সত্ত্বেও আগরতলা মঠ হইতে পুনঃ পুনঃ ফোন্ আসায় কিছু অসুস্থ শরীর লইয়াই আগরতলায় যাওয়া স্থির করেন। আগরতলার ডাক্তার দাশগুপ্তের এবং শ্রীশ্যামসুন্দর দাসাধিকারী (শ্রীশৈলেন সাহা) এবং অন্যান্য সেবকগণের সুচিকিৎসা ও সেবা-প্রযত্নে তিনি সুস্থ হন। ডাক্তার উষা গাঙ্গুলীও স্নেহপরবশ

হইয়া প্রায় প্রত্যহ আসিয়া দেখিতেন ও ব্যবস্থা প্রদান করিতেন।

মঠের বিশেষ ধর্ম্মসভায় এবং পরে সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব যোগদান করেন, শেষের দিকে প্রাতঃকালীন সভাতেও হরিকথা বলেন। শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রার দিন (২৫ জুলাই বৃহস্পতিবার) তিনি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে কীর্ত্তন প্রারম্ভ করেন এবং শোভাযাত্রার সহিত কিছু-দূর যান। পুনর্যাত্রার দিন পূর্ব্বে কিছু বর্ষা হওয়ায় রাস্তা শীতল থাকায় ভক্তগণের রথাকর্ষণে ও কীর্ত্তনে কোনও কষ্টানুভব হয় নাই। পুনর্যাত্রায় মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন শ্রীরাম ব্রহ্মচারী।

শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারীর সেবা-প্রচেষ্টায় রথ নবরূপে ও মনোজ্ঞরূপে প্রকাশিত হওয়ায় শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণ সুখী হন। মূল শ্রীজগন্নাথমন্দিরের সেবায় শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী এবং শ্রীগুণ্ডিচামন্দির সেবায় শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী নিয়োজিত ছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ ও শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী কলিকাতা মঠ হইতে রথযাত্রা উৎসবে যোগদানের জন্য রথযাত্রার পূর্ব্বেই আগরতলা মঠে পৌঁছিয়াছিলেন।

শ্রীরথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে ৫ শ্রাবণ, ২১ জুলাই রবিবার হইতে ৮ শ্রাবণ, ২৪ জুলাই বুধবার পর্য্যন্ত সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিরূপে বৃত হন যথাক্রমে ত্রিপুরা সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ সুমঙ্গল সেন, ত্রিপুরা লোকসেবা আয়োগের অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম-সচিব শ্রীঅগ্নিকুমার আচার্য্য, বিশিষ্ট ভাগবতকথক শ্রীশ্যামল আচার্য্য এবং ডাঃ এইচ্-এস্ রায় চৌধুরী। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ত্রিপুরা রাজ্যের খাদ্য ও জনসংভরণ মন্ত্রী ডঃ ব্রজগোপাল রায়, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাক্তন রাজস্ব-মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য এবং ত্রিপুরার মহামান্য রাজ্যপাল অধ্যাপক শ্রীসিদ্ধেশ্বর প্রসাদ। বিশেষ অতিথি হন দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ অধিবেশনে যথাক্রমে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সীতানাথ দে, বিশিষ্ট আইনজ্ঞ শ্রীকল্যাণ নারায়ণ ভট্টাচার্য্য ও ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীযমুনাধর পাণ্ডে। বক্তব্য-বিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল 'ভক্তি ও ভাগবতধর্ম্ম', 'হিংসোন্মত্ত জগতে শান্তি লাভের উপায়', 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও মঠমন্দিরের প্রয়োজনীয়তা', 'সর্ব্বোত্তম সাধ্য ও সাধন হরিনাম-সংকীর্ত্তন'। শ্রীমঠের আচার্য্য প্রত্যহ তাঁহার দীর্ঘ অভিভাষণে আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রচুর আলোকসম্পাত করেন। এতদ্ব্যতীত ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও গভর্ণিং বডির সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ। প্রত্যহ ধর্ম্মসভায় নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন।

চতুর্থ অধিবেশনে ত্রিপুরার **মহামান্য গভর্ণর তাঁহার অভিভাষণে বলেন**—"স্বামীজী মহারাজ তাঁহার ভাষণে তিনটী বিষয় বলিয়াছেন—অহিংসা, অনন্যতা ও হরিনাম-সংকীর্ত্তন। দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে স্বামীজী মহারাজ চিন্তিত। হরিনাম-সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে সমাজকে সংশোধন করা যায়। হরিনাম-সংকীর্ত্তনে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেরই অধিকার, সুতরাং উহা মানুষের মধ্যে বিভেদ দূর করিয়া ঐক্য আনিবে। রত্নাকর দস্যু ভগবানের নামে অনন্যতার দ্বারা বাল্মীকি মুনি হইয়াছেন। গান্ধীজী মৃত্যুর সময় রামনাম করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমোন্মত্ত হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র নাম-প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। প্রণব-ওঁকার হইতেই জগতের সৃষ্টি। আমাদের বিশ্বাস নাই, এজন্য আমরা অভিপ্রেত ফল লাভ করিতে পারি না। গীতাতে কৃষ্ণ বলিয়াছেন—'অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥' অজ্ঞ, অশ্রদ্ধালু ও সংশয়াত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এই মনুষ্য-লোকে বা পরলোকেও তাহার সুখ নাই। মনকে নির্ম্মল করাই সকল সাধনের উদ্দেশ্য। চিত্ত মলিন থাকিলে স্ব-পর কাহারই কল্যাণ সাধিত হয় না। 'যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ। তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥' যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্দ্ধর পার্থ সেইখানেই শ্রী-বিজয়-ন্যায় বর্ত্তমান।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd No WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani

35, Satish Mukherjee Road

Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

Pin

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ষট্ত্রিংশৎ বর্ষ—১০ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৪০৩

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

৩৬শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ ১৪০৩
৬ কেশব, ৫১০ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১ ডিসেম্বর ১৯৯৬ { ১০ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৬২ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীগোপীদাস্যপ্রাপ্তিই—শ্রীগৌরসুন্দরের দয়া

যদিও আমরা বর্ত্তমানে অনেকে একটা নৈতিক পরিণয়-গ্রন্থিতে বদ্ধ হ'য়ে র'য়েছি, তথাপি অপ্রাকৃত কামদেব আমাদিগকে উঠিয়ে নিয়ে তাঁ'র সেবায় সর্ব্বাঙ্গীণ অধিকার দিতে পারেন ; এমন কি, নারায়ণের লক্ষ্মীকে তিনি গোপীগণের দাসী ক'রে তাঁ'র সেবা দিতে পারেন, তিনি এত বড় দয়ালু ! মানবজাতি এই জাগতিক মনোময়ী চিন্তার স্রোতে আবদ্ধ থাকা-কাল পর্য্যন্ত ভগবানের দয়ার অবধি হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারেন না । তাঁ'রা মনে করেন, এ আবার কি দয়া ? দুই দিনের ইন্দ্রিয়ের নশ্বর সুখের জন্য বহির্জ্জগতের মুটেগিরি করা, ছাই পাঁশের বোঝা বহন করা, সভ্যতার নামে শঠতা বিস্তার করা, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম বা মোক্ষের স্বপ্ন দেখাই কি দয়ার উদাহরণ ? ইহা মানবজাতির, বিশেষতঃ গৌড়দেশবাসী ব'লে যাঁ'রা অভিমান করেন, তাঁ'দের পক্ষে মহাদুর্ভাগ্যের কথা ।

'অহং ব্রহ্মাস্মি, 'তত্ত্বমসি', 'প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' ও 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' শ্লোক-চতুষ্টয়ের গৌরপর ব্যাখ্যা

**** 'ভক্তি' শব্দ একমাত্র পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণেই প্রযোজ্য । শতকরা শত পরিমাণ সেবা শ্রীকৃষ্ণই আকর্ষণ ক'রে থাকেন । [এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা । অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ।।" শ্লোকটির প্রতিপদ কিরূপে শঙ্করাচার্য্যের কথিত চারিটি প্রাদেশিক মহাবাক্যকে ক্রোড়ীভূত করিয়া সর্ব্বদেশিক বেদের সকল বাক্যের তাৎপর্য্য প্রতিপাদন করেন, তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন ।] 'অহং ব্রহ্মাস্মি' শ্রুতি মন্ত্র, 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'অমানী' পদদ্বয়ে ক্রোড়ীভূত হ'য়েছে । 'গোপীভর্ত্তুঃ

পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ' অর্থাৎ ভূতশুদ্ধি বা বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' শ্রুতিমন্ত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য। 'তত্ত্বমসি' শ্রুতি 'তরোরপি সহিষ্ণু' ও 'মানদ' পদে ক্রোড়ীভূত হ'য়েছে। "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে' ইহাই 'তত্ত্বমসি' শ্রুতির তাৎপর্য্য। 'প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' 'কীর্ত্তনীয়ঃ' পদে ক্রোড়ীভূত হ'য়েছে। কীর্ত্তন-জন্য প্রেমাই ঐ শ্রুতির তাৎপর্য্য। 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' তৃণাদপি শ্লোকের 'হরিঃ' পদে ক্রোড়ীভূত হ'য়েছে। 'অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণ ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন' বাক্যই 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' এই শ্রুতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য।

শ্রীচৈতন্যের দান

"হেলোদ্ধুলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥

যে গৌরসুন্দরের প্রীতিসম্ভাষণ গৌড়দেশের অধিবাসিগণ সর্ব্বতোভাবে গৌরবান্বিত, যে শ্রীগৌরসুন্দরের মাধুর্য্যকথা আলোচনা ক'রে জগতের সকল লোক শান্তি লাভ করেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দর পরম দয়াময়। আমরা সকলেই দয়ার ভিক্ষুক। মানবজাতি—অভাব-ক্লিষ্ট; সেই অভাব যা'রা মোচন করেন, তাঁ'রা 'দাতা' ব'লে গৃহীত হন। জগতে যে-সকল দানের পরিচয় আছে, সেই সকল দান অল্পকালস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ। তা'রপর জগতের দাতৃগণের সমষ্টিও অতি অল্প। যদি দানপ্রার্থীর আশা ভরসা বেশী থাকে তা' হ'লে সেই সকল দাতা প্রার্থিগণের আশানুরূপ দান দিয়ে উঠ্‌তে পারেন না। পণ্ডিত মূর্খগণকে, ধনবান্ দরিদ্রগণকে, স্বাস্থ্যবান্ রোগিগণকে, বুদ্ধিমান্ নির্ব্বুদ্ধিগণকে তাঁ'দের আশানুরূপ দান দিতে পারেন না, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর মানবজাতিকে যে দান প্রদান ক'রেছেন মানবজাতি তত বড় দানের আশা প্রার্থনাও ক'রতে পারে নাই। এত বড় দান জগতে আস্‌তে পারে, জীবের ভাগ্যে বর্ষিত হ'তে পারে—একথা মানবজাতি পূর্ব্বে ভাব্‌তে ও আশা ক'রতে পারে নাই। **শ্রীগৌরসুন্দর যে অপূর্ব্ব দান মানবজাতিকে দিয়েছেন, তা' সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রেমা। জগতে প্রেমের বড়ই অভাব; সেই জন্যই হিংসা, বিদ্বেষ, কামনা, অন্যান্য কথা জীবকুলকে এত ক্লেশ প্রদান ক'রছে।** ভগবানের সেবা কর্‌বার জন্য যাঁরা অভিলাষবিশিষ্ট, তাঁ'দিকে বাধা দিবার জন্য এমন কি, দেবপ্রতিম ব্যক্তিগণ—সাক্ষাৎ দেবতাগণ পর্য্যন্ত প্রস্তুত।

আমরা প্রত্যেক মানুষ অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত—অত্যন্ত খর্ব্বদৃষ্টিসম্পন্ন। আমরা ত্রিগুণে তাড়িত হ'য়ে বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান ক'রতে পারি না। এজন্য অনেক অসত্য কথা প্রলোভনের টোপ নিয়ে উপস্থিত হয়। যদি তা'তে প্রলুব্ধ হ'য়ে পড়ি, তা'হলে মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা হয় না।

গৌরসুন্দরের দান কোন্ গোমুখীর মুখ দিয়ে বর্ষিত হ'য়েছিল? শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী সেই গৌরসুন্দরের দান—সেই প্রেমপ্রয়োজন-মহীরুহের মধ্য-মূল। যে প্রেম একমাত্র মৃগ্য—অবিকৃত আত্মার একমাত্র প্রয়োজন, সেই প্রেম যে-ভাবে পাওয়া যায়, শ্রীমাধবেন্দ্রপাদ তা'র একটী মূলমন্ত্র গান ক'রেছিলেন। সেই গান শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ শু'নেছিলেন, মহাপ্রভু আবার ঈশ্বরপুরীপাদের মুখে সেই গান শুন্‌বার লীলা দেখিয়েছিলেন। সেই গানটী এই—

'অয়ি দীন' এই বিপ্রলম্ভগীতিই প্রেমের মূলমন্ত্র

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥"

ভারতবর্ষে এই দান দিয়েছিলেন—মাধবেন্দ্র পুরীপাদ; ভারতের অতীত স্থানে দিয়েছিলেন কি না, আমরা তা' জানি না। কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান লীলার এই মূলমন্ত্রটী যে ভারতবাসীর কাণে পৌঁছেছে, তাঁ'রই সর্ব্বার্থসিদ্ধিলাভ হ'য়েছে, আর যা'দের কাণে পৌঁছে নাই, তা'রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে আবদ্ধ হ'য়ে র'য়েছে। এই মূলমন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা যিনি বুঝলেন না, তাঁর মানবজীবন-ধারণ বৃথা। এই বিপ্রলম্ভ-গীতি আমাদের অবিকৃত আত্মার ধর্ম্ম—আমাদের সহজ স্বভাব।

ঠাকুর বিল্বমঙ্গল এককালে কুবিষয়ে অভিনিবেশের অভিনয় প্রদর্শন ক'রেছিলেন। শিখিপিচ্ছমৌলির সেবায় নিরত হ'য়ে লীলাশুক তাঁ'র কর্ণামৃতের মধ্যেও

বিপ্রলম্ভভজনের কথা ন্যূনাধিক গান ক'রেছেন। গৌরসুন্দর মানবজাতিকে যে-কথা বলবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, সেই কথার আলোচনা হোক। 'গৌড়-দেশের অধিবাসী' অভিমান ক'রে আমরা এখনও বিষয়-কার্য্যে অভিনিবিষ্ট র'য়েছি! ইহা এতদূর দরিদ্রতা যে, মানবের ভাষা দ্বারা তা' ব্যক্ত হ'তে পারে না। এই দরিদ্রতা মোচনের জন্য মাধবেন্দ্রপাদ এই বিপ্রলম্ভগীতি গেয়েছিলেন—　　　　(ক্রমশঃ)

শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্

সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণম্—শক্তিপ্রকরণম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৬৪ পৃষ্ঠার পর]

ওঁ হরিঃ ॥ তদীক্ষণাচ্ছক্তিরেব ক্রিয়াবতী ॥
হরিঃ ওঁ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীআম্নায় সূত্রে সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণে
শক্তিপ্রকরণং সমাপ্তম্।

প্রশ্নোপনিষদি। স ঈক্ষাং চক্রে ॥ ঐতরেয়ে। স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি। স ইমান্ লোকান্ সৃজত ॥ বামন পুরাণে। তত্র তত্র স্থিতো বিষ্ণুস্তত্তচ্ছক্তীঃ প্রবোধয়ন্। একা এব মহাশক্তিঃ কুরুতে সর্ব্বমঞ্জসা ॥ শ্রীভগবদ্গীতায়াং। ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। শক্তি প্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা, জড়রূপা প্রকৃতি নহি ব্রহ্মাণ্ড-কারণ। মায়া দ্বারে সৃজে তেঁহ ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥১২॥

ইতি শ্রীআম্নায় সূত্র ভাষ্যে শক্তিপ্রকরণ
ভাষ্যং সমাপ্তম্।

সেই সবিশেষ তত্ত্বের ঈক্ষণ হইতে
শক্তি ক্রিয়াবতী হন ॥ ১২ ॥

প্রশ্নোপনিষদে যথা,—সেই ভগবান্ আলোচনা করিলেন বা ঈক্ষণ করিলেন। ঐতরেয় উপনিষদে, তাঁহার ইচ্ছা হইল—আমি সমস্ত লোক সৃষ্টি করিব। সেই পরমাত্মা এইসকল লোক সৃষ্টি করিলেন। বামনপুরাণে—সেই সেই স্থানে ভগবান্ বিষ্ণু অবস্থান করিয়া তাঁহার প্রত্যেক শক্তিকে চেতনীভূত করেন। ভগবানের এক পরা শক্তিই ভগবানের দ্বারা বিভিন্নরূপে প্রেরিত হইয়া তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্যসকল সহজে সম্পন্ন করেন। গীতায় ভগবানের উক্তি যথা,—আমার বিলাস সম্বন্ধিনী ইচ্ছা হইতে প্রকৃতিতে যে কটাক্ষ করি, সেই কটাক্ষ দ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতিই চরাচর জগৎ প্রসব করে ; এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়। [১২]

ইতি শক্তিতত্ত্বের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

স্বরূপ প্রকরণম্

ওঁ হরিঃ ॥ স্বরূপং ত্রিবিধম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১৩ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাহক্ষরঞ্চ। তত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ ॥ ভাগবতে। বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে।

স্বরূপ তিন প্রকার ॥ ১৩ ॥

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন,—এই প্রপঞ্চাতীত তত্ত্বই পরমব্রহ্ম বলিয়া বেদান্তে খ্যাত, সেই পরমব্রহ্মে জীব, শব্দাদি বিষয়রূপ প্রপঞ্চ ও প্রেরয়িতা নিয়ামক ঈশ্বর—এই তিনটিই সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ এই তিনেরই পরম আশ্রয় সেই পরমব্রহ্ম। তিনি প্রপঞ্চাদির আশ্রয় হইলেও তদ্ব্যতিরিক্ত অবিনাশী কূটস্থ। ব্রহ্মবিদ্গণ এই পরব্রহ্মকে প্রপঞ্চাতীত মানিয়া ব্রহ্ম-পরায়ণ হন এবং তাঁহার সেবাফলে গর্ভবাস, জন্ম, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু—এই পঞ্চবিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হন। শ্রীমদ্ভাগবতে,—অদ্বয় জ্ঞানকে

তত্ত্ববিৎ পুরুষগণ তত্ত্ব বলেন। চিন্মাত্র ব্রহ্মই সেই তত্ত্বের প্রথম প্রতীতি; চিদ্বিস্তারক পরমাত্মাই সেই তত্ত্বের দ্বিতীয় প্রতীতি; চিদ্বিলাসরূপ ভগবান্ সেই তত্ত্বের তৃতীয় বা পূর্ণ প্রতীতি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি অনুসারে জ্ঞানমার্গ দ্বারা ব্রহ্মরূপে, যোগমার্গ দ্বারা পরমাত্মারূপে এবং ভক্তিমার্গ দ্বারা ভগবদ্রূপে সেই পরতত্ত্ব প্রকাশ পায়। [১৩]

ওঁ হরিঃ ॥ জ্ঞানে চিন্মাত্রং ব্রহ্ম ॥ হরিঃ ওঁ ॥১৪॥

তলবকারে। যদ্বাচানভ্যুদিতং যন্মনসা ন মনুতে যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি তদেব ব্রহ্ম তং বিদ্ধি ॥ মাণ্ডুক্যে। সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ। গীতায়াং। ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। ব্রহ্ম অঙ্গ কান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ প্রকাশে। সূর্য্য যেন চর্ম্ম চক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে ॥ ১৪ ॥

জ্ঞান-মার্গে সেই স্বরূপ চিন্মাত্র ব্রহ্মরূপে প্রকাশ ॥১৪॥

কেনোপনিষদে,—যে তত্ত্ব প্রাকৃত বাক্‌শক্তি দ্বারা অনুচ্চারিত, যাঁহাকে বুদ্ধি ও মন দ্বারা কেহ নিশ্চয় করিতে পারে না, যাঁহাকে প্রাকৃত চক্ষু দ্বারা লোক দেখে না, জড় শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যাঁহাকে লোকে শুনে না, লোকে যাঁহাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধরূপে গ্রহণ করিতে পারে না, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া তুমি জানিবে। মাণ্ডুক্যোপনিষদে,—শব্দব্রহ্মরূপ প্রণবদ্বারা বাচ্য এই যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, ইহারা সকলেই পরাপর ব্রহ্ম-স্বরূপ। এই যে জীব-শরীর মধ্যে প্রত্যগাত্মা আছেন, তিনিই সেই ব্রহ্ম। চারিটি মাত্রা লইয়া যে চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম প্রণব বাচ্য, তন্মধ্যে বৈশ্বানর প্রভৃতি তিন পাদের পরে যিনি তুরীয় বা চতুর্থ পাদরূপে প্রতিপন্ন হন, তিনিই সেই আত্মা ওঙ্কার বাচ্য। গীতায় শ্রীভগবান্ বলেন,—বস্তুতঃ নির্গুণ সবিশেষ তত্ত্বস্বরূপ আমিই জ্ঞানিদিগের চরম-গতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেম এবং ঐকান্তিক সুখস্বরূপ ব্রজরস,—এই সমুদায়ই নির্গুণ সবিশেষ তত্ত্বরূপ কৃষ্ণস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে। জ্ঞান চক্ষুদ্বারা সেই পরতত্ত্বকে কেবল নির্ব্বিশেষরূপে অনুভূত হয়, কিন্তু ভক্তিনেত্র দ্বারাই তাঁহার চিন্ময় সবিশেষ রূপ দৃষ্ট হয়। [১৪]

ওঁ হরিঃ ॥ যোগে বিশ্বময় পরাত্মা ॥ হরিঃ ওঁ ॥১৫॥

ঐতরেয়ে। আত্মা বা ইদমেক অবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ ॥ শ্বেতাশ্বতরে। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। হৃদা মন্বীশো মনসাঽভিক্লিপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ নারদীয় তন্ত্রে। বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপানি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতং। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। পরমাত্মা যেঁহো তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ। আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস ॥ ১৫ ॥

অষ্টাঙ্গাদি যোগ মার্গে বিশ্বগত পরমাত্মারূপে সেই তত্ত্ব প্রকাশ পান ॥ ১৫ ॥

ঐতরেয়োপনিষদে,—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র পরমেশ্বর ব্যতীত আর কিছুই পৃথগ্‌ভাবে ছিল না, একমাত্র তিনিই ছিলেন, জগৎপ্রসবিনী বহিরঙ্গা শক্তি ও জীবশক্তি অভিন্নরূপে তাঁহাতে অবস্থিত ছিলেন। ভগবান্ স্বাধীন সঙ্কল্প ও স্বাধীন শক্তিবিশিষ্ট। তাঁহার ইচ্ছা হইল,—আমি সমস্ত লোক সৃষ্টি করিব। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে,—পরমপুরুষের অভিব্যক্তি স্থান হৃদয় প্রদেশ, তাহার পরিমাণ প্রত্যেক জীবের অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণানুসারে, এজন্য তিনি তথায় অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হইল। তিনি পরিপূর্ণস্বরূপ এজন্য এবং দেহরূপ পুরে শয়নকারী অথবা সর্ব্বকামনার পূরক কিংবা সর্ব্বপালক অতএব তিনি অন্তরাত্মা অর্থাৎ জীবের অন্তরে পরমাত্মারূপে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মন যেমন জাগ্রদাদি বিভিন্নাবস্থায় বিভিন্ন, দেহস্থ পরমাত্মা তাদৃশ নহেন, তিনি সর্ব্বকালেই সর্ব্বাবস্থাতেই প্রাণীদের হৃৎপুণ্ডরীকে সম্যক্ প্রকারে অবস্থিত। নির্ম্মল হৃদয় এবং বিশুদ্ধ মন দ্বারা তিনি ধ্যানে প্রকাশিত হন। তিনি জ্ঞানের প্রভু। যাঁহারা এই পরমাত্মস্বরূপ অবগত হন, তাঁহারা মুক্তিভাজন হইয়া থাকেন। নারদ পঞ্চরাত্র বলেন,—ভগবান্ বিষ্ণুর তিন প্রকারের বক্ষ্যমাণ অবতারকে ত্রিবিধ পুরুষাবতার বলিয়া জানিবে। মহত্তত্ত্ব স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী প্রথম

পুরুষাবতার, ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার এবং সর্ব্বজীবান্তর্য্যামী ক্ষীরাব্ধিশায়ী তৃতীয় পুরুষাবতার, যাঁহাকে জানিলে জীব মায়া-মুক্ত হয়। এই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এক অংশস্বরূপ, এজন্য গীতায় বলিয়াছেন—'একাংশেন স্থিতো জগৎ'। [১৫]

ওঁ হরিঃ ॥ তদবতারাহ্যসংখ্যা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১৬ ॥

চতুর্ব্বেদশিখায়াং। বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহং মৎস্যঃ কূর্ম্মঃ বরাহো নৃসিংহো বামনো রামঃ রামো বুদ্ধ কল্কিরহমিতি ॥ ভাগবতে। অবতারাহ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ। যথা বিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর গুণাবতার আর মন্বন্তরাবতার। যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশাবতার ॥ ১৬ ॥

সেই পরমাত্মার অসংখ্য অবতার ॥ ১৬ ॥

চতুর্ব্বেদশিখায় দৃষ্ট হয়,—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধরূপ চতুর্ব্যূহই আমি, আমিই মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, ভার্গব, রাম, বুদ্ধ, কল্কি ইত্যাদি অবতার-সমূহের মূল পুরুষ। শ্রীমদ্ভাগবতে,—হে শৌনকাদি দ্বিজগণ! যেরূপ বৃহৎ জলাশয় হইতে সহস্র সহস্র জলপ্রবাহ বহির্গত হয়, সেইরূপ সত্ত্বনিধি ভগবান্ শ্রীহরির অসংখ্য অবতার হইয়া থাকে। ভগবানের ছয় প্রকার অবতারের কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু উল্লেখ করিয়াছেন। [১৬]

(ক্রমশঃ)
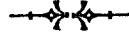
বৈকুণ্ঠে যাইবার রাস্তা

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

পথ না থাকিলে কোন স্থানেই যাওয়া যায় না। সুতরাং এ জগৎ হইতে পরজগতে যাইবার যে একটা রাস্তা আছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? কিন্তু বৈকুণ্ঠ এ জগতের ন্যায় কোন প্রাকৃত বস্তু না হওয়ায় তথায় গমনের রাস্তারও বৈশিষ্ট্য, অধোক্ষজত্ব বা অভিনবত্ব আছে। এই বৈকুণ্ঠপথ অধোক্ষজ বস্তু হওয়ায় তাহা জড়চক্ষু বা বিদ্যা, বুদ্ধি অথবা গবেষণার দ্বারা জানা যায় না। সুতরাং বৈকুণ্ঠে যাইবার রাস্তা এই কথাটা বলিতে বা শুনিতে যত সহজ ও লোভোৎপাদক, ইহার অনুসন্ধান করা কিন্তু তত কঠিন ও পূর্ব্বজন্মার্জিত সুকৃতিসাপেক্ষ। মহাভাগ্যবান্ না হইলে এই নিত্য-পথের সন্ধান মিলে না এবং মিলিলেও এই পথের পথিক হইবার সৌভাগ্য সকলের হয় না।

এ জগতের প্রায় সকলেই ভোগ অথবা ত্যাগে প্রমত্ত, জাগতিক উন্নতিলাভ করিবার জন্যই সকলে ব্যস্ত। পরলোকে যাইবার কথায় ব্যস্ত খুব কম লোকেই আছেন। এ জগতে যে সব রাস্তা আছে, সে সমস্তই এই পৃথিবীতে বা চতুর্দ্দশভুবনে বিচরণের রাস্তা। এ-সব রাস্তা দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে অর্থাৎ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, অন্যাভিলাষ প্রভৃতি পথে গমনোদ্যত হইলে ভগবানের নিকট যাওয়া যাইবে না—পরম করুণাময় পরমবন্ধু কৃষ্ণের শ্রীচন্দ্রবদন-দর্শনের সৌভাগ্য আমাদের হইবে না, মায়ার মুচকি হাসি বা নয়নভঙ্গীই আমাদিগকে তাহার নফর করিয়া ত্রিতাপ ভোগ করাইবে—নামে মাত্র প্রভু সাজাইয়া আমাদের দ্বারা ভৃত্যের কার্য্য করাইয়া লইবে, মায়ার বিভিন্ন মূর্ত্তি আমাদিগকে জন্মজন্মান্তরে মমতা-পাশে বন্ধন করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। তাই আজ দুঃখিতান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাগমনের—বৈকুণ্ঠে ফিরিয়া যাইবার রাস্তার অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়াছি। যে পথের পথিক হইতে পারিলে আমরা নিশ্চিন্তে সেই পথের পথিকগণের সহিত আমাদের একমাত্র আত্মীয় সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া যাইতে পারিব—নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সতত সেব্যের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া নিত্য নবনবায়মান সেবানন্দে আত্মহারা হইতে পারিব, সেই পথের বাস্তব সন্ধান—যাহা শ্রীচৈতন্যমঠবাসী আমরা সৌভাগ্যক্রমে পাইয়াছি, তাহার দিগ্‌দর্শন সুষ্ঠুভাবে করিতে পারিয়া

যেন সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের কিছু সাহায্য করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাভাজন হইতে পারি, নিজেকে তাঁহাদের তাঁবেদার বলিয়া জানিতে পারি, তজ্জন্যই আজ শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে আমাদের সকাতর নিবেদন।

এ জগতে যে সব রাস্তা আছে, তন্মধ্যে বৈকুণ্ঠে যাইবার রাস্তা একটী বই দুইটী নাই। ভগবান্ একজন, ভগবানের নিকটে যাইবার বা তাঁহাকে পাইবার রাস্তাও একটী এবং এই রাস্তার সন্ধানদাতাও একজন। এই পথের নাম—শ্রৌতপথ অবতরণপথ, আম্নায়পথ, শ্রেয়ঃপথ বা ভক্তিপথ। এই সেবাপথ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর, চেতন, নিত্য, অবিনশ্বর ও কৃষ্ণোন্মুখী। এই সেবাপথে চলিবার সময় নানা বাধাবিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। সমগ্র জগৎ, এমন কি কৃষ্ণভক্ত দেবতাগণও এই পথে বাধাপ্রদান করিবার জন্য কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার রূপ ধরিয়া আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু সত্য যদি আমাদের স্বগৃহে ফিরিয়া যাইবার প্রবল বাসনা বা আর্ত্তি থাকে, আমরা যদি ঐকান্তিকতার সহিত চক্ষু মুদ্রিত করিয়াও এই সেবাপথে গমন করি অর্থাৎ কৃষ্ণসুখার্থই জীবনযাপনে অভিলাষী হই, তাহা হইলে পরম করুণাময় সর্ব্বজনরক্ষক শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে নিশ্চয়ই বঞ্চনা করিবেন না। এই পথের সন্ধান পাইলে স্বরূপোপলব্ধি বা কৃষ্ণের শুদ্ধ সেবালাভ অতি সহজ হইয়া পড়ে—এ কথা সত্য; কিন্তু এই পথটী গোলোক বৃন্দাবন হইতে অবতরণ করিয়া এ জগতের কোথায় অবস্থান করিতেছেন বা জগতের কোন্ নির্দ্দিষ্ট স্থানটী এই পথের শেষপ্রান্ত, ইহার সুষ্ঠু সন্ধান যদি আমরা না পাই তাহা হইলে আমরা অসংখ্য অভক্তিপথের যে কোন একটীকে ভক্তিপথ বলিয়া বরণ করতঃ ধর্ম্মার্থ-কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গলাভেই—স্বেন্দ্রিয়তর্পণেই আবদ্ধ হইয়া পড়িব, ব্রহ্মানন্দধিক্কারী কৃষ্ণসেবাসুখের কোট্যংশের এক অংশও আমাদের ধারণার বিষয় হইবে না; তৎফলে জড়ানন্দকেই সেবানন্দ মনে করিয়া ভ্রান্ত হইব।

সেবক-ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের দর্শন, শ্রবণ, ভ্রমণ, শয়ন, কথোপকথন সবই সেবামাখা। তিনি যে পথে বা যে ভাবে চলেন, তাহাও সেবাময়; সুতরাং তৎপ্রদর্শিত তৎকীর্ত্তিত বা তদবলম্বিত কৃষ্ণাকর্ষী পথই ভক্তিপথ-পদবাচ্য এবং শ্রীগুরুদেবই এই ভক্তিপথে প্রবেশাধিকার দিবার একমাত্র মালিক। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা ব্যতীত এই পদ্মের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥" সুতরাং কৃষ্ণ বা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠগণ যদি এজগতে কৃপা পূর্ব্বক আসিয়া এই সেবাপথ আমাদিগকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক না দেখাইয়া দেন তাহা হইলে আব্রহ্মস্তম্ব কেহই বৈকুণ্ঠে যাইবার রাস্তার সন্ধান পাইতে পারে না। তাই শাস্ত্র বলেন—

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

(কঠ ২।২৩)

জগতের লোক এ বিষয়ের সন্ধান কেহ জানেন বলিয়া আমাদের ধারণা নাই; কারণ, সকলেই অল্পবিস্তর প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে অশ্রৌতপন্থী—সদ্গুরুর কৃপালাভে বঞ্চিত। আমরা ঠকিয়া শিখিয়াছি বলিয়া, কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাদিগকে গুরুরূপে এ পথের সন্ধান দিয়াছেন বলিয়া, শ্রীচৈতন্যমঠবাসী আমরা অসদ্গুরু বা অভক্তির করাল গ্রাস হইতে কৃষ্ণকৃপায় মুক্তি লাভ করত সদ্গুরু-পাদপদ্মের আশ্রিত হইয়া কৃপাভিলাষী। গুরুদাস আমাদের হৃদয়ের নিখুঁত সত্যকথা নাস্তিক ও সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ বিশ্বাস করুন আর নাই করুন্ তাহাতে আমাদের কিছু যায় আসে না; কিন্তু যাহাদের নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিবার ইচ্ছা নাই, এতাদৃশ মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণের জন্যই আমরা আজ সাধারণ্যে হৃদয়ের অপ্রকাশ্য অতিগুপ্ত কথাটীও প্রকাশ পূর্ব্বক বন্ধুবর্গের মঙ্গলাশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। তাই বলিতেছি যে, এই ভক্তিপথ কলিযুগোপাস্য শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর পর্য্যন্ত আসিয়া গুরুগম্ভীরনিনাদে জগজ্জীবকে আকর্ষণ করিবার জন্য ক্রন্দন ও চীৎকার করিতেছে।

শ্রীধামস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ বা শ্রীভক্তি-বিজয়-ভবনই এই ভক্তিপথের শেষপ্রান্ত বা প্রবেশ-দ্বার। ভাগ্যবান্ জনগণ যদি এই বাস্তবসত্য পথের সন্ধানে বিরত হইয়া অন্যত্র দিব্যজ্ঞান-লাভের বা কৃষ্ণসম্বন্ধস্থাপনে প্রয়াসী হন তাহা হইলে বঞ্চনাই তাঁহাদের ভাগ্যফল হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা ইহাও জানি যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীকৃত সুকৃতি না থাকিলে কেহই গুরুদাসাভিমানী আমাদের এই কথায় কর্ণপাত করিতে বা মনোযোগ দিতে পারিবেন না। শ্রদ্ধাবানের জন্যই এসকল কথা বলা হইতেছে—ইহা সকলেই মনে রাখিবেন। তাই বলি, হে আমার বন্ধুবর্গ, আপনারা এই মঙ্গলের পথ গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য পান, আর নাই পান, আপনারা কৃপাপূর্ব্বক আমাদের এই প্রলাপবাক্যগুলির সত্যতার সন্ধানে তৎপর হইয়া আমাদের প্রভুর নিকট এসব কথা শ্রবণ করুন, ইহাই আপনাদের ন্যায় সজ্জনগণের নিকট আমার একমাত্র প্রার্থনা।

বঞ্চকের বেশ লইয়া আমরা বন্ধুবর্গকে বঞ্চনা করিবার জন্য বা নিজের দল ভারী করিবার জন্য এসব কথা বলিতে বসি নাই। আমরা যে মহাপুরুষের অযাচিত কৃপায় অল্পবিস্তর উপকৃত হইয়াছি এবং আরও অধিকতর উপকৃত হইবার প্রবল আশার ভরসা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি, তাহার কথঞ্চিৎ অংশভাগী করিবার জন্যই শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ সকলের নিকট আমাদের এই কাতরোক্তি-প্রকাশের ক্ষীণা চেষ্টা। এতক্ষণ কেবল ভক্তিপথের সন্ধানের কথাই অর্থাৎ শ্রীমায়াপুরাচার্য্যের পাদপদ্মে আশ্রয়গ্রহণের কথাই বলিলাম। এক্ষণে ইহার ফলাফল-বর্ণনে নিযুক্ত হইতেছি তাই বলি, এইখানেই নব জীবন বা আত্মধর্ম্মের আরম্ভ। এর পূর্ব্বে সাধনের যতই প্রয়াস করি না কেন, তাহার মূল্য অন্ধ-কপর্দ্দকসদৃশ। কারণ ভক্তিপথে প্রবেশ না করিলে—সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় না করিলে ভগবৎসেবা করা ত দূরের কথা, ভগবৎসেবার দ্বারে প্রবেশেরও অধিকার নাই। সৌভাগ্যক্রমে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে প্রভু বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য যাঁহার হয়, সেই ব্যক্তিই তখন আর শাস্ত্রের কথা না কপ্‌চাইয়া প্রভু-পাদ-পদ্মকে আপনজ্ঞানে নিজকে তত্তৎসেবায় নিয়োগ করিয়া নিশ্চিন্তে বৈকুণ্ঠের রাস্তায় গমন করেন। সেই গুর্ব্বানুগত ব্যক্তিই, তাঁহার সঙ্গীগণই—কিভাবে বৈকুণ্ঠপথে যাইতে হয়, একথা বলিতে সমর্থ, শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ তাঁহাদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি বা উপলব্ধির বিষয়। গুরুকৃপালোক না পাইলে আঁধার ঘরে সাপ দেখার ন্যায় ভজনে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় বা ভজনে অগ্রসর হওয়া যায় না। আবার ইহা পাইতে হইলে গুরুকৃপালোকপ্রাপ্ত সাধুর সঙ্গ বা কৃপাই একমাত্র প্রয়োজন। তাই বলি, হে সজ্জনবৃন্দ, আপনারা প্রথমে বৈকুণ্ঠে যাইবার রাস্তা ঠিক করুন, পরে বৈকুণ্ঠাভিযানের কথা সেবামুখে উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইবেন। মনোধর্ম্মের সঙ্গে এ সকল কথার মিল হইবে না বলিয়া কেহ যেন প্রবন্ধটি পড়িয়াই মনের যুক্তিতেই একতরফা Decree dismiss না করেন, পরন্তু তাঁহারা যেন শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—এই দু'য়ের পার্থক্যাবধারণে যত্নপর হন, ইহাই আমাদের শেষ প্রার্থনা।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ]

বদ্ধজীব নিজের মঙ্গল নিজে করিতে পারে না। পতিতপাবন বৈষ্ণবের বা সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের কল্যাণলাভের গত্যন্তর নাই।

ভগবদ্ভজন মনুষ্যজন্ম ছাড়া অন্যজন্মে হয় না। পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতিফলেই সাধুসঙ্গ লাভ হয়। মনুষ্য-জন্ম দুর্ল্লভ। তদপেক্ষা সাধুসঙ্গ অথবা শুদ্ধভক্তসঙ্গ আরও দুর্ল্লভ। 'দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ। তত্রাপি দুর্ল্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়-

দর্শনম্ ॥' —ভাঃ ১১।২।২৯। সাধুর স্বরূপ-লক্ষণ ভগবানে অনন্যভক্তি, অনন্যভক্তকেই সদ্গুরু বলা হয়। ভগবানের কৃপাময়মূর্ত্তি শুদ্ধভক্ত বা সদ্গুরু। 'গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥' শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে প্রথমেই গুরু-পদাশ্রয়, গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ এবং তাঁহার সেবার মুখ্যত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সদ্গুরু দীক্ষা-বিধানের দ্বারা নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তিকেও যোগ্যতা প্রদান করতঃ শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় নিয়োগ করেন। শ্রৌত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরু ব্যতীত তথাকথিত গুরু, শিষ্যের মঙ্গলবিধান করিতে পারেন না। 'গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ। দুর্ল্লভঃ সদ্গুরু-র্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ ॥' পার্ব্বতীর প্রতি মহা-দেবের উক্তি—জগতে বহু তথাকথিত গুরু আছেন যাঁহারা শিষ্যের বিত্ত অপহরণ করেন, শিষ্যের সন্তাপ হরণ করিতে পারেন—এইরূপ সদ্গুরু জগতে দুর্ল্লভ। গুণ চাহিলে সংখ্যা অধিক হইবে না, সংখ্যাবৃদ্ধিতে গুণের হ্রাস হয়। এইহেতু শুদ্ধভক্ত, সদ্গুরু অথবা মহদ্ব্যক্তি জগতে অতি দুর্ল্লভ। 'মুক্তানামপি সিদ্ধা-নাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটী-ষ্বপি মহামুনে ॥'—ভাঃ ৬।১৪।৫। 'কোটী মুক্তমধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত'। শ্রদ্ধালু নিষ্কপট ব্যক্তি অনন্য কৃষ্ণভক্ত সদ্গুরুর চরণাশ্রয় দ্বারাই আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। যদ্দ্বারা দিব্যজ্ঞান (সম্বন্ধজ্ঞান) লাভ হয় এবং পাপ (পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা) সমূলে বিনাশ হয়, ভগবত্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকেই দীক্ষা বলেন। 'দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈ-স্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥' —বিষ্ণুযামল-বাক্য। কেবলমাত্র কাণে মন্ত্র শুনানো রূপ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকেই দীক্ষা বলে না। যিনি কৃষ্ণের অনন্যভক্ত, যাঁহার বাক্যের পশ্চাতে কৃষ্ণ আছেন, তাঁহার প্রদত্ত মন্ত্র বীর্য্যবান্ হইয়া অভিপ্রেত ফল প্রদান করে।

শুদ্ধবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণের অন্তর্গত, বৈষ্ণব নির্গুণ।

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যঃ একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে ॥

—গরুড়পুরাণ

'সহস্র ব্রাহ্মণ হইতে একজন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সহস্র যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বেদান্তবিদ্ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, কোটী বেদান্তবিদ্ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা এক-জন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ, সহস্র বিষ্ণুভক্ত অপেক্ষা একজন ঐকান্তিক বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ।'

বৈষ্ণবকে কুলবিচারে যাঁহারা দেখেন তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবাপরাধ হইতে নিস্তারের জন্য ব্রাহ্মণতা-গুণ তাহাতে অনুস্যূত আছে বলা হইয়াছে। যে কোনও কুলে বৈষ্ণব আবির্ভূত হইতে পারেন, বৈষ্ণবকে জাতিবুদ্ধি করিয়া ঘৃণা করিলে নরক লাভ হয়। "··· ···বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিঃ···নারকী সঃ।"

—পদ্মপুরাণ

'বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥'

—ভাগবত ৭।৯।১০

শ্রীনৃসিংহদেবের স্তবে প্রহলাদের উক্তি—

'কৃষ্ণপাদপদ্মবিমুখ দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও যাঁহার কৃষ্ণে মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পিত, এবম্ভূত শ্বপচকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি মনে করি। কেননা তিনি (শ্বপচকুলোদ্ভূত ভক্ত) স্বীয় কুল পবিত্র করেন, আর ভূরিমানবিশিষ্ট অহঙ্কারী ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারেন না।'

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্ত শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্ ॥

—হরিভক্তিবিলাস

'অভক্ত চতুর্বেদপাঠী অর্থাৎ চৌবে ব্রাহ্মণও আমার প্রিয় নহে, কিন্তু আমার ভক্ত চণ্ডালকুলে অব-তীর্ণ হইলেও আমার প্রিয়। ভক্তই যথার্থ দানপাত্র এবং তাঁহা হইতে তাঁহার প্রসাদ গ্রহণীয়। আমার ভক্ত চণ্ডালকুলে উদ্ভূত হইলেও আমার ন্যায় ব্রাহ্মণাদি সকলের পূজ্য।'

'নীচ জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥

যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার ॥'

—চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৪।৬৬-৬৭

'জাতি, কুল, সব—নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে ॥
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য—সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
উত্তম কুলেতে জন্মি' শ্রীকৃষ্ণে না ভজে।
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে ॥
এই সব বেদবাক্যের সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে ॥
প্রহলাদ যে হেন দৈত্য, কপি হনুমান্।
এইমত হরিদাস নীচজাতি নাম ॥'

—শ্রীচৈতন্যভাগবত আ ২৬।২৩৭-২৪১

মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ব্রাহ্মণের ভোজ্য শ্রাদ্ধপাত্র হরিদাস ঠাকুরকে অর্পণ করিয়াছিলেন। হরিদাস ঠাকুর উহা গ্রহণে সঙ্কুচিত হইলে অদ্বৈতাচার্য্যের উক্তি—

'আচার্য্য কহেন তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয় ॥
তুমি খাইলে হয় কোটী ব্রাহ্মণভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইলা ভোজন ॥'

—চৈঃ চঃ অ ৩।২১৯-২২০

'চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে।
বিপ্র বিপ্র নহে যদি অসৎপথে চলে ॥'

—চৈঃ ভাঃ ম ১।১৯৭

'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ'—এইরূপ কথাও শুনা যায়। কিন্তু এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় কৃষ্ণনাম করিলে বা কৃষ্ণভজন করিলে চণ্ডাল চণ্ডাল নহে, হরিভক্তিপরায়ণ হইলে চণ্ডালও দ্বিজশ্রেষ্ঠ হয়, কিন্তু যদি শুদ্ধ সদাচারনিষ্ঠ ও হরিভক্তিপরায়ণ না হন, তাহা হইলে চণ্ডালের শ্রেষ্ঠত্ব হইবে না।

কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা শুদ্ধভক্তই সদ্‌গুরু।
"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয় ॥"

—চৈঃ চঃ ম ৮।১২৭

অবৈষ্ণব-উপদিষ্ট মন্ত্রে সদ্‌গতি হয় না, বরং নরক লাভ হয়। বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থ হরিভক্তিবিলাস-উদ্ধৃত প্রমাণ ঃ—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ ॥"

অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র লাভ করিলে নরক গমন হয়; অতএব যথাশাস্ত্র পুনরায় বৈষ্ণবগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে। কৃষ্ণে অর্পিত হইয়া সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রীতির জন্য যাহা করা হয়, তাহাই ভক্তি। প্রপত্তি ব্যতীত অর্থাৎ তদীয়ত্বে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভক্তি হয় না। কিন্তু 'কৃষ্ণার্পিতপ্রাণত্ব' বা তদীয়ত্ব বোধ কখন আসিবে, তদীয়ত্বে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণভক্তের সঙ্গের দ্বারা। 'ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপ-আদিভিঃ। যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তৎ-পুরুষনিষেবয়া ॥'—ভাগবত ৬।১।১৬

'ঠাকুর বৈষ্ণবপদ,　　অবনীর সুসম্পদ,
শুন ভাই হঞা এক মন।
আশ্রয় লইয়া ভজে,　　তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ ॥'

—নরোত্তম ঠাকুর

'নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাংঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥'

—ভাগবত ৭।৫।৩২

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥

—গীতা ৪।১৩

"গুণ-কর্ম্ম-বিভাগ-পূর্ব্বক বর্ণচতুষ্টয় আমিই সৃজন করিয়াছি। জগতে আমি বই আর কেহ কর্ত্তা নাই, অতএব বর্ণধর্ম্মের ও বর্ণসকলের কর্ত্তা আমি বই আর কেহই নয়, কিন্তু আমাকে বর্ণধর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়াও অকর্ত্তা ও অব্যয় বলিয়া জানিতে হইবে। জীবের অদৃষ্টবশতঃ আমার মায়াশক্তি দ্বারা আমি এই বর্ণধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছি। বস্তুতঃ চিচ্ছক্তির অধীশ্বর যে আমি—আমার কর্ম্মমার্গ-সৃষ্টির দ্বারা বৈষম্য হয় না। জীবের অদৃষ্টই অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্মের অপব্যবহারই ইহার কারণ।"—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে 'সনাতন-ধর্ম্ম' বলা হয়। কিন্তু

বিচার করিলে দেখা যায় ত্রিগুণাত্মক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিবর্ত্তনশীল, এজন্য স্বরূপতঃ উহা সনাতনধর্ম্ম নহে। ত্রিগুণে আবদ্ধ বদ্ধজীবকে ক্রমমার্গে আত্মধর্ম্মে উপনীত করার উদ্দেশ্যেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। উহার চরম লক্ষ্য আত্মধর্ম্ম হওয়ায় উহাকেও সনাতনধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। আত্মা নিত্য, এজন্য আত্মধর্ম্মই সনাতনধর্ম্ম, তাহার অপর নাম ভাগবতধর্ম্ম, ভক্তিধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম।

পূর্ব্বে গুণ ও ধর্ম্মানুসারে বর্ণ বিচার হইত, বর্ত্তমানে বর্ণোচিত গুণ না থাকিলেও শৌক্রবিচারে বর্ণ নির্দ্দেশ করা প্রচলিত আছে। ইহা শাস্ত্র সমর্থিত নহে।

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ॥

—ভাগবত ৭।১১।৩৫

'মনুষ্যগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে সকল লক্ষণ কথিত হইয়াছে, সেই সেই লক্ষণ যে স্থানে লক্ষিত হইবে, সেই বর্ণেই তাহাকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে অর্থাৎ কেবল জন্মের দ্বারা নিরূপিত হইবে না।'

'শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥'

—মহাভারত শল্যপর্ব্ব ১৮৯।৮

'শূদ্রে যদি বিপ্রলক্ষণ দেখা যায় এবং ব্রাহ্মণে যদি শূদ্রলক্ষণ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে শূদ্র শূদ্রবাচ্য হয় না এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না'। ছান্দোগ্যে প্রমাণ আছে সত্যকাম বহুপরিচারিণীরূপ মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও সরলতারূপ গুণের দ্বারা গৌতম কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণরূপে নিরূপিত হইলেন, যথা—

'আর্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোহনার্জবলক্ষণাঃ
গৌতমস্ত্বিতিবিজ্ঞায় সত্যকামুপানয়ৎ॥'

—ছান্দোগ্য

চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ ভাজন না করে, তাহাদের নরক গতি হয়।

'চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥'

—চৈঃ চরিতামৃত মধ্য ২২।২৬

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

—ভাগবত ১১।৫।২-৩

'(বিরাট পুরুষ) ব্রহ্মের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্র —এই চারিবর্ণ পৃথক পৃথক আশ্রমের সহিত এবং স্বীয় বর্ণগত গুণের সহিত জন্মিয়াছিলেন। এই চারিবর্ণাশ্রমীর মধ্যে যাঁহারা স্বীয় প্রভু ভগবান্ বিষ্ণুর সাক্ষাৎভজন না করিয়া, নিজ-নিজ বর্ণাশ্রমাহঙ্কারে তাঁহার ভজনে অবজ্ঞা করে, তাহারা স্বস্থান ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়'—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

'যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥'

—তত্ত্বসাগর-বচন

যেরূপ কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা কাঁসা স্বর্ণত্ব লাভ করে, তদ্রূপ (বৈষ্ণবীয়) দীক্ষা-বিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই বিপ্রতা সাধিত হয়।

শ্রীসনাতনগোস্বামিকৃত দিব্যদর্শিনী টীকা—'নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা'। নৃণাং পদে দীক্ষিত সকলেরই, দ্বিজত্ব পদে বিপ্রতা অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব।

'ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥'

—(হরিভক্তিবিলাসধৃত পাদ্মবাক্য)

'ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ কখনও শূদ্র বলিয়া কথিত নহেন, তাঁহাদিগকে ভাগবত বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। জনার্দ্দনের প্রতি ভক্তি না থাকিলে যে কোন জাতিই হউন না কেন, তাহারা শূদ্র বলিয়া গণনীয়।'

সদ্গুরুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক যথাবিহিতভাবে বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত শুদ্ধসদাচারসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই—বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-স্ত্রী-শূদ্র সকলেই শালগ্রাম শিলারূপী ভগবানের পূজায় অধিকারী, যথা স্কন্দ পুরাণ বচন—

'এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ॥'

পুনরায় স্কন্দপুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

'স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদম্॥'

'কি স্ত্রী, কি শূদ্র, কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়াদি যে কেহই শালগ্রাম-শিলাচক্র পূজা করিলে নিত্য পদ লাভ হয়।'

'সুতরাং স্ত্রী-শূদ্রাদির শালগ্রামপূজা করিবার বিষয়ে যে সমস্ত নিষেধবচন স্পষ্টরূপে শ্রবণ করা যায়, তত্ত্বদর্শিগণ বলিয়াছেন, যাহারা বিষ্ণুর ভক্ত নহে, ঐ সকল নিষেধবচন তাহাদিগেরই জন্য বুঝিতে হইবে (অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের পক্ষে ঐ সকল নিষেধ-বচন নহে)। —হরিভক্তিবিলাস ৫।৪৫০, ৪৫২-৩

ভগবানের অনন্য ভক্তের অলৌকিক মহিমা গীতা-শাস্ত্রে নবম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে—

'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥'

শ্রীকৃষ্ণে অনন্য ভক্তি সাধুর স্বরূপ লক্ষণ, ইহা শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে কপিল-দেবহূতি প্রসঙ্গে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। অনন্যভক্ত, সাধু, সদ্গুরু, মহদ্ব্যক্তি প্রভৃতি সবই একার্থসূচক। অনন্যভক্ত সাধুর সঙ্গেতেই জীবেতে অনন্যভক্তির উন্মেষ হয়, তাহাতেই তাহার সমস্ত অনর্থ দূরীভূত সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। জীবের আত্যন্তিক মঙ্গললাভের একমাত্র উপায় মহৎ কৃপা।

'যে কাল পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন মহতের অর্থাৎ শুদ্ধ-ভক্তের পদধূলির দ্বারা কেহ অভিষিক্ত না হয়, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের কৃপালাভ না করে, সে কাল পর্য্যন্ত কাহারও চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্মে মগ্ন হয় না। ভক্তির আবির্ভাবে আনুষঙ্গিকরূপে সংসার ক্ষয় হয়'

—শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধে প্রহলাদোক্তি

'মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণ ভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয় ॥'

—চৈঃ চঃ মঃ ২২।৫১
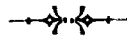
পুরুষার্থ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ]

"পুরীষু শেতে যঃ স পুরুষঃ প্রত্যেক সত্ত্বাসু।
সাক্ষীরূপেণ যঃ সুপ্তোঽস্তি স এব পুরুষ-উচ্যতে ॥"

চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব নবদ্বার সংযুক্ত রক্ত, মাংসাদি-পূর্ণ চর্ম্মাবৃত পাঞ্চভৌতিক দেহকেই 'পুর' বলে। পুরে যে বাস করে তাঁহাকে 'পুরুষ' বলে। অর্থ শব্দে বুঝায় প্রয়োজন; অর্থাৎ পুরুষার্থের অর্থ—পুরুষের প্রয়োজন।

পুরে দুইটি পুরুষ বাস করে, এক পরমাত্মা, অপর জীবাত্মা। পুরে বাসহেতু দুইজনই 'পুরুষ' বলিয়া খ্যাত। পরমাত্মা, তিনি জীবাত্মার সাক্ষী, দ্রষ্টামাত্র, ভোক্তা নহেন; তিনি আত্মকাম বলিয়া 'পুরু-ষোত্তম'। অপর পুরুষ জীবাত্মা স্ব-কৃত কর্ম্মের ফল সুখ-দুঃখ ভোক্তা। জীবের প্রয়োজনকেই 'পুরুষার্থ' বলে। পুরুষার্থ শব্দে জীবের কাম্য বস্তু বা অভীষ্ট বস্তু উদ্দিষ্ট। জীবসকল সুখ চায়, সুখ জীবের কাম্য বস্তু বা সাধ্যবস্তু এবং প্রয়োজন-বস্তু। সুখ চাওয়ার দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় দুঃখকে আমরা চাই না। অত-এব সুখ-প্রাপ্তি এবং দুঃখ নিবৃত্তি—ইহাই আমাদের বা জীবের কাম্য বস্তু বা প্রয়োজন-বস্তু।

সুখের বিষয়েও অনেক লোকের অনেক প্রকারের ধারণা আছে। ধারণা অনুসারে কাম্যবস্তুকে বা প্রয়োজন বস্তুকে সাধারণতঃ চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—যাহাকে পুরুষার্থ বলে। সেই চারি পুরু-ষার্থের নাম—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ।

একশ্রেণীর লোক আছে যে, সে জগতের সুখভোগকে চায়, পরন্তু তাহার ইহাতে পূর্ণ তৃপ্তি হয় না, সে

মৃত্যুর পশ্চাৎ স্বর্গাদির প্রচুর সুখভোগকে কামনা করে। অতএব পরলোকের সুখভোগের জন্য সে ধর্ম্মের অনেক অনুষ্ঠান করে, তাহার পুরুষার্থের নাম 'ধর্ম্ম'।

দ্বিতীয় শ্রেণীর এইপ্রকার লোক আছে যে ইন্দ্রিয়-সমূহের ভোগ চায়, তাহাকে সে পরম সুখ মনে করে। কিন্তু সে সুখভোগের জন্য শরীর, মন এবং সমাজের স্বাস্থ্যকেও নষ্ট করিতে চায় না। সে নিজের ভালও চায়, লোকের আদর, সম্মানও সে চায় এবং পরোপকারেও যথাসাধ্য অনুকূলতা রাখিয়া চলে, এইসব কার্য্য সাধনের জন্য বহু ধন প্রয়োজন মনে করিয়া ধন সঞ্চয় করে, তাহার পুরুষার্থের নাম 'অর্থ'।

তৃতীয় শ্রেণীর লোক—যাহার একমাত্র আবেশ দেহেতে এবং স্থূল ইন্দ্রিয়েতে। সে দেহে ইন্দ্রিয়-সমূহের সুখকেই পরম সুখ বলিয়া জানে বা মানে। পশুর ন্যায় আহার-নিদ্রা-মৈথুনাদি স্থূল ইন্দ্রিয়ের ভোগ সে চায়। সে নিজের কামনাসমূহকে পূর্ণ করিবার জন্য শরীর, মন এবং সমাজের অধঃপতনকেও গ্রাহ্য করে না। তাহার কাম্য বা প্রয়োজন বস্তুর নাম 'কাম'।

এই তিন শ্রেণীর লোকের কাম্য মুখ্যভাবে শরীর এবং স্থূল ইন্দ্রিয়ের সুখ। স্বর্গের বা ব্রহ্মার স্থান সত্যলোকের সুখও সূক্ষ্ম জড়ীয় সুখ। স্বর্গসুখ-ভোগের পশ্চাৎ তাহাকে পুনঃ দুঃখময় জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। এই তিন পুরুষার্থ দ্বারা নিত্য সুখকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তিন পুরুষার্থ দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখও নিবৃত্তি হয় না। ইহাতে বাস্তব নিত্য সুখ নাই, যেজন্য এইগুলিকে প্রকৃত প্রয়োজন বলা যায় না, বাঞ্ছিত বস্তু তাহাই যাহাতে শাশ্বত সুখ এবং দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হয়। কর্ম্মবদ্ধ জীবগণ কর্ম্মফল ভোগের জন্য পরলোকে গমন করে, ভোগের পশ্চাৎ কর্ম্মানুসারে মৃত্যুময় এ মর্ত্ত্যলোকে পুনরাগমন করে। প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের সহিতই জীবের এই গমনাগমন। যাঁহার কর্ম্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে তিনি আপ্তকাম।

চতুর্থশ্রেণীর লোক দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের সুখকে অনিত্য ক্ষণস্থায়ী জানিয়া উক্ত তিনপ্রকারের পুরুষার্থের বা প্রয়োজনের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। তাহারা জানে যে এই দেহ অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর। অতএব দেহের সুখও অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর। জীবের এই অনিত্য দেহসম্বন্ধ কেবল মায়ার কারণে। মায়াবন্ধন নিবৃত্তি হইলে জীবের এই অনিত্য দেহসম্বন্ধ নষ্ট হইয়া যায়, তখনই শাশ্বত সুখের সন্ধান লাভ হইতে পারে, এইপ্রকার চিন্তা করিয়া তাহারা মায়াবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবার প্রচেষ্টা করে, তাহাদের বাঞ্ছিত প্রয়োজন 'মোক্ষ'।

মোক্ষে দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি এবং নিত্য-ব্রহ্মানন্দের অনুভব হয়। তজ্জন্য মোক্ষকে বাস্তব পুরুষার্থ বলা হইয়াছে। মোক্ষলাভের জন্য জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। মুমুক্ষুগণ জ্ঞানসাধনে তৎপর হন।

'জ্ঞান' বলিতে সাধারণতঃ নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানই বুঝায়। জ্ঞানের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীভাগবতে ভগবান্ বলিয়াছেন—"জ্ঞানঞ্চৈকাত্মদর্শনম্"। বৈষ্ণব-চূড়ামণি শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুও ভক্তিসন্দর্ভে উক্ত শ্লোক উল্লেখ পূর্ব্বক বলিয়াছেন—"অভেদোপাসনং জ্ঞানমিত্যর্থঃ।" ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ ধারণাই 'জ্ঞান'।

জ্ঞানের তিন অঙ্গ—তৎপদার্থের জ্ঞান, অর্থাৎ পরতত্ত্ব বা পরমাত্মা বা ভগবত্তত্ত্বের জ্ঞান। ত্বং—পদার্থের জ্ঞান, অর্থাৎ জীবের স্বরূপের জ্ঞান। জীব এবং ব্রহ্মের সম্বন্ধ জ্ঞানও ইহার অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় অঙ্গ—জীব আর ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান, বা জীবব্রহ্মৈক্য-জ্ঞান। এই তৃতীয় অঙ্গ, ভক্তিবিরোধী, কেন না, ঐক্যজ্ঞান হইতে জীবের ব্রহ্মের সঙ্গে সেব্য-সেবকত্ব ভাবের স্বরূপগত সম্বন্ধের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না। কিন্তু প্রথমোক্ত দুইটি অঙ্গ, অর্থাৎ তত্ত্বের জ্ঞান এবং জীবের স্বরূপের জ্ঞান এবং দুইয়ের স্বরূপগত সম্বন্ধ সেব্য-সেবকত্বভাবের জ্ঞান ভক্তিবিরোধী নয়।

তৃতীয়-অঙ্গ—জীব-ব্রহ্মৈক্যজ্ঞান। নির্ব্বিশেষ জ্ঞানিগণ ব্রহ্ম-বিষয়ে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি সাধন করিয়া থাকেন। ইহাই তাঁহাদের সাধন। ভক্তিজজ্ঞান বা ভগবজ্জ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান এক নহে। ভগবজ্জ্ঞান ভক্তির অন্তর্গত। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান তাহা নহে, পরন্তু ভক্তি-বিরোধী। কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ সজ্জনকে কৃষ্ণভক্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনপর ব্যক্তি-গণকে জ্ঞানী বলা হয়। কর্ম্মিগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম,

ইহারা সবাই কামী; আর জ্ঞানিগণ মুক্তিকামী। কিন্তু কৃষ্ণভক্তগণ নিষ্কাম। কামনাই দুঃখ বা অশান্তি, আর নিষ্কামই পরম শান্তি বা সুখ। শুদ্ধ-ভক্তিতে কামনা বা স্ব-সুখ-বাঞ্ছার লেশমাত্র নাই, তাহা নিরন্তর কৃষ্ণসুখানুসন্ধানময়ী। জ্ঞানিগণ মুক্তি-কামী বলিয়া অশান্ত বা দুঃখী, আর কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম বলিয়া শান্ত বা সুখী।

'কৃষ্ণভক্ত-নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী, সকলি অশান্ত ॥'

—চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৪৯

'কৃষ্ণভক্ত-দুঃখহীন, বাঞ্ছান্তর-হীন।
কৃষ্ণপ্রেম-সেবা-পূর্ণানন্দ-প্রবীণ ॥'

—ঐ ২৪।১৭৬,

কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণসুখকামী ও নিঃস্বার্থ। কিন্তু জ্ঞানী সূক্ষ্মবিচারে স্ব-সুখকামী বলিয়া স্বার্থপর। কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণোন্মুখ বা কৃষ্ণভক্তিমান, আর জ্ঞানী কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ বা কৃষ্ণাভক্ত। কৃষ্ণভক্ত ভোগীও নহেন, সর্ব্ব-ত্যাগীও নহেন, তাঁহারা নিরন্তর কৃষ্ণসেবাপরায়ণ, কিন্তু জ্ঞানী ভোগত্যাগী ও সেবাত্যাগী হইয়া শুষ্ক-বৈরাগী, নির্ব্বিশেষবাদী। কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণ-সেবা করিবার জন্য সতত ব্যস্ত, আর কৃষ্ণ-অভক্ত জ্ঞানী ব্রহ্মের সহিত ঐক্য, অর্থাৎ ব্রহ্মসাযুজ্য লাভের জন্য সতত চঞ্চল চিত্ত। ইহাই প্রকৃত ভক্তের সহিত জ্ঞানীর পার্থক্য।

ভক্তির সহায় বিনা কেবল জ্ঞান-মার্গের সাধনে, অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মৈক্য জ্ঞানমূলক সাধন স্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি প্রদান করিতে পারে না। তজ্জন্য মুক্তিকামিগণ জ্ঞান মার্গের সাধনের সঙ্গে ভক্তিকেও আশ্রয় করেন। এবম্প্রকার জ্ঞান-মার্গের সাধনের সহিত যে ভক্তি আছে, তাহাকে জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি বলে। ভক্তি-মার্গের সাধন করিতে ইচ্ছুক একপ্রকার সাধক আছেন, যিনি ভগবতত্ত্ব-জ্ঞান জীবতত্ত্বজ্ঞান এবং আনুসঙ্গিকভাবে সম্বন্ধ-জ্ঞান, মায়াতত্ত্বের জ্ঞান ইত্যাদি ভক্তির অবিরোধী জ্ঞানের প্রাপ্তিকে প্রাধান্য দেন। তাঁহাদের ভক্তি-সাধনের সঙ্গে জ্ঞানও মিশ্রিত থাকে। তাঁহাদের ভক্তিকে মিশ্রা ভক্তি বলা যায়।

জ্ঞান-মার্গের সাধনের সঙ্গে যে ভক্তি মিশ্রিত থাকে, সে কেবল সেই সাধনকে সহায়কারিণী রূপেই থাকে। তাহা জীব-ব্রহ্মৈক্য-জ্ঞানের চিন্তাকে সফ-লতা প্রদান করে, তাহার অন্য কোন কার্য্য নাই। এই প্রকারের জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তিতে সাযুজ্য-মুক্তির প্রাপ্তি ঘটে।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বরচিত বিবেক চূড়ামণি গ্রন্থে, মুক্তি লাভের জন্য সাধনের মধ্যে ভক্তিকেই সর্ব্বপ্রধান স্থান-দিয়াছেন। "মোক্ষকারণ সামগ্রয়াং ভক্তিরেব গরীয়সী।" ৩২, বিবেক চূড়ামণি। তাঁহার মতানুসারে ভক্তি বিনা মোক্ষপ্রাপ্তি অসম্ভব এবং মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য সাধনসমূহের মধ্যে ভক্তিই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠা। তিনি ভক্তিবিষয়ে কত মহত্ত্ব প্রদান করিয়া-ছেন, 'এব' শব্দের প্রয়োগদ্বারাই তাহা জানা যায়। ভক্তি বিনা মুক্তি হইতে পারে না, 'এব' শব্দের দ্বারাই সুদৃঢ় নিশ্চয়তা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

কিন্তু ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তির সাধন যে জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি, তাহা জীব-ব্রহ্মের মধ্যে নিত্য সেব্য-সেবকত্ব ভাবরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞানের প্রতিকূল।

"যদ্যপি মুক্তি হয় এই পঞ্চপ্রকার।
সালোক্য-সামীপ্য-সারূপ্য-সার্ষ্টি-সাযুজ্য আর ॥
'সালোক্যাদি' চারি যদি হয় সেবা-দ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥
'সাযুজ্য' শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয়।
'নরক' বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ৬।২৬৬-২৬৮

'কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমা—পঞ্চম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি-পুরুষার্থ ॥
পঞ্চম-পুরুষার্থ-প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥'

—চৈঃ চঃ আ ৭।৮৪, ৮৫

'কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম ॥'

—চৈঃ চঃ আ ৭।৯৭

'মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক 'কণ'।
পূর্ণানন্দ-প্রাপ্তি তাঁর চরণ-সেবন ॥'

—চৈঃ চঃ ম ১৮।১৯৫

'কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু।
কোটি ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু ॥'

—চৈঃ চঃ আ ৬।৪৩

ভক্তির সাহায্য ব্যতীত কোন সাধনই ফলদানে সমর্থ হয় না বলিয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী স্ব-স্ব ফল-সিদ্ধির জন্য ভক্তির আশ্রয় করিলেও তাঁহারা ভক্ত বলিয়া অভিহিত হন না। তাঁহারা কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী বলিয়াই আখ্যাত হইয়া থাকেন। কারণ সে সকল কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-সাধনে ভক্তিদেবী গৌণরূপে থাকিয়া তাঁহাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক নিজ নিজ ফল প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হন। যাঁহারা অনন্যভাবে কেবলমাত্র ভক্তিকেই আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহাদিগকেই যথার্থ ভক্ত বলা যায়। ভক্তিকেই সাধনের মধ্যে প্রধান বলা হইয়াছে।

'কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক, কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান ॥
এইসব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে ফল ॥'

—চৈঃ চঃ ম ২২।১৭-১৮

উপর্য্যুক্ত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের কঠোর সাধনে একতর পুরুষার্থ সিদ্ধ হইলেও অপর পুরুষার্থত্রয়ের সিদ্ধি অনায়াসে হইবে এবম্প্রকার নিশ্চয়তা শাস্ত্রে নাই। কিন্তু ভক্তির দ্বারা ভক্ত সর্ব্বসাধনের ফল অনায়াসে লাভ করিতে পারেন।

"যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধামং কথঞ্চিদ্‌যদি বাঞ্ছতি ॥
ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥"

—ভাঃ ১১।২০।৩২-৩৪

ভক্তিতে ভক্তের কথঞ্চিৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও স্বর্গাদি এমনকি অপুনর্ভব-মোক্ষও বাঞ্ছা হয়, তাহার বাঞ্ছা-পূর্ত্তি অনায়াসেই হয়।

"কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে।
তথাপি তৎপরা রাজন্ন হি বাঞ্ছন্তি কিঞ্চন ॥"

—ভাঃ ১০।৩৯।২

শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীনিবাস প্রসন্ন হইলে অলভ্য কোন অবশিষ্ট থাকিতে পারে? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইলে সমস্তই লব্ধ হওয়া যায়। তখন তাঁহার প্রসন্নতা ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করা নিরর্থক মাত্র।

কেবল শুষ্কজ্ঞানে মুক্তি হইতে পারে না, ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া। কিন্তু বিনা জ্ঞানেই মুক্তি হইতে পারে, যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।

"কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তিবিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।২১

মোক্ষেও পরম-পুরুষার্থ নাই, কেন না মোক্ষ-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণেরও ভগবদ্ভজনের আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, এইপ্রকার কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ভগবদ্ভজনের অর্থ প্রেম অর্থাৎ প্রীতি-সেবা। প্রেমের জন্য অর্থাৎ ভগবজ্জসুখৈক তাৎপর্য্যময়ী-সেবা লাভের জন্য শ্রীশুক, চতুঃসনাদি, দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি মুক্ত পুরুষগণও লালায়িত হন।

'পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥'

—ভাঃ ২।১।৯

পরমহংস চূড়ামণি শ্রীল শুকদেব বলিতেছেন—হে রাজর্ষে! আমি নির্গুণ ব্রহ্মে বিশেষভাবে নিমগ্ন থাকিলেও উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের লীলাদ্বারা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে এই আখ্যান (শ্রীমদ্ভাগবত) অধ্যয়ন করিয়াছি।

"ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৭।১৩৭

মোক্ষসুখ অপেক্ষা ভক্তিসুখ বা ভগবৎসেবানন্দ কোটি কোটি গুণে অধিক বলিয়াই ভক্ত মোক্ষসুখ আকাঙ্ক্ষা করেন না, কিন্তু মুক্তগণ ভাগ্যক্রমে শ্রীভগবানে ও ভক্তের কৃপায় ভগবৎপ্রীতি-মাধুর্য্য অনুভব করতঃ শ্রীহরিপাদপদ্মে ভক্তি করিয়া থাকেন। মুক্তি হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠতার জন্যই মুক্তগণ ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। শ্রীল শুকদেব ও সনকাদি মুনিগণই তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

"আত্মারামাশ্চ মুনয়োনির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥"

—ভাঃ ১।৭।১০

জীবন্মুক্ত আত্মারাম মুনিগণও শ্রীহরির পাদপদ্মে

অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। এতাদৃশ শ্রীহরির গুণ-মাধুর্য্য।

"ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয় আত্মারামের মন॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৭।১৩৯

"স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽপ্যজিত-
রুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া সন্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনং নতোঽস্মি॥"

—ভাঃ ১২।১২।৬৯

যিনি সংসার-নির্ম্মুক্ত এবং ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকিলেও কৃষ্ণের মাধুর্য্যলীলায় আকৃষ্ট হইয়া সেই ব্রহ্মসুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণসম্বন্ধী তত্ত্বদীপস্বরূপ শ্রীভাগবত-পুরাণ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই অখিল পাপনাশী ব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেবকে আমি নমস্কার করি।

"'আত্মারাম' পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৮৫

'তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসী-মকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥'

—ভাঃ ৩।১৫।৪৩

সেই অরবিন্দনেত্র শ্রীহরির পাদপদ্মে স্থিত তুলসীর মধুগন্ধযুক্ত বায়ু সনকাদি মুনি-চতুষ্টয়ের নাসিকায় প্রবিষ্ট হইয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মপরায়ণ তাঁহাদিগের চিত্ত ও তনুর ক্ষোভ উৎপন্ন করিয়াছিল অর্থাৎ তাঁহাদিগকে ভগবৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

"ব্রহ্মানন্দেন পূর্ণাঽহং জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তধীঃ।
তথাপি শূন্যমাত্মানং মন্যে কৃষ্ণরতিং বিনা॥"

—(ত্রৈলোক্যসম্মোহন-তন্ত্র)

তাপসী বলিলেন—আমি ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ জ্ঞান—বিজ্ঞানাদিতে পরিতৃপ্ত, তথাপি কৃষ্ণপ্রীতি বিনা নিজেকে সব শূন্য মনে করিতেছি।

"ব্রহ্মানন্দো ভবেদেশ চেৎপরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি॥"

—ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৩৩

ব্রহ্মানন্দকে পরার্দ্ধগুণ করিলেও তাহা ভক্তিরূপ সুখ-সমুদ্রের পরমাণুতুল্যও হইতে পারে না।

"পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি 'মুক্তি' দেখে নরকের সম॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৬৭

ভগবৎ প্রেমই চরমতম পুরুষার্থ, যাহাকে পরম-বাঞ্ছিত অভিধেয় বা প্রয়োজন বলা যায়। এই প্রেমদ্বারাই অর্থাৎ স্ব-সুখ গন্ধলেশশূন্য ভগবদ্‌সুখৈক তাৎপর্য্যময়ী সেবাদ্বারা রস-স্বরূপ অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য-মূর্ত্তি শ্রীভগবানের সর্ব্বচিত্তাকর্ষী মাধুর্য্যের অনুভব করিয়া অনির্ব্বচনীয় শাশ্বত-আনন্দের প্রাপ্তি ঘটে, যাহাতে জীবকে চিরন্তনী সুখ-বাসনার চরমতম তৃপ্তি বিধান করতঃ বাসনান্তর শূন্য করে। "ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ" (পরম পূজনীয় বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্ত হইতে সংগৃহীত)।

আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথমন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উপলক্ষে বার্ষিক-উৎসব ও ধর্ম্মসম্মেলন

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৮০ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য তৃতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"পরব্রহ্ম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথদেব ও জঙ্গম ব্রহ্ম শ্রীচৈতন্যদেব—একই তত্ত্ব।

"জগন্নাথ হয় কৃষ্ণের আত্মস্বরূপ।
কিন্তু ইঁহা দারুব্রহ্ম—স্থাবরস্বরূপ॥
তাঁহা-সহ-আত্মতা একরূপ হঞা।
কৃষ্ণ একতত্ত্বরূপ—দুইরূপ হঞা॥

সংসারতারণ-হেতু যেই ইচ্ছাশক্তি।
তাহার মিলন করি' একতা ঐছে প্রাপ্তি ॥
সকল সংসারী-লোকের করিতে উদ্ধার।
গৌর-জঙ্গমরূপে কৈলা অবতার ॥
জগন্নাথের দর্শনে খণ্ডায় সংসার।
সবদেশের সব লোক নারে আসিবার ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেশে দেশে যাঞা।
সব-লোকে নিস্তারিলা জঙ্গম-ব্রহ্ম হঞা ॥"

—চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যঃ ৫।১৪৮-১৫৩

'নামসংকীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায়।'—চৈঃ চঃ অ ২০।৮। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নামসংকীর্ত্তনকেই শ্রেষ্ঠ উপায়রূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তিনি নামসংকীর্ত্তনের শক্তি সপ্তসিদ্ধি এবং কিভাবে নামসংকীর্ত্তন করিলে সিদ্ধি হয় তাঁহার স্বরচিত শিক্ষাষ্টকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। নিশ্চিত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে উহা খুবই প্রণিধানযোগ্য বিষয়।

'চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥'
'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥'

আজ এই শুভবাসরে একটী কথা না বলিয়া পারিতেছি না। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পূজনীয় শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ যখন আমার গৃহে প্রথম শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন তাহা এখনও আমার স্মৃতিপটে জাগে। তাঁহার কনকান্তিযুক্ত সৌম্য স্নেহময় আনন্দঘন মূর্ত্তি আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন—'আমাকে একটুকু জায়গা দিন। আমি আগরতলায় একটী মঠ করিব।' আমি সেই মহাপুরুষের শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম জ্ঞাপন করিতেছি।"

সভার আদি ও অন্তে শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী ও শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী সুললিত ভজন কীর্ত্তন ও নামসংকীর্ত্তনের দ্বারা ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

সভার ব্যবস্থাদি বিষয়ে এবং দরখাস্তাদি লিখন ও অফিসের কার্য্যে সহায়তা করেন শ্রীজ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী।

শ্রীমঠের ত্রিদণ্ডীযতি, বনচারী, ব্রহ্মচারী সাধুগণ ও গৃহস্থ ভক্তগণও আমন্ত্রিত হইয়া কল্যাণীতে শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী (শ্রীহারাণ চন্দ্র সাহার) বাসভবনে, লক্ষ্মী আইরন ষ্টোরের মালিক শ্রীগোপাল চন্দ্র সাহার আলয়ে, টাউন প্রতাপগড়স্থ শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৃহে এবং ঘোষ মহাশয়ের গৃহে শুভপদার্পণ করেন। প্রত্যেক গৃহে হরিকথামৃত পরিবেশিত ও হরিনামসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী ও শ্রীগোপাল চন্দ্র সাহার ও ঘোষবাবুর বাড়ীতে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব অসুস্থতা বশতঃ এইবার বাহিরের কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন নাই। প্রায় প্রত্যহই শ্রীমঠে মহোৎসবে আনুকূল্য বিধান করেন স্থানীয় ভক্তগণ।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব-মহারাজ এবং মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগরতলা মঠের বার্ষিক উৎসব নির্বিঘ্নে সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজের শ্রীগৌরধামরজঃ প্রাপ্তি

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত প্রিয় পার্ষদগণের অন্যতম, শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীগৌরাঙ্গ গৌড়ীয় মঠ (রেজিষ্টার্ড) প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ ৯৩ বৎসর বয়সে গত ২ শ্রীধর (৫১০ শ্রীগৌরাব্দ), ১৬ শ্রাবণ (১৪০৩),

১ আগষ্ট (১৯৯৬) বৃহস্পতিবার প্রাতে শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ঈশোদ্যানস্থ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠে অর্দ্ধ-বাহ্যাবস্থায় শ্রীভগবল্লীলা স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ শিষ্যগণকে এবং তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ভক্তগণকে বিরহসাগরে নিমজ্জিত করিয়া শ্রীগৌরধামরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরম পূজ্যপাদ মহারাজের অপ্রকট সংবাদ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ এবং সহর নবদ্বীপস্থ মঠসমূহে প্রচারিত হইলে বিরহ-বেদনা এবং শ্রীপাদপদ্মে দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপনের জন্য যাঁহারা প্রাতে শ্রীগৌরাঙ্গ গৌড়ীয় মঠে

আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিলয় গিরি মহারাজ, শ্রীচৈতন্য মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান যতি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ এবং শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবুধ বোধায়ন মহারাজ।

শ্রীগৌরাঙ্গ গৌড়ীয় মঠের মূল মন্দির হইতে প্রায় ২০ গজ দক্ষিণ-পূর্ব্বে আঙ্গিনায় পূজনীয় বৈষ্ণবগণের উপস্থিতিতে সংকীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীল মহারাজের সমাধিকার্য্য যথাবিহিতভাবে সুসম্পন্ন হয়। অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় আরম্ভ হইয়া সন্ধ্যা ৬ টায় সমাপ্ত হয়। সমাধিকালে বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সমাবেশ হইয়াছিল। সন্ন্যাসী ও বাবাজী মহারাজগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভাগবত মহারাজ ও শ্রীমদ্ বিষ্ণুদাস বাবাজী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ পরিব্রাজক মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ মুনি মহারাজ, ভজন কুটীরের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌রসানন্দ বন মহারাজ, ইস্কন প্রতিষ্ঠানের ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ সুভগ্ স্বামী মহারাজ, শ্রীচৈতন্য মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ পুরী মহারাজ, শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়ীয় আশ্রমের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীচৈতন্যভাগবত মঠের শ্রীমদ্ গুরুদাস বাবাজী মহারাজ। এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মঠ, ইস্কন, শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, শ্রীপরমহংস গৌড়ীয় মঠ, শ্রীশ্রমণাশ্রম, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মিশন ও অন্যান্য মঠ সমূহের ব্রহ্মচারিগণও যোগ দিয়াছিলেন।

১৯ শ্রাবণ, ৪ আগষ্ট রবিবার শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাবতিথি শুভ-বাসরে শ্রীল মহারাজের বিরহ উৎসব সম্পন্ন হয়। বিরহ-সভায় শ্রীল মহারাজের পূত চরিত্র বর্ণনামুখে কৃপা প্রার্থনা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিলয় গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বৈভব সাগর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ পুরী মহারাজ। মধ্যাহ্নে বিরহ-মহোৎ-

সবে সমবেত ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

বাংলাদেশে খুলনা জেলায় চন্দনিমহল গ্রামে বিগত ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীশশধর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী শৈলবালা দেবীকে অবলম্বন করিয়া শ্রীল মহারাজ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পিতামাতা উভয়েই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীগোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিত নিষ্ঠাবান গৃহস্থ ভক্ত ছিলেন। পিতা ভক্ত বলিয়া তাঁহার পুত্রগণের নাম রাখিয়াছিলেন বিজয়গোপাল, ননীগোপাল, রামগোপাল, শ্রীব্রজগোপাল প্রভৃতি। পূজনীয় শ্রীল মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের পিতৃপ্রদত্ত নাম শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে যৌবনকালে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিকট শ্রীহরিনাম ও মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণের পর শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত হন।

শ্রীল মহারাজ প্রবেশিকা ও বিজ্ঞান শাখায় ইণ্টারামিডিয়েট পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া প্রযুক্তি বিদ্যায় উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য নিজ পিতৃদেবের কর্ম্মস্থল কটকে (ওড়িষ্যায়) ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হন। কটকে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ওড়িয়া বাজারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমভক্তির বাণী প্রচারের জন্য শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ নামে প্রচারকেন্দ্র সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পূজনীয় মহারাজ প্রায়ই উক্ত মঠে যাইতেন ও বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণ করিতেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কটকে শুভাগমন করিলে তাঁহার অলৌকিক মহাপুরুষোচিত শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং তাঁহার মুখপদ্মবিনিঃসৃত বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া তিনি খুবই আকৃষ্ট হন। তিনি প্রাকৃত জড়বিদ্যার্জ্জন পরিত্যাগ করিয়া কটকে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে হরিনামাশ্রিত হইয়া শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে যাইয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউটে অধ্যাপনায়, দৈনিক নদীয়া প্রকাশে সম্পাদকীয় বিভাগে ভক্তিগ্রন্থসমূহ মুদ্রণে ও প্রচারকার্য্যে নিয়োজিত হন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাঁহার সেবানিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে 'ভক্তিতুল' গৌরাশীর্ব্বাদে ভূষিত করেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে ভারতের বিভিন্ন স্থানে যাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতে থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পরেও তিনি গ্রন্থবিভাগের কার্য্যে ও প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রধান পার্ষদগণের মধ্যে অন্যতম পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে আনুমানিক ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ নন্দগোপাল প্রভু ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে তিনি বৃন্দাবনে—শ্রীমন্মহাপ্রভু যে তেঁতুল বৃক্ষের তলে বিশ্রামলীলা এবং নামসংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন—সেই প্রসিদ্ধ ইম্‌লিতলায় শ্রীগৌড়ীয় সংঘের শাখামঠে বহুদিন অবস্থান করতঃ ভজনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার ইম্‌লিতলায় অবস্থানকালে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেব যখনই বৃন্দাবনে যাইতেন তিনি তাঁহাকে তাঁহার শিষ্যবর্গসহ ইম্‌লিতলা মঠে আমন্ত্রণ করিয়া বহুবিধ উপচারে প্রসাদ সেবা করাইতেন। শ্রীগৌড়ীয় সংঘ হইতে প্রচারিত 'শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়' মাসিক পত্রিকার তিনি সম্পাদনা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ বহু প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ অপ্রকট হইলে তিনি শ্রীগৌড়ীয় সংঘের আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ বীরভূমে শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব স্থানে একচক্রাধামের সন্নিকটে সিউড়িসহরে বিশেষভাবে প্রচার করিয়া তথায় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠ সংস্থাপন করেন। শ্রীল মহারাজের আহ্বানে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে সিউড়িতে শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠে শুভপদার্পণ করতঃ ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে তিনি গঙ্গার তটে শ্রীগৌরধামে থাকিয়া

ভজন করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি ঈশোদ্যানে শ্রীগৌরাঙ্গ গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৬ সালে তিনি শ্রীশ্রীষড়্ভুজ গৌরাঙ্গ বিগ্রহের সেবা প্রকাশ এবং ক্রমশঃ পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট সুরম্য শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের প্রকটকালে শ্রীল গুরুদেব কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের হেড-অফিস কলিকাতায় এবং অন্যান্য স্থানে তিনি শুভপদার্পণ করতঃ ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের অপ্রকটের পরে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রতি বৎসর নবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমণান্তে শ্রীধামমায়াপুরে তাঁহার মঠে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সন্নিধানে পৌঁছিয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেন। তিনি অপরিসীম স্নেহ প্রকাশ করতঃ হৃদয় দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন এবং গুরু-মনোঽভীষ্ট সেবায় উৎসাহ প্রদান করিতেন। গত বৎসর তিনি অসুস্থতালীলাভিনয় করতঃ বিছানায় শায়িত থাকিলে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে দণ্ডবৎপ্রণতি জ্ঞাপন করতঃ বিদেশে প্রচারে যাওয়া সমীচীন হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তদ্বিষয়ে খুবই উৎসাহ প্রকাশ করিলেন।

তাঁহার অন্তর্ধানে কেবলমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ গৌড়ীয় মঠের কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আশ্রিত ভক্তগণই নহেন, সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রই অত্যন্ত বিরহ-সন্তপ্ত।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীমতী মহামায়া পাল, রামচন্দ্রপুর, দক্ষিণ ২৪-পরগণা ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পিতা দীক্ষিতা শিষ্যা দক্ষিণ ২৪ পরগণাজেলায় রামচন্দ্রপুর-নিবাসী শ্রীমতী মহামায়া পাল বিগত ১৮ শ্রাবণ (১৪০৩), ৩ আগষ্ট (১৯৯৬) ৭৫ বৎসর বয়সে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধামপ্রাপ্তা হইয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণ শ্রীফটিক পাল ও শ্রীসত্যসাধন পাল প্রথমে জননীকে কলিকাতা মঠের সম্মুখে আনিলে ঠাকুরের প্রসাদীমালা, চরণামৃত তাহাতে অর্পিত হয়, পরে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে দাহকৃত্য সম্পন্ন হয়। কলিকাতা, ৩৫-সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে তাঁহার পারলৌকিককৃত্য বৈষ্ণববিধান-মতে পুত্রগণ ৩০ শ্রাবণ, ১৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার সুসম্পন্ন করেন। বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা বৈষ্ণব-সেবার ব্যবস্থাও হইয়াছিল। তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীল গুরুদেবের চরণাশ্রয় করতঃ দীক্ষিতা হন। তাঁহার পতির নাম—স্বধামগত শ্রীঅম্বিকা চরণ পাল। পূর্ব্বে তাঁহারা পুটিয়ারীতে থাকিতেন। পরে কএক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা রামচন্দ্রপুরীতে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহাদের দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়া পুটিয়ারীতে ও রামচন্দ্রপুরীতে—উভয় স্থানে যাইয়া পাঠ-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অম্বিকাবাবুর সহধর্ম্মিণীর বরাবরই বৈষ্ণবসেবায় রুচি ছিল। তিনি বৈষ্ণবসেবার দিন ভুনি খিচুড়ী তৈরী করিয়া ভোগ দিতে বলিতেন। তিনি কলিকাতা মঠের এবং কলিকাতার বাহিরের মঠের বিভিন্ন ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন।

স্বধামপ্রাপ্তিকালে তিনি দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ তাঁহার স্বধামগত আত্মার মঙ্গল বিধান করুন, এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্তা উমা গুহ রায়, ২২/৯ রুস্তমজী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৯ ঃ—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিতা দীক্ষিতা শিষ্যা উমা গুহ রায় বিগত ৩০ শ্রাবণ (১৪০৩), ১৫ আগষ্ট (১৯৯৬) বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকায়

দক্ষিণ কলিকাতাস্থিত শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে স্বধামপ্রাপ্তা হন। তিনি তাঁহার ভগ্নীপতি স্বধামগত শ্রীনিখিলরঞ্জন ঘোষের রুস্তমজী ষ্ট্রীটস্থ গৃহে থাকাকালে হঠাৎ গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া পড়িলে, নিখিলবাবুর বাড়ীর লোকজন দেওঘরে ভ্রমণে যাওয়ায়, স্থানীয় সহৃদয় প্রতিবেশি-গণের সহায়তায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে চিকিৎ-সার জন্য ভর্ত্তি হন। বাগুইহাটিনিবাসী তাঁহার দ্বিতীয়া কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী গীতা মজুমদার তাঁহার সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্তা ছিলেন। গীতার স্বামী এড্‌ভোকেট শ্রীনারায়ণ মজুমদার এবং তাঁহার পরি-জনবর্গ এবং রুস্তমজী ষ্ট্রীটের স্থানীয় পরিচিত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে হাসপাতাল হইতে কলিকাতা মঠের সম্মুখে আনিলে তাহাতে প্রসাদী পুষ্পমাল্য-চরণামৃত অর্পিত হয়। তাঁহারা কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে তাঁহার দাহকৃত্য সম্পন্ন করেন। উমা গুহ রায় অবিবাহিতা ছিলেন, দীক্ষা গ্রহণের পর নিষ্ঠার সহিত হরিনাম করিতেন এবং মঠের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। তাঁহার জন্মস্থান আসামে গোয়ালপাড়া সহরে। তাঁহার পিতা স্বধামগত শ্রীধীরেন্দ্র কুমার গুহ রায় এবং জননী স্বধামগতা শ্রীমতী সুধাংশুবালা গুহ রায়।

এড্‌ভোকেট শ্রীনারায়ণ মজুমদারের মুখ্য উদ্যোগে গত ১০ ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট মঙ্গলবার তাঁহার পার-লৌকিককৃত্য ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ কলিকাতা মঠে বৈষ্ণববিধানমতে সুসম্পন্ন হয়। মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কলিকাতায় বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকারী আত্মীয়-স্বজনগণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। নারায়ণবাবুর ইচ্ছায় বাগুইহাটীতে তাঁহার বাড়ীতে শ্রীল আচার্য্যদেব ব্রহ্মচারিগণসহ শুভ পদার্পণ করতঃ ১৫ আগষ্ট রবিবার ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন।

স্বধামগতা আত্মার নিত্য কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইতেছে।

শ্রীধনঞ্জয় সামন্ত, ৩৩/৪ ব্যানার্জ্জিপাড়া রোড, বেহালা, কলিকাতা-৬০ ঃ—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত দীক্ষিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য শ্রীধনঞ্জয় দাসাধিকারী বিগত ১ ভাদ্র, ১৮ আগষ্ট রবিবার শুক্লা চতুর্থীতে শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহা-রাজের তিরোভাববাসরে আনুমানিক ৬৯ বৎসর বয়সে স্বধামপ্রাপ্ত হন। তিনি সুস্থাবস্থায় বাজার করিয়া গৃহে ফিরিয়া জলখাবার গ্রহণের সময় হঠাৎ গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কণিকা সামন্ত তাঁহাকে কোনও প্রকারে লইয়া দক্ষিণ কলিকাতায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভর্ত্তি করেন। তিনি অজ্ঞানাবস্থায় ছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান ফিরিরা আসে নাই। ধনঞ্জয় বাবু অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম বঙ্কিমবিহারী সামন্ত। তাঁহার স্ত্রী পতিবিরহে কাতরা হন। তাঁহাকে অসহায় দেখিয়া শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ মঠের সেবকগণসহ স্বয়ং হাসপাতালে পৌছেন এবং তাঁহার পতির শেষকৃত্য সম্পন্নের জন্য বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সেবকগণ তাঁহাকে ট্রাকযোগে মঠের সম্মুখে আনিলে তাঁহার অঙ্গে ভগ-বানের প্রসাদী মালা, চরণতুলসী, চরণামৃত অর্পিত হয়। সেই সময় প্রবল বর্ষণ হওয়ায় কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল। যাহা হউক শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় তাঁহার দাহকৃত্য কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে সুসম্পন্ন হয়। ধনঞ্জয়বাবু ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীল গুরুদেবের নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। তিনি সদাচারসম্পন্ন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি প্রায়ই কলিকাতা মঠে সস্ত্রীক আসিয়া হরিকথা শুনিতেন এবং বিভিন্ন স্থানে মঠের অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কণিকা সামন্ত দুইবৎসর পূর্ব্বেই শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত হইয়াছিলেন। শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজের সহিত তাঁহাদের বিশেষ পরিচয় ও প্রীতি সম্বন্ধ ছিল।

তাঁহার পারলৌকিককৃত্য (বিরহোৎসব) ১২ ভাদ্র, ২৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীবলদেবাবির্ভাবের পরের দিন বৈষ্ণববিধানমতে ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ কলিকাতা মঠে সুসম্পন্ন হয়। মধ্যাহ্নে বিরহোৎসবে বৈষ্ণবসেবার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শ্রীধনঞ্জয় দাসাধিকারীর স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু " " "
(৪) গীতাবলী " " "
(৫) গীতমালা " " "
(৬) জৈবধর্ম্ম " " "
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত " " "
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি " " "
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য " " "
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা " " " "
(২৫) দশাবতার " " " "
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No. ....

Name & Address ....

....

....

....

Pin ....

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ষট্ত্রিংশৎ বর্ষ—১১শ সংখ্যা

পৌষ, ১৪০৩

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৬শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ ১৪০৩ { ১১শ সংখ্যা
৭ নারায়ণ, ৫১০ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ পৌষ, মঙ্গলবার, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৬

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ১৮৩ পৃষ্ঠার পর]

'অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥"

যে ব্যক্তি আমাদের অভাবের কথা বুঝে না, আমরা তা'কে অনেক সময় দুঃখের সহিত ঠাট্টা তামাসা ক'রে ব'লে থাকি 'দয়িত'। ব্রজবাসিগণের নিকট হ'তে ভগবান্ যখন মথুরায় চলে গেলেন, তখন ব্রজবাসিগণ নন্দতনুজকে এই কথা ব'লেছিলেন ; আর বল্লেন,—'মথুরানাথ' ; 'বৃন্দাবনপতি' বল্লেন না। মাথুরগানের কথা অনেকেই শু'নে থাকবেন ; এ সকল শব্দ বিপ্রলম্ভময়ী পরিভাষা। যা'কে 'বিরহ' বলা হয়, তা'কে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে 'বিপ্রলম্ভ' বলে। ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণকে বিরহে বল্‌ছেন,—তুমি 'দয়িত' বটে, কিন্তু তুমি 'মথুরা-নাথ' ; আমাদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে চ'লে গেছ ; আমরা কাঙ্গাল, তুমি আমাদের সর্ব্বস্ব, সেই সর্ব্বস্ব আজ লুণ্ঠিত হ'য়েছে। সুতরাং দুঃখের কথা ব'ল্‌তে গিয়ে হাস্যরস ছাড়া আর কি আস্‌তে পারে ? তুমি আমাদের নয়নের মণি, আজ আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেছ—আমাদিগকে চিন্তাকুল ক'রে মথুরায় চ'লে গেছ।

হে নন্দতনুজ, তুমি কি চিরদিনই অধোক্ষজ থাকবে ? তোমার এমন সৌন্দর্য্য, রূপ, রস আমরা দর্শন করতে পাব না ? তুমি জ্ঞানগম্য বস্তু ; আমাদের জ্ঞান নাই ব'লে দেখতে পাই না। আমরা যে অজ্ঞান, বালক, অবুঝ। আমাদের সহস্র সহস্র বৎসরের তপস্যা নাই ব'লে তুমি জ্ঞান-ভূমিতে চ'লে গেছ—যেখানে আমাদের ইন্দ্রিয় যায় না। কিন্তু তুমিই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়, আর দয়াতে তোমার চিত্ত আর্দ্র। তোমাকে কবে আমরা দেখ্‌তে পাব ? তুমি দেখা দিয়েছিলে—আমাদিগের চিত্তবিত্ত সেই দেখা দ্বারা হরণ ক'রেছিলে—আমাদের সর্ব্বস্ব-

হরণকারী সেই হরি আজ মথুরায় চ'লে গেলে! তোমার দর্শনের অভাবে আমাদের হৃদয় কাতর।

সেই চিত্তের বৃত্তি—কৃষ্ণ বিরহ-বিভ্রান্ত চিত্তের যে ব্যাধি, তা'র ঔষধি কোথায়? সেই জিনিষটী হ'চ্ছে শ্রীগৌরসুন্দরের মূল মন্ত্র,—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোক কাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশুভদ

গৌরসুন্দর ব'ল্লেন,—হে বিষয়-নিবিষ্ট-চিত্ত মানবকুল, এই দুনিয়াদারীর ছাই-পাঁশের মুটেগিরি ক'র্‌তে ক'রতেও তা'র প্রতি বিরক্তি এসে কি প্রকারে তোমাদের মঙ্গল হ'বে, তোমরা কি প্রকারে উৎক্রান্ত-দশায় এসে উপস্থিত হ'বে, সেজন্য তোমরা এই শিক্ষা গ্রহণ কর, তোমরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তন কর।

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥"

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তনে আট প্রকার সুখোদয় হয়। হে কর্ম্মঠ জীব-সম্প্রদায়—মনুষ্যজাতি, এই কথাটী একটুকু শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণের সম্যগ্‌রূপ কীর্ত্তন জয় লাভ করুক। যে সকল লোকের বিষয় কথা শুন্‌তে শুন্‌তে কর্ণ একেবারে বধির হ'য়ে গেছে, তা'দিকে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন শুনা'তে হয়। বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোত তা'দিকে ঠেলে মায়াবাদের অকূল সাগরে ফেলে দিচ্ছে। সংসার সাগরের বিষয়-ভোগের স্রোত তা'দিকে মায়াবাদ-সাগরের বিষয়-ত্যাগের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণবিমুখতার চরম আবর্ত্ত-বিবর্ত্তে পাতিত ক'রছে। 'হাম খোদাই' বুদ্ধিতে চালিত হ'য়ে মানুষ স্বগত স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেন—ত্রিপুটী বিনাশের বিচার অবলম্বন ক'রে আত্মবিনাশের পথে ধাবিত হন। তা' হ'তে রক্ষা পে'তে হ'লে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তন কর; তা'তে আট প্রকার সুখোদয় হ'বে।

চিত্তদর্পণে দৃশ্যজগতের আবহাওয়া নিরন্তর স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা এনে ফেল্‌ছে। সেই আবর্জ্জনারাশি চেতনের বৃত্তিকে চাপা দেয়। চিত্তদর্পণে যে ধূলো প'ড়ে গিয়েছে,—তা'র উপর যে প্রকারে বিকৃতভাবে দৃশ্য জগৎ প্রতিফলিত হ'চ্ছে, যা'র ফলে আমরা কেহ কর্ম্মবীর, কেহ ধর্ম্মবীর, কেহ কামবীর, কেহ অর্থ-বীর, কেহ জ্ঞানবীর, যোগবীর, তপোবীর হওয়ার অবৈধ অভিলাষ সৃষ্টি ক'রে তা'তে ধ্বংস লাভ কর-বার জন্য উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছি—মানবসমাজ আমরা প্রেম হ'তে দিন দিন কতদূরে চ'লে যাচ্ছি, সেই সব অসুবিধা আনুষঙ্গিক ভাবে অতি সহজে বিদূরিত হ'তে পারে—কৃষ্ণের সম্যগ্‌রূপ কীর্ত্তনে। কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনের অভাবে মানব জাতির শুভোদয়ের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হ'য়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের—'শ্রীকৃষ্ণটী' মানুষের মনো-ধর্ম্মের কারখানায় প্রস্তুত কৃষ্ণ ন'ন। ঐতিহাসিক কৃষ্ণ, রূপক কৃষ্ণ, তথাকথিত আধ্যাত্মিক কৃষ্ণ, কল্পিত কৃষ্ণ, প্রাকৃত সহজিয়ার কৃষ্ণ, প্রাকৃত কামুকের কৃষ্ণ, প্রাকৃত চিত্রকরের কৃষ্ণ, যথেচ্ছাচারিতার কবলে কবলিত কৃষ্ণ, মেটেবুদ্ধির কৃষ্ণ, কা'রও ব্যক্তি-গত রুচির ইন্ধন সরবরাহকারী কৃষ্ণ, মায়ামিশ্রিত কৃষ্ণ—"শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনের কৃষ্ণ ন'ন।

বিখ্যাতকীর্ত্তি ঔপন্যাসিক যখন কৃষ্ণচরিত্র বর্ণন ক'রলেন, তখন নবীন বঙ্গীয় যুবকগণ কত উচ্ছ্বাস-ভরেই না সেই বর্ণনার কীর্ত্তিগাথা বাঙ্গালার হাটে-ঘাটে-মাঠে গেয়ে বেড়া'তে লাগ্‌লেন। যখন প্রথম কৃষ্ণচরিত্র-গ্রন্থ প্রকাশিত হ'লো, তখন নবীন প্রবীণ সকলের মুখেই শুন্‌লাম যে, এবার কৃষ্ণচরিত্রের উপর এক নূতন আলোক এ'সে গেছে! 'মহাভারতের কৃষ্ণ', 'ভাগবতের কৃষ্ণ' প্রভৃতি কত কি বিচার হ'লো। আমাদের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণ সেইরূপ কোন লোকের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইন্ধন-সরবরাহকারী কৃষ্ণ ন'ন। মানুষের মেটেবুদ্ধি সেই শ্রীকৃষ্ণকে মেপে নিতে পারে না।

'শ্রীকৃষ্ণ'—এখানে যে "শ্রী" কথাটী, সেই "শ্রী" আকৃষ্টা হ'য়েছেন কৃষ্ণের দ্বারা; এজন্য "শ্রীকৃষ্ণ"। কৃষ্ণ—আকর্ষক, শ্রী—আকৃষ্টা। শ্রী—পরম সৌন্দর্য্যবতী। পরম সৌন্দর্য্যবতীকে যিনি নিজ সৌন্দর্য্যের দ্বারা আকর্ষণ ক'রতে সমর্থ, তিনি শ্রীকৃষ্ণ।

পঞ্চমস্বরে যে বংশীধ্বনি গীত হয়, তা' ত্রিগুণ-তাড়িত ব্যক্তি শু'নতে পায় না, এমন কি, চতুর্থমানেও শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর পঞ্চম তান অনেকে শুনতে পান না। তূরীয় রাজ্য বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক-গণ কৃষ্ণ-মুরলীর পঞ্চম তানের মাধুরী বুঝ্‌তে পারেন না।

যেরূপভাবে রুদ্রের পরিচয়, ব্রহ্মার পরিচয় বা বিষ্ণুর পরিচয় হয়, সেইরূপ গুণাবতারজাতীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ ন'ন। তিনি গুণাবতারগণের অবতারী। জড়বোধ-ব্যাপার-বিশেষ-মাত্রও তিনি ন'ন। তিনি চেতনাভাস মনকে মাত্র আকর্ষণ করেন না; তিনি অনাবিল আত্মাকে আকর্ষণ করেন—সৌন্দর্য্যবতী-গণকে আকর্ষণ করেন।

আমরা যেখানে অত্যন্ত ভীতি, সঙ্কোচ ও সম্ভ্রমের সহিত পূজা ক'রতে যাই, সেখানে আমরা কৃষ্ণকে পাই না—কৃষ্ণের অবতারসমূহকে পাই। আমরা অভাবক্লিষ্ট, এই হেতুমূলক বোধ তখন আমাদিগকে ঐশ্বর্য্যবানের উপাসক ক'রে তুলে। গৌরসুন্দর যখন দক্ষিণ দেশে গিয়েছিলেন, তখন সে দেশ থেকে এক-খানা গ্রন্থের একটি অধ্যায় তিনি এনেছিলেন, তা'র নাম—'ব্রহ্মসংহিতা'। তা'তে ব্রহ্মা কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণন ক'রে ব'লছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্‌॥

সকল কারণের কারণ অনুসন্ধান ক'রতে গেলে কৃষ্ণকেই পাওয়া যায়। কার্য্যকারণবাদের মূল চরম বস্তু অনুসন্ধান করা আবশ্যক। সেই অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসার অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভূত হন। সৌন্দর্য্য না থাক্‌লে—যোগ্যতা না থাক্‌লে তিনি আকর্ষণ করেন না। দয়া নিতে হ'লে দয়ার দানীর চিত্ত আকর্ষণ ক'রতে হয়—সকল জগতের সহিত বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন ক'রে দানীর অব্যভিচারী বান্ধব—প্রেয়সী হ'তে হয়।

তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দঘনমূর্ত্তি। তিনি নিত্য-কাল অবস্থিত; কাল তাঁ' হ'তেই প্রসূত হ'য়েছে, কালের কাল মহাকাল তাঁ'র অধীন, তিনি পূর্ণজ্ঞান-বস্তু, তিনি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় বস্তু।

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্‌ কীর্ত্তনে জীবের সর্ব্ব-সুখোদয় হয়। কৃষ্ণের আংশিক কীর্ত্তন ক'রে যদি জীবের সর্ব্বসুখোদয় না হয়, তা'হলে অনেকে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের শক্তি বিষয়ে সন্দিগ্ধ হ'য়ে প'ড়্‌তে পারেন। কৃষ্ণের বিকৃত কীর্ত্তনে জীবের তুচ্ছফল লাভ হ'তে পারে। এজন্য বুদ্ধিমানূগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্‌ কীর্ত্ত-নের বিজয় বাঞ্ছা করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্‌
সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণম্‌—স্বরূপ প্রকরণম্‌

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ১৮৫ পৃষ্ঠার পর]

ওঁ হরিঃ ॥ সর্ব্বে চিচ্ছক্তিমন্তো মহেশ্বরাঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১৭ ॥

চতুর্বেদশিখায়াং। নৈবেতে জায়ন্তে নৈতেষা-মজ্ঞানবন্ধো ন মুক্তিঃ সর্ব্ব এষহ্যেতে পূর্ণা অজরা অমৃতাঃ পরমাঃ পরমানন্দ ইতি॥ বারাহে। স্বাংশশ্চাথো বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ ইষ্যতে॥ ত্রৈলোক্য সম্মোহন তন্ত্রে। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামীশ্বরো জগদীশ্বরঃ। সন্তি তস্য মহাভাগা অবতারাঃ সহ-স্রশঃ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। মায়াতীত পরব্যোম সবার অবস্থান। বিশ্বে অবতরি ধরি অবতার নাম ॥১৭॥

অংশাবতার, লীলাবতার, যুগাবতার সকলেই
চিচ্ছক্তিমান মহেশ্বর ॥ ১৭ ॥

চতুর্ব্বেদশিখা বলেন,—এই অবতারসমূহের কোনরূপ প্রাকৃত জন্ম নাই, অজ্ঞানবন্ধন, বন্ধনমুক্তি ইত্যাদি কোন ব্যাপারই তাঁহাদের নাই। তাঁহারা সকলে পূর্ণ পুরুষ, জরাবিহীন, অমৃতময়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,

পরমানন্দময় ইত্যাদি। বরাহপুরাণ বলেন,—ভগবানের দুই প্রকারের অংশ বর্ত্তমান, তাঁহাদের মধ্যে ভগবদবতার-সকল স্বাংশরূপ বিভুচৈতন্য এবং জীবসকল বিভিন্নাংশরূপ অণুচৈতন্য। ত্রৈলোক্য সম্মোহন তন্ত্রে,—জগতের জীবসকলকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রদানে সমর্থ প্রভুই জগদীশ্বর। সেই পরমপুরুষের সহস্র সহস্র অবতারসমূহ বর্ত্তমান। শ্রীমন্মাহাপ্রভু বলেন,—ভগবানের সমস্ত অবতারগণ নিজ নিজ ধামে পরব্যোমে নিত্যকাল অবস্থান করেন এবং স্বেচ্ছাক্রমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া অবতার বলিয়া পরিচিত হন। [১৭]

ওঁ হরিঃ ॥ ভক্তৌ পূর্ণপুরুষো ভগবান্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১৮ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ গর্গ সংহিতায়াং পূর্ণঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমোত্তমঃ পরাৎপরো যঃ পুরুষঃ পরমেশ্বরঃ। স্বয়ং সদানন্দময়ং কৃপাকরং তং শরণং ব্রজাম্যহম্ ॥ শ্রীনিম্বাদিত্যস্বামী। স্বভাবতোঽপাস্ত-সমস্তদোষমশেষ কল্যাণ গুণৈকরাশিং। ব্যূহাঙ্গিনং ব্রহ্মপরং বরেণ্যং ধ্যায়েম কৃষ্ণং কমলেক্ষণং হরিম্ ॥ ১৮ ॥

শুদ্ধ ভক্তিমার্গে সেই তত্ত্ব পূর্ণপুরুষ ভগবৎ স্বরূপে প্রকাশ ॥ ১৮ ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিতেছেন,—আমি জানিয়াছি, সূর্য্যের মত স্বয়ংপ্রকাশরূপ সেই জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বব্যাপী মহাপুরুষই ইনি। তিনি আজ্ঞানান্ধকারের অর্থাৎ মায়ার অতীত। তাঁহাকে স্বরূপতঃ জানিয়া উপাসনা করিলেই মৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পরমপদপ্রাপ্তির আর কোন দ্বিতীয় উপায় নাই। গর্গ সংহিতায়,—সেই পূর্ণপুরুষ অনাদি, নিত্য-নবীন, শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম, পরাৎপর যিনি, তিনিই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ং সদানন্দ পরিপূর্ণ, কৃপাবারিধি, গুণসমুদ্র, আমি তাঁহার শরণাগতি গ্রহণ করিলাম। শ্রীনিম্বার্ক স্বামী বলেন,—সেই ভগবত্তত্ত্ব স্বভাবতঃ সমস্ত দোষশূন্য, কেবলমাত্র অশেষরূপ কল্যাণগুণরাশি, চতুর্ব্যূহের মূলরূপ; পরব্রহ্মস্বরূপ, সর্ব্বদেবগণের আরাধ্য বস্তু। এতাদৃশ কমললোচন হরি-শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলাদি ধ্যান করি। [১৮]

ওঁ হরি ॥ ঔদার্য্য-মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভেদেন তৎ স্বরূপমপি ত্রিবিধম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১৯ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥ মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষঃ প্রবর্ত্তকঃ। সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥ গোপালোপনিষদি। সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম। দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরং ॥ মনুঃ। প্রশাসিতারং সর্ব্বেষাং অনীয়াংস মনোরপি। রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাত্তং পুরুষং পরম্ ॥ ভাগবতে। ন যত্র কালোঽনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ ॥ নারদপঞ্চরাত্রে। মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ ॥ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে। সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ। সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাচ্চৈতন্য গোসাঞী। জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই ॥ শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীমদদ্বৈত প্রভু। নবকুবলয় দাম শ্যামলো বাম জঙ্ঘা হিততদিতর জঙ্ঘঃ কোঽপি দিব্যঃ কিশোরঃ। ত্বমিব স স ইবত্বং গোচরোনৈব ভেদঃ কথয় রূপ্যমহো মে জাগ্রতঃ স্বপ্ন এষঃ ॥ ১৯ ॥

সেই ভগবৎ স্বরূপ ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য স্বরূপ ভেদে ত্রিবিধ প্রকাশমান ॥ ১৯ ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে। সেই ভগবান্ ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণেরও পরম নিয়ন্তা, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও পরমপূজ্য দেবতা, প্রজাপতিদিগেরও অধিপতি এবং অক্ষর ব্রহ্ম হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ, সেই সমগ্রবিশ্বের পরমেশ্বর স্তবনীয় পুরুষোত্তমকে আমরা ধ্যান করি। সেই মহাপ্রভু সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কার্য্যে একমাত্র সমর্থ, জীবের নিগ্রহানুগ্রহ তাঁহারই অধীন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনিই সত্ত্বগুণান্বিত অন্তঃকরণের প্রবর্ত্তক যেহেতু তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশস্বরূপ অবিনাশী পরতত্ত্ব। ভগবানের স্বরূপ

সম্বন্ধে গোপালতাপনী উপনিষদ্ বলেন,—সেই ভগবানের নয়নদ্বয় বিকশিত নবীন কমলপুষ্পের ন্যায় সুন্দর এবং অরুণবর্ণযুক্ত, তাঁহার অঙ্গের প্রভা নীলনীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ, তাঁহার পরিধানের বসন স্থির বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবর্ণ ; তিনি দ্বিভুজ কিশোর নরাকৃতি গোপবেশ, অসীম মাধুর্য্যময় আত্মানন্দজনিত মৌনমুদ্রাসমন্বিত তাঁহার মন্দহাস্যযুক্ত বদনারবিন্দ, সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আপাদ কণ্ঠলম্বিত বনমালা ধারণ করিয়াছেন। মনু বলেন ;—সমস্ত জীবগণের শাসনকর্ত্তা সেই ভগবান্ স্বর্ণদ্যুতিবিশিষ্ট, সমাধি দশা লব্ধ বুদ্ধিগম্য, সেই মহাপ্রভুকেই পরমপুরুষ বলিয়া জানিবে। ভাগবত বলেন,—দেবতাগণেরও পরমপ্রভুরূপ কাল সে পরমেশ্বরে কোন কার্য্যক্ষম হয় না। নারদপঞ্চরাত্রে,—মণি যেমন শিল্পীর কলাচাতুর্য্যদ্বারা নীল পিতাদি বর্ণ সমন্বিত হয়, তথা ভগবান্ অচ্যুতও ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, ঔদার্য্য প্রেমযুক্ত ভক্তগণের ধ্যান অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও সেই পরতত্ত্বকে ঐশ্বর্য্য-বিগ্রহ নারায়ণ, মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ও ঔদার্য্য-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবরূপে স্থাপনা করে। সেই পরম দয়ালু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই কলিহত জীবের সন্ত্রাণকর্ত্তা। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের উক্তি,—নব কুবলয়দামসদৃশ এক অনির্ব্বচনীয় দিব্য কিশোর বাম জঙ্ঘার উপরি দক্ষিণ জঙ্ঘা স্থাপনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। হে প্রভো, তিনি তোমার ন্যায় এবং তুমি তাঁহার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছ, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অহো! ইহা কিরূপে আমার জাগ্রত অবস্থার স্বপ্ন ? [১৯] (ক্রমশঃ)

সিংহের শাবক

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

পূর্ণবস্তু ভগবান্ অমৃতের আধার বা স্বয়ংই অমৃত বস্তু। তাঁহার প্রত্যেক শ্রীঅঙ্গ পূর্ণহওয়ায় তাহাও সর্ব্বশক্তিসমন্বিত। তাই তাঁহার কেশ, নখাগ্র, চক্ষু কর্ণ সমস্ত শ্রীঅঙ্গই হাস্য, নৃত্য, গান, শয়ন, ভোজন, বিশ্রামাদি করিতে সমর্থ। এই অদ্ভুতগুণবিশিষ্ট, পরমকরুণাময় অলৌকিক ভগবান্ আর কেহই নহেন, তিনি আমার প্রভুর প্রভু—শ্রীগৌরসুন্দর এবং আমরা সকলেই সেই অমৃতের পুত্র—অমৃতের অধিকারী, কলিকল্মষনাশী শ্রীচৈতন্যসিংহের পাল্য শাবক বা চেতন সেবকসম্প্রদায়। শ্রুতি বলেন—আমরা অমৃতের সেবক, "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" (শ্বেতাশ্বঃ ২।৫) আমরা অমৃতের সন্তান হইয়াও, চেতন হইয়াও, স্বরূপতঃ সিংহের শাবক—ভগবানের পুত্র হইয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ ভগবৎ-সেবার কথা বিস্মৃত হইয়াছি, পিতার সঙ্গ বিচ্যুত হওয়াতেই এরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, বলবান্ সতের সঙ্গ ছাড়িয়া অনাত্মীয় অসদ্বস্তুর সঙ্গলাভের ইচ্ছা হৃদয়ে স্থান পাওয়ায় নিজ স্বরূপ ভুলিয়া বর্ত্তমানে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। মায়া আত্মা আমাকে অসহায় পাইয়া অনন্তকাল অনাহারে নানা বিচিত্র বর্ণের দেহপিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখায় বর্ত্তমানে আমি পাশবিক-শক্তিসম্পন্ন দেহমনের কবলে পড়িয়া খাদ্যাভাবে—ভগবৎসেবার অভাবে নিজেকে বড়ই দুর্ব্বল মনে করিতেছি। সুতরাং এমতাবস্থায় আমার বলকারক হরিকথা-ঔষধ ও মহাপ্রসাদ পথ্যরূপে গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

জীবের এতাদৃশ দুর্ব্বল ও বিকৃতাবস্থা দেখিয়া বাল্যকালের একটী কথা স্বতঃই মনে উদিত হয়। দৈবক্রমে একটী সিংহশাবক গভীর অরণ্যে তাহার মাতাপিতার সঙ্গহারা হইয়া অসহায় অবস্থায় একাকী বনে ভ্রমণ করিতেছিল। একদিন জনৈক মেষপালক সেই পথে যাইতে যাইতে অতি অল্পবয়স্ক দুর্ব্বল সিংহশিশুটীকে দেখিয়া তাহাকে মেষশাবকের সহিত রাখিয়া লালনপালন করে। মেষের সহিত বাস করিতে করিতে সেই সিংহশিশু তাহাদের সঙ্গফলে স্বস্বরূপ ভুলিয়া মেষশাবকেরই ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাহার নির্ভীক ভাব বা হিংসা প্রবৃত্তি লুপ্ত হওয়ায় সে ভীরু ও নিরুৎসাহী হইয়া পড়ে ; কিন্তু একদিন

অকস্মাৎ একটী সিংহ সেই পথে যাইতে যাইতে মেষদলের মধ্যে সিংহশিশুটীকে দেখিতে পায় এবং নানা কৌশলে তাহাকে নিজ গুহায় লইয়া গিয়া তাহার অন্যান্য শাবকের নিকট রাখে। সিংহশাবকের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে সেই জড়তাপ্রাপ্ত অপহৃত-জ্ঞান সিংহশিশুটী ক্রমশঃ নিজস্বরূপ জানিতে পারে এবং তদুপযোগী আহারগ্রহণ ও বলবান্ সিংহশিশুগণের সহিত বিচরণ করিতে করিতে সেই দুর্ব্বল সিংহশিশুটীও ক্রমশঃ বলবান্ হইয়া নিজ স্বরূপ ফিরিয়া পায়—সে তখন নিজেকে পশুরাজ সিংহের শাবক জানিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া বিচরণ করিতে থাকে। চেতন জীব আমরা—চৈতন্যসরস্বতীর পুত্র বা সেবক আমরা তৎপাদপদ্মবিস্মৃতিবশতঃ বর্ত্তমানে ভয়ব্যাকুলচিত্ত, দুর্ব্বল ও নিরুৎসাহী হইয়া পড়িয়াছি। অসৎ বদ্ধজীবগণের সতত সঙ্গ করিয়াছি বলিয়া আমাদের অবস্থাও বর্ত্তমানে কতকটা এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সিংহশাবকটী যেমন নিজেকে মেষশাবক-জ্ঞানে কষ্টে জীবনযাপন করিতেছিল, আমরাও তদ্রূপ নিজেকে এ জগতের কোনও একজন মনে করিয়া বদ্ধজীবচালক মায়াদেবীর অধীনে বাস করিতেছি। এইরূপ ভাবে আমাদের বহু জন্ম কাটিয়া গিয়াছে; কিন্তু কলিকল্মষনাশী আচার্য্যভাস্কর আজ সিংহহুঙ্কারে জগৎ প্রকম্পিত করিয়া আমাদের ন্যায় বিরূপগ্রস্ত দুর্ব্বল পুত্রগণকে সবল করিবার জন্য, নিজ স্বরূপে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য—নিদ্রিত পুত্রগণকে জাগাইবার জন্য সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। মৃতপ্রায় চেতন জীবগণের নিকট অমৃতকথা কীর্ত্তন করিয়া যখন তাহাদিগকে সবল করিবার চেষ্টা শ্রীগুরুপাদপদ্ম দেখান তখন যদি আমরা তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত সঞ্জীবনী সুধা সেবোন্মুখ শ্রবণপুটে পান করি বা সযত্নে তাহা গ্রহণ করি—বিষয়-বিষ-পানের দুরাশা পরিত্যাগ করিয়া সেই বিষাক্তসর্পসদৃশ খল জগদ্বাসীর স্বরূপাবরক অসৎসঙ্গ বর্জ্জন পূর্ব্বক অমৃতলাভের জন্য ব্যস্ত হই তাহা হইলে আমরা দ্বিতীয়াভিনিবেশ-রহিত হইয়া নিজেকে ও নিজাত্মীয় হরি গুরুবৈষ্ণবকে চিনিতে পারি। এই দেবদুর্ল্লভ সৌভাগ্য লাভ হইলে আর আমাদিগকে ক্লান্ত, শ্রান্ত, ভীত বা মলিন থাকিতে হয় না। পরন্তু আমরা অমৃতের পুত্র বা চৈতন্যশাবক—এই জীবজাগরণী কথা হৃদয়ে স্থান পাইয়া সেবানন্দে বা নিজ আত্মীয়সঙ্গানন্দে আমাদের হৃদয়কে উদ্বেলিত করে। সিংহের সঙ্গই যেরূপ সিংহশাবকের স্বস্বরূপ-প্রাপ্তির উপায়, জীবের পক্ষেও সেইরূপ গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ বা তাঁহাদের কর্ণপটহভেদী কুসিদ্ধান্তহারী হুঙ্কারই সুপ্ত জীবগণকে জাগ্রত করিবার একমাত্র পন্থা—শ্রীচৈতন্য-সিংহের সেবকত্বে অবস্থিতির চরমোপায়।

চৈতন্যসিংহের শাবক হইয়া নিজেকে অচৈতন্য জগতের বা মায়ার একজন প্রজা বলিয়া মনে করিয়া ভ্রান্ত হওয়া উচিত কি না বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বিচার করিবেন। শ্রীচৈতন্যের সেবক হইয়া অচৈতন্য জগতের গোলামী করা, এমন কি আচার্য্য-সিংহ এসব কথা আমাদিগকে পুনঃ পনঃ জানাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিলেও তাহাতে কর্ণপাত না করা, ইহা কি আমাদের প্রভু-সেবার পরিচায়ক। সিংহশাবক হইয়া শৃগালের সেবা করা কি মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য? ভগবানের সেবক হইয়া মায়ার দাস্যে বাহাদুরী দেখান কি আমাদের উচিত? আমরা সিংহের শাবক, চৈতন্য সরস্বতীর পুত্র বা দাস, এই নিত্য সুখদ অভিমান হৃদয়ে প্রস্ফুটিত করার জন্য যত্নপর হওয়া কি আমাদের উচিত নয়? সদ্‌গুরুর নিত্যোচ্চারিত 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' বাণীতে উদ্বুদ্ধ হওয়া কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়? এ সকল কথা স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া স্বস্বরূপে অবস্থিত হইবার জন্য প্রবলা বা মহতী চেষ্টা জগতের কি কেউ করিবে না? আচার্য্যসিংহের পুত্রত্ব-স্বীকারের সৌভাগ্য কি কাহারও ঘটিবে না? জগতের কেউ কি আচার্য্যের অযোগ্য দাস আমাদিগকে তাহাদের ভাই বলিয়া গ্রহণ করিবে না? আমরা কি এই মনঃ-কথা বা হৃদয়-ব্যথা লইয়াই এই গণা দিন কয়টী কাটাইয়া দিব? গৌর! গুরুদেব! তোমাদের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিয়া জগৎ কি চৈতন্যকীর্ত্তনে ব্রতী হইয়া আমাদের দুর্ব্বলপ্রাণে—হতাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিবে না? তাই মাগি, বৈষ্ণবগণ কৃপা করুন।

অথর্ব্ব

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

অথর্ব্বন্ (পুং) অথ-ঋ—বনিপ্ শক। অথর্ব্ব-নামক ঋষি বিশেষ। মুণ্ডক উপনিষদের আরম্ভে লিখিত আছে যে, অথর্ব্বা ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন—

"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা-
মথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥ ১ ॥
অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা অথর্ব্বা
তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ
ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্ ॥" ২ ॥

'দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি এই বিশ্বের এবং জগতের রক্ষক। তিনি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বকে সকল বিদ্যার মূলস্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেন। ব্রহ্মা অথর্ব্বকে যাহা শিখাইয়াছিলেন, অথর্ব্ব আবার সেই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিরার কাছে প্রকাশ করেন। অঙ্গিরা আবার ভরদ্বাজ বংশোদ্ভব সত্যবাহকে তাহা বলেন। সত্যবাহ সেই শ্রেষ্ঠবিদ্যা অঙ্গিরসকে শিখাইয়াছিলেন।'

—বিশ্বকোষ

ব্রহ্মার নির্দ্দেশক্রমে মহর্ষি কর্দ্দম বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতিগণকে যথাবিধি কন্যা সম্প্রদান করেন। তিনি নয়টি ঋষিকে নয়টি কন্যা সমর্পণ করিলেন। তন্মধ্যে 'শান্তি' নাম্নী তাঁহার কন্যাকে তিনি অথর্ব্ব ঋষির নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন।

'অথর্ব্বণেঽদদাচ্ছান্তিং যয়া যজ্ঞো বিতন্যতে।
বিপ্রর্ষভান্ কৃতোদ্বাহান্ সদারান্ সমলালয়ৎ॥'

—ভাঃ ৩।২৪।২৪

'অতঃপর যাঁহার দ্বারা যজ্ঞ সমৃদ্ধ করা হইয়া থাকে, সেই শান্তির অধিষ্ঠাতৃ দেবী শান্তি-নাম্নী কন্যা অথর্ব্বকে সম্প্রদান করিলেন। এই প্রকারে উদ্বাহ-কার্য্য সমাধান করিয়া কর্দ্দম ঐসকল সস্ত্রীক ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ ঋষিগণকে সমাদরে লালন পালন করিতে লাগিলেন।'

'শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, দধ্যঞ্চ নামে জনৈক ঋষি অথর্ব্বের পুত্র ছিলেন। 'তমু ত্বা দধ্যঙ্ঋষিঃ পুত্র ইধে অথর্ব্বণঃ।' অথর্ব্বার পুত্র দধ্যঞ্চ ঋষি তোমাকে (অগ্নিকে) প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন।'

'চিত্তিস্ত্বথর্ব্বণঃ পত্নীলেভে পুত্রং ধৃতব্রতম্।
দধ্যঞ্চমশ্বশিরসং ভৃগোর্বংশং নিবোধ মে ॥'

—ভাঃ ৪।১।৪১

'অথর্ব্বা ঋষির সহধর্ম্মিণী চিত্তি তপোনিষ্ঠ দধীচি* নামক একটি পুত্র লাভ করেন। (এখন ভৃগুবংশের বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন।)'

মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে যে, অথর্ব্ববেদ ব্রহ্মার উত্তরমুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা ভ্রমর ও অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। এই বেদ ঘোরাঘোরস্বরূপ এবং শান্তি ও আভিচারিকাদি প্রক্রিয়ায় পরিপূর্ণ।

'অথর্ব্ববেদের প্রকৃত নাম 'অথর্ব্বাঙ্গিরস'। এই অথর্ব্বাঙ্গিরস শব্দ সংক্ষেপে উল্লেখ করিবার জন্য লোকে ইহাকে 'অথর্ব্ববেদ' কহে। অথর্ব্ব শব্দের অর্থ কি, এখন তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। ঋগ্বেদে অথর্ব্ব শব্দের অনেকবার প্রয়োগ আছে। ঐ সকল স্থলের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য, অথর্ব্ব শব্দের অর্থ প্রায় ঋষি লিখিয়াছেন। হগ্ সাহেব বলেন, অথর্ব্ব শব্দের অর্থ, জেন্দ আবেস্তা অনুসারে—'অগ্নি-পুরোহিত'। অথর্ব্ববেদেও অনেকস্থলে অথর্ব্ব শব্দের উল্লেখ

---

* 'দধীচি'—'বেদমতে অথর্ব্বা ঋষির পুত্র। পুরাণ-মতে মহর্ষি ভৃগু বা চ্যবনের পুত্র। তিনি শিবের পরম ভক্ত ছিলেন। দক্ষ শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করিলে তিনি ঐ যজ্ঞস্থল পরিত্যাগ করেন। তাঁহার তপস্যার প্রভাব দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হন এবং অলম্বুষা অপ্সরাকে প্রেরণ করিয়া তাঁহার তপোভঙ্গ করেন। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রার্থনানুসারে বৃত্রবধার্থে তিনি স্বীয় অস্থি দেবতাদের প্রদান করেন। ঐ অস্থি হইতে নির্ম্মিত বজ্রাস্ত্র-প্রহারে ইন্দ্র বৃত্রকে নিহত করেন।' —আশুতোষদেবের নূতন বাংলা অভিধান

আছে। তাহার একস্থানে দেখা যায়,—'অজীজনো হি বরুণ স্বধাবন্ অথর্ব্বাণং পিতরং দেববন্ধুং'। হে স্বধাবন্ বরুণ! দেববন্ধু পিতা অথর্ব্বকে তুমি জন্ম দিয়াছ। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অথর্ব্ব কোন ঋষিবিশেষের নাম। অথর্ব্বন্ শব্দেও প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে যে, অথর্ব্ব নামক জনৈক ঋষি আদিপুরুষ ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন। অঙ্গিরাও একজন প্রধান ঋষি। ঋগাদি সকল বেদেই অঙ্গিরস নামের উল্লেখ আছে। বোধহয় অথর্ব্ব এবং অঙ্গিরা ঋষির বংশধরেরাই, অথর্ব্বাঙ্গিরস সংহিতা অর্থাৎ অথর্ব্ববেদ সঙ্কলন করিয়াছেন। কোন কোন ব্যক্তির মতে, ভৃগুবংশীয়েরা এই বেদের অনেক মন্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন।'—বিশ্বকোষ

'অথর্ব্বা বৈদিকযুগের ঋষিবিশেষ। ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি প্রথমে অগ্নি সৃষ্টি করিয়া আর্য্যদের মধ্যে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার প্রবর্ত্তন করেন। তিনি ত্রয়ীবেদ হইতে অথর্ব্ববেদকে পৃথক্ করেন। তাঁহার নামানুসারে তাঁহার দ্বারা পৃথক্ করা বেদের অংশ অথর্ব্ববেদ হয়।' —আশুতোষদেবের নূতন বাংলা অভিধান

'To these three Vedas—Rg, Yajur and Sama known as the 'Trayi-vidya' (threefold knowledge)—is added a fourth, the Atharvaveda, a collection of hymns, magic spells and incantations that represents a more folk level of religion and remains partly outside the Vedic sacrifice'.—

Page 289, Second column. The New Encyclopædia Britannica Volume 12

'Finally, to the Atharvaveda belongs to comparatively late 'Gopatha Brahmana'. Relating only secondarily to the Samhitas and 'Brahmanas'. It is in part concerned with the role played by the Brahmana ('prayer') priest who supervised the sacrifice'.— Page 462 column I The New Encyclopædia Britannica Volume 2

পূর্ব্বকাল হইতে ব্রাহ্মণেরা ঋক্, যজু ও সামবেদই ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিতেন এবং বেদ তিনখানি বলিয়াই প্রসিদ্ধি ছিল। তজ্জন্য বেদের আর একটি নাম ত্রয়ী হইয়াছে। মনু প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ঋগাদি তিনখানি বেদেরই আদর দেখা যায়।

"যাগাদি সিদ্ধির জন্য তিনি অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ উদ্ধৃত করিলেন। —মনু

প্রজাপতি ত্রিলোক উত্তপ্ত করিলেন। সেই তপ্যমান্ ত্রিলোক হইতে তিনি সারভাগ বাহির করিয়া আনিলেন। পৃথিবী হইতে অগ্নি, অন্তরীক্ষ হইতে বায়ু এবং দ্যুলোক হইতে আদিত্য উদ্ধৃত করা হইল। পরে তিনি ঐ তিনটী দেবতাকে আবার তাপ লাগাইলেন। এই তিনটী দেবতা উত্তপ্ত হইলে তাঁহাদের সারাংশ উদ্ধৃত করা হইল। অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং আদিত্য হইতে সামবেদ উপলব্ধ হইল। প্রজাপতি তিনটী বিদ্যাকে পুনর্ব্বার তাপ দিলেন। ঐ বেদত্রয় উত্তপ্ত হইলে ঋক্ হইতে ভূর্, যজু হইতে ভুবঃ এবং সামবেদ হইতে স্বর্ উৎপন্ন হইল।

এইরূপ অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, আগে ঋক্, যজু ও সামবেদ ব্রাহ্মণেরা অধ্যয়ন করিতেন।

যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত বেদকে ঋক্, যজু ও সাম এই তিনপ্রকার বিভাগ করা হইয়াছে। কিন্তু অথর্ব্ববেদ যাগাদির অনুপযুক্ত। ইহাতে কেবল শান্তি, পৌষ্টিক ও অভিচারাদির প্রকরণ আছে। ইহাও একখানি অদ্ভুত বেদশাস্ত্র।

ঋগ্বেদে ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবতাদের স্তুতি ও অর্চ্চন আছে, কিন্তু অথর্ব্ববেদে কাল, যম, মৃত্যু, দেব, দানব প্রভৃতি সকলেরই স্তব করা হইয়াছে। জগতে যাহা আছে তাহারও স্তব, জগতে যাহা নাই কেবল মনে মনে নূতন গড়িয়া লইতে হয় তাহারও স্তব। ঋগ্বেদে ঋষিরা কোথাও যাতুধান, দুর্ম্মতি প্রভৃতিকে নমস্কার করেন নাই। অথর্ব্ববেদে রোগাদি বাড়াইবার মন্ত্র অধিক দেখা যায়। অন্যবেদে এত নাই। স্বামীকে বশীভূত

করিবার মন্ত্র, বিষ ঝাড়াইবার মন্ত্র, শত্রুবধের মন্ত্র, বন্ধ্যা নারীর সন্তানোৎপত্তির মন্ত্র,—এসকলই আছে।"
—বিশ্বকোষ

বায়ুপুরাণে অথর্ব্ববেদের প্রাধান্য প্রতিপাদিত হইয়াছে।

'বহ্বৃচো হন্তি বৈ রাষ্ট্রমধ্বর্য্যুর্নাশয়েৎ সুতম্।
ছন্দোগো ধনং নাশয়েৎ তস্মাদাথর্ব্বণো গুরুঃ॥'

'বহ্বৃচ (ঋগ্বেদের পুরোহিত) রাজ্য নষ্ট করেন; অধ্বর্য্যু (যজুর্ব্বেদের পুরোহিত) সন্তান নষ্ট করেন; ছন্দোগ (সামবেদের পুরোহিত) ধন নষ্ট করেন; তজ্জন্য আথর্ব্বণই সকলের শ্রেষ্ঠ।

উক্ত বায়ুপুরাণে অথর্ব্ববেদের মহিমা বিশেষভাবে বর্ণন করিয়াছেন—অথর্ব্ববেদী পুরোহিত, যজ্ঞ রক্ষা করেন। অথর্ব্ববেদজ্ঞ ব্যক্তি দ্যুলোকের, অন্তরীক্ষের এবং পৃথিবীর নানাপ্রকার উৎপাতের শান্তি করেন। তজ্জন্য ভৃগুকে দক্ষিণদিকে রাখা আবশ্যক। ব্রহ্মাই (অথর্ব্ববেদী) অনিষ্টের শান্তি করিতে পারেন। অধ্বর্য্যু, ছন্দোগ কিংবা বহ্বৃচরা পারেন না। ব্রহ্মা রাক্ষসদের হইতে রক্ষা করিতে পারেন। তজ্জন্য অথর্ব্ববেদজ্ঞ ব্যক্তিই ব্রহ্মা।

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ৭৪ অধ্যায়ে নবম শ্লোকে উল্লিখিত আছে—যুধিষ্ঠির মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন। যজ্ঞের সাফল্যের জন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে হোতৃরূপে বরণ করিতে হয়। বেদনিপুণ সুযোগ্য ব্রাহ্মণ ছাড়া যজ্ঞের সফলতা হয় না। এইজন্য বিচারপূর্ব্বক যজ্ঞের সাফল্যের জন্য যে সকল সুযোগ্য ব্রাহ্মণগণকে তিনি হোতৃরূপে বরণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে অন্যতম অথর্ব্ব ঋষি।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহে ৮ ভাদ্র (১৪০৩), ২৫ আগষ্ট (১৯৯৬) রবিবার হইতে ১১ ভাদ্র, ২৮ আগষ্ট বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা মহোৎসব; ১১ ভাদ্র শ্রীবলদেবাবির্ভাব পৌর্ণমাসী ব্রত; ১৯ ভাদ্র, ৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস এবং পরদিন শ্রীনন্দোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা, শ্রীবৃন্দাবন, গৌহাটী, চণ্ডীগড়, আগরতলা, হায়দরাবাদ, সরভোগ এবং গোয়ালপাড়া —মঠসমূহে শ্রীভগবল্লীলা-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। সর্ব্বত্র অগণিত দর্শনার্থীর সমাগম হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব সাত মূর্ত্তি সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে পূর্ব্ব এক্সপ্রেসে ৩ ভাদ্র, ২০ আগষ্ট মঙ্গলবার প্রাতে রওনা হইয়া পরদিন নিউদিল্লীতে পৌঁছিয়া হরিমন্দিররোডস্থ শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠে তিন রাত্রি অবস্থান করতঃ সুমন গোস্বামীকে নিউদিল্লীতে রাখিয়া বৃন্দাবন মঠের ঝুলনোৎসবে যোগদানের জন্য ৭ ভাদ্র, ২৪ আগষ্ট শনিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পৌঁছেন। সঙ্গে আসেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী ও পাশ্চাত্যদেশীয় শ্রীএস্ ভিক্টর। মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত জম্মুর শ্রীরাসবিহারী দাসও নিউদিল্লীতে পার্টীর সহিত যোগ দেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ সন্ধ্যায় সংকীর্ত্তনভবনে ঝুলনোৎসবের পূর্ব্বে ভাষণ প্রদান করেন হিন্দী ও ইংরাজীভাষায়। ২৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবার মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী এবং বৃন্দাবন, মথুরা, গোবর্দ্ধনের পাণ্ডাগণ এবং অন্যান্য ব্রজবাসিগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। পূর্ণিমার

দিন বহু ব্যক্তি সদাচার গ্রহণ করতঃ হরিনামাশ্রিত ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ এবং ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হয়। বৃন্দাবন মঠে নূতন দ্বিতল সাধুনিবাসের সুন্দর প্রকাশ ও শ্রীল গুরুদেবের পুষ্প-সমাধি মন্দিরের কার্য্যের অগ্রগতি দেখিয়া সকলে আনন্দ লাভ করেন।

শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, কালিয়দহ, বৃন্দাবনঃ—প্রতি বৎসরের ন্যায় কালিয়দহ মঠে এইবারও মঠরক্ষক শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী ও শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী এবং অন্যান্য সেবকগণের সেবা-প্রচেষ্টায় ১০ ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট মঙ্গলবার বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান ও মহোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মধ্যাহ্নকালীন ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ। বৃন্দাবন সহরের ও মথুরাসহরের বিভিন্ন মঠের বহু সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীমন্দিরদাতা স্বধামগত শ্রীমাখন পাল মহোদয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীস্বপন পাল (শ্রীচন্দন পাল) বন্ধুবান্ধবসহ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। চন্দনবাবুর উৎসাহময়ী নিষ্কপট সেবা-প্রচেষ্টায় মঠের সৌষ্ঠব অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট তথায় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া প্রস্তাব দিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গুয়াহাটী (আসাম)ঃ—গুয়াহাটী মঠের ঝুলনোৎসব উদ্ঘাটন করেন আসাম রাজ্যসরকারের পৌরমন্ত্রী শ্রীবিরাজ শর্ম্মা। তিনি সভাপতিরূপেও ভাষণ প্রদান করেন। বক্তৃতা করেন বিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীকনক চন্দ্র ডেকা এবং পণ্ডিত শ্রীপ্রভুপদ দাসাধিকারী। শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিশেষ ধর্ম্মসভায় সভাপতিরূপে ভাষণ দেন অধ্যাপক শ্রীকনক চন্দ্র ডেকা। বক্তৃতা করেন গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমীয়া বিভাগের অধ্যাপক শ্রীভবপ্রসাদ চালিহা। গুয়াহাটী মঠে প্রতি বৎসরই ঝুলনোৎসবে, শ্রীজন্মাষ্টমী-উৎসবে এবং শ্রীভগবল্লীলা-প্রদর্শনী দর্শনের জন্য অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হয়। গুয়াহাটী মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন যাচক মহারাজ (পূর্ব্বনাম শ্রীগোবিন্দ-সুন্দর ব্রহ্মচারী) এবং মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবসমূহ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চণ্ডীগঢ়ঃ—চণ্ডীগঢ়সহরে, পাঞ্জাবে, হিমাচলপ্রদেশে, জম্মুতে ও হরিয়াণায় চণ্ডীগঢ় মঠের খ্যাতি বিস্তৃত হওয়ায় শ্রীজন্মাষ্টমী অনুষ্ঠানে অগণিত ভক্তের ও শ্রীভগবল্লীলা-প্রদর্শনী দর্শনের জন্য বহুসহস্র লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ এবং মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ। শ্রীমদ্ নিষ্কিঞ্চন মহারাজকে প্রতি বৎসর সিমলায় শ্রীসনাতনধর্ম্ম-মন্দিরে যাইয়াও জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ভাষণ প্রদান করিতে হয়।

নদীয়াজেলাসদর কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, আসামে শোণিতপুরজেলাসদর তেজপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-ভূষণ ভাগবত মহারাজ, অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, ত্রিপুরারাজ্যের রাজধানী আগরতলা মঠের মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, আসামে সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ, আসামে জেলাসদর গোয়ালপাড়াসহরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন অবধূত মহারাজ, গোকুল মহাবন মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ, পুরী মঠের মঠরক্ষক শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, যশড়া শ্রীপাটের মঠরক্ষক

শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, দেরাদুনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, নিউদিল্লী পাহাড়গঞ্জস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীভূধারীদাস ব্রহ্মচারী এবং তত্তৎমঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবসমূহ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

নিউদিল্লীতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠানের শাখামঠে শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

বিগত ৬ চৈত্র (১৪০২), ২০ মার্চ্চ (১৯৯৬) বুধবার নিউদিল্লী-পাহাড়গঞ্জ হরিমন্দিররোডস্থ শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সুরম্য শ্রীমন্দির ও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ রাধাশ্যামসুন্দর বিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের উপস্থিতিতে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃদ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীভাগবত ও পঞ্চরাত্রবিধানানুসারে বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিস্তৃত সংবাদ শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার বর্ত্তমান বর্ষের (৩৬শ বর্ষের) ৬ষ্ঠ সংখ্যায় ১১২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।
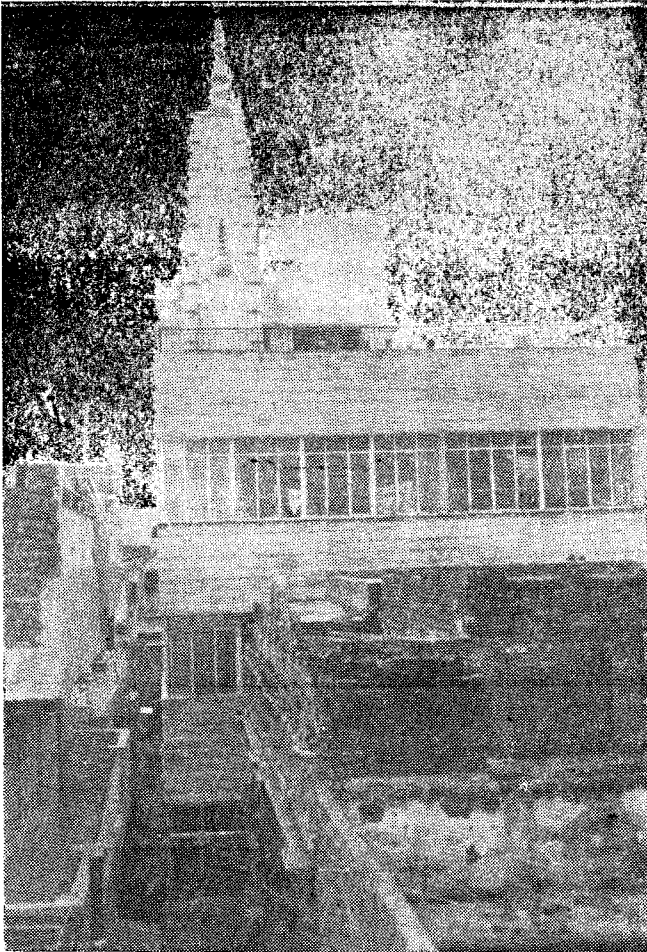
চতুর্থতল নিউদিল্লী মঠের উর্দ্ধাংশের পার্শ্বচিত্র

দক্ষিণ কলিকাতায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উৎসব
নগরসংকীর্ত্তন, ধর্ম্মসম্মেলন, মহোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে, প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে, শ্রীমঠের গভর্ণিংবডির পরিচালনায় এবং মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান হৃষীকেশ মহারাজের ব্যবস্থায় শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান ১৮ ভাদ্র (১৪০৩), ৪ সেপ্টেম্বর (১৯৯৬) বুধবার হইতে ২২ ভাদ্র, ৮ সেপ্টেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতাসহরের নাগরিকগণ ব্যতীত মফঃস্বল হইতে এবং নিকটবর্ত্তী পশ্চিমবঙ্গের জেলাসমূহ—নদীয়া, ২৪ পরগণা, বীরভূম, মেদিনীপুর—হইতেও বহু ভক্ত-অতিথি আসেন মহদনুষ্ঠানে যোগ দিতে। মঠ হইতে প্রদত্ত জল এবং কর্পোরেশন হইতে জল সরবরাহ করিলেও অতিথিগণের জলকষ্ট বিদূরিত হয় নাই। মঠের প্রচার-প্রসারণ বৃদ্ধি হওয়ায় যোগদানকারী ভক্তসংখ্যা অধিক হইতে অধিকতর হইতে থাকায় মঠকর্তৃপক্ষ বিব্রত, এই বিষয়ে বিকল্প ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিতেছেন।

৪ সেপ্টেম্বর বুধবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাসবাসরে অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার বিভিন্ন রাস্তা দিয়া চলিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে মঠে ফিরিয়া আসে। সর্ব্বক্ষণ বর্ষণ সত্ত্বেও ভক্তগণের সংকীর্ত্তনে উৎসাহ হ্রাস পায় নাই। কিন্তু শোভাযাত্রার পরিচালক মৃদঙ্গবাদকগণের মৃদঙ্গের জন্য চিন্তা দেখিয়া শোভাযাত্রার রাস্তা কিছু সংক্ষেপ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গানমুখে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া নৃত্যসহ অগ্রসর হইলে পরে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী। আনন্দপুর ও মেচেদার ভক্তগণ উৎসাহের সহিত মৃদঙ্গবাদন-সেবা করায় ভক্তগণের সংকীর্ত্তনে উল্লাস বর্দ্ধিত হয়।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্যধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিপদে যথাক্রমে বৃত হন অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ (ডাবল)-পি-এইচ্-ডি-কাব্যতীর্থ-কৃত্যতীর্থ ও কাব্যরত্ন—আসানসোল বি-টি-কলেজ, কবি-অধ্যাপক ডঃ পলাশ মিত্র এম্-এ-পি-এইচ্-ডি-রীডার দেশবন্ধু কলেজ ফর গার্লস্, কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীমনোরঞ্জন মল্লিক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ সীতানাথ গোস্বামী বেদ-বেদান্ত-ব্যাকরণতীর্থ এবং কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্য্যটন দপ্তরের যুগ্মসচিব শ্রীরাধারমণ দেব, কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীঅবনীমোহন সিন্‌হা, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিধায়ক ডাক্তার হৈমী প্রসাদ বসু এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী। সভায় নির্দ্ধারিত বক্তব্যবিষয়ঃ 'ঈশ্বরবিশ্বাসই নৈতিক জীবনের ভিত্তি', 'সর্ব্বোত্তম আরাধ্য ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ', 'কৃষ্ণভক্ত-পরিচর্য্যার মাহাত্ম্য', 'বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও ভাগবতধর্ম্ম', 'শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন'। বক্তব্য বিষয়গুলির উপর শ্রীল আচার্য্যদেব জ্ঞানগর্ভ দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। কলিকাতা-খড়্গপুরস্থিত শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ প্রতি বৎসরের ন্যায় এইবৎসরও শ্রীনন্দোৎসব-বাসরে পূর্ব্বাহ্ণে সপার্ষদে শুভপদার্পণ করতঃ সমস্ত দিন অবস্থান করেন। মঠের সেবকগণ তাঁহার দর্শন ও সেবার সুযোগ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। রাত্রিতে সান্ধ্যধর্ম্মসভায় তিনি বীর্য্যবতী ভাষায় হরিকথা বলিয়া ভক্তগণকে সুখ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের সহসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ

মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ। উৎসবকালে উপস্থিত ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ।

শ্রীঝুলনযাত্রা উৎসব ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসবকালে শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী বিদ্যুৎ-সঞ্চালিত শ্রীভগবল্লীলা-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া দর্শনার্থী নরনারীগণকে আনন্দ প্রদান করিয়াছেন। প্রদর্শনী দর্শনের জন্য প্রত্যহ সন্ধ্যার পর প্রচুর দর্শনার্থীর ভীড় হয়।

১৯ ভাদ্র, ৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-তিথিপূজা—অহোরাত্র উপবাস, শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ পারায়ণ, সন্ধ্যারাত্রিক ও মন্দির-পরিক্রমান্তে ধর্ম্মসভার অধিবেশন, রাত্রি ১১টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা প্রসঙ্গ পাঠ, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, মধ্যরাত্রে আবির্ভাবকালে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিকাদিসহ উদ্‌যাপিত হইয়াছে। কয়েক শত ভক্ত মঠে অহোরাত্র অবস্থান করিয়া ব্রত পালন করেন। শেষরাত্রি ৩ ঘটিকায় ভক্তগণকে ব্রতানুকূল ফলমূলাদির দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। পরদিন নন্দোৎসবে কয়েক সহস্র নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

২০ ভাদ্র, ৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার
(শ্রীনন্দোৎসব)
বিষয় ঃ 'কৃষ্ণভক্ত-পরিচর্য্যার মাহাত্ম্য'
[পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের অভিভাষণের সারমর্ম্ম]

"আমি এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল মাধব মহারাজের সহিত একসঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাকে প্রীতি করিতেন। আমি তাঁহার মঠে আসি, অবস্থান করি, প্রসাদ পাই, বক্তৃতা করি, ইহা তিনি চাহিতেন। সেই পূর্ব্বস্মৃতির জন্য অসুস্থ শরীর লইয়াও আমি এখানে আসিয়াছি। আজকের বক্তব্য বিষয় খুবই ব্যাপক। আধা ঘণ্টা, একঘণ্টায় বলার বিষয় নয়। আগে বুঝিতে হইবে কৃষ্ণ কে ? খৃষ্টানধর্ম্মে, ইস্‌লাম ধর্ম্মে এক একজনকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ভারতবর্ষেও যে যার খুশীমত এক একজনকে ভগবান্ বলেন। ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যযুক্ত তত্ত্বকেই ভগবান্ বলা হয়।

'ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ।।'
—বিষ্ণুপুরাণ

কৃষ্ণই ষড়ৈশ্বর্য্যপতি স্বয়ং ভগবান্ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যত অবতার আছেন তাঁহারা স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের অংশ বা অংশাংশ 'কলা'। রাম, নৃসিংহাদি অবতারের কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে অংশ বা অংশাংশ 'কলা' বলা হইয়াছে।

'এতে চাংশকলাঃপুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ।।'
—ভাঃ ১।৩।২৮

কৃষ্ণ পরিপূর্ণতম বস্তু। অসীম হইতে অসীম বাদ দিলে অসীমই অবশেষ থাকে।

'ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ।।'

খৃষ্টানগণ Godকে Father বলেন, কিন্তু তাঁহারা আকার স্বীকার করেন না। ইস্‌লামধর্ম্মেও আকার স্বীকৃত নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে ভগবান্ পরতমতত্ত্ব, আকৃতিবিশিষ্ট এবং সর্ব্বকারণকারণ। ভক্তের প্রেমে বশীভূত হইয়া ভগবান্ তাঁহাদের মিত্ররূপে প্রকট হন। অপর ধর্ম্মাবলম্বিগণ ইহা বুঝিতে পারেন না—কৃষ্ণ আকারবিশিষ্ট হইয়াও কিরূপে নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরও কারণ হইতে পারেন। ব্রহ্ম কৃষ্ণের অঙ্গের জ্যোতিঃ মাত্র। কৃষ্ণদ্বারাই সকলে উদ্ভাসিত হন।

'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ।।'
—কঠ ২।২।১৫, মুণ্ডক ২।২।১০ ও শ্বেতাশ্বতর ৬।১৪

তাঁহার তত্ত্ব জানিতে হইলে এইরূপভাবে জানিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সময় আড়াইল গ্রামে বল্লভ

তৃতীয় অধিবেশনে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ ভাষণ দিতেছেন, তাঁহার বামে
বিচারপতি শ্রীঅবনীমোহন সিন্‌হা ও শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ
দক্ষিণে শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ

ভট্টের গৃহে ছিলেন, সেই সময় তিরহুতদেশীয় পরম বৈষ্ণব শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ের নিকট কৃষ্ণের মহিমা বর্ণনসূচক তাঁহার রচিত অপূর্ব্ব শ্লোক শুনিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন।

'শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে
ভজন্ত ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥'

ভবভীত ব্যক্তিসকল কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ বা মহাভারতকে ভজনা করিতে পারেন। আমি কিন্তু এইস্থানে শ্রীনন্দেরই বন্দনা করিতেছি যাঁহার অলিন্দে (বারান্দায়) পরম-ব্রহ্ম কৃষ্ণ হামাগুড়ি দিয়া ঘুরিয়া বেড়ান।

যিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা সকলের কারণ, অবতারগণেরও কারণ অবতারী তাঁহার কি অদ্ভুত লীলা? কি আশ্চর্য্যের কথা? এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যের ভক্ত হইতে কৃষ্ণভক্তের এখানেই পার্থক্য। যিনি ভজনীয় বস্তুর সেবা করেন তিনি ভক্ত। নন্দমহারাজ, যশোদাদেবী কৃষ্ণকে নিজের পুত্রবোধে শুদ্ধবাৎসল্যে স্নেহাবিষ্ট হইয়া সেবা করেন। অনুরাগ মার্গে শুদ্ধভক্ত ভগবানের বিরাটরূপ দেখিতে চাহেন না। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দিব্যনেত্র দিয়াছিলেন তাঁহার বিরাটরূপ দর্শনের জন্য। কিন্তু তিনি কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিলেন বিরাটরূপ সংবরণ করিয়া পূর্ব্বের মনুষ্যরূপ প্রকাশ করিতে। অর্জ্জুনের সখ্যরস অপেক্ষাও ব্রজের সখ্যরসের অধিক উৎকর্ষতা। ব্রজপ্রেমের মাধুর্য্য—ব্রজবাসিগণ কখনও ঐশ্বর্য্য দেখিতে চাহেন না বা দেখেন না। গাঢ় প্রেমেতে তাঁহারা প্রেমের বিষয়কে ছোট করিয়া ফেলেন। যিনি ভগবান্‌কে যত ছোট করিতে পারেন, তিনি ততবড় ভক্ত। ঐশ্বর্য্যভাবেতে আরাধ্যদেবেতে প্রেম সঙ্কুচিত হইয়া যায়, সেখানে ভয় থাকে। মাধুর্য্যভাবেতে নিজের অত্যন্ত আপনার বোধেতে প্রেমের গাঢ়তা অধিক। "ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎমিশ্রিত। ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥ ···আপনাকে বড় মানে আমাকে সম-হীন। সেই ভাবে হই আমি তাঁহার অধীন॥"—চৈতন্যচরিতামৃত আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদ

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্ ।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥

পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন যাঁহাদের মিত্র সেই নন্দগোপপ্রমুখ ব্রজবাসিগণের কি ভাগ্য ! কি ভাগ্য !

লণ্ডনে 'Message of Geeta' সম্বন্ধে আমাকে বলিতে হইয়াছিল। গীতাতে ভগবান্ কৃষ্ণ তুলনামূলক-বিচারে ভক্তিকেই সর্ব্বোত্তম প্রতিপাদন করিয়াছেন।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

কৃষ্ণগতচিত্ত হইয়া কৃষ্ণের ভজনা যিনি করেন, তিনি যুক্ততম—superlative degree—ভক্তিযোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গীতাতে জীবের অধিকারানুযায়ী অনেক ধর্ম্মের কথা বলিবার পরে সমস্ত ধর্ম্ম ছাড়িয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতিতে পরিসমাপ্তি করিয়াছেন —ইহাই সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ। চাকরাণীও সেবা করে, আবার স্ত্রীও সেবা করেন—এই দুইএর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। স্ত্রী মন-প্রাণ দিয়া সেবা করেন, পতি তাহার অধীন হইয়া পড়েন। ভগবান্‌কে দেখিতে পাইতেছি না, অনেক কথা শুনিয়াছি, কোনটারই মূল্য নাই। মন-প্রাণ দিয়া গাঢ় প্রীতির সহিত সেবা করিলে কৃষ্ণকে পাওয়া যাইবে। সম্বন্ধজ্ঞান ও প্রীতিপূর্ণ সেবা একমাত্র কৃষ্ণভক্তের পরিচর্য্যার দ্বারাই লভ্য হইবে। এই কারণেই কৃষ্ণভক্তের পরিচর্য্যার মাহাত্ম্য।"

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান হৃষীকেশ মহারাজ, বিশিষ্ট সদস্য শ্রীমৎ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী এবং মঠের অন্যান্য ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎসবটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।
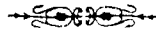
পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন

পুরুষোত্তমধামে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-পীঠস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন ২৯ আষাঢ়, ১৪ জুলাই রবিবার হইতে ৩১ আষাঢ়, ১৬ জুলাই মঙ্গলবার পর্য্যন্ত মঠের সুপ্রশস্ত সংকীর্তনভবনে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ধর্ম্মসম্মেলনের বিস্তৃত সংবাদ শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার বর্ত্তমান বর্ষের (৩৬শ বর্ষ) ৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ তাঁহার সতীর্থগণের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় পুরুষোত্তমধামে গ্র্যাণ্ডরোডে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাবস্থান অসুস্থলীলাভিনয় অবস্থাতেও প্রকাশের জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। উক্ত আবির্ভাবস্থানের আইনগত অসুবিধা এবং বহু ভাড়াটিয়া বহু বৎসর যাবৎ অবস্থান করায় উহা পাওয়া সুদুষ্কর অথবা অসম্ভব মনে করিয়া কেহই তদ্বিষয়ে ধ্যান দিতে উৎসাহবিশিষ্ট হন নাই। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব যাহা একবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেন তাহা হইতে কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। শিষ্যগণ শ্রীল গুরুদেবকে অসুস্থাবস্থায় অসম্ভব-কার্য্যে অধিক পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিলেও তিনি কাহারও কথা শুনেন নাই। তাঁহার সুদৃঢ়নিষ্ঠা ও সঙ্কল্পের জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দণ্ডায়মান হন, অসম্ভব কার্য্যকেও সম্ভব করেন। ইহাদ্বারা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের মহাপুরুষোচিত অলৌকিক ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিতরূপে সংস্থাপিত হয়। ওড়িষ্যার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি গুরুদেবের উক্ত মহৎকার্য্যে নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে সহায়তার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। ওড়িষ্যার স্বনামধন্য ব্যক্তি শ্রীগোদাবরীশ মিশ্রের সুসন্তান ও সুদর্শনপুরুষ

ধাম্মিকপ্রবর শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র শ্রীল গুরুদেবকে তাঁহার মনোহভীষ্ট সেবায় বহুবিধভাবে প্রোৎসাহিত করেন। তৎকালে শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র কটক হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট ছিলেন। ক্রমশঃ তিনি তাঁহার নিজযোগ্যতায় কটক হাইকোর্টের বিচারপতি, প্রধান বিচারপতি পরে সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি, প্রধান বিচারপতিপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পুরীসহরনিবাসী এড্‌ভোকেট এবং ওড়িষ্যা রাজ্যসরকারের প্রাক্তন অর্থ ও আইনমন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট সেবার জন্য সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করেন। এতদ্ব্যতীত গুরুদেবের অলৌকিক ব্যক্তিত্বে বহু ব্যক্তি আকৃষ্ট হন। অন্যের কা কথা ওড়িষ্যার গভর্ণর জাত্তি সাহেব, যিনি কখনও গুরুদেবকে পূর্ব্বে দেখেন নাই, প্রথম দর্শনেই গুরুদেবের মহাপুরুষোচিত আকৃতি দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন।

শ্রীল গুরুদেবের অন্তর্ধানলীলার পর তাঁহারই ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থলীতে বিশাল সুরম্য শ্রীমন্দির, বিশাল সংকীর্ত্তনভবন, সাধুনিবাস প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। এই বৎসরও শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে মাননীয় শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র, শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র ও ওড়িষ্যা রাজ্যসরকারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহেমানন্দ বিশোয়াল ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে যোগদান করতঃ ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভাষণসমূহের সারমর্ম্ম শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার ৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

মাননীয় শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র মহোদয় বর্ত্তমানে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হইয়াও সর্ব্বদা দৈন্যভাবযুক্ত ও অভিমানশূন্য। শ্রীমঠের বর্তমান আচার্য্যের অসুস্থতার সংবাদে তিনি চিন্তিত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত দ্বিতলে যাইয়া দেখা করেন এবং স্নেহপরবশবশতঃ হাতপাখা দিয়া হাওয়া করিতে থাকেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার এই মহানুভাবতা দেখিয়া বিস্মিত ও সঙ্কুচিত হন।

তৃতীয় অধিবেশনে ভাষণ দিতেছেন শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র, তাঁহার বামপার্শ্বে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র এবং দক্ষিণে শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

শ্রীমদ্ রসিকানন্দ বন মহারাজের নির্য্যাণ

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রধান পার্ষদগণের অন্যতম, শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ প্রাচ্যদর্শন বিদ্যালয়ের (Institute of Oriental Philosophyর) ও ভজন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচারক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহারাজের অপ্রকটের পর তাঁহার প্রিয় শিষ্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ রসিকানন্দ বন মহারাজ উক্ত ভজন আশ্রমের পরবর্ত্তী আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি বিগত ২৪ আষাঢ় (১৪০৩), ৯ জুলাই (১৯৯৬) মঙ্গলবার কৃষ্ণানবমী তিথিতে কলিকাতাসহরে শিলপাড়াস্থিত (৪৮৬ ডায়মণ্ড হারবার রোড) ভজন আশ্রমে ৮২ বৎসর বয়সে নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার শেষকৃত্য কেওড়াতলা শ্মশানে যথাবিহিতভাবে সুসম্পন্ন হয়। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীমদ্ প্রেমানন্দ বন মহারাজ, শ্রীমদ্ মোহনানন্দ বন মহারাজ, শ্রীমদ্ গোপানন্দ বন মহারাজ, শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী, শ্রীদয়াল ব্রহ্মচারী, শ্রীশুভকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅসিত ব্রহ্মচারী ও শ্রীপ্রতুল ব্রহ্মচারী। এতদ্ব্যতীত শ্রীপ্রাণতোষ কুমার বসু প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণও শ্রদ্ধা ও প্রণতি জ্ঞাপনের জন্য আসিয়াছিলেন। কলিকাতা ভজন আশ্রমে বহু ভক্তের সমাবেশে ৩ শ্রাবণ, ১৯ জুলাই শুক্রবার শুক্লা চতুর্থী তিথিতে বিরহোৎসব সুসম্পন্ন হয়। বিরহসভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ। উত্তরপ্রদেশে বৃন্দাবনস্থিত ও পশ্চিমবঙ্গে ২৪ পরগণা জেলায় হিঙ্গলগঞ্জস্থিত ভজন আশ্রমেও বিরহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল।

তিনি বর্ত্তমান বাংলাদেশে খুলনা জেলায় বিষ্ণুপুরে ২৬ শ্রাবণ (১৩২১), ১৯ আগষ্ট (১৯১৪) কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বাশ্রমে তাঁহার পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল শ্রীতারাপদ সর্দ্দার। দীক্ষান্তে শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণান্তে তিনি পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ রসিকানন্দ বন মহারাজ নামে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কৃতিত্বের সহিত এম্-এ, ও বি-টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কাটিয়াহাট হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকতার (Head Masterএর) কার্য্য বহুদিন করিয়াছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তাঁহার সুনাম ছিল। 'কাটিয়াহাট' উত্তর ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। কাটিয়াহাটের অধিবাসিগণ সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। তাঁহার নির্য্যাণ-সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শোক-প্রকাশের জন্য কাটিয়াহাট হাইস্কুলে তিনদিন ছুটি ঘোষিত হয়। হাইস্কুলে তিনদিন সভায় সকলে সমবেত হইয়া তাঁহার গুণাবলী কীর্ত্তন ও শোক প্রকাশ করেন। তিনি স্নিগ্ধ প্রকৃতির ছিলেন। অমায়িক ব্যবহারের দ্বারা তিনি সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিতেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বহুদিন পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী অবস্থায় কোনও সেবাকার্য্যের উদ্দেশ্যে গৌহাটী হইতে বৃন্দাবনে যাইয়া কালিয়দহে ভজনকুটীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীতমালকৃষ্ণ প্রভুর সঙ্গ পাইবার তাঁহার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তিনি বৈরাগ্যের সহিত অবস্থান করিয়া ভজন করিতেন। তাঁহার স্নিগ্ধস্বভাব ও ভজনে নিষ্ঠা দেখিয়া পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহারাজ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। তিনি প্রাঞ্জলভাষায় তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ ও রসদ হরিকথা বলিতে পারিতেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য যখনই বৃন্দাবনে যান, একবার কালিয়দহে ভজনকুটীরে যাইয়া শিক্ষাগুরু পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহারাজের সমাধিমন্দিরে প্রণতি জ্ঞাপন করেন এবং পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ রসিকানন্দ বন মহারাজের দর্শন লাভ করিয়া হৃদ্যতাপূর্ণ কথাবার্ত্তা বলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার দর্শন ও সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়া তিনি মর্ম্মান্তিকরূপে ব্যথিত।

তাঁহার নির্য্যাণে শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

বর্ত্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানের আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীগোপানন্দ বন মহারাজ।

দধীচি মুনি

"দধীচি একজন পৌরাণিক ঋষি। বেদে দধ্যঙ্ এবং মহাভারতে দধীচ ও দধীচি এই উভয় নামে খ্যাত। যাস্কের নিরুক্তের মতে, ইনি অথর্ব্বার পুত্র, সেইজন্য আথর্ব্বণ নামে ঋগাদি বেদে পরিচিত। (নিরুক্ত ১২।৩৩) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে, দধীচি শুক্রাচার্য্যের পুত্র, সরস্বতী হইতে দধীচির সারস্বত নামে পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ উ. ১ম অঃ) কোন কোন পুরাণমতে অথর্ব্বের ঔরসে কর্দ্দমকন্যা শান্তির গর্ভে ইঁহার জন্ম। ঋক্‌সংহিতার দুইটী ঋকে দধীচ সম্বন্ধে এইরূপ আছে—"দধ্যঙ্ হ যন্মধ্বাথর্বণো বামশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্র যদীমুবাচ।।"

(১।১১৬।১২)

যে অথর্ব্বার পুত্র দধীচ অশ্বমস্তক ধারণ করিয়া তোমাদিগকে (অশ্বিদ্বয়কে) মধুবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন।

'আথর্ব্বণায়াশ্বিনা দধীচেঽশ্ব্যং শিরঃ প্রত্যৈরয়তম্।
স বাং মধু প্রবোচদৃতায়ন্ত্বাষ্ট্রং যদ্দস্রাবপিকক্ষ্যং বাম্।।'

(ঋক্ ১।১১৭।২২)

হে অশ্বিযুগল! আপনারা আথর্ব্বণ দধীচির (স্কন্ধে) অশ্বের মস্তক যুড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনিও সত্য পালন করিয়া ত্বষ্টার নিকট হইতে লব্ধ মধু-বিদ্যা তোমাদিগকে শিখাইয়াছিলেন; হে দস্রদ্বয়! সেই বিদ্যা আপনাদিগের অপিকক্ষ্যরূপ হইয়াছিল।"
—বিশ্বকোষ

['ত্বষ্টা শব্দের অর্থ ইন্দ্র'—সায়ণ ঋষি। 'অপি-কক্ষ্য শব্দের অর্থ প্রবর্গ্যবিদ্যাখ্যরহস্য'—সায়ণ ঋষি। দস্রদ্বয়—অশ্বিনীকুমারদ্বয়।]

'চিত্তিস্ত্বথর্ব্বণঃ পত্নী লেভে পুত্রং ধৃতব্রতম্।
দধ্যঞ্চমশ্বশিরসং ভৃগোর্বংশং নিবোধ মে।।'

—ভাঃ ৪।১।৪১

'অথর্ব্বা ঋষির সহধর্ম্মিণী চিত্তি তপোনিষ্ঠ দধীচি-নামক একটি পুত্র লাভ করেন। (এখন ভৃগুবংশের বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন।)'

গুরু শুক্রাচার্য্য শিষ্য বলিমহারাজকে ভগবান্ বামনদেবের প্রার্থিত ত্রিপাদভূমি দিতে নিষেধ করিলে বলিমহারাজ গুরুর আদেশ পালনে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করতঃ এইরূপ বলিয়াছিলেন—

'শ্রেয়ঃ কুর্ব্বন্তি ভূতানাং সাধবো দুস্ত্যজাসুভিঃ।
দধ্যঙ্ শিবি প্রভৃতয়ঃ কো বিকল্পো ধরাদিষু।।'

—ভাঃ ৮।২০।৭

'দধীচি, শিবি প্রভৃতি মহাত্মগণ দুস্ত্যজ প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া প্রাণিগণের উপকার সাধন করিয়াছেন, অতএব এই সামান্য পৃথিবী পরিত্যাগে আর বিবেচনা কি?'

শ্রীমদ্ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধে নবম ও দশম অধ্যায় পাঠে জানা যায়—

ত্বষ্ট্রামুনির পুত্র বিশ্বরূপকে দেবরাজ ইন্দ্র বধ করিলে ক্রুদ্ধ ত্বষ্ট্রামুনি কর্ত্তৃক ইন্দ্রবধের জন্য কৃত যজ্ঞ হইতে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বৃত্রাসুরের উৎপত্তি হয়। বৃত্রাসুরের প্রভাবে দেবতাগণ নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করিলেন, বিপন্মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ প্রতিকারের উপায় বলিতে গিয়া এইরূপ বলিলেন—'তোমরা ঋষিশ্রেষ্ঠ দধ্যঞ্চের নিকট গমন কর। বিদ্যা, ব্রত, তপস্যাদ্বারা তাঁহার শরীর অতিশয় সুদৃঢ় হইয়াছে। তোমরা বিলম্ব না করিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার দেহ প্রার্থনা কর। এই দধীচি মুনি বিশুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছেন। তিনি ঐ ব্রহ্মজ্ঞান অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দিয়াছেন। দধীচি অশ্বের মস্তক ধারণ করিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞানোপদেশ করায় তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানের নাম 'অশ্ব-শির' হইয়াছে। অশ্বিনীকুমারদ্বয় উক্ত উপদেশ গ্রহণ করিয়া জীবন্মুক্তিপদ লাভ করিয়াছেন। দধীচি ঋষি আমারই অভিন্ন দুর্ব্বোধ্য নারায়ণকবচ লাভ করিয়া ত্বষ্ট্রাকে দিয়াছেন, ত্বষ্ট্রা বিশ্বরূপকে দেন, তুমি (ইন্দ্র) বিশ্বরূপ হইতে উহা পাইয়াছ। উক্ত বিদ্যা-বলে দধীচিগাত্র অত্যন্ত দৃঢ় হইয়াছে। তোমরা তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার শরীর প্রার্থনা কর। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমাদের জন্য তাঁহার নিকট যাইয়া শরীর চাহিলে তিনি অবশ্যই সমর্পণ করিবেন, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি গাত্রদান করিলে বিশ্বকর্ম্মা তাহার দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করিবেন। আমার

তেজের দ্বারা তেজস্বী তুমি ঐ বজ্রের দ্বারা বৃত্রকে নিধন করিতে পারিবে।'

ভগবানের উপদেশানুসারে দেবতাগণ উদারচরিত্র অথর্ব্বপুত্র দধীচি মুনির নিকট যাইয়া তাঁহার শরীর প্রার্থনা করিলেন। দধীচিমুনি সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া ধর্ম্ম-কথা শ্রবণের জন্য প্রত্যাখ্যানচ্ছলে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'হে দেবগণ! তোমরা দেবতা হইয়াও শরীরধারীদিগের প্রাণ পরিত্যাগসময় যে অসহ্য যন্ত্রণা হয় তাহা কি তোমরা জান না? এই সংসারে জীবগণের দেহই একমাত্র প্রিয়তম বস্তু। অতএব যাঁহারা জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের দেহকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত। বিষ্ণু যদি অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়া এ দেহ প্রার্থনা করেন, তাঁহাকে এই দেহ দান করিতে কে উৎসাহী হইবে?'

দেবতাগণ তদুত্তরে বলিলেন—'হে ব্রহ্মন্! পুণ্য-বান্ লোকগণও যাঁহাদের মহিমা কীর্ত্তন করেন, প্রাণিগণের প্রতি দয়ালু আপনাদের ন্যায় মহাজন-গণের অদেয় কি আছে? ইহা ঠিক, স্বার্থপর ব্যক্তিগণ দাতার ক্লেশ বুঝিতে পারে না। যাচক দাতার ক্লেশ বুঝিতে পারিলে যেমন প্রার্থনা করে না, তদ্রূপ দান-সমর্থ ব্যক্তিও যাচকের ক্লেশ বুঝিতে পারিলে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না।'

দধীচিমুনি কহিলেন—'আপনাদের মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণের ইচ্ছায় আমি আপনাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম। দেহ অতিশয় প্রিয় হইলেও কোন-দিন অবশ্যই আমাকে ত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং আপনাদের উপকারের জন্য আমার এই দেহ প্রদান করিলাম। প্রাণিগণের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া যে পুরুষ দেহদ্বারা ধর্ম্ম ও যশঃ অর্জ্জনের চেষ্টা না করেন, সে স্থাবর বৃক্ষাদি হইতেও জড়। যে ব্যক্তি প্রাণিগণের শোকে শোকান্বিত ও আনন্দে আনন্দিত হন, তাঁহার ধর্ম্মই পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিগণ অক্ষয়ধর্ম্ম বলিয়া উপাসনা করেন। কুকুর-শৃগালাদির ভক্ষ্য এবং যাহার দ্বারা নিজের কিছুমাত্র উপকারিতা নাই, যাহা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, ধন, পুত্রাদি আত্মীয়বর্গ ও নিজের দেহদ্বারা যদি পরের উপকার না হয় তাঁহার জীবন কেবল দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে।' অথর্ব্ব-পুত্র দধীচিমুনি অস্থিদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পরব্রহ্ম ভগবানে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে একীভূত করিয়া পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিলেন।

বিশ্বকোষ পাঠে জানা যায় সায়ণ ঋষি ঋগ্বেদের ভাষ্যে এইরূপ উপাখ্যান লিখিয়াছেন—'ইন্দ্র দধীচিকে প্রবর্গবিদ্যা ও মধুবিদ্যা উপদেশ দিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, যদি এই বিদ্যা কাহাকেও প্রকাশ কর তাহা হইলে তোমার শিরশ্ছেদন করিব। অশ্বিনীদ্বয় উক্ত বিদ্যালাভের জন্য দধীচির শিরশ্ছেদন করিয়া অন্যত্র রাখিয়া সেইস্থানে অশ্বের মাথা লাগাইয়া দিয়া ঋক্, সাম ও যজু এই তিন প্রবর্গবিদ্যা ও মধুবিদ্যা প্রতিপাদক ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিলেন। ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া দধীচির মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। অনন্তর অশ্বিনীকুমারদ্বয় দধীচিকে পুনরায় তাঁহার নিজের মানুষের মাথা পরাইয়া দিলেন।'

বিশ্বকোষে এ বিষয়ের ইতিহাস আরও লিখিত হইয়াছে,—'অথর্ব্বার পুত্র দধীচিকে পুনরায় জীবিত দেখিয়া অসুরগণ দেবতাদিগের নিকট পরাভূত হইয়াছিল। পরে দধীচি স্বর্গে গমন করিলে অসুর-গণের দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ হয়। ইন্দ্র ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে না পারিয়া দধীচিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দধীচিকে না পাইয়া তিনি স্বর্গে গমন করিলেন। দধীচির অবশিষ্ট অঙ্গ কোথায় সেখানে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন, দধীচির অশ্বরূপ মস্তক আছে, সেই মস্তকে দধীচি অশ্বিনী-দ্বয়কে মধুবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের নির্দ্দেশে তাঁহারা অশ্বশিরের অন্বেষণ করিয়া শর্য্যণা-বৎ নামে কুরুক্ষেত্রের জঘনার্দ্ধে উহা প্রাপ্ত হইলেন। ইন্দ্র ঐ মস্তকের অস্থিদ্বারা অসুরগণকে নিধন করি-লেন।'

মহাভারতে দধীচির কথা বর্ণিত আছে—'প্রজা-পতি দক্ষ যে সময়ে হরিদ্বারে শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই সময় দধীচিমুনি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু দক্ষ প্রজাপতি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া রুদ্র-ভক্ত দধীচিমুনি যজ্ঞসভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। নন্দী ইহার নিকটই শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শিবের পার্ষদরূপে পরিচিত হন।'

একসময় দধীচি ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলে

দেবরাজ ইন্দ্র তাহাতে ভীত হইয়া তাঁহাকে যোগ-ভ্রষ্ট করিবার জন্য অলম্বুষা নামক অপ্সরাকে প্রেরণ করিলেন। দধীচিমুনি সরস্বতীতীর্থে তর্পণ করিতে-ছিলেন, সেই সময় অলম্বুষা তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। অলম্বুষা তাহার কার্য্যে সফল হইলে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। সেই পুত্রের নাম সারস্বত। বৃত্রাসুরের ভয়ে দেবতাগণ উৎপীড়িত হইলে তাঁহারা জানিতে পারিলেন দধীচি মুনির অস্থির দ্বারা নির্ম্মিত বজ্র-দ্বারাই বৃত্রাসুরের বধ হইবে। দেবরাজ ইন্দ্র দধীচিমুনির নিকট যাইয়া তাঁহার অস্থি ভিক্ষা চাহিলেন। যে ইন্দ্র দধীচির ঘোরতর শত্রুতা করিয়াছিলেন, দধীচি এখন তাহারই উপকারের জন্য দেহত্যাগ করিলেন।

অগ্নিপুরাণের মতে শুধু বজ্র নয়, দধীচিমুনির অস্থির দ্বারা বহু অস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল।

শ্রীমদ্ভাগবতের অভিনব সংস্করণ

[শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্কন্ধ প্রকাশিত হইয়াছেন, ক্রমান্বয়ে অন্যান্য স্কন্ধগুলিও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন]

প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বিবিধসূচীপত্র-কথাসার-সংস্কৃতান্বয়-গৌড়ীয়-ভাষ্যানুবাদ-তথ্য-বিবৃতাত্মক গৌড়ীয়ভাষ্য এবং শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য সম্বলিত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের সংস্কৃত টীকার বঙ্গানুবাদসহ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভক্তি অনুশীলনের অমল-প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত, পঞ্চবিধ মুখ্য ভক্তির অন্যতম শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ, শ্রীজীবগোস্বামী ভাগবতশ্রবণকে পরমশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবত-প্রণয়নের পর শ্রীবেদব্যাস মুনি পরাশান্তি লাভ করিলেন, মুমূর্ষু অবস্থায় পরীক্ষিৎ মহারাজকে ভাগবত শ্রবণের সুব্যবস্থা দিলেন শ্রীশুকদেব গোস্বামী, মহাপাপিষ্ঠ ধুন্ধুকারীর উদ্ধারের একমাত্র উপায় পদ্মপুরাণে নির্দ্ধারিত হইল ভাগবত শ্রবণ, প্রেমিক ভক্ত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের প্রেমভক্তিপর অতি রসদ সংস্কৃত ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ অভিনব সংস্করণে যুক্ত হওয়ায় সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও রস আস্বাদনে সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। মনুষ্যজন্ম সার্থক করার জন্য এই মুহূর্ত্তে অভিনব-সংস্করণ সংগ্রহে ও অনুশীলনে যত্নবান হউন।

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার গ্রাহকগণের প্রতি বিনীত নিবেদন

শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সহৃদয়/সহৃদয়া গ্রাহক/গ্রাহিকাগণের প্রতি আমাদিগের বিনয়নম্র নিবেদন এই যে,—বার্ষিক ভিক্ষা অগ্রিম দেওয়ার বিহিত থাকা সত্ত্বেও কোন কোন গ্রাহকের নিকট ২ বৎসর, কাহার কাহারও ৩ বৎসর পর্য্যন্ত ভিক্ষা বাকী পড়িয়া আছে। অতএব গ্রাহক সজ্জনগণের নিকট নিবেদন, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক যথাসম্ভব সত্বর ভিক্ষা প্রেরণপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে আমাদিগকে সহায়তা করিলে সুখী হইব।

বিনীত নিবেদক,—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিভূষণ ভাগবত, কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

....

....

....

....

Pin..................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ—১২শ সংখ্যা

মাঘ, ১৪০৩

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ২০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৬শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ ১৪০৩ { ১২শ সংখ্যা
৬ মাধব, ৫১০ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ মাঘ, বুধবার, ২৯ জানুয়ারী ১৯৯৭

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২০৩ পৃষ্ঠার পর]

পরমার্থ

সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য আমি, সুতরাং ভগবানের দয়ার অধিক পাত্রই আমি। যাঁদের যোগ্যতা অধিক আছে, তাঁরা ভগবানের দয়া অধিক প্রার্থনা না ক'র্লেও নিজ-নিজ কৃতিত্ব-বলে মঙ্গলের পথে যে'তে পারেন, কিন্তু আমার সে আশা ভরসা নেই, আমি সর্ব্বাপেক্ষা দীন, নিতান্ত অকিঞ্চন। সুতরাং ভগবানের দয়া-ভিক্ষা ব্যতীত আমার অন্য কোন সম্বল নেই। সেই সম্বলের দাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমার একমাত্র সম্বল।

"অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি বাক্য অনেক সময় অনেকের মুখে শোনা যায়, এইরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক উন্নত হৃদয়ে অভিব্যক্ত ; আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট হ'তে যে কথা শু'নেছেন, তিনি সেই উপদেশ আমার কর্ণে প্রদান ক'রে ব'লেছেন,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

মন্ত্র ও মহামন্ত্র

শ্রীগৌরসুন্দর জগৎকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, সেই শিক্ষা আমরা গুরুপাদপদ্ম হ'তে মন্ত্ররূপে লাভ ক'রেছি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে যে জিনিষ দি'য়েছেন, তা' সাধারণ মন্ত্র নহে—মহামন্ত্র। মননধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ করে যে জিনিষ, সেই জিনিষের নাম—মন্ত্র। সাধারণ মন্ত্র চতুর্থ্যন্ত পদ ও 'নমঃ' 'স্বাহা' 'স্বধা' প্রভৃতি শব্দ-প্রযুক্ত, আর মহামন্ত্র—সম্বোধনাত্মক পদ। শ্রীভগবানের নামই—মহামন্ত্র। সেই শ্রীনাম এত শক্তি ধারণ করে, যে-শক্তি আর কোন বস্তুতে পাওয়া যায় না।

বৈকুণ্ঠনাম ও কুণ্ঠনাম

সেই নাম—**বৈকুণ্ঠনাম**। সেই নাম এই কুণ্ঠা-

ধর্ম্মযুক্ত গুণজাত জগতের বিভিন্ন ভাষার শব্দের মত দে'খতে হ'লেও তাঁর সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে। সে নাম—বৈকুণ্ঠনাম, "বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং অশেষাঘহরং বিদুঃ"—যে বৈকুণ্ঠ নামের আভাসে নিখিল পাপ অনায়াসে বিদগ্ধ হ'য়ে যায়, সেই নাম সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তনীয়। বৈকুণ্ঠ-নাম উচ্চারণ ক'র্‌লে মানব বৈকুণ্ঠে অবস্থিত হয়—পরম ধর্ম্মে অবস্থিত হয়—পরমার্থ লাভের জন্য ব্যস্ত হয়। মায়িক নাম—কুণ্ঠনাম সেরূপ নয়।

আমাদের ভাগ্য এমন মন্দ যে, আমাদের সর্ব্ব-শক্তিমান্ বৈকুণ্ঠ-নামে রতি না হওয়ায় আমরা ইতর কথায় ব্যস্ত র'য়েছি। জগতের অন্যান্য কার্য্য সম্পাদনের জন্য—অন্যান্য অভিলাষ চরিতার্থ কর্‌বার জন্য—অন্যান্য চর্চ্চা কর্‌বার জন্য আমরা যে-সকল শব্দ ব্যবহার করি, সেই সকল ভাষাগত শব্দ আমাদের সেবা করে—আমাদের ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়—আমাদের অভিলাষের সরবরাহ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকে; কিন্তু বৈকুণ্ঠ-নাম সেরূপ নহেন।

আমার মঙ্গলের জন্য "অহং ব্রহ্মাস্মি" শ্রৌত-মন্ত্রের যে প্রকৃত অর্থ,—জীবের চরমাবস্থা লাভের পরে যা' হয়,—গৌরসুন্দর 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকে তা' ব'লে দি'য়েছেন। অন্যান্য শব্দ আমাদিগকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা দুরাকাঙ্ক্ষার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-নাম আমাদিগকে কৃষ্ণের সেবা-পথে ধাবিত করায়—আমাদিগের উপর তাঁ'র পূর্ণ প্রভুত্ব, পূর্ণ স্বারাজ্য বিস্তার করে; সেই নাম-প্রভুকে আমি নমস্কার করি। সেই নাম-প্রভুর দাতা-শিরোমণি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আমি সর্ব্বাগ্রে বন্দনা করি।

অর্থ ও পরমার্থ

আজকে আমাদের কৃত্যপরমার্থ-বিষয়ের আলোচনা। অর্থ ও পরমার্থের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। পরমার্থ—আত্মার পূর্ণগতিকে লক্ষ্য করে। আত্মা—জড়বস্তু নহে যে, তাহার গতি থাকবে না। যখন অনাত্মপ্রতীতি আমাদিগকে জড়ীভূত করে, তখন তা' হ'তে বিমুক্তি লাভের জন্য আমাদের হৃদয়ে একটা শান্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা হয়। যেহেতু আমরা অশান্ত রাজ্যে বাস কর্‌ছি, সেই হেতু আমরা শান্তির প্রয়াসী হই। সেই শান্তি কি জাড্যজাতীয় বস্তু? নিশ্চয়ই নহে, পরম গতিবিশিষ্ট—যে গতির ন্যায় আর গতি হ'তে পারে না। অটোমোবাইল, এরোপ্লেন প্রভৃতির জড়গতি সেই গতির সহিত তুলনাই হ'তে পারে না। সেই শান্তি—পূর্ণ প্রগতিময়ী। যেখানে পূর্ণচেতনের ক্রিয়া যত অভিব্যক্ত, সেখানে গতির তত প্রকাশ। এইরূপ প্রগতির পরাকাষ্ঠাযুক্ত পরমার্থের অনুসন্ধান করা, আলোচনা করা আমাদের কৃত্য হ'য়েছে এতদুদ্দেশ্যে আমাদিগকে সহায়তা কর্‌বার জন্য আমরা মনীষিগণের নিকট উপস্থিত হ'য়েছিলাম। আমাদিগের ইহ জগতে কিছুই নাই—আমাদের আভিজাত্য, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, শ্রী—কিছুই নাই; আমরা অকিঞ্চন।

ভগবান্‌কে আশ্রয় না কর্‌লে মায়ার প্রভু হ'বার যে ইচ্ছা আমাদের হৃদয়ে এসে উপস্থিত হয়, সেরূপ প্রভুত্বের কামনা বা অহঙ্কার আমাদিগকে, যে অর্থের জন্য চালিত করে, তা' পরমার্থ নহে—অনর্থ। যেমন গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব'লেছেন,—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

সে অনর্থ—সে অধনকে পরিত্যাগ ক'রে ধন-লাভের জন্য যে যত্ন তা'তে গৌরসুন্দরের কথাটী বড়ই অনুকুল হয়,—

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।'

সর্ব্বক্ষণ তৃণাদপি সুনীচতার সহিত হরি কীর্ত্তনীয়। খানিকক্ষণের জন্য দৈন্য প্রকাশ কর্‌লাম—কপটতার সহিত আঁকুপাঁকু ভাব দেখা'লাম, পরক্ষণেই অহঙ্কারে প্রমত্ত হ'লাম, সেরূপ নয়। আমাদিগকে ভগবানের নাম গ্রহণে যিনি যোগ্যতা দিয়েছেন, তাঁর চরণে পুনরায় অর্থাৎ দ্বিতীয়বার প্রণাম করি।

যাঁরা তৃণাদপি সুনীচ, তদপেক্ষা সুনীচের আদর্শ-প্রকটকারী যে অকিঞ্চন পুরুষ, তাঁ'র দাস্য কর্‌লে আমাদের সকল পরম-অর্থ লাভ হ'বে। তাঁর পাদ-পদ্মসেবা অতিক্রম কর্‌লে কিছু সুবিধা হ'বে না। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলেন,—

'পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।
জগাই মাধাই হৈতে মুই সে পাপিষ্ঠ ॥
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়।
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয় ॥'

এই প্রকার শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাস্য করবার জন্য যে দুরাশা—উচ্চাকাঙ্ক্ষা তা' শ্রীগুরু পাদপদ্মের দাসগণের অনুগ্রহ হ'লেই লাভ হয়।

জগতের বিদ্বৎসমাজের সহিত বাক্যালাপ কর্বার মত ভাষা আমার নেই। আমি জগতের সকল লোকের নিকট হ'তে অনুগ্রহপ্রার্থী মাত্র; সুতরাং আমার ন্যায় অযোগ্যতমকে যে গুরুকার্য্যের ভার দেওয়া হ'য়েছে, তা' আমি নিজে বুঝি এবং সকলেও তা' বুঝেন। যদি জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী থাকে, তবে ভগবান্‌কে ডাকা যায় না; এই কোনটীতেই আমার সুবিধা হয় নাই। সুতরাং আমার জন্য শাস্ত্রকার লিখেছেন,—

'বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং
শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি
ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি ॥'

আমার কৃষি নষ্ট হ'য়ে গেছে, সুতরাং ভগবানের সেবা ব্যতীত গত্যন্তর নাই অর্থাৎ আমি যে সর্ব্বাপেক্ষা অধম, এ বিষয়ে আপনাদেরও মতভেদ হ'বে না। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—যখন কিছুতেই আশা ভরসা নেই, তখন ভগবান্‌কে ডাকা ব্যতীত আমার আর উপায় নেই। সেজন্যই আজ আমাকে এরূপ কার্য্যে নির্ব্বাচিত করা হ'য়েছে।

অতএব আমি অবনত মস্তকে আমার গুরুবর্গের প্রদত্ত এই ভার গ্রহণ ক'রলাম। আমি এজগতের কোন কাব্যশাস্ত্রে পণ্ডিত নই, এজগতের শব্দ-শাস্ত্র, ব্যাকরণে আমার জ্ঞান নেই, এজন্য আপনাদের নিকট আমার ভাষা কঠিন কিম্বা ব্যাকরণদুষ্ট মনে হ'তে পারে। তথাপি আমি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রীচৈতন্যদেবের যে কথাগুলি শু'নেছি, তা' আপনাদের নিকট বল্‌বার জন্য আমার অত্যন্ত অভিলাষ হয়। আমি আপনাদের নিকট একটী অভিভাষণ পাঠ কর্‌ছি। তা'র প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যদেব কি বস্তু, তা' বলা হ'য়েছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্

সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণম্—স্বরূপ প্রকরণম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২০৫ পৃষ্ঠার পর]

ওঁ হরিঃ ॥ স্বেন ধাম্নাত্মশক্ত্যা চ সোঽপ্যবতরতি ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীআম্নায় সূত্রে সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণে স্বরূপ প্রকরণং সমাপ্তম্।

চৈতন্যোপনিষদি। গৌরঃ সর্ব্বাত্মা মহাপুরুষো মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণাতীত সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতীতি ॥ তলবকারে। তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব। তস্মাৎ তিরোদধে ॥ কালিকাপুরাণে দেবীস্তুতৌ। যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ। ন বিব্রুবন্তি রূপাণি বর্ণনীয়ঃ কথং স মে ॥ শ্রীগোবিন্দদাসস্য প্রার্থনা। হরি হরি বড় দুঃখ রহল মরমে। গৌর কীর্ত্তন রসে জগজন মাতল, বঞ্চিত মো হেন অধমে ॥ ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসুত ভেল সেই, বলরাম হইল নিতাই। দীন হীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল, তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥ হেন প্রভুর শ্রীচরণে রতি না জন্মিল কেনে, না ভজিলাম হেন অবতার। দারুণ বিষয় বিষে, সতত মাজিয়া রনু, মুখে দিনু জলন্ত অঙ্গার ॥ এমন দয়ালু দাতা আর না পাইব কোথা, পাইয়া হেলায় হারাইনু। গোবিন্দ দাসিয়া কয়, অনলে পুড়িনু নয়, সহজেই

আত্মঘাতি হইনু ॥ ২০ ॥

ইতি স্বরূপ প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

সেই ভগবৎ স্বরূপ স্বীয় ধামের সহিত আত্মশক্তিবলে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন ॥ ২০ ॥

অথর্ব বেদান্তর্গত চৈতন্যোপনিষদ্ বলেন,—মহাপুরুষ গৌরাঙ্গদেব সমস্ত প্রাণিগণের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা, তিনি ভক্তিযোগ বিস্তারার্থ ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিগুণাতীত বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ যে প্রেমভক্তি তাহা জগজ্জীবকে বিতরণ করিবেন। তলবকার উপনিষদে,—পরব্রহ্ম বিষ্ণু দেবতাগণের অজ্ঞতা বুঝিলেন এবং তাঁহাদের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ তাঁহাদের সেই মিথ্যা অভিমান দূরীকরণার্থ স্বীয় অচিন্ত্য-প্রভাবে এক অদ্ভূত প্রাণিরূপে তাঁহাদের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন ইত্যাদি। অনন্তর যক্ষ রূপধারী শ্রীবিষ্ণু সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। কালিকা পুরাণে দেবস্তুতিতে,—যাঁহার স্বরূপ ব্রহ্মাদিদেবগণ, তপোধ্যান পরায়ণ মুনিগণ ইত্যাদি সকলে ব্যক্ত করিতে পারে না, তাহার বর্ণনা কিপ্রকারে করিব ? শ্রীগোবিন্দদাসের মর্ম্ম সহজে বোধগম্য হয়। [২০]

ইতি স্বরূপ প্রকরণ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ধাম প্রকরণম্

ওঁ হরিঃ ॥ তত্তৎ স্বরূপ বৈভবং ধামনিচয়ম্ ॥ ২১ ॥

মুণ্ডকে। সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেন নিত্যং অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণ দোষাঃ॥ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে। সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি। সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ॥ শ্রীকবিরাজ গোস্বামী। সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ত্ব নাম। ভগবানের সত্তা হয় তাহাতে বিশ্রাম ॥ ২১ ॥

মুণ্ডকে,—নিত্য-সত্য-স্বরূপ ভগবানকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা দ্বারা, ব্রহ্মচর্য্য ও তত্ত্বানুশীলন দ্বারা হৃদয়-কমলের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়রূপে সেই বিশুদ্ধস্বরূপ পরতত্ত্বকে একান্ত ভক্ত যতিগণ তাঁহার উপাসনা করিয়া তৎফলে অবিদ্যাদি দোষমুক্ত হইয়া ভক্তিনেত্র দ্বারা দর্শন করেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে,—ত্রিগুণময় তমোরূপা মায়াকে অতিক্রম করিয়া বিরজার পরপারে সিদ্ধলোক অবস্থিত ; যথায় মায়াতীত সিদ্ধপুরুষগণ থাকেন এবং শ্রীহরিদ্বারা নিহত দৈত্যগণও তথায় বাস করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে স্পষ্টতঃই উল্লিখিত আছে যে, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির সন্ধিনী বৃত্তিদ্বারা প্রকটিত শুদ্ধসত্ত্বময় ধামেই শ্রীভগবান্ অবস্থান করেন। [২১]

ওঁ হরিঃ ॥ জ্যোতির্ব্রহ্মণঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ২২ ॥

প্রশ্নে। তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্য্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ভাগবতে। মুনয়ো বাতবসনা শ্রমণা উর্দ্ধমন্থিনঃ। ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥ চরিতামৃতে। বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল। কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল॥ নির্বিশেষ জ্যোতিবিম্ব বাহিরে প্রকাশ। সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয় ॥২২॥

জ্যোতিই ব্রহ্মের ধাম ॥ ২২ ॥

প্রশ্নোপনিষদে,—শরীর শোষক ব্রতানুষ্ঠায়ী ব্রহ্মচারী ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের ব্রহ্মলোক লাভ হয়॥ ভাগবতে,—দিগম্বর, শ্রমশীল, উর্দ্ধরেতা মুনিগণ, শান্ত ও নির্ম্মল সন্ন্যাসীসকল ব্রহ্মধাম লাভ করেন। চৈতন্য চরিতামৃতের উক্তি অনুসারে সেই নির্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধামে ব্রহ্মসাযুজ্যলব্ধ সাধকগণ লয়প্রাপ্ত হন। [২২]

ওঁ হরিঃ ॥ বিশ্বং পরমাত্মনঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ২৩ ॥

কঠে। যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। পাদ্মে। ত্রিপাদ বিভূতের্ধামস্তত্রিপাদ্ভূতং হি তৎপদং। বিভূতির্মায়িকী সর্ব্ব প্রোক্তা পাদাত্মিকা মতঃ॥ শ্রীকবিরাজ। অন্তরাত্মারূপে তিঁহো জগৎ আধার॥ প্রকৃতি সহিত তাঁর উভয় সম্বন্ধ ! তথাপি প্রকৃতিসহ নাহি স্পর্শ গন্ধ ॥ ২৩ ॥

বিশ্বই পরমাত্মার ধাম ॥ ২৩ ॥

প্রাণস্বরূপ রক্ষক এবং সর্ব্বলোক-নিয়ামক এই যে ব্রহ্ম, যাহা বিভু এবং সর্ব্বভীতিপ্রদ, উহা হইতে

উৎপন্ন এই যাহা কিছু সমস্ত জগতকে কম্পিত করিতেছেন, যাঁহারা এই ব্রহ্মকে অবগত হন, তাঁহারা অমৃতত্বের অধিকারী। এই ভগবানের শাসনে অগ্নি দাহ করিতেছেন, সূর্য্য তাপ ও প্রকাশ দিতেছেন, ইন্দ্র, বায়ুও নিজ নিজ কার্য্য করিতেছেন। যমও ভয়ে কার্য্যতৎপর হইতেছেন। সমস্ত লোকপালগণের নিয়ন্তা যদি কেহ বজ্রোদ্যত করের ন্যায় না থাকিতেন, তাহা হইলে তাহাদের নিয়মিত কার্য্যে প্রবৃত্তি হইত না। পদ্মপুরাণে,—ভগবানের চিন্ময়ধাম তাঁহার ত্রিপাদ বিভূতিদ্বারা সংগঠিত এবং সমস্ত মায়িক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একপাদ বিভূতিদ্বারা রচিত হইয়াছে। ভগবানের একাংশ স্বরূপ পরমাত্মা সমস্ত জীবের অন্তর্য্যামীরূপে সর্ব্বত্রই অবস্থিত থাকিয়া সকলকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন। সৃষ্টির আদিতে নিজের ঈক্ষণদ্বারা প্রকৃতিতে শক্তিসঞ্চার করা এবং সৃষ্টির পরে অন্তর্য্যামীরূপে তাহাকে চালিত করা, এই দুই কার্য্যদ্বারা পরমাত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধ থাকিলেও এই মায়িক প্রকৃতির সহিত তাঁহার কোন গন্ধ স্পর্শই নাই। ইহাই তাঁহার অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য প্রভাব। [২৩]

ওঁ হরিঃ ॥ পরব্যোম ভগবতঃ ॥
হরিঃ ওঁ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীআম্নায় সূত্রে সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণে
ধামপ্রকরণং সমাপ্তম্।

তৈত্তিরীয়ে। ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি ॥ গীতায়াং। ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ পাদ্মে। তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্। অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্ ॥ শ্রীকবিরাজ। প্রকৃতির পারে পরব্যোম নাম ধাম। তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণ লোক খ্যাতি। সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোক নাম। গোলোকস্থ শ্বেতদ্বীপে বৃন্দাবন ধাম ॥ ২৪ ॥ ইতি ধামপ্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তং।

পরব্যোম সংব্যোমই ভগবানের ধাম ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্ম বস্তু সৎস্বরূপ ও জড় দেশ কালাদি পরিচ্ছেদরহিত অধোক্ষজ বস্তু। যিনি সেই ব্রহ্মকে পরব্যোমে ও হৃদয়াকাশে অবস্থিত জানেন, তিনি ঐ সর্ব্বান্তর্য্যামী ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বপ্রকার অধোক্ষজ-ইন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাপর কামনা লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ বলেন,—সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি আমার সেই অব্যয়ধামকে প্রকাশ করিতে পারে না। আমার সেই ধাম লাভ করিলে জীব আর আনন্দলাভে নিবৃত্ত হয় না। প্রকৃতির সীমায় অবস্থিত ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপ বিরজা নদী অতিক্রম করিয়া যে পরব্যোম ধাম অবস্থিত, তাহা ভগবানের ত্রিপাদ বিভূতি সম্পন্ন, অতএব সনাতন, শাশ্বত অমৃতস্বরূপ, অনন্ত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্ময় স্থান। এই চিন্ময় স্থান। এই চিন্ময় বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধ্বপ্রকোষ্ঠই কৃষ্ণধামরূপ গোলোক, যথায় শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন ধাম বিরাজিত আছে। [২৪]

ইতি ধাম প্রকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দুর্ব্বলতা ও কপটতা

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

দুর্ব্বলতা ও কপটতা বাহ্যতঃ দেখিতে প্রায় একরকম হইলেও তাহাদের মধ্যে আকাশপাতাল ভেদ বর্ত্তমান। কপটতা বা কুটিলতা শূদ্রত্বের জ্ঞাপক, আর সরলতা ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক। কপটতা ও দুর্ব্বলতা পরস্পর স্বতন্ত্র জিনিষ। কপটতা থাকিলে জীবের মঙ্গল হয় না—গুণজাত বস্তুর হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া নির্গুণ বস্তুর সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকে না। কপটতারহিত ব্যক্তিগণেরই মঙ্গল হয়। যে আচার্য্যদেব আমাদের মঙ্গলের জন্য প্রাণপণে সতত চেষ্টা করিতেছেন, সেই ভবরোগের সদ্বৈদ্যের

চোখে ধূলি দিয়া আমার অসৎ-প্রবৃত্তিগুলিকে কপটতার আবরণে আবৃত করিয়া রাখিব, আমার হৃদয়ের দুষ্টামি বা ভগবৎ-সেবায় অরুচির কথা কাহাকেও জানিতে দিব না, লোকের নিকট সাধু বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য গোপনে যত্ন করিব, গুরুবৈষ্ণব-সেবার নাম করিয়া নিজের বাহাদুরী চালাইব, সেবার ছলনায় মনের কু-উদ্দেশ্য পরিপূরণের অসতী বাসনা বা প্রতিষ্ঠাচণ্ডালিনীকে সঙ্গিনীরূপে বরণ করিবার ধৃষ্টতা পোষণ করিব, অথচ এসকল কথা অল্পবুদ্ধি কাহাকেও জানিতে দিব না—এতাদৃশী বুদ্ধি দুর্ব্বলতা নহে, পরন্তু ভীষণ কপটতা। এই দুর্ব্বুদ্ধি জীব-হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলে কোনকালেই মঙ্গল হয় না। সরলতার আশ্রয়গ্রহণ না করিয়া—বাস্তবিকই সত্যবস্তুর সন্ধানলাভের জন্য উৎকণ্ঠিত না হইয়া কপটতা অবলম্বন পূর্ব্বক যদি মঙ্গলের পথকে আমরা প্রথমমুখেই বন্ধ করিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলের আর আশা কোথায় ?

আমরা যদি ধৃষ্টা শ্বপচরমণীসদৃশা কপটতাকে আলিঙ্গন করিতে না গিয়া নিষ্কপটহৃদয়ে সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ করি, বিনীতভাবে সাধুদের মুখবিগলিত কথাশ্রবণে দৃঢ়সঙ্কল্প হই ও আগ্রহান্বিত হইয়া সেগুলি পালন করি, সাধুর হৃদয়-মেঘ হইতে গুরু-গম্ভীর নিনাদে কীর্ত্তনমুখে বর্ষিত কৃপাবারিধারা গ্রহণ করিয়া যদি তাহা পান করি তাহা হইলে ক্রমপন্থায় আমাদের মঙ্গললাভ হয় ; কিন্তু আমরা যদি লোক-দেখান সাধুসঙ্গ করি, কৃপাপূর্ব্বক আগত সাধুর উপদেশবাণীকে যথাযোগ্য সম্মান না দিয়া তাঁহার অবমাননা করি, তাহা হইলে আমাদের নরকপ্রাপ্তি হইবে। আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণ ভবরোগী আমাদের মঙ্গলের জন্য বিনাদর্শনীতে রোগনিবারণার্থ যখন প্রাণপণে চেষ্টা করেন, আমাদিগকে কপটতা ছাড়িয়া সরল হইবার জন্য উপদেশ দেন তখন যদি আমরা সেই সদ্বৈদ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মিত্র না ভাবিয়া শত্রু ভাবি, তাঁহাকে স্বার্থপর মনে করিয়া সন্দেহের চক্ষে দেখি, তাহা হইলে তৎপ্রদত্ত হরিকথা-মহৌষধে আমাদের কোন মঙ্গল হইবে না ; পরন্তু নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করা হইবে, যে শাখায় বসিয়া আছি সেই একমাত্র অবলম্বনীয় শাখাটীকে কাটিয়া দিয়া ভীষণ অসুবিধায় পড়িতে হইবে।

আমরা প্রায় শতকরা শতজনই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি চাই। তাই যে যত পরিমাণে আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে সাহায্য করিতে পারে তাদৃশ ব্যক্তিই আমাদের নিকট তত প্রিয় হয়। আমরা আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় শ্রেয়োবস্তুর সন্ধানে উদাসীন থাকিয়া আশু-প্রয়োজনীয় বা আপাতরমণীয় বিষয়কে যদি আদর করি তাহা হইলে বিষয়সুখের দ্বারা জীবনযাপন করিবার বুদ্ধি আমাদিগকে বিচলিত করিয়া তুলিবে। তৎফলে আমরা দিন দিন বিমুখতার দিকে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইব।

বৈকুণ্ঠ-বস্তু শব্দরূপে দয়াপরবশ হইয়া যদি এজগতে না আসেন, তাহা হইলে মঙ্গললাভ করা যায় না। শ্রৌতপথাবলম্বনে আমাদের কর্ণে সেই সকল কথা যদি প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন শ্রীগুরুমুখবিগলিত শব্দ শ্রুতিপথে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের চেতনতা প্রস্ফুটিত করিয়া দেয়। এই শব্দ, এই শ্রীনাম বা এই শ্রীহরিকথার জন্ম এ জগতে হয় নাই। তাই এই শব্দ বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া চতুর্দ্দশভুবনে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইতে পারে কিন্তু দুর্ভাগ্য ও কপট আমরা পরম কৃপাময়ের এই কৃপা-বাণী শুনিয়াও শুনিতেছি না, কাছে পাইয়া তাঁহাকে ধরিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছি। আমরা যোষিৎ-সঙ্গ, যোষিৎ-সঙ্গীর সঙ্গ বা বিষয়ীর সঙ্গ করিবার জন্য লোলুপ বলিয়া এসব কথায় আমাদের রুচি হইতেছে না, সাধুর বাণী শ্রবণ করিবার কাণ প্রস্তুত হইতেছে না, সাধুর প্রত্যেক শিক্ষা বা উপদেশ প্রতি বর্ণে বর্ণে পালন করিবার জন্য যত্ন না থাকায় আমাদের অসুবিধা ঘুচিতেছে না। সুতরাং এমতাবস্থায় আমাদের ন্যায় হতভাগ্যের সাধুসঙ্গের একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ভাগ্যহীন ; তাই হরিকথা শ্রবণ করিতেছি মনে করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের শ্রবণ হইতেছে না—আমরা বঞ্চিত হইয়া জগদ্বাসীর সঙ্গ করিতে ধাবিত হইতেছি। কিন্তু সাধুসঙ্গফলে সৌভাগ্যক্রমে কোনদিন যদি শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই তাহা হইলেই এসব কথা আমাদের কাণে যাইবে—আমরা

তাহা শুনিতে বা ধরিতে পারিব।

আমরা যে যে অবস্থায় আছি, সেই অবস্থা হইতেই উন্নতি করিতে চেষ্টান্বিত হইতে হইবে—ভাল হইবার জন্য যত্ন করিতে হইবে। দুদিন পরে মরিয়া যাইব, বোকা সাজিলে যম ছাড়িবে না, যে মুহূর্ত্তে ভগবানের সেবা হইতে বিরত হইব সেই মুহূর্ত্তে মায়া আমাদিগকে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই পাঁচটীর যে কোনও একটী টোপ দেখাইয়া আমাদিগকে আকর্ষণ বা বিদ্ধ করিবে, স্ত্রী-হাতীর দ্বারা বনের পুরুষ-হাতী ধরিবার ন্যায় মায়া যোষিৎসঙ্গাদির লোভ দেখাইয়া আমাদিগকে সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য কৌশলজাল বিস্তার করিবে, মন বা মায়া আমাদের মঙ্গলের পথে সর্ব্বক্ষণ প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে—এসব কথা বুঝিতে না পারিলে, সেই প্রধান শত্রুগণের কথায় উদাসীন হইতে না পারিলে বা তাহাতে কর্ণপাত না করিবার বল শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে লাভ করিতে না পারিলে আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনের বা গুরুসেবার সম্ভাবনা কোথায় ?

রক্ষাকর্ত্তার অভাব যেখানে সেইখানেই শত্রুবর্গের প্রবল অভিযান পরিদৃষ্ট হয়। এই জগৎ কাপট্য-পরিপূর্ণ বলিয়া এখানে কপটের আদর বেশী, সেইজন্য কপটতা-অবলম্বনে বঞ্চিত হওয়াটাই বর্ত্তমান কালে একটা যুগধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। কৃষ্ণবিমুখ আমরা মায়ার অবৈতনিক ভৃত্য হইয়া পড়িয়াছি। তাই মায়া আমাদের ন্যায় অবৈতনিক ভৃত্যগণকে ছাড়িতে চাহে না, খাঁটী সাধুর কাছ হইতে দূরে রাখে। সুতরাং এতাদৃশী দুর্দ্দৈবগ্রস্তাবস্থায় বা মায়ারাক্ষসীর করাল-কবলে পতিতাবস্থায় মায়াধীশ গুরুদেবের ন্যায় রক্ষাকর্ত্তার বিশেষ প্রয়োজন। যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থাকিবে না, নিষ্কপটে সাধুর সেবা না করিব, সেই মুহূর্ত্তটুকুর সুযোগ পাইয়া আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু বা মায়া আমাদের শত্রু হইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবেই করিবে।

গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিবার মহতী ইচ্ছা আমার আছে কিন্তু পারিতেছি না, ইহার নাম দুর্ব্বলতা। কিন্তু সেবেচ্ছার পরিবর্ত্তে সেবার ছলনা যেখানে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে পরিস্ফুট সেইখানেই কপটতা। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু যে আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহাতে কপটতার আদৌ স্থান নাই; কিন্তু ছোট হরিদাস ও ত্রিদণ্ডিব্রুব রাবণের আদর্শ কপটতার উদাহরণস্থল। আমরা যদি সাধুর বেশ ধারণ করিয়া ভগবৎসেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া যাই, ত্রিদণ্ডগ্রহণ পূর্ব্বক রাবণের ন্যায় সীতা-হরণে দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট হই তাহা হইলে নিজের গলে নিজেই ছুরি দিলাম, হরিভজনের নামে অন্য কিছু করিয়া বসিলাম। আমরা যদি গুরুদেবের শুদ্ধ-সেবা-লাভের সদিচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাঁহার নিকট নিজের দুর্ব্বলতা জানাই, শ্রীগুরুদেবকে আশ্রয়স্থল জানিয়া তাঁহার সেবায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই তাহা হইলে গুরুকৃপায় আমাদের সমস্ত অসুবিধা অনায়াসে বিদূরিত হইবে ও সেই নিষ্কপট আর্ত্তির ফলে আমরা নিশ্চয়ই গুরুকৃপাধনে ধনী হইয়া—নিজের পরমাত্মীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মকে চিনিয়া তাঁহার নিত্য ভৃত্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার সৌভাগ্য পাইব। জীব দুর্ব্বল থাকে থাকুক, জীবের অনর্থ বা অসুবিধা থাকে থাকুক, তাহাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু প্রার্থনার মধ্যে সরলতার পরিবর্ত্তে কপটতা প্রবেশ করিলে জীবের মঙ্গলাশা নাই। তাই আমাদের একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীল প্রভুপাদ গুরুগম্ভীরস্বরে আমাদিগকে একদিন বলিয়াছিলেন—"লক্ষ লক্ষ জন্ম যদি আমাদের দুর্ব্বলতা থাকে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই; কিন্তু একবার যদি কপটতা আশ্রয় করি, সাধুর বেশ, সাধুর নাম নিয়ে সীতাহরণে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই তা'হলে অসুবিধা-সর্পীকে চিরতরে গলায় জড়িয়ে ফেললাম। পশুপক্ষি-কীট-পতঙ্গ লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা বরং ভাল কিন্তু তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নহে।"

কপটের প্রতি কখনও গৌরের কৃপা হয় না। সরল ব্যক্তিগণই তাঁহার কৃপাপাত্র। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া যাঁহাদিগকে সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য দিয়াছেন তাঁহারা যদি কপটতারহিত হইয়া কায়-মনোবাক্যে তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হন তাহা হইলে সেই দুস্তরা অলৌকিকী মায়া তাঁহাদের উপর বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। সরল না হইলে কৃষ্ণকৃপালাভ অসম্ভব। কোন মহাজন গাহিয়াছেন—

"কুটিনাটি ছাড় মন করহ সরল।
গৌরভজা লোকরক্ষা একত্রে নিষ্ফল ।।
হয় গোরা ভজ নয় লোক ভজ ভাই।
এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁঞি ।।
গুরুপদে যদি একনিষ্ঠ না হইবে।
দুই নায়ে নদীপারের দুর্দ্দশা লভিবে ।।"

আমরা দুর্ব্বল, তাই সকল সময়ে গুরুবর্গের আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিতে না পারিয়া তৎপালনের সদিচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করি মাত্র। বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেব বা গুরুকৃপাপ্রাপ্ত বলবান্ সাধুগণের কৃপাশক্তি তাঁহাদের আনুগত্য-প্রভাবে আমাদের ন্যায় দুর্ব্বলব্যক্তিগণের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে আমাদের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং দুর্ব্বলের বল গুরুবৈষ্ণবের নিকট কৃপাভিক্ষা ছাড়া আমাদের আর কোনও সম্বল নাই। কপটতা-রাক্ষসী যেন আমাদিগকে আশ্রয় না করে, আমরা যেন দিন দিন সেবায় উৎসাহবিশিষ্ট হইতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ গুরুবৈষ্ণবগণের নিকট প্রার্থনা করিয়া অদ্যকার মত বিদায় লইতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৬১ সালের ২৬ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

বাষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি (নোটিশ)

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বাষিক সাধারণ সভার অধিবেশন আগামী ১০ চৈত্র (১৪০৩), ২৪ মার্চ্চ (১৯৯৭) সোমবার ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণকে উপস্থিতির জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

—ঃ কার্য্য-তালিকা ঃ—

(১) প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা-আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ও প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

(২) বিগত সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণী পাঠ, অনুমোদন ও দৃঢ়ীকরণ।

(৩) সেক্রেটারী মহোদয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠানের গতবৎসরের পরিচালন সম্বন্ধে পরিচালক-সমিতির রিপোর্ট (বিবরণ) পাঠ ও বিবেচনা।

(৪) গত বৎসরের শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণীসভা সম্বন্ধে পরিচালক-সমিতির রিপোর্ট পাঠ ও বিবেচনা।

(৫) প্রতিষ্ঠানের ১৯৯৫-৯৬ সালের বাষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব যাহা হিসাব-পরীক্ষক দ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে তাহার অনুমোদন এবং পরবর্ত্তী ১৯৯৭-৯৮ সালের জন্য হিসাব-পরীক্ষক (Auditor) নিয়োগের ব্যবস্থা।

(৬) সম্বৎসরব্যাপী গভর্ণিং বডির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সভ্যগণ কর্ত্তৃক আলোচনা এবং আবশ্যকবোধে কোনও পরামর্শ প্রদান।

(৭) বিবিধ।

৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
২৯ জানুয়ারী, ১৯৯৭

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরী, অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক

দেবল ঋষি

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

'দেবল ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তা মুনিবিশেষ। ইনি অসিত মুনির পুত্র, বেদব্যাসের শিষ্য। রম্ভার শাপে অষ্ট-বক্র হইয়াছিলেন।'—বিশ্বকোষ

'দেবল ঋষি অসিত ঋষির পুত্র। তিনি জৈগীষব্যের* সহিত একই আশ্রমে যোগাভ্যাস করিতেন। দেবল জৈগীষব্যকে আপনার অগ্রে সিদ্ধিলাভ করিতে দেখিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন (ঋক)।'

—আশুতোষ দেবের নূতন বাংলা অভিধান

'অহং যুগানাঞ্চ কৃতং ধীরাণাং দেবলোঽসিতঃ।
দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানাং কবীনাং কাব্য আত্মবান্ ।।'

—ভাঃ ১১।১৬।২৮

'যুগমধ্যে আমি সত্যযুগ, ধীরগণমধ্যে দেবল ও অসিত, বেদবিভাগকর্ত্তগণের মধ্যে দ্বৈপায়ন এবং পণ্ডিতগণের মধ্যে বিবেকী শুক্রাচার্য্যস্বরূপ।'

শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে অম্বরীষ মহারাজের চরিত্র প্রসঙ্গে দুর্ব্বাসা ঋষি অম্বরীষ মহারাজকে শাসন করিতে গিয়া সুদর্শন চক্রের দ্বারা তপ্ত হইলে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য দশদিক্, সমুদ্রাভ্যন্তরে, সুমেরু পাহাড়ের গহ্বরে যাইয়াও রক্ষা না পাইয়া সত্যলোকে ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিলেন। ব্রহ্মার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইলে তিনি কৈলাসে নিজ পিতা মহাদেবের শরণাগত হইলেন। মহাদেব সেইসময় তাঁহাকে প্রবোধ দিবার জন্য যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে দেবল ঋষির নাম উল্লিখিত আছে। তিনি 'দেবল ঋষিকে' সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণের মধ্যে অন্যতম বলিয়াছেন। দুর্ব্বাসার প্রতি মহাদেবের উক্তি—'আমি, সনৎকুমার, নারদ, পরমপূজ্য ব্রহ্মা, কপিল, অপান্তরতমঃ (ব্যাসদেব), দেবল, যম, আসুরি, মরীচি প্রমুখ ঋষিবৃন্দ এবং অপরাপর সিদ্ধেশ্বরগণ সকলেই সর্ব্বজ্ঞ। সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও ভগবানের মায়াদ্বারা আবৃত হইয়া যাঁহাকে আমরা জানিতে পারি নাই, সেই পরমেশ্বর শ্রীহরির চক্র আমাদের পক্ষেও দুর্ব্বিষহ।'

শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধে গজেন্দ্র-মোক্ষণ প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। পাণ্ড্যদেশীয় বিষ্ণুব্রতপরায়ণ খ্যাতনামা নৃপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ অগস্ত্য ঋষির অভিশাপে গজেন্দ্রদেহ লাভ করিয়াছিলেন। গজেন্দ্র স্ত্রী পুত্র ও অন্যান্য হস্তিসহ বরুণদেবের ঋতুমৎ নামক উদ্যানে সরোবরে স্নানকালে মহাবলশালী কুম্ভীরের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সহস্র বৎসর লড়াই করিয়া নিজেকে রক্ষা করিতে না পারায় নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। নারায়ণ তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া গরুড় পৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ তাঁহার নিকটে আসিয়া গ্রাহকে নিধন করতঃ গজেন্দ্রকে উদ্ধার করিলেন। উক্ত গ্রাহ পূর্ব্বজন্মে 'হূ হূ' নামে গন্ধর্ব্ব ছিলেন। তিনি একদিন সরোবরে স্ত্রীগণসহ বিহার করিতেছিলেন। দেবল ঋষিও উক্তসরোবরে স্নানের জন্য আসিয়া স্নানরত ছিলেন। এমন সময় 'হূ হূ' গন্ধর্ব্ব রহস্যচ্ছলে জলে ডুব দিয়া দেবল ঋষির পদধারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহাতে ঋষিবর দেবল ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন 'তুমি গ্রাহযোনি প্রাপ্ত হও'। উক্ত অভিশাপে 'হূ হূ' গন্ধর্ব্ব মর্ম্মান্তিকরূপে ব্যথিত ও অনুতপ্ত হইয়া মুনিবরকে অনেক স্তবস্তুতি ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলে দেবল ঋষি বর প্রদান করেন—'গজেন্দ্রমোক্ষণ সময়ে শ্রীহরির চক্রে তাঁহার উদ্ধার সাধিত হইবে।'

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধে শেষ অধ্যায় পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় ব্রহ্মশাপগ্রস্ত পরীক্ষিৎ মহারাজ গঙ্গার তটবর্ত্তী শুকরতলে আসিয়া পৌঁছিলে ভুবন পাবন তপঃপ্রভাবশালী প্রসিদ্ধ মুনিগণ তীর্থ ভ্রমণচ্ছলে শিষ্য সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। উক্ত মুনিগণের মধ্যে অন্যতম দেবল ঋষি।

'মেধাতিথির্দেবল আর্ষ্টিষেণো
ভরদ্বাজো গৌতমঃ পিপ্পলাদঃ।
মৈত্রেয় ঔর্ব্বঃ কবষঃ কুম্ভযোনি-
র্দ্বৈপায়নো ভগবান্ নারদশ্চ ।।'

—ভাঃ ১।১৯।১০

---

* জৈগীষব্য ঋষি :—'ইনি আদিত্যতীর্থে অসিতদেবল ঋষির আশ্রমে গিয়া তপস্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। ইনি অসিতদেবলকে মোক্ষধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ করেন'— মহাভারত

'মেধাতিথি, দেবল, আর্ষ্টিষেণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব্ব, কবয়ঃ, কুম্ভযোনি অগস্ত্য, দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, ভগবান্ নারদ ।।'

'শ্রীকুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে দ্বারকা হইতে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ শুভাগমন করিলে কৃষ্ণদর্শনের জন্য সমাগত রাজ-পত্নী ও গোপীগণ কৃষ্ণের মহিষীগণের সৌভাগ্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া যখন পরস্পর সম্ভাষণরত তৎকালে কৃষ্ণদর্শনার্থ তথায় যে সকল প্রসিদ্ধ মুনিগণ আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে অন্যতম দেবল ঋষি ।'—ভাগবত দশম স্কন্ধ ৮৪ শ্লোক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে আগামী ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ সোমবার হইতে ৯ চৈত্র, ২৩ মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার বিপুল আয়োজন হইয়াছে। পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ ২ চৈত্র, ১৬ মার্চ্চ রবিবার পরিক্রমার অধিবাসদিবস সন্ধ্যার মধ্যে শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবশ্যই পৌঁছিবেন।

১০ চৈত্র, ২৪ মার্চ্চ সোমবার শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিপূজা উপবাস সহযোগে সম্পন্ন হইবে। সমস্ত দিনব্যাপী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পারায়ণ এবং সন্ধ্যায় শ্রীগৌরবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হইবে। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ও শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইবে।

১১ চৈত্র, ২৫ মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হইবে।

পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন এবং শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ অফিসে প্রথমে নাম রেজিষ্ট্রী করাইয়া ব্যাজ লইবেন।

সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজের নামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ ও টেলিঃ শ্রীমায়াপুর, জেঃ নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ) পিন্ ৭৪১৩১৩ এই ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিরক্ষক নারায়ণ, মঠরক্ষক
২৯।১।১৯৯৭

বর্ষশেষে

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামদনমোহন-পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরহরির কৃপায় নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকার অদ্য ৩৬ বর্ষ পূর্ত্তি দিবস। বসুদেবের প্রতি শ্রীনারদ গোস্বামীর উক্তি—'শ্রুতোঽনুপঠিতো, ধ্যাত, আদৃত বানুমোদিতঃ। সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেব-বিশ্বদ্রুহোঽপি হি।।'—ভাঃ ১১।২।১২। 'ভাগবতধর্ম্মের শ্রবণ, শ্রবণান্তর স্বয়ং পঠন, ধ্যান, সমাদর এবং অনুমোদন করিলে ইহা দেবদ্রোহী এবং বিশ্বদ্রোহিগণকে পর্য্যন্ত সদ্যঃ পবিত্র করিয়া থাকে।' [সদ্ধর্ম্ম-শব্দে ভাগবতধর্ম্মকে উদ্দেশ করে।] কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণমুখে ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের সার শ্রীনাথচক্রবর্তী একটী শ্লোকে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ—

'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।।'

"ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবনই আরাধ্য বস্তু। ব্রজবধূগণ যে ভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই উপাসনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থই নির্ম্মল শব্দপ্রমাণ এবং প্রেমই পরম পুরুষার্থ—ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অন্য মতে আদর নাই।"

ভাগবত দুই প্রকার—গ্রন্থভাগবত ও ভক্তভাগবত। 'দুইস্থানে ভাগবত নাম শুনি মাত্র। গ্রন্থভাগবত, আর কৃষ্ণ কৃপা-পাত্র।'—চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৫৩২

'এক ভাগবত হয় ভাগবতশাস্ত্র।
আর এক ভাগবত ভক্তিরসপাত্র।।
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ।।'

—চৈঃ চঃ আ ১।৯৯-১০০

'যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্।।'

—ভাঃ ১১।২।৩৪

'ভগবান্ অজ্ঞজনগণেরও অনায়াসে আত্ম-লাভের জন্য যে-সকল উপায় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া জানিবে।'

ভাগবতের বক্তা স্বয়ং ভগবান্। মন্বাদি ঋষিগণ প্রণীত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। গৃহকর্ত্তা যদি নিজগৃহের আগমনপথ স্বয়ং নির্দ্দেশ করেন, উহাই গৃহকর্ত্তার গৃহে যাওয়ার সুনিশ্চিত পথ। তদ্রূপ স্বয়ং ভগবান্ নিজপ্রাপ্তির যে উপায় বলিয়াছেন তাহাই তাঁহার প্রাপ্তির সুনিশ্চিত পথ। অন্যান্য শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলেও ভাগবতের আলোকেই বুঝিতে হইবে, যথা—

'অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ।।'

—গরুড়পুরাণ

'এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের (বেদান্তের) অর্থ, মহাভারতের (তদন্তর্গত গীতার) তাৎপর্য্য-নির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য্যদ্বারা সম্বর্দ্ধিত।'

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—ভাগবতধর্ম্মের অনুশীলন ও বিস্তারের জন্যই পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব কর্ত্তৃক 'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক পত্রিকার প্রকাশন ও প্রবর্ত্তন। গ্রন্থ-ভাগবতের শিক্ষা, তৎসহ ভক্তভাগবতের পূত চরিত্র বর্ণন, শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত প্রবন্ধ লিখন, শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত ঋষিমুনিগণের চরিত্র বর্ণন, সমস্ত শাস্ত্রের ভক্তিপর তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ, চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পূতচরিত্র ও শিক্ষাবর্ণন, তুলনামূলক বিচারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার সর্ব্বোত্তমতা প্রদর্শন, শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার-প্রসারতাবিষয়ক সংবাদ, বৈষ্ণবগণের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য বিরহ-সংবাদ প্রভৃতি শুদ্ধভক্তি-পরিপোষক বিষয়সমূহ শ্রীচৈতন্যবাণী-মাসিক পত্রিকায় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শুদ্ধভক্ত্যনুশীলন সর্ব্বোত্তম হওয়ায় উহাতে রুচিবিশিষ্ট এবং উহার অধিকারী ব্যক্তি জগতে

বিরল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রূপশিক্ষায় ইহা নির্দ্দেশিত হইয়াছে—গুণ চাহিলে সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়াস ত্যাগ করিতে হইবে, সংখ্যা বৃদ্ধি চাহিলে গুণের প্রয়াস ত্যাগ করিতে হইবে। দুইটী এক সঙ্গে হইবে না।

"তারমধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুইভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল-স্থলচর বিভেদ।।
তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর।।
বেদনিষ্ঠমধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে।।
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটী কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।।
কোটী-জ্ঞানি-মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটী মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।।

বস্তুতঃ গুণের দ্বারাই জগতের কল্যাণ হয়। গুণহীন সংখ্যাবৃদ্ধির দ্বারা কল্যাণ হয় না।

'শ্রীচৈতন্য বাণী পত্রিকার গ্রাহকগণ শুদ্ধভক্তি-অনুশীলনে রুচিবিশিষ্ট গুণবান্। এজন্য আজকের এই বর্ষশেষে তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন।
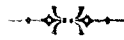
বিরহ-সংবাদ

শ্রীমোক্ষদাসুন্দরী বণিক, উলুবাড়ি, গুয়াহাটী (আসাম) ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিতা দীক্ষিতা শিষ্যা আসাম প্রদেশে গুয়াহাটী-নিবাসী শ্রীমোক্ষদাসুন্দরী বণিক বিগত ৮ আষাঢ় (১৪০৩), ২৩ জুন (১৯৯৬) রবিবার শুক্লা সপ্তমী তিথিবাসরে পূর্ব্বাহ্ন ১১-৩০ ঘটিকায় ৭৫ বৎসর বয়সে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধামপ্রাপ্তা হইয়াছেন। পুত্র শ্রীবিজয়কুমার বণিক তাঁহার শেষকৃত্য ও পারলৌকিক শ্রাদ্ধ-কৃত্য যথাবিহিতভাবে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। দাহকৃত্যকালে গুয়াহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে মঠরক্ষক শ্রীগোবিন্দসুন্দর দাস ব্রহ্মচারী (ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন যাচক মহারাজ) একজন সেবক শ্রীসনাতন দাসসহ উপস্থিত ছিলেন।

বিজয়বাবুর জননী ১১ ফাল্গুন ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে গুয়াহাটী পল্টনবাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের নিকট শ্রীহরিনাম ও মন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। ইনি গুরুভক্তিপরায়ণা ছিলেন ও মঠের ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ইঁহার স্নেহপূর্ণ আমন্ত্রণে উলুবাড়িস্থিত গৃহে যাইয়া পাঠ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

করুণাময় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধা-নয়নানন্দ-জীউ স্বধামগত আত্মার আত্যন্তিক মঙ্গল বিধান করুন, এই প্রার্থনা জানাইতেছি।

শ্রীগঙ্গাদাস সিকারিয়া, গুয়াহাটী (আসাম) ঃ—গুয়াহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়নানন্দজীউ বিজয়বিগ্রহগণের সেবানুকূল্যকারী এবং মঠের পৃষ্ঠপোষক গুয়াহাটীনিবাসী ধাম্মিকপ্রবর শ্রীগঙ্গাদাস সিকারিয়া বিগত ১ কার্ত্তিক (১৪০৩), ১৮ অক্টোবর (১৯৯৬) শুক্রবার স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তিনি তিন পুত্র শ্রীসন্তোষ কুমার সিকারিয়া, শ্রীরামাবতার সিকারিয়া ও শ্রীঅশোক কুমার সিকারিয়া ও নয় পৌত্র রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রয়াণ হয় ৯০ বৎসর বয়সে। তাঁহার জন্মতারিখ ৯ মার্চ্চ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে, পিতার নাম স্বধামগত শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ সিকারিয়া। তিনি বিভিন্নভাবে মঠের সেবা ও উৎসবাদিতে আনুকূল্য করিতেন।

শ্রীগঙ্গাদাসজীর স্বধামগত আত্মার নিত্য কল্যাণের

জন্য শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধানয়নানন্দজীউর শ্রীপাদ-পদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীপুলিনবিহারী দাসাধিকারী, চাংসারি (কামরূপ, আসাম) ঃ—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাসিক্ত দীক্ষিত শিষ্য শ্রীপুলিনবিহারী দাসাধিকারী (পূর্ব্বনাম শ্রীপবিত্র কুমার কলিতা) গত ৯ আশ্বিন (১৪০৩), ২৬ সেপ্টেম্বর (১৯৯৬) বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-তিথিতে আনুমানিক ৬৫ বৎসর বয়সে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার নিবাসস্থান আসামে কামরূপ জেলার অন্তর্গত চাংসারির নিকটবর্ত্তী বনমাজা গ্রামে। তাঁহার স্বধামগত পিতার নাম শ্রীমহীধর কলিতা। ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৬ নভেম্বর শ্রীহরিনামাশ্রিত এবং ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে ১০ অগ্রহায়ণ, ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারী কৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত হন। তিনি দীক্ষিত হওয়ার পর কতিপয় বৎসর মঠে ব্রহ্মচারিরূপে অবস্থান করিয়া সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্নিগ্ধস্বভাব ও সেবা-পরায়ণতার জন্য বৈষ্ণবগণ তাঁহার প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারী অবস্থায় নদীয়াজেলা-সদর কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে দীর্ঘদিন সেবায় নিরত ছিলেন। মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ তাঁহাকে যথেষ্ট প্রীতি করিতেন। কিন্তু দৈববশতঃ তিনি গৃহে ফিরিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তিনি স্ত্রী, দুইটী পুত্র ও দুইটী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রমের পরিবেশ সুখকর মনে না হওয়ায় তিনি কএক বৎসর নওগাওঁএর নিকটবর্ত্তী জাগীরোডস্থিত শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে থাকিয়া সেবা করিয়াছিলেন। গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেও তিনি উৎসবাদিকালে গৌহাটী মঠে আসিয়া এবং আসামের অন্যান্য মঠে যাইয়া সেবা করিতেন। তাঁহার সেবাপরায়ণতার জন্য সকলেই তাঁহাকে সমাদর করিতেন ও ভালবাসিতেন।

তাঁহার অপরিণতবয়সে অকস্মাৎ স্বধামপ্রাপ্তিতে তাঁহার সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই মর্ম্মাহত ও বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গুয়াহাটী (আসাম) ঃ—বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত গৃহস্থ শিষ্য পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ মধুসূদন দাসাধিকারী প্রভু বিগত ১ মাঘ (১৪০৩), ১৫ জানুয়ারী (১৯৯৭) বুধবার শুক্লা-সপ্তমী তিথিতে আসাম-প্রদেশস্থ গুয়াহাটী সহরে পল্টনবাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় আনুমানিক ৮৫ বৎসর বয়সে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার শেষ-কৃত্য যথাবিহিতভাবে মঠের বৈষ্ণবগণ স্থানীয় ভূত-নাথ শ্মশানে সম্পন্ন করেন। শ্রীমঠ হইতে সংকীর্ত্তন সহযোগে ভক্তগণ তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। পরম গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাভিষিক্ত শিষ্যগণ একে একে অন্তর্ধান করিতেছেন, ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয়। "কৃপা করি কৃষ্ণ মোদের দিয়াছিল সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হইল সঙ্গভঙ্গ॥" তিনি স্নিগ্ধস্বভাবযুক্ত ভজনপরায়ণ নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন, শেষবয়সে মঠেই অবস্থান করিয়া ভজন করিতেছিলেন। দীর্ঘ সময় তিনি গুয়াহাটী মঠে এবং কিছু সময় আগরতলাস্থিত শ্রীমঠে—শ্রীজগন্নাথমন্দিরে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাতেও যোগ দিয়াছিলেন।

স্বধামপ্রাপ্তিকালে তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। মাঝে মাঝে তাঁহারা গুয়াহাটী মঠে পিতৃদেবকে প্রণতি জ্ঞাপনের জন্য আসিতেন। গুয়া-হাটী মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন যাচক মহারাজ (শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারী) কলিকাতা মঠে তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া বিমানযোগে তথায় পৌঁছিয়া তাঁহার বিরহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

মধুসূদন প্রভুর স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীরামপ্রতাপ গোয়েল, সেক্টর ২০ডি, চণ্ডীগড় ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অনুকম্পিত নিষ্ঠাবান

শ্রীরামপ্রতাপ গোয়েল

গৃহস্থ শিষ্য শ্রীরামপ্রতাপ গোয়েল চণ্ডীগঢ়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সন্নিকটে সেক্টর ২০ডি-স্থিত বাসগৃহে বিগত ১৬ অগ্রহায়ণ (১৪০৩), ২ ডিসেম্বর (১৯৯৬) সোমবার কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে প্রাতে ৭২ বৎসর বয়সে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীমঠের সাধু ও গৃহস্থ ভক্তগণ সংকীর্ত্তন সহযোগে তাঁহাকে লইয়া মোটরযানে ২৫ সেক্টরস্থ শ্মশানে গিয়াছিলেন। যথাবিহিতভাবে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। পরিজনবর্গ তাঁহার শ্রাদ্ধকৃত্য গৃহে সম্পন্ন করেন।

শ্রীরামপ্রতাপজী তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী সহ প্রত্যহ মঠে আরতি দর্শন ও হরিকথা শুনিতে আসিতেন। মঠের সমস্ত ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে সক্রীয়ভাবে তিনি যোগ দিতেন ও সাধ্যমত সেবা করিতেন। চণ্ডীগঢ় মঠের সহিত তাঁহার বহুদিনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শ্রীরামপ্রতাপ গোয়েল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠপ্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের নিকট গত ২৮।৪।১৩৮০ বঙ্গাব্দে এবং ১৩।৮।১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীহরিনামাশ্রিত হন। পরে মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকট ইং ১৯৮২ সনে ৪ আগষ্ট বুধবার মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষান্তে তাঁহার নাম হয় শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী। তাঁহার পিতার নাম লালা শ্রীগীতারাম গোয়েল।

শ্রীরামপ্রতাপজী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর আমন্ত্রণে শ্রীল ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সাধুগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার গৃহে পদার্পণ করতঃ হরিকথা পরিবেশন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশেষ ব্যবস্থায় শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে কএকবার হরিয়াণা প্রদেশের অন্তর্গত কৈথাল-সহরে যাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছিলেন।

তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ, বিশেষতো চণ্ডীগঢ় মঠের ভক্তগণ বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীশুকদেবরাজ বক্সি, সেক্টর ৩৭বি, চণ্ডীগঢ় ঃ— নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাভিসিক্ত গৃহস্থ শিষ্য চণ্ডীগঢ়নিবাসী এড্‌ভোকেট শ্রীশুকদেবরাজ শর্ম্মা (বক্সি) ৬৪ বৎসর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া ১২ অগ্রহায়ণ (১৪০৩), ২৮ নভেম্বর (১৯৯৬) বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে শুক্লা তৃতীয়া-তিথিতে স্বধাম প্রাপ্ত হন। অকস্মাৎ তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তির সংবাদে মঠের ভক্তগণ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। শ্রীমঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ মঠের ব্রহ্মচারিগণ এবং শ্রীকৃষ্ণগোপাল কারাকা, শ্রীধনঞ্জয় দাস, চক্রবর্ত্তিরাজ জহর, এড্‌ভোকেট শ্রীচন্দ্রপ্রকাশ সাপ্রা প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণ সহ তথায় উপনীত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ সান্ত্বনা-সূচক বাক্যের দ্বারা তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, পরিজনবর্গকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করেন। বিদেশ হইতে পুত্রের এবং কন্যা ও স্বজনগণের আগমন প্রতীক্ষায় সেদিন দাহকৃত্য হয় নাই। পরদিন প্রাতে সরকারী মোটর-

যানে মঠের ভক্তগণ সংকীর্ত্তন সহযোগে ২৫ সেক্টরস্থ শ্মশানে যান এবং তাঁহার শেষকৃত্য যথাবিহিতভাবে সুসম্পন্ন হয়। তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য সেক্টর ৩৭বি-স্থিত গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তিনি স্ত্রী শ্রীমতী স্বণ বক্সি, দুই পুত্র—শ্রীকৃষ্ণ বক্সি, শ্রীব্রজেশ বক্সি এবং দুই কন্যা—শ্রীসরোজ শর্ম্মা ও শ্রীরাধা শর্ম্মা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বধামগত পিতা পণ্ডিত হংসরাজ শর্ম্মা, জননী শঙ্করী দেবী। তাঁহার জন্মস্থান হিমাচলপ্রদেশে উনা জেলার অন্তর্গত থথান গ্রামে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব চণ্ডীগড়ে মঠ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ২৩ সেক্টরস্থ সনাতনধর্ম্মমন্দিরে অবস্থান করতঃ প্রচার করিয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীশুকদেবরাজ বক্সি ২৩ সেক্টরে অবস্থান করিতেন। তিনি প্রত্যহ হরিকথা শুনিতে আসিতেন। শ্রীল গুরুদেবকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার শ্রীমুখপদ্মবিনিঃসৃত হরিকথামৃত শুনিয়া তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি বি-এ, এল্ এল্ বি পরীক্ষা কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের Reader রূপে চাকরী পান। পরে তিনি হাইকোর্টের Special Secretary পদ লাভ করেন। চাকরী হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট এর কার্য্য করিতেন। তিনি বিদেশ ভ্রমণেও গিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এবং উপস্থিত বুদ্ধিতে অত্যন্ত প্রখর ছিলেন, ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল।

তিনি বৃন্দাবনধামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের নিকট ২০ শ্রাবণ (১৩৭৫), ৫ আগষ্ট (১৯৬৮) শ্রীহরিনামাশ্রিত হন।

চণ্ডীগড়ে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের শাখা মঠ সংস্থাপন কার্য্যের তদ্বিরের জন্য শ্রীল গুরুদেব তাঁহাকেই প্রথমে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তৎকালে চণ্ডীগড় এড্‌মিনিষ্ট্রেশনের চিফ কমিশনার ছিলেন আই-সি-এস্ অফিসার শ্রীবি-পি বাগ্‌চি। শ্রীবি-পি বাগ্‌চি শ্রীল গুরুদেবের ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া মঠ-সংস্থাপনে জমীর জন্য দরখাস্ত করিতে বলিলে তদ্বিষয়ে শ্রীশুকদেবরাজ বক্সির তদ্বিরকার্য্যের এবং তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। চণ্ডীগড় মঠের সভা পরিচালনেও তিনি মুখ্য অংশ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ ব্যক্তির অকস্মাৎ প্রয়াণে প্রতিষ্ঠানের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

এইবার শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে বৃন্দাবন মঠে তাঁহার সহিত শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের বহু কথা আলাপ হয়। তিনি বৃন্দাবনে জমী বাড়ী সংগ্রহ করিয়াছেন ভজন করিবেন বলিয়া—এইরূপ সঙ্কল্পের কথাও ব্যক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তখন ভাবিতে পারেন নাই, তিনি এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন। তাঁহার হৃদরোগের কথা পূর্ব্বে কখনও তিনি শুনেন নাই।

তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীপূরণচাঁদ ধীমান্, ভাটিণ্ডা থার্ম্মেল কলোনি (পাঞ্জাব)ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকট হরিনামমন্ত্রে দীক্ষিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য

শ্রীপূরণচাঁদ ধীমান্ (দীক্ষানাম শ্রীপদ্মনাভ দাসাধিকারী) গত ১ পৌষ (১৪০৩), ১৭ ডিসেম্বর (১৯৯৬) মঙ্গলবার শুক্লা-অষ্টমী তিথিবাসরে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় হিমাচল-প্রদেশস্থ কাঙ্গ্রা জেলার অন্তর্গত নিয়ালি গ্রামে নিজবাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। নিয়ালি গ্রাম হইতে ভাটিণ্ডায় স্বধামপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া ভাটিণ্ডার শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ মর্ম্মাহত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাসাধিকারী (কুলদীপ), শ্রীবেদ-প্রকাশ লুম্বা, শ্রীওমপ্রকাশ লুম্বা, শ্রীভূপেন্দ্র, শ্রীপ্রেম সেখরী, শ্রীরামকুমার, শ্রীকৃষ্ণমোহন, শ্রীনরেশকুমার, শ্রীরঘুনন্দনন্দন দাস, শ্রীসুভাষ-চন্দ্র, শ্রীঅশোককুমার, শ্রীরাজকুমার গর্গের সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি ভাটিণ্ডার ভক্তগণ রিজার্ভ মিনিবাসে হিমাচলপ্রদেশে নিয়ালি যাওয়ার পথে অমৃতসর সহরে দুর্গিয়াণা মন্দিরের দ্বিতল অতিথিভবনে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজকে উক্ত দুঃসংবাদ দিতে ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে গিয়াছিলেন এবং কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিয়ালি পৌঁছিয়া শ্রীপদ্মনাভ দাসাধিকারীর শেষকৃত্য বৈষ্ণববিধানমতে সম্পন্ন করিয়া ভাটিণ্ডায় ফিরিয়া যান।
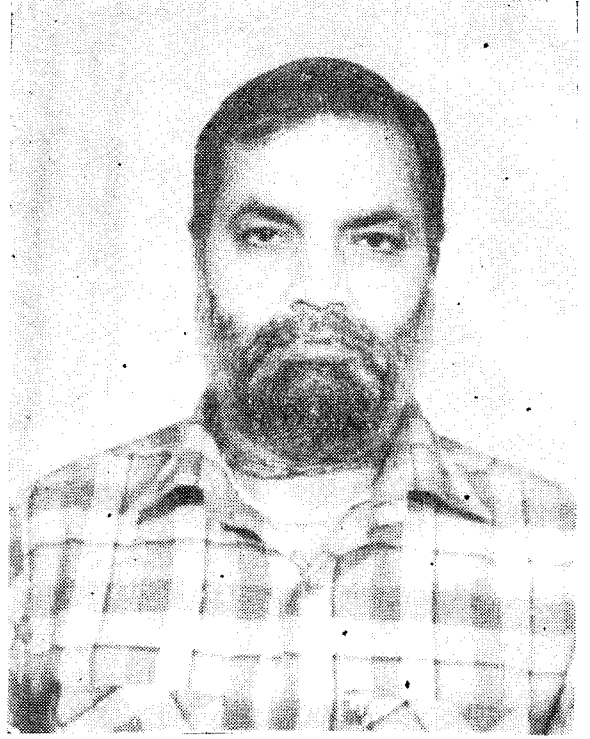
শ্রীপূরণচাঁদ ধীমান্ ১৯৮২ সালের ১৮ অক্টোবর ভাটিণ্ডা সহরে শ্রীহরিনামাশ্রিত এবং ১৯৮৪ সালে ১১ আগষ্ট শ্রীবৃন্দাবনধামস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীপদ্মনাভ দাসাধিকারী নাম প্রাপ্ত হন। শ্রীপদ্মনাভ দাসাধিকারী অতিশয় সরল প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্বভাববিশিষ্ট বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি প্রায় প্রতিবৎসরই ভাটিণ্ডায় আচার্য্যদেবের শুভাগমনকালে তাঁহার থার্ম্মেল কলোনিস্থ কোয়ার্টারে বৈষ্ণবসেবার ও হরিকথা শ্রবণের জন্য সম্মেলনের ব্যবস্থা করিতেন। বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবায় তাঁহার যথেষ্ট প্রীতি ছিল। তিনি সাধারণ চাকুরীজীবী হইয়াও বৈষ্ণবসেবার জন্য অর্থ ব্যয়ে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার সেবাপ্রাণতা ও নিষ্ঠা দেখিয়া স্থানীয় ভক্তগণ সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। সম্প্রতি হৃদ-রোগের দোষ থাকায় ডাক্তারগণ এবং তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের জন্য বলিলেও তিনি তাহা অগ্রাহ্য করতঃ সেবাতে নিরত থাকিতেন। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই ভক্তিমান্ ও ভক্তিমতী। তাঁহার স্বধামগত পিতৃদেবও শ্রীরুক্কুরাম ধীমান্ ধার্ম্মিক স্বভাববিশিষ্ট ছিলেন।

অকস্মাৎ পদ্মনাভ দাসাধিকারীর স্বধামপ্রাপ্তিতে পাঞ্জাবের ভক্তগণ এবং অন্যান্য স্থানের ভক্তগণও বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. WB/SC-258

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ

[১৪০২ ফাল্গুন হইতে ১৪০৩ মাঘ পর্য্যন্ত]

১ম—১২শ সংখ্যা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেসে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ—৫১০

শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রবন্ধ-সূচী

ষট্ত্রিংশৎ বর্ষ

[১ম—১২শ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

....

....

....

....

Pin........................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬